কুরআন হাদীসের আলোকে

প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব

মুফতী হারুন রসুলাবাদী

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

কুরআন-হাদীসের আলোকে

প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব

সংজ্ঞা, পরিচয়, প্রকার, স্তর ও রহস্য

কুরআন-হাদীসের আলোকে

প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব

সংজ্ঞা, পরিচয়, প্রকার, স্তর ও রহস্য

মুফতী হারুন রসুলাবাদী

লেখক, সম্পাদক, গবেষক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা

শাইখুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, সাভার, ঢাকা

আনোয়ার লাইব্রেরী

[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৯১৩৬৮০০১০, ০১৮৩০৭৩৪১৯৫

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৭ ইং

কুরআন-হাদীসের আলোকে

প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব

সংজ্ঞা, পরিচয়, প্রকার, স্তর ও রহস্য

মুফতী হারুন রসুলাবাদী

প্রকাশক ❑ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব ❑ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য ❑ ৪০০.০০ টাকা

উৎসর্গ

জীবন চলার পথে, যে সকল বন্ধুরা আমাকে সামনে চলার প্রেরণা যুগিয়ে ছিলেন এবং যুগাচ্ছেন।

যারা আমার দুঃখ কষ্টকে ভাগাভাগি করে নিজ কাঁধে নিয়েছিলেন, নিচ্ছেন। যারা বন্ধুত্বের হক আদায় করেছিলেন, করছেন। যাদের উসিলায় সঠিক পথের সন্ধান খুঁজে পেয়েছি আর যে সকল বোনেরা পর্দার আড়াল থেকে পুত:পবিত্র হৃদয় দিয়ে আমাকে ভালোবেসে ছিলেন, আমার উন্নতি মনেপ্রাণে কামনা করতেন, কিংবা আমাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। অথবা আমার ভাঙ্গা মনে যাদেরকে পাবার উষ্ণ আশা জেগেছিল। তাদের সকলের সুখী জীবন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও দীর্ঘায়ু কামনায়।

আর যারা না ফেরার দেশে চলে গেছেন তাদের রূহের মাগফিরাত কামনায় এ গ্রন্থটির যাবতীয় নেকী উৎসর্গ করা হলো।

লেখক

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

দারুল উলুম মাদরাসা মিরপুর -১৩ এর শাইখুল হাদীস, শাহজাদী বেগম জামে মসজিদ, নয়াবাজার, ঢাকা-এর সম্মানিত **খতীব,** প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন, মুফাসসিরে কুরআন, হযরত মাওলানা **মুজাফ্ফার হুসাইন সাহেব** (দা.বা.)-এর

অভিমত ও দু'আ

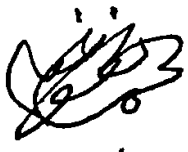
হামদ ও সালাতের পর।

মানুষ যখন বৃক্ষরোপণ করে এবং সেই বৃক্ষে ফল আসে তখন তার বড় আনন্দ হয়; আমার বৃক্ষের ফল' দেখে আমিও আজ বড় আনন্দিত। ফলেই তো বৃক্ষের পরিচয়। কমতো নয়, প্রায় ২০ বছর কিংবা আরো বেশি। অথচ মনে হয়। এই সে দিনের কথা। আজকের মুফতী হারুন রসূলাবাদীকে তার ছাত্র জীবনে প্রথম যেদিন দেখলাম তখন থেকেই আমার হৃদয়ে তার প্রতি এক বিশেষ স্নেহ ও মহব্বত সৃষ্টি হলো। তাকে আমি আপন সন্তানের মতো মহব্বত করি। ছাত্র জীবন থেকেই তার মধ্যে ইলমের প্রচণ্ড তলব ছিল। ছিল লেখালেখির প্রতি নেশা এবং তখন থেকেই তার মাঝে বেশ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল, ফলে আমি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী ছিলাম। আল্লাহর দরবারে প্রাণখুলে দু'আ করছি। তিনি যেন তার দ্বারা ইলমের বড় বড় খিদমত নেন। সে আদব-আখলাক ও শিক্ষকগণের খিদমতে নিজেকে অর্পণ করায় প্রিয় শিক্ষকগণও তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং সবাই তাকে ছেলেতুল্য ভালোবাসতেন। দিল থেকে দু'আ করতেন। একজন ছাত্রের সফলতা ও কামিয়াবীর জন্য জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি কঠোর চেষ্টা-সাধনাও পরিশ্রমের চেয়েও বেশি প্রয়োজন শিক্ষকদের নেক দু'আ, মুরব্বীদের নেক দৃষ্টি এবং মা বাবার সন্তুষ্টি। আলহামদুলিল্লাহ। এগুণাবলীও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আসলে যোগ্যতা দ্বারা কাজ হয় না। কাজ আল্লাহর তাওফীকেই হয়। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া বড় বড় যোগ্যতাও নষ্ট হয়ে যায়। এ শিক্ষা সে গ্রহণ করেছে বিধায় আল্লাহ তা'আলা তাকে যোগ্যতার চেয়েও অধিক কাজ করার তাওফীক করে দিয়েছেন। দু'আ করি আল্লাহ পাক যেন তাকে আরো যোগ্যতা আরো ইখলাস দান করেন এবং দেশ-জাতি ও দ্বীনের খিদমত করার তাওফীক দান করেন– আমীন।

আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, সে দ্বীনি বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দেওয়ার পাশাপাশি এ পর্যন্ত প্রায় ২৫টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছে এবং গ্রন্থগুলো সকলের নিকটই সমাদৃত। সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ হলো কুরআন-হাদীসের আলোকে "প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব"।

এ গ্রন্থটি ধ্বংসের দ্বারাপ্রান্তে উপনীত, পথ ভোলা যুবক-যুবতী ও কিশোর কিশোরী এবং তাদের অভিভাবকদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে। আর সমাজের পরতে পরতে চেপে বসা নানান অপকর্ম ও অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অপসংস্কৃতি ও বদদ্বীনীর অমানিশা দূরীকরণে সহযোগী হবে এবং সমাজের তমাসাচ্ছন্ন পরিবেশের এ বৈরী হাওয়ায় দিগভ্রান্ত এ মুসলিম যুবক-যুবতীর জন্য এই গ্রন্থটি দিশারী হিসেবে কাজ করবে। খুঁজে পাবে সঠিক পথের সন্ধান। এছাড়া অন্যান্য সকল ধর্মের যুবক-যুবতীরা এ গ্রন্থ থেকে দিক নিদের্শনা পাবেন– ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে এরূপ একটি গ্রন্থ রচনার জন্য আমি মোবারকবাদ জানাই এবং হৃদয়ের গভীর থেকে দু'আ করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমার স্নেহের হারুন রসূলাবাদীকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করেন। দুনিয়া ও আখেরাতে তার যাবতীয় মনোবাসনা পূর্ণ করেন এবং গ্রন্থটিকে নাজাতের জরিয়া হিসেবে কবুল করেন। আমীন।



(মুজাফ্ফর হুসাইন সিরাজী)
২০/০৩/২০১৭ ঈসায়ী

মাতবর বাজার জামে মসজিদ কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা-এর সম্মানিত খতীব
বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও শিক্ষানুরাগী হযরত মাওলানা **ইউসুফ সাদিক হক্কানী**
(দা.বা.)-খলীফা আল্লামা নূরুল হক আজমী (দা: বা:)-এর

অভিমত ও দু'আ

হামদ ও সালাতের পর। স্নেহস্পদ মুফতী হারুন রসূলাবাদী-এর গবেষণামূলক "কুরআন-হাদীসের আলোকে "প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব" নামক গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির বেশ কিছু অংশ আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। মাশাআল্লাহ এই মুহূর্তে এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশ পাওয়া সময়ের দাবী। কেননা বর্তমান সময়ের ছেলে মেয়েরা প্রেমও ভালোবাসার নামে যেভাবে নোংরামী সমাজে ছড়াচ্ছে তা অত্যন্ত ভয়াবহতার রূপ ধারণ করেছে। প্রবৃত্তির চাহিদাপূরক জীবনকেই তাদের প্রকৃত জীবন বলে মনে করছে। নির্লজ্জতা ও চরিত্রহীনতার ওই দৃশ্য যা এক সময় বাতিলের বৈশিষ্ট্য ছিলো তা আজ মুসলমানদের মধ্যে ছেয়ে গেছে। কাফেরদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে এবং তাদের মিডিয়া দেখে দেখে আমাদের যুবশ্রেণী ফিল্ম ও রোমান্সের এমন জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে, তারা আজ তাদের শেকড় ভুলে গেছে। এটি ওই জাতি যার যুবকেরা কখনো আল্লাহর জিকিরে নিমগ্নতা, সেজদার অপার্থিব স্বাদ আস্বাদন, আল্লাহর ভয়ে রাত জেগে ইবাদতের স্পৃহা এবং জ্ঞানান্বেষণের প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিলো। আজ তারা যৌবনের উন্মাদনায় শয়তানি কাজে লিপ্ত হয়ে নিজের মূল্যবান জীবনকে নিজ হাতে ধ্বংস করছে। আবার কিছু লোক এমন রয়েছে যারা নিজে চারিত্রিক অধঃপতনের শিকার নয়; কিন্তু সমাজে চলমান নির্লজ্জতা সম্পর্কে সামান্য অনুভূতিও নেই। নিজের আশে পাশে অনেক কিছু হতে দেখে; কিন্তু এগুলো স্বাভাবিক বলেই মনে করেন। নিজের সন্তানাদিকে চারিত্রিক স্খলনের মধ্যে নিপতিত দেখে; কিন্তু যৌবনের চাহিদা' মনে করে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। তারা বুঝেনা এজীবনের মূল্য। জীবন শুধু ভোগের জন্য নয়।

নয় মেকিপ্রেম নিয়ে মগ্ন থাকা। নয় ইশকে শয়তানী নিয়ে লিপ্ত থাকা। কেননা ইশকে শয়তানী মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে দূরে সরায়ে ইতর প্রাণীতে পরিণত করে দেয়।

লেখককে আমি হৃদয় খোলে মুবারকবাদ জানাই এজন্য যে, তিনি সমাজের দিগভ্রান্ত লোকজনের মনের ভাব ও চাহিদা উপলব্ধি করতে পারেন এবং সেই সাথে তা পূরণ করারও চেষ্টা করেন। লেখককে সামান্য প্রশংসা দিয়ে খাটো করতে চাইনা। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন তার কলমে বরকত দান করেন।

সেই সাথে তার যাবতীয় নেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দিন এবং হায়াতে তায়্যিবাহ দান করেন। আর গ্রন্থটিকে কবুল করেন এ থেকে সকলকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। আমীন

ইউসুফ সাদিক হক্কানী
২০/০৩/২০১৭ ঈসায়ী

জামেয়া সাঈদিয়া কারীমিয়া বারিধারা ঢাকা-এর শায়খুল হাদীস,
বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা হযরত মাওলানা
জুবাইর আহমদ আশরাফ (দা.রা.)-এর

অভিমত ও দু'আ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

প্রায় একুশ বছর আগের কথা। অথচ মনে হয় এইতো সে দিন! আজকের মুফতী হারুন রসূলাবাদীকে প্রথম যখন দেখি, তখন অনুভব করি, তার মাঝে ইলম তথা জ্ঞান অর্জনের পিপাসা রয়েছে। ছাত্র জীবন থেকেই তার মাঝে বেশ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল। ফলে তখন থেকেই তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদি ছিলাম। তার আদব-আখলাক ও ওসতাদদের খেদমতে নিজেকে অর্পণ করায় সম্মানিত ওসতাদগণও তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং সবাই তাকে স্নেহ করতেন। আমিও তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছি এবং লেখালেখির প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছি।

একজন ছাত্রের সফলতা ও কামিয়াবীর জন্য কঠোর চেষ্টা-সাধনা ও পরিশ্রেমের পাশাপাশি প্রয়োজন ওসতাদ, পিতামাতা ও মুরব্বীদের সন্তুষ্টি ও নেক দু'আ।

আলহামদুলিল্লাহ, স্নেহের হারুন রসূলাবাদী এ সব বৈশিষ্ট্যও অর্জন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে লেখালেখির ক্ষেত্রে দীনের খেদমত করার তাওফীক দিয়েছেন। মানুষ যখন বৃক্ষ রোপণ করে এবং সেই বৃক্ষে যখন ফল আসে তখন তার বড় আনন্দ হয়। তদ্রূপ হারুন রসূলাবাদীর পিতামাতও ওসতাদগণও খুবই আনন্দিত। তাদের এ আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাক– এ কামনা করি। আলহামদুলিল্লাহ। এ পর্যন্ত লেখক প্রায় পঁচিশটিরও বেশী গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং পাশাপাশি মাসিক 'ভুল সংশোধন' নামে একটি প্রত্রিকাও প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

বক্ষমাণ 'কুরআন-হাদীসের আলোকে' প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব' গ্রন্থখানি সমাজের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপসংস্কৃতি ও বদদ্বীনী দূরীকরণে সহযোগী হবে এবং দিকভ্রান্ত যুবক-যুবতীদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে বলে আশা রাখি। সত্য সন্ধানী অমুসলিম যুবক-যুবতীরাও এ গ্রন্থ থেকে দিক নিদের্শনা পাবেন এবং উপকৃত হবেন। আল্লাহ তা'আলা যেন তরুণ ও পরিশ্রমী লেখক মাওলানা হারুন সাহেব দ্বারা ইলমের আরও খেদমত নেন, তাঁকে নেক হায়াত দান করেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর কামিয়াবী নসীব করেন।

এ গ্রন্থের প্রকাশক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ তা'আলা জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন

জুবাইর আহমদ আশরাফ
০৯/০৩/২০১৭ ঈসায়ী
০৯/০৬/১৪৩৮ হি:

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হামদ ও সালাতের পর

"কুরআন-হাদীসের আলোকে প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব" নামে স্বতন্ত্র একটি দ্বীনী কিতাব রচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এবং রচিত হয়েছেও; তবে বাজারে যেগুলো রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় এ বিষয়ে আরও কিছু তাত্ত্বিক আলোচনাও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। কেননা প্রেম-ভালোবাসাকে বিকৃত করে প্রেমের নামে যুবক-যুবতীর যেভাবে অশ্লীলতা সমাজে ছড়াচ্ছে তা রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে। প্রেম ভালোবাসা, ইশক মহব্বত এ শব্দগুলো অতি পবিত্র। কারণ প্রেম ভালোবাসা, দয়া-মহব্বত না থাকলে বিশ্বজাহানের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে যেত। তবে সেটা কোন প্রেম? কোন ভালোবাসা? তারও একটা সংজ্ঞা রয়েছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে সম্পতিকালে যুবক-যুবতীরা এসবের মানে না বুঝেই এতে জড়িয়ে যাচ্ছে। আর পৌঁছে যাচ্ছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। প্রেম ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব ভাল, তবে স্থান কাল প্রাত্র ও ধর্মীয় বিধি নিষেধ মেনেই সব করতে হয়। কেননা, যে প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব মানুষকে করে সুন্দর, এই প্রেম ভালোবাসা ও বন্ধুত্বই আবার মানুষকে করে কলুষিত। যে প্রেম আত্মাকে দান করে সজীবতা, আবার সে প্রেমই আত্মাকে করে খুন। যে প্রেম ঘুমন্ত আত্মাকে জাগিয়ে তুলে, সে প্রেমই জাগ্রত আত্মাকে ঘুম পাড়ায়। যে প্রেম আল্লাহর সাথে বান্দার পরিচয় করিয়ে দেয়, আবার সে প্রেমই মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যে প্রেম মানুষের জীবনকে আনন্দময় করে আবার সে প্রেমই মানুষের জীবনকে করে বিষাদময়। তাই প্রেম ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য প্রয়োজন একখানা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। সে অপূরণীয় বিষয়টিকে পূর্ণতার আওতায় নিয়ে এসেছেন সম্প্রতি লেখক জগতের উজ্জ্বল তারকা বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, সম্পাদক, সাহিত্যিক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা মুফতী হারুন রসূলাবাদী (দা.বা.) তিনি এ গ্রন্থটি সংকলন করে জাতির এক অপূরণীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। গ্রন্থটি আরো আগে প্রকাশ করতে পারলে ভালো হতো। যাই হোক, গ্রন্থটি আমাদের খুব ভালো লেগেছে আশা করি পাঠক-পাঠিকাদের নিকটও ভালো লাগবে। নির্ভুল একটি গ্রন্থ পাঠকের হাতে তুলে দিতে কার মন না চায়। আমরাও যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। তারপরও তো মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই কোন সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে তা আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ থাকলো। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ

প্রকাশক

এদিকে একটু

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। শত কোটি দরূদ ও সালাম শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সা.এর উপর।

মহান রাব্বুল আলামীন প্রেমের আবেশে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রেম অতি পবিত্র। প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা আর দয়ামায়া, মহব্বত যদি না থাকত, তবে দুনিয়ার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে যেত। প্রেম আছে বলে পৃথিবী এতো সুন্দর। প্রতিটি প্রাণে প্রেম বিদ্যমান। যেমন, গাভী তার বাচ্চাকে দুধ দেয় ও চেটে চেটে সোহাগ করে। মুরগী তার বাচ্চাকে ঝড়-তুফান ও চিল-কাক বা হিংস্র জীব জানোয়ারের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের পাখার নিচে লুকিয়ে রাখে। বানর তার আদরের সন্তানটিকে বুকের নিচে লুকিয়ে রেখে গাছে গাছে বিচরণ করে।

প্রতিটি প্রাণীর হৃদয়েই প্রেম বিদ্যমান। প্রেমহীন হৃদয়কে কি হৃদয় বলা যায়? আর মানুষ তো হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত মানে সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। তাই তার প্রেমও সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রেমের অনুভূতি মানব মনের একটা চিরায়ত ব্যাপার। এই অনুভূতিকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। যা সত্য তাকে স্বীকার করাই ভালো। সত্যিকারের প্রেম জীবনকে মহিমান্বিত করে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের হৃদয়ে ভরে দেয়া এক বিশেষ অবস্থাকে প্রেম বলে। প্রেম মানুষকে করে সুন্দর। প্রেম আত্মাকে দান করে সজীবতা। প্রেম মানুষকে রাজত্বদান করে। প্রেম ঘুমন্ত আত্মাকে জাগিয়ে দেয়। প্রেম আল্লাহর সাথে বান্দার পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রেম মানুষকে নিয়ে যায় জান্নাতের সুউচ্চ সোপানে। প্রেম মানুষকে হাসায়। প্রেম মানুষের জীবনকে করে আনন্দময়। আবার এই প্রেমই মানুষকে করে কলুষিত। আত্মাকে করে কতল। বানায় মানুষকে পথের ভিখারী। জাগ্রত আত্মাকে ঘুম পাড়ায়। বক্ষদেশে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয়। এই প্রেমই মানুষকে কাঁদায়, জীবনকে করে বিষাদময়। এ প্রেমই মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরায় এবং নিয়ে যায় জাহান্নামের অতল গহ্বরে। প্রেম হলো নরকের মধ্যে স্বর্গের সূচনা, এর রহস্য অন্তহীন, আর এই রহস্য অনন্তকাল মানুষকে আনন্দ বিহবল করে রাখে। প্রেম এক অন্যরকম অনুভূতি, অন্যরকম বিষয়, অন্যরকম ব্যাপার। এটা কেউ শিক্ষা দেয় না। দেখা দেখিতেও কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। এটা একান্তই হৃদয়ের ব্যাপার। মনের ব্যাপার যা সব কিছুর উর্ধ্বে। কাজেই এই মহামূল্যবান প্রেমকে পবিত্র রেখে যথাযথ কাজে-ব্যবহার করা, তাহলে সে এ প্রেমের দ্বারাই

আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারবে। তাই আমার এ ছোট গ্রন্থটিতে বারবার এসেছে এই প্রেমের প্রসঙ্গ। উল্লিখিত হয়েছে প্রেমের ব্যর্থতা-সফলতা।

গ্রন্থটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে দেখা যাবে, এতে রয়েছে অন্তরে লুকায়িত প্রশ্নাবলীর বিশদ সমাধান। যেখানে প্রেম ভালোবাসা নেই, সেখানে ব্যর্থতার বসবাস। গভীর ভালোবাসা মানুষকে বাঁচতে শেখায়। ভালোবাসা হচ্ছে স্বার্থহীন, ভালোবাসার কাছে অর্থের কোন মূল্য নেই। ভালোবাসা মানে এক ধরনের অনুভূতি, ভালোবাসার সৃষ্টি মনের সুপ্ত ভালোলাগা থেকে। ভালোবাসা এটা স্বাধীন। সে কারো কর্তৃত্ব মেনে নেয় না। ভালোবাসা এমনই এক আশ্চর্য বস্তু, দিন দিন এর কেবল স্ফুরণ হয়। এর কোন বিনাশ বিলুপ্তি নেই। পৃথিবীতে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। যিনি ভালোবাসার জালে জড়াননি। ভালোবাসা হলো এক ধরনের আবেগ, এক ধরনের অনুভূতি অন্য এক রকমের ভালো লাগা। বর্তমান সময়ের ভালোবাসা বা তা প্রকাশ করার ধরন কিছু বদলিয়েছে। এসেছে ভিন্নতা ও নতুনত্ব। বর্তমানে প্রেম-ভালোবাসার নামে চলছে নোংরামী। প্রতিদিনের সংবাদ পত্রে প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়া এবং প্রেমের ঘটনা ফাঁস হওয়ার সংবাদে ভরপুর থাকে। প্রেম-ভালোবাসার পরিণতি হয় কখনো মৃত্যু, কখনো বিচ্ছেদ বেদনা, কখনো ছেলের দেউলিয়াত্ব; কখনো মেয়ের সম্ভ্রমহীনতা। আবার কখনো মেয়েকে হতে হয় ২৫-২৬ টুকরা লাশ! এছাড়াও আরো অনেক ভয়ানক ও করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে প্রেমের সমাপ্তি ঘটে।

বর্তমান বিশ্বে প্রতিদিন যতগুলো খুন, ধর্ষণ, আত্মহত্যা ও এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটছে, তা বেশির ভাগই প্রেম ঘটিত কারণে ঘটে থাকে। এছাড়া সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছেলে-মেয়েদের মধ্যকার রোমান্স এবং জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত নাচ-গানের অশ্লীল অনুষ্ঠানগুলো আমাদের জাতীয় চরিত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বর্তমান সময়টি হচ্ছে ভোগবাদের সেক্স ভায়োলেন্সের জয়জয়কার। যুবক, যুবতী, আবাল, বৃদ্ধ বনিতা এই স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। আধুনিক যুবক-যুবতীদের মুখে একটি কথা প্রায়ই শুনা যায়। তা হলো– ' প্রেম আল্লাহর সৃষ্টি, প্রেম পবিত্র, হ্যাঁ প্রেম পবিত্র ঠিকই; কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন প্রেম পবিত্র? ঢালাওভাবে সকল প্রেমই কি পবিত্র? না সব ধরনের প্রেম পবিত্র নয়, হতেও পারে না।

যুবক-যুবতীদের বিবাহ পূর্ব প্রেম-ভালোবাসা, দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা, মন দেওয়া- নেওয়া, চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান ইত্যাদি সবই হারাম এবং অবৈধ। এ ধরনের প্রেমকে ইসলাম কখনোই সমর্থন করেনি, করতেও পারে না। কারণ এ জাতীয় প্রেম-ভালোবাসা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানব জীবনকে ধ্বংস করে কিংবা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে। আর বয়ে আনে চরম অশান্তি;

উন্মুক্ত করে বিপদ-মসীবত ও জ্বালা-যন্ত্রণার নিত্য নতুন দ্বার। তথাকথিত প্রগতিবাদীদের প্রবিত্র (!) প্রেম মানব জীবনে যে কতোটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং তার খেসারত কতোটা নির্মম হতে পারে, তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এ গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ না করলে, বুঝে আসবে না।

এ গ্রন্থটি বর্তমান সমাজের আয়না। মানুষ আয়নায় যেমন তার নিজের চেহারা দেখতে পারে, এ গ্রন্থটির মাধ্যমে সমাজের চেহারা দেখতে পারবে। দেখতে পারবে তথাকথিত আধুনিকতা ও প্রগতির শিকার এ সমাজের শরীরে কতটা পঁচন ধরেছে।

এ গ্রন্থটি পাঠ করে যদি কোন একজন মানুষও সঠিক পথের সন্ধান পান, আমি আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

পাঠক মহলে আরজ এই যে, গ্রন্থটি সর্বাঙ্গীন নির্ভুল ও তথ্যবহুল করার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। তথাপিও মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। এজন্য আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। তাই কোন সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে তা অবহিত করার জন্য অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ

পরিশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর করি এবং আবেদন জানাই– তিনি যেন এ ক্ষুদ্র খেদমতকে পরকালের নাজাতের জরিয়া হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন

–হারুন রসূলাবাদী

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূচিপত্র

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম-ভালোবাসা ২১
ইশ্‌ক-মহব্বত কি ও কেন? ২১
বালক-বালিকাদের মধ্যে ভালোবাসা কখন হয়? ২৪
প্রেম-ভালোবাসার সংজ্ঞা এক কথায় প্রকাশ সম্ভব নয় ২৫
মানুষ কেন প্রেম করে? ২৭
প্রেমও ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য ২৮
আসক্তির চিকৎসা ২৯
স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ভালোবাসা ২৯
গবেষকদের দৃষ্টিতে বিবাহ পূর্ব প্রেম ভালোবাসা ২৯
প্রেম অতি পবিত্র ৩০
রহমানী প্রেম ও শয়তানী প্রেম ৩০
রাহমানী প্রেম ও শয়তানী প্রেম বুঝার উপায় কি? ৩০
প্রেম ভালোবাসা কুরআনে ৩১
আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার পদ্ধতি ৩২
ভালোবাসা হাদীসে ৩২
খাঁটি প্রেমের ধর্ম ৩৩
মহব্বত কাকে বলে? ৩৪
প্রেম ভালোবাসা ও মহব্বতের বাসস্থান ৩৫
ইমাম গাযালী (রহ.) এ দৃষ্টিতে ইশক, প্রেম, আসক্তি মহব্বত ও ভালোবাসা. ৩৫
বিভিন্ন বুযুর্গদের দৃষ্টিতে মহব্বত ৩৬
জাগতিক প্রেম কাকে বলে? ৪০
জাগতিক প্রেমের পরিণতি ৪১
প্রেমের ধারাবাহিকতা ৪১
জাগতিক প্রেমের কারণ ৪১
আজব প্রেম ৪২
বর্তমানের আজব প্রেম ৪২
গাছের আজব প্রেম ৪৩
প্রেমের শিকড় কিভাবে ছড়ায়? ৪৩
প্রেমের বয়স ৪৫

এক তরফা প্রেমের পরিচয় ৪৫
অন্ধ প্রেম বা অসম প্রেম ৪৫
প্রেমিক প্রেমিকা কেন আত্মহত্যা করে ৪৬
পরকীয়া প্রেমের পরিচয় ৪৭
প্রেম সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী কথা ৫০
প্রেমের সুখ ৫২
কারো প্রতি প্রেম ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া অপরাধ নয় ৫৩
প্রেম প্রত্যাখ্যানের নিয়ম পদ্ধতি ৫৪
বাল্যপ্রেম বা প্রণয় ৫৯
প্রেম, জীবন- মরণ সমস্যা নয় ৬১
ছেলেমেয়েদের প্রেমের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সতর্কতা ৬২
প্রকৃত ভালোবাসা প্রত্যাখ্যানেও মরে না ৬৫
আধুনিক ছেলে-মেয়েদের প্রেম ভালোবাসা বনাম আশ্লীলতা ৬৬
প্রেমিক-প্রেমিকা, কেন প্রেমের কথা গোপন রাখতে চায় ৬৭
যৌন প্রেমের পরিচয় ৬৮
প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব ৬৮
খাঁটি প্রেমের পরিচয় ৭০
একতরফা প্রেম ৭১
স্বর্গ হতে আসে প্রেম-স্বর্গে যায় চলে ৭১
প্রেম করে বিয়ে না বিয়ে করে প্রেম? ৭২
প্রকৃত প্রেম বিয়ের আগে না পরে? ৭৪
সেটেল ম্যারেজ উত্তম না লাভ ম্যারেজ? ৭৪
প্রেম-ভালোবাসার মাধ্যমে বিয়ের বিধান ৭৮
আনুষ্ঠানিক বিয়ের উপকারিতা ৮০
প্রেম ভালোবাসার ইসলামী বিধান ৮১
অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার জন্য দায়ী কে? ৮৩
প্রেম ভালোবাসার বিবাহের ক্ষেত্রে কুরআন ছুয়ে শপথ করা ৮৩
প্রেমিক-প্রেমিকাকে আলাদা করা যায় না কেন? ৮৪
প্রেমিক-প্রেমিকার ডেটিং ৮৭
প্রেম ভালোবাসার পার্থক্য ৮৯
ইশকের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রেমিকের অবস্থা ৮৯
প্রেমে ভালোবাসার পরিচয় ৯১

প্রেমের রূপ ৯২
ভ্যালেন্টাইন বা ভালোবাসা দিবস ৯২
প্রেম-ভালোবাসার অনুভূতি ও তার প্রকাশ ৯৪
ভালোবাসার বিয়ে ৯৪
মোহ ও আবেগধর্মী ভালোবাসা ৯৭
বৈধ ও অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার সংজ্ঞা ৯৮
মানব হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার কারণ ১০৩
উপকারীকে ভালোবাসার কারণ ১০৩
সততা ও সদ্ব্যবহার কারীকে ভালোবাসার কারণ ১০৪
সৌন্দর্য ও সুন্দরকে ভালোবাসার কারণ ১০৪
নারীরা কখন পুরুষের প্রেমে পড়ে? ১০৫
পুরুষ কখন নারীর প্রেমে পড়ে? ১০৭
আধুনিক ছেলে মেয়েরা কোন ধরনের মেয়েদেরকে
প্রেমের জন্য বাছাই করে ১০৮
প্রেমের মহাত্ম বা গৌরব ১১০
ভালোবাসা নয় রূপভোগ লিপ্সা বা মোহ কিছু ১১০
প্রেম ও ভালোবাসার নামে প্রতারণা ও তার পরিণাম ১১২
প্রেম কোন যুগেই থেমে ছিল না ১১৫
বিয়ের পর প্রেম-ভালোবাসার জোশ বা আবেগ ধীরে ধীরে
শান্ত হয়ে যায় কেন? ১১৫
প্রেমের অবাস্তব ও অপার্থিব অলঙ্করণ বা চিত্রণ ১১৭
প্রেমের মধ্যে কামের প্রশ্ন কেন? ১১৮
প্রেমে পড়ার আরেক কারণ কণ্ঠস্বর ১২৩
গান হলো যিনা ব্যভিচারের উপকরণ ১২৪
প্রেমের আরেক নাম হচ্ছে যৌন সম্পর্কের আগ্রহ ১২৫
প্রেম ও বিয়ের উপযুক্ত বয়স ১২৬
প্রেমের উৎস হচ্ছে কাম ১২৮
প্রেমের সেকাল-একাল ১২৩
প্রেমের শুরু কখন থেকে এবং কিভাবে ১২৩
কামহীন কিছু ব্যতিক্রম প্রেমের অস্তিত্ব আছে ১৩১
উপহার দিয়ে ভালোবাসার গভীরতা বুঝানো ১৩২
বিয়ে কি প্রেম ভালোবাসার সমাধি? ১৩৩

আধুনিক ছেলে মেয়েরা কিভাবে প্রেমে পড়ে এবং
প্রেমে পড়ার লক্ষণ কি কি? ১৩৭
'প্রথম দর্শনেই প্রেম' ১৩৮
প্রেমের প্রাথমিক লক্ষণ ১৩৯
ভালোবাসার লক্ষণ মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৩৯
ভালোবাসার লক্ষণ ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৪০
চলচ্চিত্র জগতে ভালোবাসার অভিনয় ১৪১
ভালোবাসায় শরীয়তের সীমানা থাকা চাই ১৪৩
প্রেম প্রেম খেলা ১৪৪
অতি উত্তপ্ত ভালোবাসা ১৪৫
বায়বীয়, অপরিপক্ক ও বাণিজ্যিক প্রেম ১৪৬
প্রেমের ধর্ম, স্বভাব বা প্রকৃতি ১৪৭
প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত
জীবনএর ব্যাখ্যা কি? ১৪৯
টিন এজ ছেলে মেয়েদের বয়স অনুপাতে প্রেমে পড়া ১৫১
প্রেম-ভালোবাসা কত প্রকার ও কী কী? ১৫২
প্রেমের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের পছন্দ অপছন্দ ১৫৩
এলোমেলো হয়ে একাধিক প্রেম এবং হৃদয়হীন হয় কখন? ১৫৪
বন্ধুত্ব ও বন্ধুর পরিচয় এবং তার প্রয়োজনীয়তা ১৫৫
বন্ধুত্ব স্থাপনের পূর্বে করণীয় ১৫৫
ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের মানদণ্ড ১৫৭
পারস্পরিক বন্ধুত্ব স্থাপনের মর্যাদা ১৫৮
কাকে বন্ধু বানানো যাবে এবং কাকে যাবে না? ১৫৯
বন্ধুর মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক ১৫৯
সৎ ও ধার্মিক লোকদেরকে বন্ধু বানানোর উপকারীতা ১৬০
বন্ধু গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই বাছাই কেন করতে হয়? ১৬১
কুরআন-হাদীসের আলোকে বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত কে? ১৬২
ফেসবুকে বন্ধু নির্বাচন ১৬৩
পরকালেও বন্ধু-বান্ধব থাকবে ১৬৫
বন্ধুত্বের হকসমূহ ১৬৬
আত্মঘাতি প্রেম ১৬৮
আত্মঘাতি প্রেমের আলামত ১৭০

মোবাইল ফোনে পাতানো প্রেম ১৭২
চরিত্রহীন ও ভণ্ড প্রেমিকদের কাণ্ড ১৭৩
অবৈধ প্রেমের বলি ১৭৪
লিভ টুগেদার কি? ১৭৭
অশ্লীল ও অবৈধ প্রেমের বিষফল ১৭৯
সমকামিতা প্রেম ১৭৯
ছেলেদের প্রতি অবৈধ প্রেম আল্লাহর আযাব ১৮১
সুশ্রী বালক, তরুণদের সম্পর্কে সর্তক বাণী ১৮৫
প্রেমিক প্রেমিকার নির্জন আলাপ ১৮৫
নারী-নারী সমকাম ১৮৬
বালকের প্রতি প্রেম ১৮৭
অবৈধ প্রেমের প্রথম সিঁড়ি কুদৃষ্টি ১৮৯
কুদৃষ্টির বিধান ১৯০
কুরআন-হাদীসর আলোকে কুদৃষ্টির বিধান ১৯১
অবৈধ প্রেম ভালোবাসা ও অশ্লিলতার এত ছড়াছড়ি কেন? ১৯২
অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার কারণসমূহ ১৯৩
ফেসবুক ও মোবাইল ১৯৬
ফেসবুকে ছেলে-মেয়েদের ফ্রেন্ডশীপ ১৯৯
ফেসবুকে ছেলে-মেয়েদের ভিডিও চ্যাটিং ১৯৯
গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান ২০১
প্রেমিক-প্রেমিকারা নির্জনতা চায় কেন? ২০৩
প্রেমের ফাঁদে নারী কাঁদে ২০৫
কোন ধরনের নারীরা প্রেমের ফাঁদে পা বাড়ায় ২১২
অবৈধ সম্পর্ক বা যিনা ব্যভিচারের পরিচয় ২১৩
যিনা ব্যভিচারের প্রকার ২১৪
যিনা-ব্যভিচারের ক্ষতিসমূহ ২১৭
যিনা ব্যভিচারের শাস্তি ২২৪
ইসলামী দণ্ডবিধান প্রয়োগে সতর্কতা ২২৭
ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ২২৮
পাথর মারার উপকারিতা ২৩০
সমকামিতার শাস্তি ২৩১
সমকামের শাস্তির ক্ষেত্রে সতর্কতা ২৩৩

যিনা ব্যভিচার থেকে বাঁচার উপায় ২৩৪
বিবাহপূর্ব প্রেম কেন হারাম? ২৩৪
লাইলী-মজনু, শিরিন-ফরহাদ, ইউসুফ-জুলায়খার প্রেম ২৩৬
প্রেমিকা কেন পতিতা হয়? ২৩৮
প্রেম বাণিজ্য ২৩৯
জিন-পরীর সাথে মানুষের প্রেম ২৪০
জ্বিন-পরীর সাথে মানুষের বিবাহের বিধান ২৪৭
প্রেমের কারসাজি ২৪৭
ভালোবাসা মানে ভোগ করা নয় ত্যাগ করাও বটে ২৫০
প্রেমের নামে টাইম পাস! ২৫২
ভালোবাসা ভাইরাস ২৫৩
ভালোবাসা এক রহস্যময় মহাজাগতিক ব্যাপার ২৫৬
মনের মত মানুষ পাওয়া এত কঠিন কেন? ২৫৭
প্রেমের স্তর ২৫৮
কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের প্রেম ২৫৯
সর্বনাশা প্রেম ২৬০
পবিত্র ও অমর প্রেম-ভালোবাসা ২৬২
ছেলে-মেয়ের ভুল প্রেম ও অভিভাবকের ভুল সিদ্ধান্ত ২৬৩
অভিভাবকের ভুল সিদ্ধান্ত ২৬৫
প্রেমের বিয়েতে অভিভাবকের করণীয় ২৭০
ভালোবাসার যাদুমন্ত্র– I Love You ২৭৫
প্রেমের পরিচয় ও প্রেমিকের হাহাকার ২৭৭
প্রেমের ফাঁদ হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ফাঁদ ২৮০
দুনিয়ার মহব্বত ও ভালোবাসার পরিচয় ২৮১
প্রেম রোগের চিকিৎসা ২৮৩
প্রেম রোগের আধ্যাত্মিক চিকিৎসা ২৮৬
অবৈধ প্রেম প্রত্যাখ্যান ও সংযম অবলম্বনের নগদ পুরস্কার ২৮৬
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি প্রেম ভালোবাসা ২৯০
রাসূলুল্লাহ (সা.)কে ভালো না বাসলে শাস্তি ২৯৩
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ হবে প্রেম-ভালোবাসার সাথে ২৯৩
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ ও নমুনা রয়েছে একথার অর্থ কি? ২৯৪

রাসূল (সা.)-এর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা ও মহব্বতের সওয়াব বা ফযীলত . ২৯৫
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি প্রেম-ভালোবাসায়
পাগলপারা এক সাহাবীর ঘটনা ২৯৬
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের
প্রেম-ভালোবাসা ও ইশক মুহব্বত..... ২৯৭
রাসূলুল্লাহ সা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর ভালোবাসা..... ২৯৮
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর ভালোবাসা ২৯৯
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত উসমান (রাযি.)-এর ভালোবাসা..... ৩০১
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত আলী রা.)-এর ভালোবাসা ৩০১
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা..... ৩০২
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি এক আনসারী মহিলার ভালোবাসা ৩০৩
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর ভালোবাসা.... ৩০৪
রাসূল (সা.)-এর প্রতি অন্য একজন মহিলা সাহাবীর অপূর্ব ভালোবাসা ৩০৫
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেম বিরহে এক নারীর ইন্তেকাল ৩০৬
রাসূল (সা.)-এর প্রতি হযরত আনাস (রাযি.)-এর আম্মার
প্রেম ও ভালোবাসা ৩০৭
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত জায়েদ বিন দাছানা (রাযি.)-এর
প্রেম ও ভালোবাসা ৩০৭
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত সাদ বিন রবীয় (রাযি.)-এর
প্রেম ও ভালোবাসা ৩০৮
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত খুবাইব (রাযি.)-এর প্রেম ও ভালোবাসা. ৩০৯
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত বেলাল (রাযি.)-এর প্রেম ও ভালোবাসা. ৩১০
হযরত বেলাল (রাযি.) এর ইন্তেকালের সময়..... ৩১২
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন কি?..... ৩১২
আল্লাহর প্রতি বান্দার প্রেমও ভালোবাসা..... ৩১৫
আল্লাহর সাথে বান্দার প্রেম ও ভালোবাসা স্থাপনের পদ্ধতি ৩১৬
আল্লাহর প্রতি বান্দার প্রেম ও ভালোবাসার নিদর্শন ৩১৯
আল্লাহর প্রতি প্রেম ভালোবাসার আরো কতিপয় নিদর্শন বা চিহ্ন..... ৩২৪
আল্লাহর মহব্বত বা প্রেম ভালোবাসা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের উক্তি ৩২৬
আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা সম্পর্কে হযরত আ. কাদির
জিলানী (রহ.)-এর উক্তি..... ৩৩১

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম-ভালোবাসা
ইশ্‌ক-মহব্বত কি ও কেন?

প্রেম ভালোবাসার অর্থ ও পরিচয়– প্রেম-ভালোবাসার আরবী হচ্ছে, (عشق) ইশক্ বা (محبة) মহব্বত এর অর্থ হচ্ছে– প্রেম ভালোবাসা, প্রণয়, প্রীতি, হৃদ্যতা অনুরাগ, প্রেম-প্রীতি, আশক্তি মহব্বত, বন্ধুত্ব, শখ, খায়েশ, সৌখিন। উর্দু ও হিন্দী ভাষায় তাকে পিয়ার (پیار) বলা হয়। পিয়ার অর্থ হচ্ছে– আদর স্নেহ, ঘনিষ্ঠতা, প্রেম, ভালোবাসা, মমতা, দয়া।

পরিভাষায়: প্রেম একটি হৃদয়ের সঙ্গে অন্য একটি হৃদয় যুক্ত হবার প্রবণতাই হলো প্রেম। অথবা এভাবে ও বলা যায়। কারো কোন বিশেষ গুণ দেখে বা জেনে তার প্রতি যে ভালোবাসা তৈরী হয় উক্ত ভালোবাসা বা ভালো লাগার ঘণীভূত অবস্থার নামই হচ্ছে প্রেম।

আসল কথা হচ্ছে প্রেমের ব্যাখা করা কষ্টকর। প্রেম কথাটির মত বহু ব্যবহৃত শব্দ আর নেই; আবার তার মত রহস্যময় বিষয়ও আবার নেই।

পরিভাষায়: ভালোবাসা বলা হয় হৃদয়ের যে অবস্থা অন্যের সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন করতে প্রস্তুত হয় তাকে প্রকৃত ভালোবাসা বলে। পাত্র ভেদে ভালোবাসার ভিন্ন নাম হয়। যেমন : মা-বাবার প্রতি সশ্রদ্ধ ভালোবাসাকে পিতৃভক্তি বা মাতৃভক্তি বলা হয়। ছোট ভাই বোন বা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ভালোবাসাকে স্নেহ বলা হয়। সমবয়স্ক বা সমশ্রেণীর অন্য কারো প্রতি ভালোবাসাকে বন্ধুত্ব বলা হয়।

ইশক : অর্থ প্রেম, ভালোবাসা, প্রণয়, প্রীতি, হৃদ্যতা, অনুরাগ মহব্বত, শখ, খায়েশ, আশক্তি।

পরিভাষায় : ইশক হচ্ছে কোন বস্তুকে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভালোবাসা ।

ভালোবাসা চার অক্ষরের ছোট একটি শব্দ যাতে মিশে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তির বার্তা। মানুষ ভালোবাসে পরম নির্ভরতায়। যে নির্ভরতা ভালো হতে শেখায়। ভালোবাসা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার একজন মানুষ তার ভালোবাসাকে একেক রকমভাবে প্রকাশ করতে পছন্দ করে।

ভালোবাসা কি? এর ব্যাপকাতা কতটুকু? তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। তা, বলে কয়ে বুঝানোও যায় না। ভালোবাসা হচ্ছে অনুভবের। ভালোবাসা এমনই এক

আশ্চর্য বস্তু, দিন দিন এর কেবল স্ফুরণ হয়। এর কোন বিনাশ বিলূপ্তি নেই। ভালোবাসার সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে বিশ্বাস। আর আন্তরিক ভালোবাসা এমন এক জিনিস যা মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। যদিও ঘর বাধা হয় না অনেকের। আজীবন ধরে রাখা হয় না বুকের মধ্যে। তার পরও যাকে ভালোবাসা হয়, যার জন্য প্রচণ্ড আবেগ জন্ম হয় বুকে। ভুলতে চাইলেও ভুলা যায় না, যাকে এক নজর দেখার জন্য শত শত মাইল পাড়ি দেয়া সুখের মনে হয়, একেই বলা হয় ভালোবাসা যার সঠিক সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। যার জয় যাত্রা সর্বত্র বিস্তৃত। এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন যিনি ভালোবাসার জালে জড়াননি। ভালোবাসা হলো এক ধরনের আবেগ এক ধরনের অনুভূতি অন্য এক রকমের ভালোলাগা। ভালোবাসা পরিচিত হয় এক নতুন অধ্যায়ের সঙ্গে। বর্তমান সময়ের ভালোবাসা বা তা প্রকাশ করার ধরণ কিছু বদলিয়েছে। এসেছে ভিন্নতা ও নতুনত্ব। ভালোবাসার নির্দিষ্ট কোন ছক নেই, নিদিষ্ট কোন গণ্ডিতে একে ফেলা যায় না। যেখানে বিশ্বাস নেই সেখানে ভালোবাসার স্থান নেই। বিশ্বাসই হচ্ছে ভালোবাসার মূল শক্তি।

আরবীতে প্রেম-ভালোবাসার পরিভাষা

عِشْقٌ- (ইশক) প্রেম।

عَاشِق - (আশিক) প্রেমিক, অনুরাগী, প্রণয়ী, আশিক, অনুরুক্ত, ভক্ত,

عَاشِقَةٌ- (আশিকা) প্রেমিকা

مَعْشُوْقٌ- (মাশুক) প্রেমাস্পদ, প্রিয়তম, মাশুক

مَعْشُوْقَةٌ- (মাশুকা) প্রেয়সী, প্রিয়তমা, প্রেমপাত্রী, প্রিয়া, প্রেয়স।

حُبٌّ- (হুব্ব) ভালোবাসা, প্রণয়, আশক্তি, প্রীতি, হৃদ্যতা।

حَبِيْبٌ- (হাবীব) বন্ধু, সুহৃদ, প্রিয়জন, প্রিয়তম প্রেমিক

حَبِيْبَةٌ- (হাবীবা) বান্ধবী, প্রিয়তমা, প্রেমিকা, প্রিয়া

مَحْبُوْبٌ- (মাহবুব) প্রেমাস্পদ, প্রিয়জন, পছন্দীয়,প্রিয়

مَحْبُوْبَةٌ- (মাহবুবা) প্রিয়তমা, প্রেয়সী, প্রিয়া

مُحِبٌّ - (মুহিব্ব) প্রেমিক, বন্ধু।

عَشِيْقَةٌ - (আশিকা) প্রেমিকা, প্রিয়তমা

اُلْفَةٌ - (উলফাত) প্রেম প্রীতি, ভালোবাসা

عَشِيْقٌ - (আশিক) প্রেমিক, প্রিয়জন,

বাংলায় প্রেম ভালোবাসার পরিভাষা

প্রেম : প্রণয়, প্রীতি, ভালোবাসা আসক্তি ও অনুরাগকে বলা হয়।

১। **প্রেমিক :** যে পুরুষ ভালোবাসে, তাকে বলা হয়। অন্য অর্থে : অনুরাগী, প্রণয়ী, আশিক, অনুরক্ত, ভক্ত।

২। **প্রেমিকা :** যে নারী ভালোবাসে তাকে বলা হয়। অন্য অর্থে অনুরাগীনি, প্রণয়ীনি।

৩। **প্রিয়তম :** সর্বাপেক্ষা প্রিয় পছন্দনীয় (পুঃ) কে বলে।

৪। **প্রিয়তমা :** সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও পছন্দনীয় (স্ত্রী) কে বলে

৫। **মহব্বত :** প্রীতি স্নেহ ও ভালোবাসা ও বন্ধুত্বকে বলা হয়।

৬। **ইশ্‌ক :** আশক্তি, অনুরাগ শখ, খায়েশ প্রেমও প্রণয়কে বলে।

৭। **মাশুক :** প্রেম ভালোবাসার পাত্রকে বা প্রেমাস্পদকে বলে। অর্থাৎ যাকে ভালোবাসা হয় তাকে মাশুক বলে।

৮। **মাশুকা :** প্রেম ভালোবাসার পাত্রীকে বা প্রিয়তমাকে বলে।

৯। **মাহবুব :** যাকে ভালোবাসা হয় অর্থাৎ প্রিয়জনকে বলে,

১০। **মাহবুবা :** যাকে ভালোবাসা হয়, অর্থাৎ প্রিয়জনকে বলে।

১১। **পিয়ার :** আদর-স্নেহ, মমতা, ঘনিষ্ঠতা ও প্রেম ভালোবাসাকে বলে।

১২। **বন্ধুত্ব :** মহব্বত হৃদতা, ভালোবাসা, আন্তরিকতাকে বলে।

১৩। **বন্ধু :** কল্যাণকামী ব্যক্তি, স্বজন, প্রিয়জন, যার সাথে হৃদয়ের বন্ধন আছে তাকে বলে।

১৪। **দুস্তী :** বন্ধুত্ব, সখ্য সৌহার্দ্যও হৃদ্যতাকে বলে।

১৫। **দুস্ত :** মিত্র, মিতা, বন্ধুও আপনজনকে বলে।

১৬। **প্রীতি :** প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব।

১৭। ভালোবাসা বলে-

(ক) কারো প্রতি অনুরক্ত হয়ে আসক্ত হওয়া।

(খ) কাউকে পছন্দ করা।

(গ) কাউকে শ্রদ্ধা বা ভক্তি করা।

(ঘ) কাউকে স্নেহ, প্রীতি করা।

(ঙ) কারো প্রতি হৃদয়ের টান হওয়াকে বলে।

ইংরেজীতে ভালোবাসার পরিভাষা

Love - (লাভ) প্রেম,

Beloved - (বিলাভেড) প্রেমাস্পদ

Lover - (লাভার) প্রেমিক

Darling - (ডার্লিং) প্রেমিকা, প্রিয়া

Love - (লাভ) ভালোবাসা, মহব্বত

Sweetheart -(সুয়ীটহার্ট) প্রিয়তমা, প্রিয়

Friend - (ফ্রেন্ড) বন্ধু,মিত্র, দোস্ত।

Friendship- (ফ্রেন্ডশিপ) বন্ধুত্ব, দোস্তি।

Most Beloved- (মৌস্ট বিলাভেড) প্রিয়তম

বালক-বালিকাদের মধ্যে ভালোবাসা কখন হয়?

খুব অল্প বয়সেই বালক বালিকাদের মধ্যে ভালোবাসা হয় সে ভালোবাসায় মাদকতা থাকে না, উম্মাদনা থাকেনা; কিন্তু বালিকাদের দেহে যখন নব যৌবনের লক্ষণ দেখা দেয় তখন তার স্তন স্ফীত ও নিটোল হয়ে রহস্যময়ী মোহনী ও মায়াবিনী। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে বালকের দেহের পরির্বতন ঘটে। মুখে গোঁফ, দাড়ির রেখা দেখা যায়। কণ্ঠস্বর ভারী হয়। এ বয়সে তরুণ তরূণী পরস্পরে প্রেমে পড়ে। মনে হয় পৃথিবীটা যেন কত সুন্দর। দারুন রোমান্টিক অনুভূতি জাগে মনে।

প্রেমিক প্রেমিকা তখন একে অপরকে এক কল্প লোকের অধিবাসী অধিবাসিনী মনে করে। একে অন্যের ক্ষণিক সাহচর্য তার অন্তরে জাগিয়ে তোলে অপূর্ণ

পুলক শিহরণ; কিন্তু এই মন দেয়া নেয়াই তো প্রেমিক- প্রেমিকার প্রেমের সবটুকু নয়। প্রেম ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মনে জাগে প্রবল আসঙ্গ লিপ্সা। পরস্পরের দেহ উপভোগ করার জন্য তাদের দু'জনের দেহের প্রতিটি লোমকূপ উন্মুখ হয়ে উঠে।

পুরুষ, জীবনে ধন-সম্পদ, বিদ্যা-বুদ্ধি সব কিছু প্রচুর পরিমাণে পেতে পারে; কিন্তু তার জীবনের পরম পাওয়া হলো নারীর প্রেম। তদ্রূপ নারীর জীবনের পরম পাওয়াও হলো পুরুষের প্রেম। ভোগ-বিলাসের সব উপকরণের মধ্যে দিন কাটালেও তাদের দেহ-মন থেকে যায় উপোবাসী। উভয়েই বুঝতে পারে যে, জীবন চলার পথে এমন একজন সঙ্গীর প্রয়োজন যাকে খোলাখুলি সবকিছু বলা যায়, যার দেহের প্রতিটি অঙ্গ নিজেরমত প্রিয়। যাকে সে পরিপূর্ণভাবে দেহমন সব নিবেদন করতে পারে। যার সঙ্গে সে হয়ে যেতে পারে একাত্মা। প্রেমিক প্রেমিকা যখন পরস্পরকে চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি করে তখন তাদের দেহের শিরায় শিরায় রক্তস্রোত হয়ে উঠে উদ্দাম। একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে। তাতে যেন সমগ্র পৃথিবীর সৌন্দর্য প্রতিফলিত তারা যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের মনে জাগে রঙিন স্বপ্ন, হৃদয়ে কত আশা আকাঙ্খা।

প্রেম-ভালোবাসার সংজ্ঞা এক কথায় প্রকাশ সম্ভব নয়

অন্যান্য বস্তুর সংজ্ঞা বা পরিচয়ের মতো প্রেম ভালোবাসার সংজ্ঞা এককথায় দেয়া বড় কঠিন অর্থাৎ দেয়া সম্ভবই নয়। কেননা প্রেম ভালোবাসার অনেক প্রকার অনেক ধরণ রয়েছে তাই প্রতিটি প্রকারের সংজ্ঞা ও ধরণের পরিচয় আলাদা আলাদা দিতে হবে।

অন্যথায় গোলমেলে রূপ ধারণ করবে। তাছাড়া বাংলা ভাষায় প্রেম ও ভালোবাসা শব্দ দু'টি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন: কেউ যদি মা-বাবা সম্পর্কে একথা বলে যে, "আমি মাকে খুব ভালোবাসি" এটা ঠিক আছে; কিন্তু যদি বলে আমি মাকে খুব প্রেম করি এটা শুনে সবাই হাসাহাসি করবে। তাছাড়া প্রেম ভালোবাসার ক্ষেত্রে বৈধ প্রেম, অবৈধ প্রেম, বৈধ ভালোবাসা অবৈধ ভালোবাসা, আবার দৈহিক প্রেম, মৌখিক প্রেম, আধ্যাত্মীক প্রেম, এসব ও রয়েছে। তাই এক কথায় প্রেম, ভালোবাসার সংজ্ঞা বা পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। এক বেকার ভবঘুরে উদার প্রেমিক, ভালোবাসার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন–

'ভালোবাসা হল একটি মহান চাকরি, যেখানে বিনা বেতনে নিজে বিনিয়োগ করে সর্বদায় ডিউটিতে থাকা।

বয়ঃসন্ধিতে যে সকল সংজ্ঞা দেয়া হয় সেগুলোতে থাকে আবেগের ঘনঘটা। মানুষ যখন আবেগের সাগরে হাবুডুবু খায় তখন নতুন নতুন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা আবিষ্কার করে। যাই হোক প্রিয় পাঠক! আবেগ ছাড়া ভালোবাসা না হলেও শুধুমাত্র আবেগ দিয়ে ভালোবাসাকে পুরোপুরি বুঝা যায় না। আমরা জানি আবেগ শূন্য হৃদয় মৃত পাথরের ন্যায়। যেখানে কোন ফুল ফুটেনা। কেউ বিশ্বাস করে এক সাথে থাকার নাম ভালোবাসা। আবার কেউ বলে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করার নাম ভালোবাসা। কথায় বলে যতমত তত পথ। আসলেই তাই। সুপ্রিয় পাঠক! এতক্ষণে হয়তো আপনাদেরও জানার কৌতুহল তৈরী হয়েছে, তাহলে ভালোবাসার প্রকৃত সংজ্ঞা কি? তার কি কোন ব্যাখ্যা হয় না? হয় বটে তবে তা যুক্তি নির্ভর নয় সম্পূর্ণই ভাবের বিষয়। ভালোবাসায় কোন যুক্তি চলে না। তবে যুক্তি ছাড়া ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা লাভও করে না।

আমাদের সমাজের যুবক-যুবতিরা যাকে ভালোবাসা মনে করে আসলে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নষ্টামি ছাড়া আর কিছু নয়। ভালোবাসা হচ্ছে সৃষ্টি জগতের সৃষ্টির পেছনে যে সুন্দর, সুগঠিত মিল বন্ধন রয়েছে তার মাঝে যে সুক্ষ্মতম অদৃশ্য শক্তি কাজ করে সেটাই। ভালোবাসা সেই শক্তি যার মাধ্যমে অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করা যায়। ভালোবাসা সেই শক্তি যার মাধ্যমে পাথরেও ফুল ফুটানো যায়। অনেক হয়তো আশ্চর্য হয়ে ভাবতে পারেন, আসলেইকি পাথরে ফুল ফুটানো যায়? যায় বটে তবে ভাবের রাজ্যে...।

ভালোবাসা হচ্ছে এমন এক শক্তির নাম, যে শক্তির বলে একজন মানুষ তার শারিরিক ও মানসিক শত কষ্ট থাকার পরও মনের মানুষকে একটু কষ্ট না দিয়ে নানান সংকটে গভীর আগ্রহের সাথে কতর্ব্য পালন ও সেবা করে যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষেই ভালোবাসার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো তার কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ থেকে সরে আসে না।

আশ্চর্যের বিষয় হলো ভালোবাসা কথাটি উচ্চরণ করলে প্রায় অধিকাংশ মানুষই মনে করে নারী-পুরুষের মন দেয়া নেয়ার মিলন মেলা। হ্যাঁ! এ কথাটি শুধু মাত্র সংসার জীবনের জন্য সঠিক; কিন্তু ভালোবাসায় রয়েছে এক পরিপূর্ণ অধিবিজ্ঞান, যেখানে ভালোবাসা এই পার্থিব জগৎ সংসার ছাড়াও মহাজগতের মহাকালের ঘুর্ণিতে সবসময় পবিত্র শক্তি ও আলো বিকিরণ করতে পারে। ভালোবাসা এমন এক মূল্যবান জিনিস এমন এক প্রকার শক্তি যা একটি অবোধ যুবকের বুদ্ধি খোলে দিতে পারে এবং চরম ভীতু একজন যুবক-যুবতির মনে এনে দিতে পারে

অসীম সাহসের রণশক্তি। ভালোবাসা হল চিরন্তন শক্তি। যারা ভালোবেসে, ভালোবাসার শক্তিকে সংসার তৈরীর কাজে লাগিয়েছেন, তারা ভালোবাসার ফল সংসারে পেয়েছেন। যে ভালোবাসতে পারে না তার অন্তর মৃত, আর যার মনে একেবারেই ভালোবাসা নেই সে নিষ্ঠুর পিচাশ। ভালোবাসা এমন শক্তি যা দান করলে তার শক্তি বেড়ে যায়। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, ত্যাগ, আকর্ষণ, প্রেম ইত্যাদি যে দেহে ধারণ করে, তাকে দেখা যায় ভালবাসাকে নয়। প্রেম ভালোবাসা অতি প্রাকৃতিক ভাবেই মহাজগতিক ব্যাপার। ভালোবাসা একটি আত্মীক শক্তি যা মানুষকে অতি উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে।

প্রকৃত পক্ষে ভালোবাসা কি? তার প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। একেকজন মানুষের কাছে, একেক ধর্ম ও সভ্যতার কাছে, একেক জাতির কাছে ভালোবাসার একেকটি রূপ থাকতে পারে; কিন্তু ভালোবাসা চিরন্তন সত্য শাশ্বত শক্তি। এই শক্তি অতি প্রাকৃতিক, অতি পারমানবিক, অতিসূক্ষ্ম। শুধুমাত্র মানুষ না প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে এই শক্তি নিহিত আছে। যার মনে ভালোবাসার শক্তি যত বেশি, সে তত পবিত্র ও শক্তিশালী। কারণ মনের অপবিত্রতা নিয়ে ভালোবাসা যায় না। ভালোবাসার কোন সীমা নেই, ভালোবাসার কোন আকার নেই। একটি শিশুকে, একটি ফুলকে ভালোবাসার একেকটি উৎসও বলা যেতে পারে। ভালোবাসা মানুষকে আকর্ষণ করে, মানুষকে কলুষিত মুক্ত করে, মানুষকে ভাল-মন্দ বুঝাতে শেখায়।

মানুষ কেন প্রেম করে?

জন্ম থেকেই মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা প্রেম ভালোবাসা দান করেছেন, যার দরুন সে তার নিজ মা-বাবা ও ভাই বোন এবং আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসে। তার মা-বাবাকে নিয়ে যদি কোন মানুষ খারাপ মন্তব্য করে কিংবা গালি দেয় তাহলে সে শিশু তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। প্রতিবাদ করে। এটাই হচ্ছে ভালোবাসার পরিচয়, মহব্বতের পরিচয়।

তারপর যখন সে যৌবনের দারপ্রান্ত পৌঁছে তখন সে চলতে ফিরতে কথা বলতে হঠাৎ কারো সৌন্দর্য, কিংবা সুন্দর বাচনভঙ্গী বুদ্ধিমতা এবং বিভিন্ন গুণাগুণ দেখে আকর্ষণ বোধ করে। আর সেই আকষর্ণে আকৃষ্ট হয়ে প্রেমে পড়ে থাকে, আর তখনই তার সাথে প্রেম করার জন্য অস্থির হয়ে উঠে। তখন ঐ মেয়েকে কিংবা ঐ ছেলেকে কিভাবে আপন করে পাবে সে চিন্তায় সে সারাক্ষণ বিভোর থাকে। গোপনীয়তা বজায় রেখে বিভিন্ন কলা কৌশল খুঁজতে থাকে। কখনো নাটকীয়

চাল প্রয়োগ করে। ঐ মেয়ে বা ঐ ছেলে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। অনেক ছেলে মেয়েরা প্রথম দিনই প্রেম-ভালোবাসার কথা বলতে যায় না। পরিচয় হবার পর থেকে তার সাথে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে সুপম্পর্ক তৈরী করার চেষ্টা সে চালিয়ে যায়। কৌশলে কথা বলা, তার সঙ্গে মেলা, সময় ব্যয় ও অর্থব্যয় করার চেষ্টা করতে থাকে। নানা অজুহাতে তার সঙ্গে সুন্দর সুন্দর কথা বলার চেষ্টা করে। তার সাথে কথা বলে খুবই বিনয়ীভাবে, কোন ভাবেই বুঝতে দেয় না যে তাকে সে ভালোবাসে। যখন সময় হয় তখন অবস্থা বুঝে প্রস্তাব দেয়। কোন অনুষ্ঠানে বা কোন অডিশনে কোন একটি মেয়েকে যদি তার খুব পছন্দ হয়ে যায়। আর তার সাথে প্রেম করতে চায়। তখন সেধে কথা বলতে চেষ্টা করে। কথার কৌশলে তার পরিবার সমাজ সম্পর্কে জেনে নেয়।

প্রেমে পড়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে– যেমন পুরুষরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় নেয় বেশি। মেয়েরা ছেলেদেরকে জানার জন্য অনুসন্ধান চালায়। সামাজিক কারণেও এমনটি ঘটে। আবার বায়োলজিক্যাল কারণে তাদের প্রয়োজন অনেক জটিল। আর এই জটিলতা নিরসনে চারদিকের সব কিছু ভাবতেই অনেকটা সময় নেয়া প্রয়োজন হয়। তার প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে মূলত ভবিষ্যত নিরাপত্তা। ভবিষ্যত চিন্তা করেই কিন্তু মেয়েরা প্রেমে জড়ায়।

আবার কেউ কেউ অন্ধভাবে ভালোবেসে ফেলে। এতে পরবর্তীতে অনেক দুঃখ সইতে হয়। ভালোবাসা যদিও হৃদয় ঘটিত ব্যাপার, আবেগ অনুভূতির ব্যাপার, তবুও বাস্তবতা সামনে রাখা উচিত।

প্রেমও ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য

মনে রাখতে হবে 'ভালাবাসা' সর্বজনীন; কিন্তু প্রেম একমাত্রিক। কেননা ব্যক্তি তার পিতা পুত্রকেও ভালোবাসে; কিন্তু এক্ষেত্রে সে নিজেকে ধ্বংসের মুখ ঠেলে দেয় না, যেমনটা প্রেমিক করে। যেমন এক প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে দেখার পর কাঁপতে কাঁপতে বেহুশ হয়ে গিয়েছিল। এক হাকীম সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হলো, এর কী হয়েছে? তিনি বললেন, নিজের প্রেমাস্পদকে দেখা মাত্রই ওর হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে এবং হৃদস্পন্দন দ্রুত হওয়ার কারণে ওর শরীরেও তার প্রভাব পড়েছে। একজন একথা শুনে বলল, আমরা তো বাড়ীর লোকদের ভালোবাসি কই আমাদের তো এমন হয় না।

হাকীম সাহেব বললেন, এই ভালোবাসা হয় জ্ঞান বুদ্ধি সহকারে; কিন্তু প্রেমিকের প্রেম হয় আত্মার সাথে।

আসক্তির চিকৎসা

আসক্তির মধ্যেই পথভ্রষ্টতা রয়েছে। যদি কোন ছেলে কোন মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়, অথবা কোন মেয়ে কোন ছেলের উপর আসক্ত হয়, তাহলে তার উত্তম চিকিৎসা হলো– যদি সম্ভব হয় অভিভাবগগণ তাদের মধ্যে বিবাহ দিয়ে দেবেন। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে উচিত হচ্ছে প্রেমিক/প্রেমিকার প্রতি গভীর ঘৃণা সৃষ্টি করে দেয়া এবং অন্যকোন সুন্দরী যুবতী রূপবতী ষোড়শী কন্যার রূপগুণ বর্ণনা করে তাকে বিবাহ দিয়ে দেয়া, অবশ্যই এর দ্বারা তার আসক্তির আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ভালোবাসা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে কুরআন মাজীদে প্রেম ভালোবাসার জীবন বলে আখ্যায়িত করেছেন। শান্তি ও আরামের জীবন বলে ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"এবং তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব (ভালোবাসা) ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম- ২১)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ভালোবাসা সৃষ্টি, বন্ধুত্ব ও সততার উদ্ভব, উভয় পক্ষের মনতুষ্টি লাভ যা সামগ্রিক জীবনে উন্নতির চাবি কাঠি।

গবেষকদের দৃষ্টিতে বিবাহ পূর্ব প্রেম ভালোবাসা

মিসরের একজন বিখ্যাত উষ্টর আল্লামা রশীদ রিযা ৩০/৪০ বছর যাবত নারী সংক্রান্ত বিষয়াদি ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে মন্ত ব্য পেশ করেন– প্রাচ্য-পাশ্চাত্যবাসীদের একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে আমি বিশ্বাস করি যে, যারা বলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সু সম্পর্ক নির্ভর করে তাদের বিবাহ

পূর্বকালীন জানা শোনাও প্রেম-ভালোবাসার উপর বরং অভিজ্ঞতা একথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তরুণ তরুনীদের প্রেম-ভালোবাসা বিবাহের পর সাধারণত সমাপ্তই হয়ে যায়।

প্রেম অতি পবিত্র

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রেমের আবেশে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাই প্রেম অতি পবিত্র। প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা আর দয়া-মায়া যদি না থাকত, তাহলে দুনিয়ার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে যেতো।

রাহমানী প্রেম ও শয়তানী প্রেম

প্রেম সাধারণত দুই প্রকার। যথা রহমানী প্রেম ও শয়তানী প্রেম।

রাহমানী প্রেম মানুষকে নিয়ে যায় ঊর্ধ্বজগতে অর্থাৎ চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতে। আর শয়তানী প্রেম মানুষকে নিয়ে যায় অতি নিম্নস্তরে, আর পৌছে দেয় জাহান্নামের তলদেশে। রাহমানী প্রেম মানুষকে আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা.) এর যাবতীয় হুকুম আহকাম মানতে সহজ করে দেয়। আর শয়তানী প্রেম মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে দূরে সরিয়ে ইতর প্রাণীতে পরিণত করে দেয়।

রাহমানী প্রেম ও শয়তানী প্রেম বুঝার উপায় কি?

আল্লাহ পাক প্রতিটি মানুষের হৃদয়েই প্রেম-ভালোবাসা জন্মগত ভাবেই দিয়ে দেন। প্রতিটি মানুষের হৃদয়েই ভালোবাসা থাকা আবশ্যক। যার হৃদয়ে ভলোবাসা নেই, সে মানুষ নামের পুতুল। পূর্বেই রাহমানী প্রেম ও শয়তানী প্রেমের পরিচয় দেয়া হয়েছে। এখন তা বুঝার উপায় কী?

রাহমানী প্রেম বুঝার উপায় হচ্ছে– যে প্রেম আল্লাহ কে পাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে। যে প্রেম রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসরণ করতে আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং তার সাথে দেখা করতে সাক্ষাত করতে মানপ্রাণ ব্যাকুল করে দেয়। যে প্রেম আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ মেনে চলার প্রতি আবেগ সৃষ্টি করে। যে প্রেম স্বামীকে প্রাণ ভরে দেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। যে প্রেম স্ত্রীকে প্রাণ ভরে দেখার এবং তার অধিকার আদায়ে আগ্রহ সৃষ্টি করে। যে প্রেম সন্তানের প্রতি আদর স্নেহ মায়া-মমতা, সোহাগ প্রীতি সৃষ্টি করে এবং তাদের হক ও দ্বায়িত্ব আদায়ে আগ্রহ

সৃষ্টি করে। যে প্রেম মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা ও তাদের হক আদায়ে আগ্রহ সৃষ্টি করে। যে প্রেম দেশের প্রতি প্রতি টান, দেশ বাসীর প্রতি টান এবং ছোটদের প্রতি বড়দের যে স্নেহের বন্ধন সৃষ্টি করে। এ সবই হচ্ছে রাহমানী প্রেমের আলামত। আর যে প্রেম পর পুরুষ ও পর নারী অথবা বিবাহ বহির্ভূত নারী পুরুষের প্রতি দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা, মন দেওয়া নেওয়া, চিঠি পত্রের আদান প্রদান, মোবাইলে কথাবার্তা, ইন্টারনেটে চ্যাটিং ইত্যাদিতে আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং যৌন জ্বালায় পাগল করে তুলে, কিংবা যেই প্রেমে ধর্ষণ, আত্মহত্যা, এসিড নিক্ষেপের প্রতি আগ্রহসৃষ্টি করে এবং যুবক-যুবতীর পবিত্র চরিত্রকে কুষিত করে, মেয়েদের সতীত্ব হারানোর পথকে উম্মুক্ত করে, হৃদয়ে অস্থিরতার আগুন প্রজ্জ্বলিত করে, যে প্রেম মাতা-পিতা ও বংশের মুখে চুনকালি মাখার পথকে সুগম করে; এবং আগ্রহ সৃষ্টি করে এ সবই হচ্ছে শয়তানী প্রেমের আলামত বা নিদর্শন।

তবে বিস্ময়কর, ব্যাপার হচ্ছে তথাকথিত প্রগতিবাদী আধুনিক প্রেম পাগল যুবক-যুবতীদের মুখে প্রায়ই শুনা যায় আর তা হলো 'প্রেম আল্লাহর দান, 'প্রেম আল্লাহ সৃষ্টি, 'প্রেম স্বর্গ থেকে আসে, আবার স্বর্গে চলে যায়, প্রেম আত্মার পরমাত্মীয় প্রেম স্বর্ণলতা, প্রেম অত্যাশ্চর্য অনুভূতি, প্রেম অনন্ত, প্রেম চিরন্তন, প্রেম সনাতন, প্রেমই ঈশ্বর, প্রেমের মাঝেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির পরিচয়, প্রেম মানব জীবনের সফলতম অনুভূতি, প্রেম স্বর্গীয় অনুভূতি, প্রেম দু'টি মনের পবিত্র বন্ধন, প্রেম মানুষকে মহৎ করে, প্রেমহীন জীবন মরুভূমির মত, প্রেম একটি ধর্ম বিশ্বাসের নাম। প্রেম সুন্দর জীবনের চাবিকাটি, প্রেম এক আশ্চর্য শক্তির নাম যা গভীর সৌন্দর্য ও স্বর্গীয় অনুভূতির রসে সিক্ত। প্রেম ছাড়া জীবনে কিছু নেই, প্রেম আল্লাহর সৃষ্টি, প্রেম পবিত্র!

হ্যাঁ প্রেম পবিত্র ঠিকই; কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন প্রেম পবিত্র? ঢালাও ভাবে সকল প্রেমই কি পবিত্র? না সব ধরণের প্রেম পবিত্র নয় হতে ও পারে না বরং যে প্রেম রাহমানী সেটাই পবিত্র প্রেম।

প্রেম ভালোবাসা কুরআনে

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"তার নিদর্শনের মধ্যে হল এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে হতেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমারা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নির্দশনাবলী রয়েছে। সূরা রুম ২১

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ-

"হে নবী! আপনি আপনার উম্মতদের বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আল-ইমরান- ৩১

আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার পদ্ধতি

সূরা আল ইমরানের ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা পাবার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। যে, তার ভালোবাসা পেতে হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসরণ বা ইত্তেবা করতে হবে। আর ইত্তেবা অর্থ হচ্ছে- অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, মান্য করা, নকল করা ইত্যাদি।

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসরণ করতে। এখানে একথা বল হয়নি যে, আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে রাসূল (সা.) এর মত ইবাদত করতে। যদি তা বলা হতো, তবে আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মত ইবাদত বন্দেগী করা। অনুকরণ ও নকল হরকতের অর্থ হচ্ছে আমরা আজীবন সাধনা করেও সাহাবায়ে কেরামের মতো মর্যাদাশীল হতে পারবো না এবং তাদের মতো ইবাদত বন্দেগী করতে পারবো না বটে, তবে আমরা যদি তাদের অনুসরণ-অনুকরণ করি তবে মুক্তি পেয়ে যাব।

ভালোবাসা হাদীসে

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে তোমাদের পিতা-মাতা। সন্তান সন্ততি ও সমস্ত মানুষ থেকে ভাল না বাসবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা ইমরানের –৩১ নং আয়াতে বলেছেন, আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে রাসূলুল্লাহ এর অনুসরণ করতে হবে। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পরিপূর্ণ মোমিন হতে হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দুনিয়ার সমস্ত কিছু থেকে এমন কি নিজের সত্ত্বা থেকেও ভাল বাসতে হবে। এর তাৎপর্য হচ্ছে– অনুসরণীয় ব্যক্তির সাথে যদি প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা ও পরিপূর্ণ আস্থা না থাকে তবে পুরোপুরি অনুসরণ সম্ভব হয় না। তাই তিনি অন্য এক হাদিসে মহা সত্ত্বার কসম খেয়ে বলেছেন যে, সব কিছুর চেয়ে তাকে ভালোবাসতে হবে। তার সাথে প্রেম জিন্মিলেই তাকে অনুসরণ করা অতি সহজ হবে। প্রেমিক সবসময় প্রেমাস্পদের মন যুগিয়ে থাকতে চায়। কি করলে প্রেমাস্পদ খুশী থাকে, সে বিষয়গুলো খুঁজে খুঁজে বের করে তা পালন করে এবং যেসব কাজে মাশুক নারাজ থাকে, সে সব কাজের ধারে কাছেও ঘেষে না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে সব চাইতে ভাল বাসতে বলেছেন, যেন পরিপূর্ণ তার অনুসরণ করা সম্ভব হয়। আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (সা.) এর সাথে ভালোবাসা বা প্রেম থাকলে তাদের যাবতীয় হুকুম আহকাম আনন্দ চিত্তে মেনে নেয়া সম্ভব হয়। সে কারণে দেখা যায় পাহাড়সম দুঃখ-বেদনা, কষ্ট আর পেরেশানীর পরও আল্লাহ প্রেমিকগণ আল্লাহকে ভুলেন না। আল্লাহর প্রতি কোন কোনরূপ অভিযোগ আনেন না, সব দুঃখ কষ্ট ধৈর্যের সাথে আল্লাহর দেয়া তোহ্ফা মনে করে হাসি মুখে বরণ করে নেন।

খাঁটি প্রেমের ধর্ম

প্রেমিক সদা সর্বদা প্রেমাস্পদের হৃদয় যুগিয়ে চলতে চেষ্টা করে। কি করলে প্রেমাস্পদ খুশি থাকবে সে বিষয়গুলো খুঁজে খুঁজে বের করে এবং তা পালন করে। যেসব কাজে প্রেমিকা নারাজ হবে, সে সব কাজের ধারে কাছেও ঘেষে না।

কেউ যদি কারো প্রেমে পড়ে বা প্রেমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার অন্তর থেকে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর ধ্যান খেয়াল বিলুপ্ত হয়ে যায়। একমাত্র বাকী থাকে তার প্রেমিকার চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা। সে তার সঙ্গী-সাথীদের নিকট প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করতে ভালোবাসে, এমন কোন সময় তার

অতিবাহিত হয় না, যেসময় তার প্রেমিকার চিন্তা তার অন্তরে জাগ্রত থাকে না। শয়নে-স্বপনে, ভোর বিহানে, প্রেমাস্পদকে নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে। সে তখন প্রেমাস্পদের গোলামে পরিণত হয়। সর্বদা প্রেমাস্পদের মন যুগিয়ে চলে। প্রেমাস্পদের সব কিছুই তখন তার ভাল লাগে। অনেক কঠিন ও অসম্ভব কাজও তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

মানুষ যখন সত্যিকার ভাবেই কারো প্রেমে পড়ে তখন তার যাবতীয় ধন-সম্পদ তার জন্যই বিলীন করে দিতে চায়। প্রেমিকার নাম সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বার বার উচ্চারণ করতে থাকে। যতই সে যপে ততই তার ভাল লাগে। অনাবিল শান্তিতে মন-প্রাণ ভরে উঠে। হাতের কাছে যা পায় তাতে সে প্রেমাস্পদের নাম লিখতে থাকে। কিছু না পেলে মাটিতে কিংবা নদী ও সাগরের কিনারায় বালুতে, মরুভুমির বক্ষে আঙ্গুল দিয়ে লেখতে থাকে।

প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের জন্য অনেক অসম্ভব ও নিন্দনীয় কাজ করতেও কোন প্রকার সংকোচ মনে করে না। অবলিলায় সে সব করে যায়। প্রেমাস্পদ যদি কোন অভিমান করে কিংবা কঠোরতা করে তাও সানন্দে বরণ করে নেয়। বিনা বাক্যে বিনা দ্বিধায়, বিনা সংকোচে, অম্লান বদনে মাথা পেতে নেয়। এটা খাঁটি প্রেমিক ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে যেকোনো ব্যবহারের জন্য প্রেমিক প্রস্তুত থাকে। যদিও তার মেজাযের ঘোর বিরোধী ও অসন্তুষ্টিজনক হোক না কেন।

মহব্বত কাকে বলে?

একে অন্যের প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, যদি সে আকর্ষণ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠে তাকে মহব্বত বলা হয়। মহব্বত শব্দটি আরবী حَبَّةٌ (হাব্বাতুন) থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ বীজ বা বীজ কোষ, আঁটি। আর এ কথা স্পষ্ট যে, বীজ যখন জমিনের মধ্যে রোপন করা হয় তখন তা ঢেকে থাকে। তার উপর যখন বৃষ্টি বর্ষণ হয় সূর্যের তাপ লাগে তখন তা উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে সুন্দর ফুল এবং সুস্বাদু ফল সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে ভালোবাসার বীজ যখন হৃদয়ে রোপন করা হয় তখন তারমধ্যে ক্রমোন্নাতি লাভ করে। অতঃপর বিভিন্ন অবস্থায় ফল ফুল ঢালপালা ছাড়ায়।

আধ্যাত্মিক চিকিৎসকগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, শব্দগত দিক থেকে মহব্বত বলা হয় কোন পছন্দনীয় বস্তুর দিকে হৃদয়ের আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া

প্রেম ভালোবাসা ও মহব্বতের বাসস্থান

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন

عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرء وا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم۔

"রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : তোমরা কুরআন পড় যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কলব এর উপর আগ্রহও মহব্বত রাখে।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন :

عن ابى امامة فى حديث طويل اللهم الف بين قلوبنا۔

"একটি লম্বা হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দু'আয় বর্ণিত আছে, হে আল্লাহ! আমাদের কলব সমূহের মধ্যে মহব্বত দিয়ে দিন।[২]

উক্ত দু খানা হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, আগ্রহও মহব্বত থাকার জায়গা হল কলব।[৩]

ইমাম গাযালী (রহ.) এর দৃষ্টিতে ইশক, প্রেম, আসক্তি, মহব্বত ও ভালোবাসা

"মহব্বত' বলতে কোন সুন্দর ও মনোরম বস্তুর প্রতি হৃদয়ে আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়াকে বুঝায়।"

'ইশক্' বলা হয় কোন সুন্দর ও মনোরম বস্তুর প্রতি হৃদয়ে আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যখন হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে তীব্রতর রূপ ধারণ করে।

ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন, মহব্বত হচ্ছে স্বভাবগত আসক্তি যা এমন বস্তুর দিকে হয় যার দ্বারা হৃদয়ে আনন্দ অনুভব হয়। কোনো কোন বুজর্গ বলেন মহব্বত" হচ্ছে– এমন এক চুম্বকাষর্ণ যা একজনকে অন্য জনের দিকে টানে।

কারো মধ্যে তার রূপ, সৌন্দর্য, সুন্দর আচরণ, শোভা, শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি এক ঝলক দেখে নেয়া এবং এর দিকে স্বভাবগত আকর্ষণ হওয়া, হৃদয়ে তাকে

---

[১] বোখারী, মিশকাত

[২] আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

[৩] কলব সংশোধন

পাবার ইচ্ছা আকাঙ্খা জাগ্রত হওয়া, তার জন্য অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া, তার ধ্যান খেয়ালেই রাত দিন মগ্নথাকা, তার তালাশেই শরীর মনে ডুবে থাকা, তার বিচ্ছেদে কষ্ট পাওয়া, তার সংস্রব সাহচর্যে তৃপ্তি না হওয়া, তার চিন্তা ভাবনা নিজের চিন্তা ভাবনা, তার আনন্দকে নিজের আনন্দ, তার খুশীকে নিজের খুশী, তার অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করা। নিজের সত্বাকে তার সবকিছুতে বিলীন করে দেয়া এসব কিছুই মব্বতের নিদর্শন।

বিভিন্ন বুযুর্গদের দৃষ্টিতে মহব্বত

জনৈক বুযুর্গ লিখেন মহব্বত হচ্ছে আত্মার শক্তি। মহব্বতই হলো রূহের খোরাক। মহব্বতই হলো হৃদয়ের প্রশান্তি, চোখের শীতলতা, মহব্বত দেহের সজিবতা। হৃদয়ের জীবন। জীবনের সফলতা। আর সফলতাকে স্থায়ীত্ব দান করা। মোট কথা মহব্বত সব কিছু।

মহব্বতের মাধ্যমে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অন্তর কোন এক দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায় এবং সম্পর্কটি গভীর থেকে গভীর হয়ে উঠে। তখন অনুরাগ আকর্ষণ, আরো তীব্রতর হয়ে উঠে। অতঃপর হৃদয়োত্তাপ, জ্বালা যাতনা, ব্যথা বেদনা সর্বদায় সৃষ্টি হয়। তার পর পিয়ার, মায়া -মমতা সৃষ্টি হয় এবং গভীর থেকে গভীরতর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। মহব্বতের প্রতিক্রিয়া কলব থেকে সারা অঙ্গে প্রবাহিত হয়। তখন বিপদাপদ সহ্য করার শক্তি এসে যায়। প্রতিবন্ধকতা হালকা হয়ে যায়। নৈকট্যে আসার চেষ্টা তদবীরের কামনা শুরু হয়। প্রেমাস্পদ ছাড়া সকল চিন্তা ভাবনা নিশেঃষ হয়ে যায় বরং প্রেমাস্পদের মহব্বত অন্তরের নিদের্শক হয়ে যায়।

কোন কোন গবেষকগণ বলেছেন মহব্বতের সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। খাজা ইয়াহয়া মুয়াজ রাজী বলেন :

اَلْمَحَبَّةُ لا يعبر عنها مقالة

'মহব্বত এমন একটি অবস্থার নাম, যার প্রকাশ বা ব্যাখ্যা কোন শব্দের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়।

হযরত আবু বকর শিবলী (রহ.) বলেন

المحبة كاس لها وهج اذا استقر فى الحواس وسكن فى النفوس تلاشت

মহব্বত হচ্ছে একটি আগুনের পেয়ালা যা খুব প্রজ্জলিত। যখন অনুভূতি বা ইন্দ্রিয়েতে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং মনে প্রাণে স্থির হয়ে যায় তখন সে নিঃশেষ বা অনস্তিত্ব করে দেয়।[৪]

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) বলেন

المحبة استقلال الكثير منك واستكثار القليل من حبيبك

'মহব্বত হল প্রেমিক তার নিজের অধিককে কম মনে করে এবং প্রেমাস্পদের কমকে ও বেশি মনে করে।[৫]

হযরত জুনাঈদ বাগদাদী রহ. বলেন।

المحبة دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب

'মহব্বত হচ্ছে- প্রেমাস্পদের গুণাবলী প্রেমিকের ভিতর প্রবেশ হয়ে যায়।[৬]

হযরত আ: কাদের জিলানী (রহ.) বলেন বলেন

المحبة حجاب بين المحب والمحبوب فاذا افتى المحب عن المحبة وصل بالمحبوب۔

"মহব্বত নিজেই প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদের মাঝে পর্দা। যখন প্রেমিক মহব্বতের কারণে ফানা হয়ে যায় তখন প্রেমাস্পদের সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়।[৭]

হযরত মনুসর হাল্লাজ (রাহ.) বলেন

حقيقة الحبة قيامك مع محبوب بخلع اوصافك

"মহব্বতের (ভালাবাসার) মূলতত্ত্ব বা বাস্তবতা হলো–

এই যে, নিজের গুনাবলীরও অস্তিত্ব ছেড়ে দিয়ে প্রেমাস্পদের গুণাবলী ও সত্ত্বায় বিলীন হয়ে যাওয়া।[৮]

হযরত সিররী সাকতী (রহ.) বলেন

لاتصلح المحبة بين الاثنين حتى يقول الواحد لاخر يانا۔

---

[৪] ইশকে রাসূল সা. পৃ ৫
[৫] ইশকে রাসূল সা. পৃ ৬
[৬] ইশকে রাসূল (সা.) পৃ: ৮
[৭] ইশকে রাসূল (সা.) পৃ. ৮
[৮] ইশকে রাসূল (সা.) ৮

"দু'ব্যক্তির মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত মহব্বত (ভালোবাসা) যথার্থ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত একে অন্যকে না বলবে যে, তুমিই আমি।[৯]

হযরত আবু আব্দুল্লাহ কারশী (রহ.) বলেন

حقيقة المحبة ان تهب كلك لمن احببت ولا تبقى لك منك شئا.

"মহব্বত (ভালোবাসার) মূলতত্ত্ব হচ্ছে নিজের সব কিছু প্রেমাস্পদের জন্য সৌপর্দ করে দেয়া এবং নিজের জন্য কিছু না রাখা [১০]

শিবলী (রহ.) বলেন :

المحبة ايثار ما يحب المحبوب وان كرهت وكراهة ما يكره المحبوب وان احببت

"মুহব্বত হচ্ছে- এমন জিনিস গ্রহণ করা যা প্রেমাস্পদ ভালবাসে, যদিও তা প্রেমিকের অপছন্দ হয় এবং ঐ জিনিসকে অপছন্দ করা যেটাকে প্রেমাস্পদ অপছন্দ মনে করে যদিও তা প্রেমিকের পছন্দ হয়।

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী বলেন-

মহব্বত (ভালোবাসা) হল এমন একটি চাঞ্চল্যতা, অস্তিরতা বা অশান্তি যা প্রেমাস্পদের সাক্ষাত বা মিলন ছাড়া দূর হয় না। এটা এমন এক অগ্নি যা প্রেমাস্পদকে দেখা ছাড়া ঠাণ্ডা হয় না। মোট কথা মহব্বত প্রেম ভালোবাসা এটি আগুনের মতই জ্বলতে থাকে। আগুনের উত্তাপ পানি পেলে যেভাবে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তেমনি প্রেমিক প্রেমাস্পদকে দেখলে প্রেম ভালোবাসার উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যার দরুণ কেউ কারো প্রেমে পড়লে শত আত্মীয় স্বজন মা-বাবা ভাই-বন্ধু কেউ তাকে বুঝাতে পারে না, সে তার প্রেমাস্পদের দিকে ছুটতেই থাকে।

عشق ইশক অর্থ- কোন বুস্তুর সাথে হৃদয়ের বন্ধন হয়ে যাওয়া অথবা কোন বস্তুর সাথে হৃদয় জড়িয়ে যাওয়া। বিভিন্ন অভিধানে- ইশককে পাগলামির একটি অংশ বলা হয়েছে। কারো কারো মতে عشق বলা হয় কোন বস্তুকে চুড়ান্ত পর্যায়ের ভালোবাসা। যখন গভীর ভালোবাসা হৃদয়ে বাসা বাঁধে বা হৃদয়েকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন প্রেমিক প্রেমাস্পদকে ছাড়া আর কিছুই বুঝে না, সে তখন সব কিছু থেকে অন্ধ হয়ে যায়। প্রেমাস্পদকে ছাড়া আর কিছু দেখে না, বুঝে না।

---

[৯] ইশকে রাসূল (সা.) ৮

[১০] ইশকে রাসূল (সা.) ৮

এ ভালোবাসা তখন তার শরীর মনের প্রতিটি রন্দ্রে রন্দ্রে সঞ্চালন এবং প্রভাব বিস্তার করে। সে যেদিকে তাকায় সে দিকে শুধু প্রেমাস্পদকেই দেখে এবং প্রত্যেক আকৃতিতে তার প্রেমাস্পদের ছবিই ভেসে আসে।

হযরত জন্নুন মিসরী (রহ.) বলেন, যখন তোমরা কোন এমন ব্যক্তিকে দেখবে যার মুখাবয়ব চিন্তান্বিত। অন্তর, হৃদয় অন্য মনষ্ক, জ্ঞান বুদ্ধি পরাস্ত, চক্ষু অশ্রুসিক্ত, মৃত্যু অন্বেষণকারী, হৃদয় চুর্ণবিচুর্ণ এসব কিছু থাকার পরও তার মধ্যে আদব-কায়দা, ভদ্রতা-নম্রতা ঠিক থাকে এবং সে সময়ের নিয়মানুবর্তিতা হয় তাহলে বুঝে নিবে যে, সে সত্যিকারের প্রেমিক।

শরফুদ্দিন আহমদ ইয়াহয়া বলেন, ইশক হচ্ছে– প্রেম ভালোবাসার আধিক্য। অর্থাৎ সীমাহীন প্রেম ভালোবাসাকে ইশক বলা হয়।

কেউ কেউ বলেন, ইশক হচ্ছে "আগুন"। তাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে– যদি ইশক অগ্নী হয় তাহলে প্রেমিকের চেহারা অশ্রুতে কিভাবে ডুবে থাকে?

কেউ কেউ বলেন, ইশক হচ্ছে "পানি"। প্রশ্ন হচ্ছে যদি তা পানি হয় তাহলে হাজারো হৃদয় এতে কেন দগ্ধ হয়, ভস্ম হয়?

কেউ কেউ বলেন, ইশক হচ্ছে "বিষ"। প্রশ্ন হচ্ছে– যদি বিষ হয় তাহলে প্রেমিকদের মধ্যে চিৎকার রাগ গোস্বা আসক্তি কামনা কেন হয়?

কোন কোন চিকিৎসক বলেন, ইশক এমন একটি "অসুখ," এটা যার হয় তাকে শুকিয়ে হলুদবর্ণ করে দেয়।

কেউ কেউ বলেন ইশক হচ্ছে "দুঃখ কষ্ট, জ্বালা-যাতনা। প্রশ্ন হচ্ছে যদি দুঃখ কষ্ট যাতনাই হয় তাহলে আশ্চর্যের কথা হচ্ছেঃ তাকে জানের বদলায় কেন ক্রয় করে?

কেউ কেউ বলেন ইশক হচ্ছে "তৃপ্তি আরাম, সুখ -শান্তি।" প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এত জ্বালা-যাতনা, ব্যাথা বেদনা কেন?

মোট কথা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আন্দাজ অনুযায়ী ইশকের ব্যাখা করেছেন।

ইশকের শক্তির সামনে প্রত্যেক সম্ভব্যও অস্তিত্ব বস্তুর পরাজয় ঘটে, বিপর্যস্ত হয়। সমগ্র বিশ্ব তিক্তলাগে, যদি কোন মিষ্টি বস্তু থাকে একমাত্র ইশকই মিষ্টি মনে হয়।[১১]

---

[১১] ইশক রাসূল (সা.)

জাগতিক প্রেম কাকে বলে?

* আফলাতুন বলেছেন : চিন্তাবিহীন বেকার মনের একটি ক্রিয়ার নাম প্রেম।

* অ্যারিস্টটল বলেছেন : প্রেমাস্পদের দোষ ত্রুটি অনুভব করার ক্ষমতা বিনষ্ট হওয়ার নাম 'প্রেম'।

* পিথা গোরাস বলেছেন : প্রেম এমন এক লালসা, যা অন্তরে জন্মায়, নড়াচড়া করেও আশা করে যখন এটা বেড়ে যায়, এর মধ্যে লোলুপতার মৌল পদার্থ জমা হয়। তারপর এটা যতই বাড়তে থাকে ততই বাড়ে প্রেমিকের অস্থিরতা আর বেড়ে যায় কাকুতি-মিনতি। দীর্ঘ হয় লিপ্সা, সে ডুবে যায় ভ্রান্ত কামনা-বাসনায়। বাড়তে থাকে তার পাওয়ার লালসা, শেষ পর্যন্ত এটা তাকে পৌঁছে দেয় ধ্বংসাত্মক পাপ পঙ্কিল কর্মকাণ্ডে।

* সক্রেটিস বলেছেন : প্রেম হলো উম্মাদনা, এর আবার কয়েকটি প্রকার আছে, যেমন পাগলামি এরও কয়েকটি প্রকার আছে।

* অন্য একজন দার্শনিক বলেছেন, প্রেমের সূচনা হয় হাস্য পরিহাসে এবং সমাপ্তি ঘটে ধ্বংসে।

কাযী ইয়াহইয়া বলেন, প্রেম হচ্ছে– হৃদয় প্রেমাস্পদের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া এবং প্রেমিক নিজের জীবনকে তার জন্য উৎসর্গ করে দেওয়া।[১২]

* জনৈক বুজুর্গ বলেন : প্রেম হলো উপকারী সহচর ও প্রীতিযোগ্য সহৃদ। প্রেমের নিজস্ব সাম্রাজ্য আছে। এর রাজপথ সূক্ষ্ম, এর রাজকর্ম নিন্দনীয়, এর সংবিধান অত্যাচার মূলক। এই প্রেম শাসন করে দেহের, মনের, আত্মার, চিন্তা-চেতনার, চোখের, জ্ঞান-বুদ্ধির এবং মতামতের উপর। এর হাতে থাকে বশ্যতার লাগাম ও বিশ্বস্ততা আদায়ের মালিকানা।

প্রেমের প্রবেশ পথ চোখ থেকে লুকায়িত আর অন্তরে পৌঁছানোর রাস্তা অদৃশ্য।[১৩]

* জনৈক ব্যক্তি বলেন : প্রেম যদি এক ধরণের পাগলামী না-ই হয়, তাহলে অবশ্যই এটা জাদুর অতি মূল্যবান বস্তু।[১৪]

---

[১২] ইসলামে প্রেম ভালোবাসা পৃ. ২২

[১৩] ঐ

[১৪] ঐ

জাগতিক প্রেমের পরিণতি

জাগতিক প্রেমের পরিণতি হচ্ছে–

পাগলামী ও অপমান

প্রেমের ধারাবাহিকতা

(১) প্রথমে কাউকে ভালোলাগা।

(২) তারপর সান্নিধ্য পাওয়ার ইচ্ছা জাগা।

(৩) তারপর বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়া।

(৪) তারপর প্রীতি সৃষ্টি হওয়া।

(৫) তারপর গভীর ভালোবাসা।

(৬) তারপর সৃষ্টি হয় প্রেম।

(৭) তারপর প্রেমিকের দিল মন প্রেমাস্পদের আয়ত্বে বা মালিকানায় চলে যাওয়া। তখন আর প্রেমিকের অন্তরে প্রেমাস্পদ ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

(৮) তারপর তা বাড়তে বাড়তে পৌঁছে যায় বোধ বুদ্ধির সীমানার বাইরে।

জাগতিক প্রেমের কারণ

জাগতিক প্রেমের অনেক গুলো কারণ রয়েছে। এর মধ্যে সুশ্রী চেহারা, রূপ-সৌন্দর্য, কণ্ঠ স্বর, গান- গজল আকষর্ণীয় কথাবার্তা, হাতের লেখা, ধন-সম্পদ, বীর সাহসী, সুন্দর কুরআন তেলাওয়াত, সুন্দর বক্তৃতা, পরীক্ষায় ভাল নম্বর, সু-সাহিত্যিক, কবিতা আবৃতি, অপ্যায়ন, সুদৃঢ়মন, গল্পী-রসীক, অভিজাত বংশ, অমায়িক ব্যবহার, আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী, আত্মনির্ভরশীল, উচুমনা, প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী, কমার্দক্ষ, কৃতী, চরিত্রবান, ধ্যান গম্ভীর, জ্ঞান পিপাসু, তত্ত্বজ্ঞানী, তীক্ষ্ম বুদ্ধি, জনদরদী, দায়িত্ব্যসচেতন, নিঃস্বার্থ, ন্যায় নিষ্ঠাবান, পরশ্রমী, পরোপকারী, বিভিন্ন কাজে পারদর্শী, পূণ্যবান, প্রখ্যাত বা প্রসিদ্ধ, নায়ক, নায়িকা, গায়ক, গায়িকা, বিনয়ী, ভদ্র, প্রতাপশালী, নেতা, আর্টিস্ট, বিজয়ী, প্রশংসনীয়, প্রাঞ্জল, সচ্ছ, বলবান, বাহাদুর, বিখ্যাত, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ডাক্তার, বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমতী মধুময় ব্যবহারী, মহৎ, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্র নায়ক, লাজুক, শিল্পী, শিল্পপতি, শুদ্ধভাষী, শুভাকাঙ্খী, মনোবিজ্ঞানী, উত্তম

চরিত্রের অধিকারী, যুগ সেচেতন, সচ্ছল, সত্যনিষ্ট, সম্ভ্রান্ত, সর্ববিদ্যা বিশারদ, সাংবাদিক, সুকণ্ঠি, সুদর্শন, সুপুরুষ, প্রফূল্ল চিত্তের অধিকারী, কিংবা অন্য কোন গুণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

এগুলো মানুষের হৃদয়ে গভীরভাবে ছাপ ফেলে, তার পর এই ছাপ বা ছবি ব্যক্তিকে আলোড়িত করে। অতঃপর ক্রমশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার কাঙ্খিত জনকে কাছে পাওয়ার জন্য উতলা হয়ে উঠে।

আজব প্রেম

আহমদ ইবনে মুহাম্মদ গানাবী নামক এক বুজর্গ বলেন: একবার আমি কুবায় গেলে সেখানের কয়েকজন জ্ঞানী লোক আমার নিকট এসে বলল, এখানে আজব প্রকৃতির দুই যুবক রয়েছে, যারা পারস্পরকে খুব ভালোবাসে। তাদের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়েছে সে এখন মৃত্যু মুখে পতিত। আমরা তাকে দেখতে যেতে চাচ্ছি, আমি বললাম আমাকেও নিয়ে চল। তোমরা অসুস্থকে দেখবে আমি দেখবো সুস্থকে। অতঃপর আমরা সবাই গেলাম। গিয়ে দেখতে পেলাম, এক যুবক খাটে শুয়ে পড়ে আছে। আরেক যুবক তার দিকে মুখ করে বসে তার গা থেকে মাছিও তাড়াচ্ছে এবং তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

আমাদের আগমনে বসা যুবকটি অসুস্থ বন্ধুর নিকট থেকে সরে গেল এবং আমাদের বসার জায়গা করে দিল। আমার সাথিরা অসুস্থ বন্ধুটির কাছে বসল: আমি সুস্থ বন্ধুর নিকট গিয়ে বসলাম। যখন অসুস্থ বন্ধুটি বলছিল উহ্ আমার পা...., তখন সুস্থ বন্ধুটিও বলছিল উহ, আমার পা...। অসুস্থ যুবকটি বলল-হায় আমার হাত ... তখন সুস্থ যুবক ও বলল হায় আমার হাত...!

অতঃপর আমার সঙ্গীরা খবর দিল অসুস্থ যুবক মারা গেছে, অতপর আমি সুস্থ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেখি সেও মারা গেছে। এরপর তারা চোয়াল বন্ধ করে দিল। আর এদিকে আমিও এর চোয়াল বন্ধ করে দিলাম। কারণ একই সময়ে সুস্থ যুবকটিও মারা গেল। অতঃপর আমরা সন্ধা হওয়ার পূর্বেই তাদের কাফন দাফনের কাজ সমাধা করি।

বর্তমানের আজব প্রেম

* উল্লিখিত ঘটনা শুনে অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন বর্তমানে এ ধরণের প্রেমের অস্তিত্ব নেই। আমি বলবো আগের চেয়ে আরো বশি রয়েছে। কারণ পেপার

পত্রিকায় প্রায়ই খবর বেরিয়ে আসে, প্রেমিক তার প্রেমিকাকে কিংবা প্রেমিকা তার প্রেমিককে না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে। অতঃপর একজনের আত্মহত্যার খবর শুনে অপরজনও আত্মহত্যা করেছে। এমন খবরও অহরহ বেরিয়ে আসছে, উভয়ে একই সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে কিংবা ট্রেনের নিচে, অথবা সাগরে ঝাপ দিয়ে দু'জনে একই সঙ্গে আত্মহত্যা করেছে অর্থাৎ একই সঙ্গে মারা গেছে। তাছাড়া সমবয়স্ক ছেলে কিংবা মেয়ে পরস্পরে একজন আরেকজনকে ভালোবেসে একে অন্যের রঙে রঙিন হয়- সে যে রঙের কাপড় পরিধান করে অপরজনও তাই করে। সে যে রঙের আসবাব পত্র ক্রয় করে অপরজনও তাই করে। একজন যে রঙের জুতা মোজা, ব্যাগ তৈল, সাবান কাঁথা কম্বল বিছানা পত্র ক্রয় করে অপরজনও তাই করে। একজন কোন স্কুল, কলেজ, মাদরাসা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে চলে গেলে অপর জনও চলে যায়। একজন অন্য জনের বিরহে কান্নাকাটি করে। খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। ইত্যাদি কত ঘটনা গল্প– কাহিনী আমার চেয়ে পাঠকগণই আরো ভলো জানেন।

গাছের আজব প্রেম

কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, প্রেম নিজ জাতির সাথেই হয়ে থাকে অর্থাৎ মানুষের সাথে মানুষের যেমন প্রেম হয়, তেমনি পশু পাখিও তার নিজ জাতির সাথে প্রেম হয়। এমন কি বোধহীন সৃষ্টির মধ্যেও প্রেম হয় অর্থাৎ পারস্পরিক আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। যেমন প্রখ্যাত বুযুর্গ আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, আবু মুসল্লামা মুনকারী নামক এক বিদ্বান বলেছেন, আমাদের বসরা এলাকায় একটা খেজুর গাছ ছিল। আগে তার খেজুর খুব ভালো হতো। পরে খেজুর খারাপ হতে হতে গাছটা প্রায় অকেজো হয়ে যায়। গাছের মালিক এক বৃদ্ধকে ডেকে আনেন, যিনি খেজুর গাছ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। সেই বিদ্বান বৃদ্ধ এসে সেই গাছ ও তার আশপাশের গাছগুলো দেখে বললেন, এ গাছটা তার কাছাকাছি থাকা এই পুরুষ খেজুর গাছের প্রেমে পড়েছে। এরপর তিনি পুরুষ গাছের কাঁদি টেনে এনে স্ত্রী গাছের কাঁদির মধ্যে দিয়ে দিলেন। এতে স্ত্রী গাছটা আগের চাইতেও ভালো খেজুর দিতে শুরু করে।

প্রেমের শিকড় কিভাবে ছড়ায়?

* প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে যখন বারবার দেখে, বার বার সাক্ষাৎ করে এবং দীর্ঘ সময় ধরে কথা বার্তা ও গল্পগুজব করে তখন প্রেমের শিকড় গভীর থেকে

গভীরে ছড়ায়। তখন চুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়।

* প্রাচীন বিদ্বানগণ বলেন, দুই আকাঙ্খী যখন পরস্পর মুখোমুখি হয় এবং একজন অপরজনের হাত মুখ শরীর চুমু খায় এবং জিহবা লেহন করে আর এ লেহনের মাধ্যমে পরস্পরের লালা উভয়ের পাকস্থলিতে পৌছায় তারপর রক্তের মাধ্যমে তা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে ও হৃদপিণ্ডে চলে যায় তখন উভয়ের মধ্যে স্থায়ী মহব্বত সংঘটিত হয়ে যায়। তখন তাদেরকে পৃথিবীর কোন শক্তিই আলাদা করতে পারে না। সেটা চাই বৈধ প্রেম হোক কিংবা অবৈধ এবং অসম প্রেম হোক।

প্রাচীন বিজ্ঞজনেরা আরো বলেন- দুই আকাঙ্খী পরস্পরের ঠোটে ঠোট রেখে, মুখে মুখ রেখে শ্বাস প্রশ্বাস আদান প্রদান করলে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে ফুসফুস থেকে বের হওয়া ধুলিকাণা পরস্পরের নাক দিয়ে মস্তিষ্কে পৌছানোর পর আলোর মতো হৃদপিণ্ডে পৌছেঁ রক্তবাহী শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লে অর্থ্যাৎ পরস্পরের শারীরিক ব্যবধান ঘুচে গেলে এবং এক দেহ এক প্রাণ হলে জন্ম নেয়, বর্ধিত হয় গভীর থেকে গভীর প্রেম, গভীর প্রণয়, গভীর প্রেম ও ভালোবাসা, তখন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সামনে উম্মুক্ত হয় নতুন এক জগত, নুতন এক দিগন্ত বা রঙিন পৃথিবী।

প্রেমের সংজ্ঞা সমূহ

* প্রেম হচ্ছে দুই ব্যক্তির পরস্পরে একে অন্যের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ। এ আকর্ষণকে অনুভব করা যায়; কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না।

প্রেম ও কাশি কেউ বেশি দিন চেপে রাখতে পারে না

মুখ দিয়ে "আমি ভালোবাসি, একথাটি বলা সহজ; কিন্তু ভালোভাসার অনুভূতি ব্যক্ত করা সহজ নয়। যদিও বহু কবি সাহিত্যিক, শিল্পী তাদের কবিতায় ও লেখায় এবং গানে, সঙ্গীতে প্রেমের চরমানুভূতিকে বর্ণনা করেতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সে বর্ণনা আসল অনুভূতির সামান্যতম অংশকেই প্রকাশ করতে পেরেছে মাত্র। কারণ কথার ভেতর দিয়ে সেই গভীরতর অর্থ ও অনুভূতিকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলা মুশকিল। কেউ যদি বলে যে আমি সাদা, কালো, লাল, নীল, হলুদ রঙ দেখেছি এবং ঘরে ব্যবহারও করেছি। অন্য একজন যদি তাকে প্রশ্ন করে যে, তাহলে লাল রঙ কেমন? আমাকে একটু লেখার মাধ্যমে বা কথার

মাধ্যমে বুঝিয়ে দাও, এটা যেমন সম্ভব নয় তেমনি প্রেমকেও বুঝানো সম্ভব নয়। তবে কিছু আলামত বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন সবুজ রঙ বুঝাতে চাইলে গাছের পাতার মত, নীল রঙ বুঝাতে চাই আকাশের মত ইত্যাদি ইত্যাদি।

* প্রেম হচ্ছে প্রেমিক প্রেমাস্পদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুভূতি।

প্রেমের বয়স

* প্রেমের নিদির্ষ্ট কোন বয়স নেই। তবে সাধারণত প্রেম যৌবন কাল থেকেই শুরু হয়। এজন্য বলা হয় "প্রেম যৌবনের ধর্ম।"

সে কারণে বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই প্রেমের আমন্ত্রণের জন্য দেহমন প্রস্তুতি নিতে থাকে। হাজারো মানুষের ভীড়ের মধ্যে থেকে তাদের মন মত প্রেমাস্পদ বেছে নেয়। কেউ পায় কেউ পায় না। কেউ পেয়েও হারায়। কেউ হারিয়ে আবার পায়।

এক তরফা প্রেমের পরিচয়

বহু ক্ষেত্রেই প্রেম এক তরফা হয়। এক তরফা প্রেম বলে– অপর পক্ষ থেকে সাড়া না পাওয়া। শুধু নিজে নিজে ভালোবেসে যাওয়া। আর মনে মনে ভাবা যে আমি যেভাবে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে যাচ্ছি সেও হয়তো মনে মনে এভাবে আমাকে ভালোবেসে যাচেছ।

একতরফা প্রেমে কখনো কখনো সাড়া মিললেও সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝির কারণে ভেঙে যায়। জগতে একলা চলো নীতির মতো প্রেমেও রয়েছে একলা চলো নীতি। অর্থাৎ 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। এ হচ্ছে এক তরফা প্রেম। এ প্রেমে তুলনামূলকভাবে প্রেমিকদেরই করুণ অবস্থা। তারা কোন না কোন মেয়েকে বা ছেলেকে ভালোবাসে; কিন্তু তারা পাত্তা দেয় না। এক তরফা প্রেমিকদের নীতি হচ্ছে, কেউ তাকে ভালোবাসুক আর নাই বাসুক তার পছন্দের মেয়েটিকে বা ছেলেটিকে সারা জীবন ভালোবেসে যাবেই।

অন্ধ প্রেম বা অসম প্রেম

অন্ধ প্রেম হচ্ছে– যেখানে দুটি হৃদয় এমনভাবে প্রেমে পড়ে যে, জাত-পাত, ধনী-গরীব এসব বিচার করে না। দেখা যায় ধনীর ছেলের সাথে গরীবের মেয়ের প্রেম হয়েছে কিংবা গরীবের ছেলের সাথে ধনীর মেয়ের প্রেম হয়ে গেছে,

মুসলমান ছেলের সাথে হিন্দু-বৌদ্ধ ইহুদী-খ্রিস্টান বা অন্য কোন ভিন জাতি মেয়ের প্রেম হয়ে গেছে কিংবা এর বিপরীতও হয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণের মেয়ে চণ্ডালের ছেলেকে ভালবেসে ফেলেছে, তরুণী বৃদ্ধকে ভালবেসে ফেলেছে। এমন কি নিষিদ্ধ সর্ম্পকের মধ্যেও আহরহ প্রেম হয়ে যাচ্ছে, যেখানে উভয়ের মধ্যে কোন না কোন বৈষম্য, প্রভেদ থাকে, যেমনঃ ধর্মের অমিল, বয়সের অমিল, রক্তের সম্পর্ক যাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এ সকল অবস্থায় প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে সমাজিক স্বীকৃতি মেলে না। তার ফলে দু'জনের মধ্যেই স্ট্রেস দেখা দেয়। অনেক সময় প্রেমিক-প্রেমিকা-সমাজ, দেশাচার ও আইনকে আগ্রহ্য করতে গিয়ে মরিয়া হয়ে এমন কিছু কাজ করে বসে, যাতে তাদের অস্তিত্ব দুর্বিষহ হয়ে উঠে। বরিশাল জেলার এক দম্পতির কথা জানি, মায়ের সহোদর ছোট বোন অর্থাৎ নিজ খালার সাথে ভাগিনার প্রেম হয়ে যায়, ভাগিনা বয়সে বড়, সে তার খালাকে গোপনে বিবাহ করে ফেলে এবং সংসার করতে থাকে। এ ঘটনা এলাকায় জানা জানি হয়ে গেলে তাদেরকে এলাকার লোকজন বয়কট করে। মা-বাবা অনেক বুঝায়; কিন্তু তারা কেউ কাউকে ছাড়তে রাজি নয়। তারপর তাদেরকে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করে ত্যাজ্যপুত্র করে দেয়। উভয়ের আত্মীয় স্বজনই পড়েছে বিপাকে। অতঃপর তারা সাভার এলাকায় এসে জায়গা ক্রয় করে বসবাস করতে থাকে। আমি আমার স্ত্রীর মাধ্যমে এ ঘটনা জানতে পারি। তাদের কয়েকটি সন্তানও হয়েছে যাদেরকে ইসলামের দৃষ্টিতে জারজ সন্ত ান বলে। এখানেও তারা খুব একটা সুখে নেই। লোকজন পিছনে ছিঃ ছিঃ করে।

মনে রাখতে হবে অন্ধপ্রেম, অসম ও অসঙ্গত প্রেম, কোন দিনও সুখের হয় না। আমাদের দেশে যত গোপন হত্যা বা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে তার বেশির ভাগ উৎপত্তি অবৈধ প্রেমও দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা থেকে হয়ে থাকে।

প্রেমিক প্রেমিকা কেন আত্মহত্যা করে।

আমি আগেই বলেছি, প্রেম বা ভালোবাসা শব্দটি মুখে বলা যত সহজ, তার অনুভুতিও প্রতিক্রিয়া বলে কয়ে বুঝানো সম্ভব নয়। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানকে প্রেমিক বা প্রেমিকা কিছুতেই সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। একদিকে সে মনে করে এটি তার ব্যক্তি সত্ত্বার অমর্যাদা। অন্যদিকে প্রেমিক বা প্রেমিকাকে ছাড়া তার অস্তিত্বই নিরর্থক বলে মনে হয়। এই শূন্যতার মধ্যে আত্মহত্যাকেই সে মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করে। আত্মহত্যার তালিকা লিখে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। সচেতন পাঠক এসব ঘটনা আমার

থেকে বেশ ভালই জেনে থাকবেন। মোট কথা প্রেমে ব্যর্থতা, কারো কারো কাছে মনে অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি করে। যুক্তি দিয়ে এই পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে না পারলেই আত্মহত্যার প্রবণতা জাগে।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে– প্রেমে ব্যর্থ হলে কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন কেন? কেনই বা এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন যার মূল্য দিতে হবে আপনার জীবন দিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অবৈধ প্রেম বা বাবা-মায়ের অমতে যে সব বিয়ে হয় সেগুলো অনুশোচনা, মামলা-মোকাদ্দমায় কেচ্ছা-কেলেংকারী এবং শেষ পর্যন্ত এক পক্ষের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়।

তাছাড়া ভালোবাসার মানুষ কষ্ট দিলে সে কষ্ট পাহাড়ের চেয়েও বড় হয়ে যায় এবং পাথরের চেয়েও শক্ত মনে হয়।

পরকীয়া প্রেমের পরিচয়

পরকীয়া প্রেম বলা হয় নিজ স্ত্রী বা স্বামী থাকার পরও অন্যের স্ত্রী বা স্বামীর সাথে কিংবা অন্য কারো সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলা। বিবাহিত জীবনে পরকীয়া প্রেম, আর এক বিপর্যয় বহন করে নিয়ে আসে। একটা ঘূর্ণিঝড়ের মত সমস্ত কিছু তছনছ করে দিয়ে চলে যায়। তাই ঝড় আসার পূর্বেই যদি ঘরের দরজা জানালাগুলো বন্ধ করে দেয়া যায়, তাহলে ঝড়ের দাপটে ঘর এলোমেলো হয় না। পরকীয়া প্রেমে বা যে কোন অবৈধ প্রেমে পড়ার একমাত্র কারণই হচ্ছে পর্দাহীনতা। কিছু কিছু সালাফী আহলে হাদীস বা মর্ডান ইসলামের অনুসারী রয়েছেন, যাদের নিকট পর্দা হলো পরপুরুষের সামনে শুধু শরীর ঢেকে রাখা চেহারা খোলা রাখলে সমস্যা নেই। মুলত এরা পর্দাই বুঝে না। আরো আগে বাড়িয়ে বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, এরা মুলত পরিপূর্ণ ইসলামই বুঝেনি। মানুষের পরিচয় এবং তার প্রতি আকর্ষণ তো চেহারা দেখেই হয়। পা দেখে বা পিঠ দেখে নয়। যাই হোক বের্পদার কারণেই মূলত এ অভিশাপ নেমে আসে সুন্দর সুখী একটি সংসারে। মেয়েটি একজনের সংসারে আছে অথচ তার শরীর মন আকুল হয় আরেক জনের জন্য এবং এই আরেকজন আবার অন্য কেউ নয়। সম্পর্কে তার তার পূর্বের প্রেমিক, কিংবা খালাত,মামাত, ফুফাত, তালত অথবা দুলাভাই, স্বামীর বন্ধু, দেবর, ভাসুর, ননদের স্বামী, বা প্রতিবেশী অন্য কেউ। কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ জামাতা, পালক পুত্র, ধর্মের পুত্র, শ্বশুর, স্বামীর ভাতিজা, স্বামীর ভাগ্নে, নিজ পীর এদের সাথে পরকীয়া সম্পর্ক গড়তে শুনা যায়, না উযুবিল্লাহ। এখানে সামাজিক রীতি নীতি বলে কিছুই থাকে না। সম্পূর্ণ অসমাজিক প্রেম এটি। পরকীয়া প্রেমকে অনেকে সাহসী প্রেম আখ্যা দিয়ে

থাকেন। কাজটা হয় লুকিয়ে, একজনের ঘর করে আরেক জনের সাথে প্রেমলীলা। এখানে যৌনতাই প্রধান ভূমিকা রাখে। আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি ভিতশ্রদ্ধ হয়ে অন্য কোথাও মানসিক আশ্রয় নেয়। কোন কোন দম্পতির ক্ষেত্রে দেখা যায় এই পরকীয়া স্পর্কের কথা উভয়ের জানা থাকে বরং অবচেতনে মেনে নিয়ে থাকে উভয় পক্ষই। স্ত্রীর বাড়ী ফিরতে দেরি হলে স্বামী রত্ন খোঁজে নেন, আর স্বামীর ফিরতে দেরি হলে স্ত্রী রত্ন তো ধরেই রেখেছেন যে তার স্বামী রত্ন সেই প্রেমিকার রুমেই আছেন অষ্ট প্রহর। তবে মজার কথা হচ্ছে এই যে, এই নিয়ে কোন ঝগড়া ঝাটি নেই কোন পক্ষেই, যেন তারা ধরেই নিয়েছেন এ বড় কঠিন বন্ধন একেবারে আইকা আঠা দিয়ে লাগানো। জোর করে ছাড়াতে গেলে ছাল বাকল উঠে আসতে পারে। একটি কথা মনে রাখতে হবে। যে কোন নর-নারী, যে কোন বয়সেই অন্য নর-নারীকে দেখে মুগ্ধ হতে পারে। বয়সের শেষ প্রান্তে এসেও মনে হতে পারে একে যদি পেতাম, তাহলে জীবনের মরা গাঙ্গে আবার জোয়ার বইত। অথবা যা আমার স্ত্রী বা স্বামীর নিকট পাইনি এর কাছেই আছে সেই সাত রাজার ধন ও মানিক।

প্রিয় পাঠক! এ সম্পর্কে বহু ঘটনা আপনারা পত্র-পত্রিকায়, মিডিয়ায় বহু শুনেছেন, তাছাড়া আপনার চতুর্পাশ্বে এবং চলচিত্র জগতের নায়েক-নায়িকার জীবনী তালাশ করলে অসংখ্য ঘটনার উদাহরণ বেরিয়ে আসবে। এসব উদাহরণ টেনে লেখা ভারী করতে চাই না। প্রিয় পাঠক! সুখ এত সহজ নয়। স্ত্রী বদলালেই পিছনের দরজা দিয়ে সুখ এসে ঢুকে পড়ে না। সুখ হল এক মানসিক ধারণা সুখ হল অপরকে সুখী করতে জানা। এপৃথিবীতে যদি ঘৃণিত ও নিন্দিত কোন শব্দ থাকে তবে তার মধ্যে পরকিয়া অন্যতম। পরকিয়া শুধু মাত্র কোন মহাপাই নয় এটি শারিরীক ও মানসিক জঘন্যমত সামাজিক অপরাধও বটে। বর্তমান সমাজে খুন, রাহজানি মারামারি, ফিৎনা, গীবত ও ধর্ষণের পাশাপাশি পরকিয়াও একটি সামাজিক অপরাধ, কথিত ভালোবাসার ভাইরাস। স্বামী স্ত্রীর মনো মালিন্য একজন আকেজনকে সহ্য করতে না পারা। আত্মঅহংকার, রূপের গৌরব, দৈহিক মিলনে অতৃপ্ততা ইত্যাদি হচ্ছে পরকিয়ার মূল কারণ। পরকিয়ার ফলে শুধুমাত্র একটি সুখী সুন্দর দাম্পত্য জীবন সংসারই ভেঙ্গে যায় না। তার সাথে ভেঙ্গে যায় দু'টি পরবারের সম্পর্কও। সমাজে মান সম্মানের হানি ঘটে। এটি একটি চরম ক্ষতিকর মোহগ্রস্থ অপরধ যা মানুষের সুখের দাম্পত্য জীবনে নিয়ে আসে দুঃখের ঘনঘটা। যে, যে ধর্মের, যে জাতিরই হোক না কেন পরকিয়া কোন দাম্পত্যির কাম্য নয়। ভাল করে জরিপ করলে দেখা যাবে যে, কলেজ পড়ুয়া বন্ধু-বান্ধবী, স্বামী-স্ত্রীর অফিসের কলিগ, বস– তাদের সাথেই পরকিয়ার

সম্পর্ক গড়ে উঠে বেশি। স্বামী-অথবা স্ত্রীর খোচিয়ে কথা বলা, আরেক জনের সাথে তুলনা করা এই ধরনের আচরণের কারণেও মানুষ পরকিয়ায় জড়াতে পারে। তাই সংসারে সুন্দর ও ভালো ব্যবহার করুন। পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করতে শিখুন, দেখবেন পরকিয়ার ভূত মাথায় চাপার সুযোগ পাবে না। সংসারের মনোমালিন্য ছাড়াও শুধুমাত্র মোহের কারণেই পরকিয়ার মত ঘৃণিত একটি সম্পর্কে জড়াতে পারে। যেমন একজন মানুষ যখন সবসময় তার সাথে থাকে তবে তার ভলোও মন্দ গুণগুলো আর অজানা থাকে না; কিন্তু, যখন হঠাৎ বহুদিন পরে দেখা হওয়া কোন মানুষকে স্মার্ট ও হ্যান্ডসাম দেখা যায় এবং তার সাথে মনখুলে ভাল ব্যবহার করা হয় তখনও কিন্তু ভাল লাগা থেকে পরকিয়ার ভুত মাথায় চাপতে পারে। তাই সাবধান। লম্পট ও বদমায়েশ পুরুষেরা নারীর সতীত্ব হরণ করে আর মূর্খনারী আপন দেহকে পরপুরুষের কাছে বিলিয়ে দেয়, অপবিত্র করে। পরকিয়া প্রেমের আরেকটি কারণ এটিও সে জোর জবরদস্তী করে পাত্র বা পাত্রীকে কবুল বলাতে বাধ্য করা। জোর করে কবুল নিলে বিবাহ বৈধ হয় কি? যে সংসারের স্বামী কিংবা স্ত্রী পরকিয়ায় জড়িত তার আর নরকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ, ভালোবাসাহীন জীবন ও পরকিয়া হলো মর্ত্যলোকের নরকের একটি আদর্শ মডেল। পরকিয়াকে নরকের আদর্শ মডেল বলার কারণ, প্রায়ই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন মিডিয়ায় যে সকল খবর ছাপা হয় তা শুনলে দুঃখ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। যেমন স্ত্রীর প্রেমিকের হাতে স্বামী খুন, ছেলে সন্তান খুন, পরকিয়ার জ্বালা সইতে না পেরে গৃহবধুর আত্মহত্যা, পরকিয়ায় বাধা দেওয়ায় সন্তানের হাতে বাবা খুন ইত্যাদি। কি জঘন্য ও মারাত্মক ঘটনা। যে পরিবারের কোন সদস্য পরকিয়ার জড়িয়ে আছে, সেই পরিবারের উপর থেকে আল্লাহ তা'আলার রহমত উঠে যায় এবং নেমে আসে ভয়ংকর গজব, যা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

পরিশেষে আমি বলবো প্রতিটি নারী কিংবা পুরুষেই চায় দাম্পত্য জীবনে, মধুর সংসারে আজীবন নিজেকে জাড়িয়ে রাখতে। তাহলে আপনার সঙ্গী কেন এ ঘৃণিত ও পাপের পথ বেছে নিল? তা ভালো করে ভাবুন, বুঝতে চেষ্টা করুন এমন কি দূর্বলতা রয়েছে আপনার মধ্যে? এমন কি জিনিসের অভাব ছিল আপনাদের ভালোবাসায়? ভাল করে খুজুন, ভাবুন অতপর সিদ্ধান্ত নিন, হঠাৎ করে কিংবা রাগের বশবর্তী হয়ে ওল্টা পাল্টা কিছু করে বসবেন না। ফলে হিতে বিপরীত হতে পারে। মনে রাখতে হবে পরকিয়ার মোহ বেশীদিন থাকে না। কারণ যে বন্ধন মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তা ধ্বংস হবেই।

পরকিয়া জড়িত দম্পতির যদি সন্তান থাকে, তাহলে বিচ্ছেদ ঘটানোর আগে খুব ভাল করে ভেবে নিন সন্তানের ভবিষ্যৎ। কারণ আপনার ভোগ বিলাস ও মোহগ্রস্থের বলি কেন হবে নিষ্পাপ শিশুটি? আপনি রেগে হয়তো সংসারটি ভেঙ্গে দিলেন; কিন্তু আপনার সন্তান হবে মা -বাবা হারা। মা-বাবার আদর ছাড়া সন্তান কখনোই পরিপূর্ণ সুখী হতে পারে না। শত সুখের মাঝেও সে দুঃখ বোধ করে। একদিন আপনাদের সংসারের এই নোংরা কথা আপনার সন্তানেরা অবশ্যই জেনে যাবে। কারণ ইহিতাস কাউকে ক্ষমা করে না। সন্তানেরা যখন এসব জেনে যাবে তখন অপনার কেমন লাগবে? এ ধরণের জঘন্য কথা শুনে হয়তো তাদের মন মানসিকতার বিকৃত ঘটতে পারে। তাই এ পথ থেকে ফিরে আসা একান্ত প্রয়োজন।

প্রেম সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী কথা

* রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা যখন কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব করবে, তখন সম্ভব হলে বিবাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী জিনিসটি দেখে নিবে।[১৫]

* হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে দেখে নেয়েছো? আমি উত্তরে বললাম না, তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কেননা এটা তোমাদের উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা মিল ও সুসম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে।[১৬]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা কিছু কিছু অন্ধ প্রেমিক-প্রেমিকা বিবাহের পূর্বে প্রেম করার বৈধতা প্রমাণ করার দুঃসাহস দেখায়। আবার কোন কোন বিদ্বান (!) বলেন, বিবাহ পূবর্বতী প্রেম নি:সন্দেহে মধুর সুখানুভূতি। তা অপরাধ নয়; কিন্তু তা যেন দেশের প্রচলিত আইনকে অতিক্রম না করে এবং তা যেন যৌনাচারে পরিণত না হয়। আমি বলব একথাটি হচ্ছে গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালার মত। অথবা বলব বিড়ালের সামনে ইদুঁর বেধে রেখে একথা বলা যে, হে বিড়াল তুমি কিন্তু ইদুঁর দেখবে তবে। ইদুঁরকে স্পর্শ করবে না।

---

[১৫] মিশকাত শরীফ

[১৬] তিরমিযী , ইবনুমাজাহ

* রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসের অর্থ হলো পাত্র– পাত্রীর সবকিছু খোঁজ খবর নেয়ার পর সর্বশেষে বিবাহের পূর্বে উভয়ে উভয়ের চেহারাকে এক নজর দেখে নেয়া, যাতে মনে মনে একে অন্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়, মিল মহব্বত সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যখন ফাইনাল পর্যায়ে চলে যাবে। তখন মাত্র চেহারা দেখে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর আমাদের সমাজের প্রেমিক যুগল। কোন কিছু ফাইনাল না হতেই চেহারা তো দেখেই এমকি একে অপরের সম্পূর্ণ বডির কলকব্জা, স্ক্রু, নাট বল্টু কোথায় কি আছে? সব কিছুই সুযোগ বুঝে দেখে নেয়। তারপর এসব দেখতে দেখতে যখন পুরান হয়ে যায়। তখন কেউ কেউ পুরাতন বাদ দিয়ে নতুনের তালাশে মগ্ন হয়ে যায়, তখন মেয়ে বা ছেলের মাথা খারাপ হয়ে যায়। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয়। চোখে ঘুম নেই, পড়ায় মন নেই, ঘুমের টেবলেট খেয়ে ঘুমাতে হয়, কথার্বাতা উল্টা পাল্টা বলে। তখন মা-বাবা মনে করে তারে ভূতে ধরেছে, আলগা দোষ লাগছে, আর সাথে সাথে পীর-ফকীর, মোল্লা-কবিরাজদের আস্তানায় দৌড়দৌড়ি করতে থাকে, ঝাড়-ফুক ও তাবীজ কবজের জন্য।

অথচ হক্কানী আলেমগণ যখন তাদের ওয়াজ বক্তৃতায়, লেখায়, মসজিদের মিম্বারে কুরআন হাদীসের আলোকে সহশিক্ষা, বিবাহের পূর্বে নির্জনে দেখা সাক্ষাত, ডিটিং এবং বেপর্দা চলা ফেরা করতে নিষেধ করেন, তখন প্রেম সাগরের ডুবুরিরা মনে মনে আলেম উলামাদের এবং মসজিদের খতীবদেরকে বলতে থাকেন, হুজুর মানুষেরা কি বুঝে? আদা বেপারী জাহাজের খবর কি জানে? তারা কি জীবনে কারো প্রেমে পড়েছে? তারা এসবের বুঝবে কী? তারা তো কুরআনই ভাল করে বুঝে না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সুরায়ে ইউসুফের মধ্যে ইউসুফ জুলায়খার প্রেমের কথা উল্লেখ করেছেন, হাদীসে কত প্রেমের কাহিনী রয়েছে। মসনবী শরীফে রুমী (রহ.) লাইলী মজনুর প্রেমের কত আলোচনা করেছেন–আলেম উলামাদের এসব তারা আলোচনা না করে বরং প্রেমের বিরুদ্ধে ওয়াজ শুরু করে দিয়েছেন। একেই বলে মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তারা পরের ঘরে দাওয়াত খাওয়া আর খতম দু'আ ছাড়া আর জানেটা কি? এসব মনে মনে বলে আলেম উলামাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। আবার যে সকল আলেম উলামাগণ প্রেমের নিগুঢ় তত্ত্ব বলে বলে আল্লাহর দিকে অশান্ত প্রেমিকের হৃদয়টাকে ঘুরিয়ে নিতে চান, তাদের ব্যাপারে আবার মন্তব্য করে যে, হুজুরেরা প্রেম ভালোবাসা সম্পর্কে এত কথা কিভাবে জানে যা আমরাও জানিনা। মনে হয় এই হুজুর আমাদের বয়সে কোন মেয়ের সাথে প্রেম করেছে, না হয়

তিনি প্রেম করে বিবাহ করেছেন। এই হুজুরও আমাদের মতই। এখন সুফিগীরি দেখাতে এসেছে ইত্যাদি। প্রিয় পাঠক! আমার সর্ম্পকেও এ ধারণা হতে পারে যে, নিশ্চয় তিনি কোন মেয়ের সাথে প্রেম করেছেন, তা নাহলে তিনি প্রেম ভালোবাসার উপর এ গ্রন্থ কেমন করে লিখেছেন? সত্যি কথা কি আমি কোন নারীর সাথে বিবাহের পূর্বে প্রেম করিনি। তবে প্রেমিকদের হাট বাজারে মাঝে মধ্যে বসার সুযোগ হতো। মাঝে মধ্যে মনে হতো একটা প্রেম করেই ফেলি; কিন্তু যখনই বিভিন্ন প্রেমিকদের করুণ পরিণতি চোখের সামনে ভেসে আসতো তখন শত শত বার লা হাওলা-আসতাগফিরুল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ পড়া ছাড়া উপায় থাকতো না। তবে একথা সবাই মানতে হবে যে, জন্মগত ভাবেই আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জ্ঞানবান মানুষের অন্তরে প্রেমের এক বিশাল রাজ্য দান করেছেন। যে এ কথা বিশ্বাস করে না সে হয়তো মানব নয় অথবা বোকা। অথবা তার ঈমান খুবই দুর্বল। সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার বিশ্বাস নেই। আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষের অন্তরে জন্ম থেকে প্রেম দানই না করবেন, তাহলে মানুষ আল্লাহর প্রেমে মত্ত্ব হবে কিভাবে, যদি ভালোবাসাই সৃষ্টি না করবেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসবেই বা কিভাবে? তিনি ইশক মহব্বত দিয়ে যদি সৃষ্টি না-ই করবেন তাহলে বান্দা তার প্রতি ইশক মহব্বত কিভাবে দেখাবে? কিভাবে রাসূলের প্রেমে পড়বে? রাসূল (সা.) কে ভালোবাসবে? তাই আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জ্ঞানবান মানুষের অন্তরে প্রেম ভালোবাসার এক মহাসমূদ্র দান করেছেন। এমনকি ইতর প্রাণীর অন্তরেও প্রয়োজানুপাতে ভালোবাসা দান করেছেন। যদি তা না হতো মুরগী তার বাচ্চাকে, চিল কাকের থাবা থেকে রক্ষা করতে পারতো না। যাই হোক মায়া-মহব্বত, আদর-স্নেহ, প্রেম-ভালোবাসা এগুলো আল্লাহ তা'আলার বড় দান, বড় নেয়ামত। তবে একে যথাস্থানে যথা নিয়মে সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে। সে নিয়ম কানুন কুরআন হাদীসে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল (সা.) বলেও দিয়েছেন। তাই এই প্রেম ভালোবাসার অপচয় করা যাবে না।

প্রেমের সুখ

বিবাহ পূর্ববর্তী প্রেমে যতই মধুর সুখানুভূতি মনে হয়। তার কিন্তু একটি খারাপ পরিণতি রয়েছে। এ মধুর সুখানুভূতি কিন্তু সাময়িক। আর তার খারাপ পরিণতি বা কান্না সারা জীবন। অনেকের ক্ষেত্রে তো-দুনিয়াও শেষ আখেরাতও শেষ।

خَسِرَ الدنيا والاخرة

কারণ প্রাক বিবাহ প্রেম যতই পবিত্র রাখার চেষ্টা করা হোক তা শেষ পর্যন্ত যৌনাচারে পরিণত হয়। বিবাহ পূর্ব যৌনমিলন সাময়িক উত্তেজনা দিতে পারে কিন্তু তাতে মানসিক ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। কারণ প্রেমিক প্রেমিকার মনে সর্বদা এক অপরাধবোধ কাজ করে। তাছাড়া বিবাহ পূর্ববতী যৌন জীবন বিবাহোত্তর জীবনের মাধুর্যকেই নষ্ট করে দেয়।

কারো প্রতি প্রেম ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া অপরাধ নয়

কোন নারীর গুণ কীর্তন শুনে যদি কোন পুরুষের অথবা কোন পুরুষের গুণ গরীমা ও নামযশ শুনে যদি কোন নারীর হৃদয়ে তার প্রতি প্রেম ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এতে কোন দোষ নেই। কারণ হৃদয়টি তো তার আয়ত্বে নয়। আর প্রেম ভালোবাসা জোর করে কেউ কারো প্রতি সৃষ্টি করতে পারে না। এটা আল্লাহ প্রদত্ত্ব বিষয়। এতে প্রেমিকের কোন অপরাধ নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে ই সুন্দর ও ভালো জিনিসের প্রতি আকার্ষণ সৃষ্টি করে রেখেছেন।

তবে আল্লাহ তা'আলা আকর্ষণের পাশাপাশি মানুষকে বিবেকও দান করেছেন যাতে সে ভেবে চিন্তে বিচার বিবেচনা করে সামনে আগ্রসর হতে পারে। "প্রবাদ আছে– "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদালত মানুষের বিবেক "

একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি বোধ হয় আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ধরুন, কারো বাগানের প্রতি কোন পথিকের দৃষ্টি পড়ল। সেখানে বিভিন্ন ধরণের ফলমুল দেখতে পেল, কোন গাছে লিচু, কোন গাছে আম, কোন গাছে কাঁঠাল, কোন গাছে পেয়ারা, কোন গাছে ডাব, কোন গাছে ডালিম। এখন পথিকের মনে বিভিন্ন ফল খাওয়ার আকর্ষণ বা চাহিদা সৃষ্টি হল। এসব ফল দেখে সে খাওয়ার জন্য পাগলের মতই হয়ে গেল যে করেই হোক এ বাগানের অমুক ফল খেতেই হবে। এখন আপনিই বলুন, পথিকের কী করা উচিত? নিশ্চয় আপনি বলবেন, বাগানের মালিক অথবা বাগান পাহারাদারের সাথে যোগাযোগ করে আলাপ আলোচনা করে দাম দর ঠিক করে, টাকা পয়াসা দিয়ে খরীদ করে খাওয়া উচিত। বাগানের মালিক ইচ্ছে হলে আপনার নিকট বিক্রি করতেও পারে নাও করতে পারে। অথবা বিক্রি করলেও টাকা নিতেও পারে নাও নিতে পারে। অথবা একথাও বলতে পারে যে এ বাগানের সব ফল বিক্রি হয়ে গেছে। আপনাকে দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। এ উত্তর শুনে পথিকের কি করা উচিত। নিশ্চয় আপনি বলবেন সোজা বাড়ীর দিকে হাটা দেওয়া উচিত। অথবা

মালিক বিক্রি করেবে ঠিকই তবে বাজার অনুযায়ী ফলের দাম হচ্ছে ১০০ টাকা। আপনার সম্মানার্থে ১০ টাকা কমিয়ে ৯০/৮০ টাকা বলে দিয়েছে। পথিক পকেটে হাত দিয়ে দেখলো মাত্র ৫ টাকা আছে। এখন কি মালিক দেবে? দেবে না। এখন পথিক যদি জোর করে ফল নিতে চায় তাহলে কি অবস্থা হবে? অথবা ফিরিয়ে দেওয়ার পর রাতে চুরি করে ফল পেড়ে আনতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে তাহলে তার কি অবস্থা হবে? এ প্রশ্নের উত্তর আপনার ভাল করেই জানা আছে। ঠিক তেমনিভাবে কোন ছেলে স্কুল কলেজ, ভাসির্টিতে বা আলিয়া মাদরাসায় পড়তে গিয়ে। অথবা রাস্তা ঘাটে কিংবা কোন অনুষ্ঠানে অথবা কোন আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে কোন মেয়ের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েই যায় কিং;বা কোন মেয়ে কোন ছেলেকে দেখে তার অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েই যায়– তখন তার কি করা উচিত? আপনি নিশ্চয় উত্তর দিবেন– সে নিজে বা কোন অভিভাবকের মাধ্যমে তার বিস্তারিত খবর নেয়া। সে উক্ত মেয়ে বা ছেলের উপযুক্ত কিনা? তাকে বিবাহ করে চালানোর মতো ব্যবস্থা আছে কিনা? সেটাও তো দেখতে হবে। কারণ প্রেম ভালোবাসার মোহে পড়ে প্রেমিক-প্রেমিকা অনেক কিছুই বলে ফেলে যেমন গরীব ছেলেকে কোন মেয়ে ভালোবেসে বলে ফেলে– তোমাকে ভালোবেসে যদি গাছ তলায়ও থাকতে হয় থাকবো; কিন্তু অধিকাংশে ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিয়ের কিছুদিনপর পাঁচ তলায়ও সে থাকতে চায় না। তাই কারো প্রতি প্রেম ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গেলেই যে তাকে পেতেই হবে, অন্যথায় আত্মহত্যা করতে হবে বিষয়টি এমন নয়। বিষয়টি নিয়ে প্রথমে মা অথবা দাদী নানী, খালা, ফুফু বড় বোন থাকলে তাদের সাথে শেয়ার করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। তারা যদি ভালো মনে করেন তাহলে অভিভাবকদের সাথে পরামর্শ করে এখানে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিবেন। আর বিয়ের পরই আসল প্রেমে ডুবে যাবেন। এতে আল্লাহ তা'আলা খুশি হবেন। কারো প্রেমে পড়লেই তাকে প্রেম নিবদন করতে হবে, সাথে সাথে প্রস্তাব দিয়ে দিতে হবে, এটা এক ধরণের বর্বরতা। কেননা প্রবাদ রয়েছে "ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।" প্রস্তাব দেওয়ার একটা নিয়ম আছে, স্থান কাল ও পাত্র বিবেচনা করেই যে কোন কাজ করার নিয়ম।

প্রেম প্রত্যাখ্যানের নিয়ম পদ্ধতি

* কেউ যদি কোন নারী বা পুরুষকে প্রেম অথবা বিয়ের প্রস্তাব করেই বসে, তাহলে ভেবে চিন্তে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। প্রত্যখ্যানের মধ্যেও যেন বিনয় থাকে, ভদ্রতা নম্রতা থাকে। প্রত্যাখ্যান করার সময় তার কিছু গুণাবলী এবং

তাকে সম্মান দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। প্রত্যাখ্যানের মধ্যেও যেন রুচির ছাপ থাকে। অনেক সময় কেউ প্রেম বা বিয়ের প্রস্তাব নিবেদন করলে এটাকে অপমান বোধ করেন, এমন কি শ্লীলতাহানী বলেই মনে করেন। সেই সময় মেজাজের অবস্থা খুবই চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে থাকে। তখন রাগের চুটে মুখ দিয়ে কী থেকে কী বের হয়ে যায় বলা যায় না। পরে এ প্রত্যাখ্যানের অশালীন ভাষার জন্য ইজ্জত-সম্মান এমন কি জীবন পর্যন্ত দিতে হয়, এসকল ঘটনা বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিনই বের হয়ে আসে।

* তাছাড়া কেউ প্রেমে বা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই যে আপনি পঁচে গেলেন, আপনার কোন মূল্য নেই, আপনার বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না এসব চিন্তা করা একদম বোকামী। মনে রাখবেন কাউকে ভালবাসতে পারাটাই প্রেমের স্বার্থকতা। কারণ নির্দয় ও পাষণ ও ইতর লোকের দিলে বা হৃদয়ে আল্লাহ পাক প্রেম দান করেন না। আর করলেও তা ছিনেয়ে নেন। কোন এক বিদ্বান বলে ছিলেন "ফুল ফোটানোই গাছের সার্থকতা। মৌমাছি এল কিনা তার উপর তার সার্থকতা নির্ভর করে না। আমার ভালোবাসা যদি কেউ পায়ে ঠেলে ফেলে দেয় দোষ আমার নয় দোষ তার।"

* প্রেম নিবেদন কারীদের জেনে রাখা উচিত, প্রত্যাখ্যান মানেই ব্যর্থতা নয়। আমি পূবেই বলেছি- প্রেম ভালোবাসা ও বিয়ের ক্ষেত্রে সবার দৃষ্টিভঙ্গি সমান নয়। এমনও হতে পারে আপনি যাকে প্রেম নিবদেন করছেন বা বিয়ের প্রস্তাব করছেন, তার হয়তো আগে থেকেই কারো সাথে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। অথবা অন্যকোথাও অনেক বছর আগে থেকেই বিয়ের কথা পাকা পাকি হয়ে আছে। কিংবা আপনি যা দিতে পারেন আর তিনি যা চান তার মধ্যে ফারাক অনেক। হয়তো আপনি উচ্চাকাঙ্খী, আপনার নাগাল পাওয়া তার দুঃসাধ্য। অথবা তিনি উচ্চাকাঙ্খী তার নাগাল পাওয়া আপনার দুঃসাধ্য। আপনি মনে করতে হবে আমাকে যে, সকলের ভালো লাগতেই হবে তার কোন মানে নেই।

প্রেম বা বিয়ের প্রস্তাবে যারা হতাশ হন, দেখা যায় তাদের মধ্যে অধিকাংশের প্রেমই এক তরফা অর্থাৎ তারা কাউকে হঠাৎ ভালোবেসে ফেলেন। অপর পক্ষও তাকে ভালোবাসেন কিনা, তা না জেনেই এক তরফা প্রেম বা বিয়ের প্রস্তাব নিবেদন করে তারা চরম হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন। আর লজ্জা ও অপমান মনে করে প্রত্যাখ্যান কারীর চিরশত্রু হয়ে যান। কেউ কেউ তো নিয়ত করেই বসেন যে, দেখে নেবো তার কিভাবে বিয়ে হয়। কেউ কেউ পুরো পরিবারটিকেই ধ্বংস করে দেয় বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের পরে নিজেও অশান্তির অনলে দ্বগ্ধ হয়ে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। প্রেমের এই মোহকে কাটাবার একমাত্র উপায় হল, অপরের

কাছ থেকে সাড়া না পেলে তার কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে সরে যাওয়া। সে সময় মনের ভেতর যে প্রচণ্ড স্ট্রেস বা ক্ষোভ তৈরী হয় তা থেকে পরিত্রাণের পথ হচ্ছে প্রথাসিদ্ধভাবে উপযুক্ত পাত্র-বা পাত্রী দেখে বিবাহ করে নেয়া।

শতকরা ৯৯% ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রেই দেখা যায় এক তরফা প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তারা ভীষণভাবে মানসিক কষ্ট পাচ্ছে; কিন্তু সুন্নত তরীকায় বিয়ে করে আবার তারা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে।

* সব সময় মনে রাখতে হবে, যেখানে আপনি আপনার নিজের মনকেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না, সেখানে অন্যের মনকে আপনার ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করবেন এমন আশা করেন করেন কী করে? আপনি হয়তো ভাবছেন, আমি যথেষ্ট যোগ্যবান, হাজার হাজার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। কত নর-নারীরা আমার পিছনে ঘুরে। কত নর-নারীরা প্রেম নিবেদন করে। কত সভা-সেমিনারে আমি বাহবা পাই। কত জায়গায় কত ফুলের মালা উপহার পাই। কত মানুষ আমার জন্য পাগল; কিন্তু এত কিছুর পরও সে আমাকে ভালবাসবে না কেন? কেনইবা প্রেম অথবা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে? মনে রাখবেন ব্যবহারিক জীবনে আমরা যোগ্যতার যেমন মাপকাঠি ধরি, অর্থাৎ সৌন্দর্য বিদ্যা, বুদ্ধি, বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা, স্বনির্ভরতা এগুলি কিন্তু ভাবজগতে কোন কাজে লাগে না। প্রেম ভালোবাসার জগৎ হল নর-নারীর ভাবজগত। এখানে বুদ্ধি দিয়ে সে ব্যাখা চলে না। শাড়ির দোকানে শাড়ি কিনতে গিয়ে অসংখ্য শাড়ির মধ্যে কোন শাড়িটা আপনি পছন্দ করেন? যেটা হাতে পড়ে সেটাই পছন্দ করেন? নাকি রঙ, ডিজাইন, কারুকাজ সবকিছূ মিলিয়ে আপনার ভাবজগতের সঙ্গে যেটা মিলে যায় সেটাই পছন্দ করেন? অবশ্যই ভাবজগতের সঙ্গে যেটা মিলে যায় সেটাই পছন্দ করেন। এর কোন ব্যাখ্যা নেই। আপনি যে শাড়িগুলি পছন্দ করলেন না আরেকজন হয়তো সেগুলিকেই খুব পছন্দ করলেন। আবার আপনার পছন্দের শাড়িটি অনেকের নিকট হয়তো পছন্দ নাও হতে পারে।

'তাই যার যেমন পছন্দ' একথাটিই মেনে নিতে হবে। আমাকে আপনার পছন্দ নয় কেন? এ প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না। এ নিয়ে তর্ক করেও লাভ হয় না। এক্ষেত্রে অনেক প্রলোভন দেখিয়ে প্রেমিক প্রেমিকার মন জয় করার চেষ্টা করেন। অনেকে নাছোর বান্দা হয়ে বছরের পর বছর লেগে থাকেন। আবার কেউ কেউ প্রতিহিংসা নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

তাই প্রেম বা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকারী/কারীনির উচিত মনে আঘাত না দিয়ে ভদ্র ও মার্জিত ভাষায় তার মর্যাদা রক্ষা করে কথা বলা। যেমন প্রস্তাব কারীর উত্তরে এভাবেও বলা যেতে পারে। "আপনি আমাকে ভালো বেসেছেন, সে

জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনাকে অনেক, ধন্যবাদ; কিন্তু আমি আপনার প্রস্তাবটি আমার ব্যক্তিগত বিভিন্ন সমস্যার দরুন রাখতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিবেন। মনে কোন কষ্ট নিবেন না। আমি আপানার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি এবং আপনার জন্য দোয়া করি। আপনিও আমার জন্য দোয়া করবেন। এরূপ ভাষা বা এর চেয়ে সুন্দর ভাষায় নিজের অপারগতার কথা পেশ করা উচিত। সাবধান! প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে "তুমি কাকে কি বলছো একবার চিন্তা করে দেখেছো কি? বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাও? এত সাহস কোথায় পেলে? তোমার কি লজ্জা হলো না? আমাকে অপমান করা। দেখাচ্ছি তোমার মজা। "ফাঁড়া কাথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন? "তুমি আমার উপযুক্ত হতে আরো ১০০ বছর লাগবে"। "তোমরা নিচু জাত"। তোমার কি আছে? এজাতীয় কথা বার্তা না বলা উচিত। কারণ ছেলে বা মেয়েটি অথবা তাদের অভিভাবক কিন্তু এই প্রত্যাখ্যান কে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে না, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে এবং প্রত্যাখ্যান কারীর পরম শত্রু হয়ে যেতে পারে। আমি আমার জীবনের কথা না, বললে পাঠক মহল ভাবতে পারেন, আমি শুধু জেঠামশাইয়ের মত জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছি। আসলে এই জ্ঞান তো আমার জীবন দিয়ে কেনা। আমিও ছাত্র জীবনের বিভিন্ন ধাপে মেয়েদের প্রেম প্রস্তাব পেয়েছিলাম, একটি মেয়ের প্রেম পত্রের উত্তর এভাবে দিয়েছিলাম।

স্নেহের বোন মারহুমা–

তুমি আমাকে ভালবাসো সে জন্য আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া তুমি আমার শিক্ষকের ছোট বোন, এটা আরো গর্বের বিষয়। আমি আরো কৃতজ্ঞ, তোমার মত এত উচ্চ ফ্যামিলীর মেয়ে আমার মত গরীব ঘরের ছেলেকে ভালোবাসবে এটাতো অনেক আনন্দের। তবে আমি তোমাকে পরামর্শ দেবো আমার চেয়ে আরো অনেক ভালো ভালো উচ্চ ফ্যামিলীর ছেলেরা রয়েছে। যারা তোমাকে পরিবারিক জীবনে অনেক সুখী করে রাখবে। সেখানে অনেক শান্তিতে অনেক আরামে থাকবে। তোমার কাছে মনে হবে ঐ পারিবারে গুলো দুনিয়ার স্বর্গ। সুতরাং আমি তোমার প্রেম প্রস্তাব গ্রহণ করে তোমাকে কষ্টে ফেলতে চাই না। তাছাড়া তোমার পড়াশুনা আরো বাকী। আমিও এখন ছাত্র, আমার পড়া শুনাও শেষ হয়নি। পড়াশুনা শেষ করতে আমার আরো ৫/৬ বছর লাগবে সবে মাত্র দাওরা (কামিল) পড়তেছি। পড়াশুনার সময় এসব নিয়ে চিন্তা করলে পড়াশুনা হবে না। মন শুধু এদিকে ধাবিত হতে থাকবে। পড়াশুনা নষ্ট হবে। তাছাড়া তুমি আমার জন্য উপযুক্ত হলেও আমি তোমার জন্য উপযুক্ত নই।

কারণ আমি গরিব। তোমার জন্য অনেক ধনীর ঘরের দুলালেরা অপেক্ষমাণ। সুতরাং মন থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলো। নিজের জীবনকে কষ্টের মধ্যে ফেলো না। আমি তোমার প্রস্তাবিটিকে সম্মান করছি। তবে তুমি ঠকবে বিধায় রাখতে পারছি না। আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি, তুমি আমার জন্য দোয়া করেবে কেমন।

ইতি- হারুন

প্রিয় পাঠক! আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা। এই প্রেম প্রত্যাখ্যান পত্র পাওয়ার পর আমার থেকে সে মুখ ফেরাবে দূরে থাক, তার প্রেম যেন আরো দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠলো।

সে পরবর্তী পত্রে যা লিখল, তার কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি বইয়ের লেখা ভারী হবে বিধায় সবটুকু দিচ্ছি না।

সে লিখল-

"ভালোবাসা কোন ধনী গরীব বুঝে না। কোন উচু নিচু বুঝেনা। মানুষের একটি মাত্রই হৃদয় বা মন। এটি একজনকেই দেওয়া যায়। তাই আমি আপনাকেই দিলাম। আপনি গরীব কি ধনী এটি আমি বুঝিনা। আর আপনি গরীব হলে আরো ভাল। কারণ আমি গরীবকে ভাল বাসি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও গরীবকে ভালোবেসেছেন। তিনি ইরশাদ করেন-

كن فى الدنيا كانك غريب او عابر سبيل

অন্যত্র বলেছেন-

الفقر فخرى

তাই আমি আপনাকে ভালো বাসি। আর প্রকৃত ধনী হলো যার মন ধনী। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশা করেন-

الغنى غنى النفس

"প্রকৃত ধনী হচ্ছে মনের ধনী। সুতরাং আপনিই আসল ধনী, যেহেতু আপনার মন বড়। আমি এত্তো কিছু বুঝি না। আমি একমাত্র আপনাকেই জীবনে প্রথম ভালোবেসেছি। আমি আপনাকেই চাই। আপনাকে ছাড়া বাঁচবো না। আপনাকে পাবার জন্য আমার যা করতে হয় তাই করবো। প্রয়োজনে বাড়ী ছাড়বো, ঘর ছাড়বো, সব কিছু ছাড়বো ইত্যাদি ইত্যাদি বহু কথা। হাত কেটে রক্ত দিয়ে চিঠির কয়েকটি লাইনও লেখেছে সে। আমার এ উত্তর পেয়ে সে নাকি অনেক

দুঃখও পেয়েছে। আমি পড়লাম এক মহামসীবতে। এদিকে সামনে বার্ষিক পরীক্ষা, তার পর রমজান মাস। রমজানের পর নতুন বছর শুরু। ছোট বোনটি তাদের মাদরাসায় পড়াশুনা করে। অপরিদিকে আমার শিক্ষকের ছোট বোন (অর্থাৎ শালিকা) তারপর আমি আর কোন উত্তর লিখলাম না। তার পরও সে আমাকে কয়েটি পত্র লিখেছে। আমি আর কোনটির উত্তর দেয়নি। অতপর ছোট বোনকে ঐ মাদরাসা থেকে অন্যত্র ভর্তি করে দেই যেন কোন ধরনের ডিস্টাব করতে না পারে। তার সবগুলো চিঠি আগুনে জ্বালিয়ে ফেলি। যোগাযোগ করার আর সুযোগ রাখিনি এটা ছিল তার এক তরফা প্রেম, মেয়েটি কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, সে মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরে এক ভালো ছেলের সাথে তার বিয়ে হয়। মেয়েটি এখন খুব সুখী। এ ধরণের প্রেম প্রস্তাব জীবনে আরো এসেছিল।

প্রেম মানব স্বভাবের এক দুর্বোধ্য (দূর্জেয়) রহস্য। প্রতিদিন কত পুরুষের সঙ্গে কত নারীর দেখা হচ্ছে; কিন্তু কে কাকে দেখে মজবে, তা আগে থেকে বলা মুশকিল; কিন্তু নর-নারীর দু'জনেরই হৃদয় অপেক্ষা করে দু'জনের জন্য। বয়ঃসন্ধির পর থেকে নর-নারীর জীবন অনাগত বসন্তের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে থাকে; কিন্তু সবার জীবনে বসন্ত আসে না। অথবা আসলেও ফুল পাঁপড়ি দমকা হাওয়ায় ঝরে পড়ে যায়। বিনিময়ে জোটে প্রবল দুঃখ বেদনা। একথা ঠিক, কেউ হিসাব করে প্রেমে পড়েনা। প্রেমের আগে সর্তকও থাকে না। অল্প বয়সের প্রেম পরিণত বয়সে গিয়ে ফিকে হয়ে যায়।

সে জন্য বাল্যপ্রেম যখন পরিণতির পথে পৌঁছায়, যখন ছেলে মেয়েকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন তারা প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে পড়ে।

বাল্যপ্রেম বা প্রণয়

বাল্যপ্রেম অর্থ হচ্ছে- অপ্রাপ্ত বয়সের ভালো ভালোবাসা। বাল্য প্রেম ছেলে-মেয়েদেরকে অল্প বয়সে বিয়ের দিকে ঠেলে দেয়। তাছাড়া এই বয়সে ভালোবাসার সুক্ষ্ম নান্দনিক দিক উপভোগ করার মত মনের গঠনও তখন পরিণতি লাভ করে না। তখন দেহের সর্ম্পকটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে একমাত্র প্রাপ্ত মনস্ক সংস্কৃতি সম্পন্ন নর-নারী ছাড়া প্রেমের দর্শন কেউ বুঝতে চায় না। তাই অধিকাংশ তরুণ-তরুণীর নিকট প্রেম মানে দৈহিক সম্পর্ক। ছেলেমেয়ের বয়স যত কম হয়, ততই তারা বেশি করে দেহনির্ভর হয়। বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর কিশোরীদের মধ্যে যে পারস্পরিক

আকর্ষণ তা কিন্তু একেবারেই দেহকেন্দ্রিক। এমনকি জেনিটিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, নর-নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের পিছনেও আছে অক্সিটোসিন নামে এক রাসায়নিক পদার্থের জৈব প্রভাব। আমরা বহু ছেলেমেয়েকেই দেখছি বাল্য প্রণয়ে জাড়িয়ে পড়ার পর কেরিয়র না করেই তারা বিবাহ করেছে। পরবর্তীকালে তার ফল বিষময় হয়েছে। আমার ছাত্রদের মধ্যে এক ছাত্র ছিল আ:গাফ্ফার। সে খুব হাসি খুশি আর প্রাণবন্ত ছেলে ছিল। আলীয়া মাদরাসায় পড়াকালীন তার একটি মেয়ের সাথে প্রেম হয়। মেয়েটির বাড়ী তাদের পাশের গ্রামে। মাদরাসায় কোন রকম দাখেল পর্যন্ত পাশ করে আর পড়ল না, সে টেইলার্সের কাজ শিখতে মগ্ন হল। আ:গাফ্ফার একজন ভাল টেইলার্স হিসেবে পরিচিত পেল। তারপর সে তার মা-বাবার অমতে প্রেমিকাকে বিয়ে করল রেজিস্ট্রে করে। দু'জনের বাড়ীর অভিভাবকই চায়নি এই বিয়ে। আ:গাফ্ফার সাতক্ষীরায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে প্রথমে থাকতো। তখনও পর্যন্ত সে ও তার স্ত্রী বেশ হাসিখুশি ছিল; কিন্তু কঠোর বাস্তবের আঘাতে তাদের স্বপ্নগুলো যখন ভেঙে খান খান হয়ে যেতে লাগল তখনই দেখা দিল সংঘাত। ওরা যত পরিণত হল ততই বেশি করে বুঝতে লাগল ওরা যে কাজটি করেছে সেটি ঝোকের মাথায়। প্রেম যদি ভবিষ্যৎ সংসার জীবনের তোরণদ্বার হয়; তাহলে প্রেমের জোয়ারে গা ভাসাবার আগে ভবিষ্যত নিরাপত্তা সম্পর্কে দু' পক্ষেরই নিঃসন্দিহান হওয়ার দরকার। এ ব্যাপারে মেয়েদের দায়িত্ব বেশি। অল্প বয়স্ক ছেলেরা অনেকটাই দায়িত্বহীন। সে ঝোকের মাথায় দুঃসাহসিক কিছু একটি করতে ভালোবাসে। বিশেষ করে অল্প বয়সে প্রেমে পড়া তার কাছে দুঃসাহসিক অভিজ্ঞাতা ছাড়া কিছুই নয়। মেয়েদের দুঃসাহসিকতাকে তারা প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখে। কখনো দেখে মুগ্ধতার চোখে। দু'জেনেই অগ্রপশ্চ্যাৎ বিবেচনা না করে মৃত্যু কূপে ঝাঁপ দেয়। তাছাড়া বাল্যপ্রেম তো একপ্রকার অভিশাপ। সুতরাং বাল্যপ্রণয়ে জড়িয়ে পড়ার পূর্বে মেয়েদেরই বেশি করে ভাবা দরকার। কারণ দুর্ঘটনা ঘটলে মেয়েদেরই খেসারত দিতে হয় বেশি। নিরাপত্তার কথা ভাবা কখনই স্বার্থপরতা নয় কিংবা হিসেবি মনের পরিচয় নয়। তা পরিণত বুদ্ধিরই প্রমাণ। তাই ভালোবেসে বিয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত।

(১) আমি কি ভালোবাসার জন্য সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি?

(২) শ্বশুর বাড়ীর লোকজনের নিকট আমি স্বাগত কিনা? তারা এ বিয়ে মেনে নিবে কিনা?

(৩) আমার মা-বাবা এ বিয়ে মেনে নিবে কিনা?

(৪) আমি যাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাই তার মধ্যে যথেষ্ট উদারতা ও মানবতার প্রমাণ আমি পেয়েছি কিনা?।

(৫) আমি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর কিনা? যদি স্বনির্ভর না হই তাহলে আমার ভবিষ্যৎ কী হবে?

(৬) আমি যাকে ভালোবাসি সে কতখানি আত্মনির্ভর, ব্যক্তিত্বশালী? সে আমাকে ভবিষ্যতে ছেড়ে চলে যাবে না তো?

(৭) তার মনের জোরের পরীক্ষা আমি নিয়েছি কিনা?

(৮) আমার পরীক্ষায় সে সম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা?

এসকল প্রশ্নের উত্তরে যদি অনুকুল পাও, তাহলে হে প্রেমিক-প্রেমিকা! তুমি বুঝবে তোমার ভালোবেসে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত মোটা মোটি ঠিক আছে। তাহলে আর দেরি নয় মুরব্বীদের সাথে পরামর্শ করে উভয়ের মা-বাবাকে রাজি খুশির মাধ্যমে বিয়ে করতে পার। কারণ বিয়ের পূবর্বতী প্রেম ভালোবাসা যত দীর্ঘয়িত হবে, ততই পাপের বোঝা ভারী হবে। আর চরিত্রে কলঙ্কের দাগ লাগতে থাকবে। আর আত্মীয়– স্বাজন, বন্ধু-বান্ধব। মা-বাবা ও শ্বশুর– শাশুড়ী তোমাকে ছোট নজরে দেখতে থাকবে।

প্রেম জীবন- মরণ সমস্যা নয়

মুসলমান সমাজে এবং উপমাহাদেশের জীবন ধারায় প্রেম জীবন মরণ সমস্যা নয়। আর ইসলাম ধর্মে প্রাক বিবাহ প্রেম অর্থাৎ বিবাহ পূর্ববর্তী প্রেম কিংবা প্রেম করে বিবাহ সমর্থন করে না। এর মন্দ পরিণতির কথা বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। তাই কাউকে পছন্দ হলে প্রেমটেম না করে সরাসরি বিয়ে করার মধ্যেই মঙ্গল। কেউ কেউ একটু আলাদা মজা করার জন্য দুষ্টামিচ্ছলে একটু প্রেম প্রেম খেলা করার চেষ্টা করে।

মনে রাখবেন আগুন, নিয়ে খেলা করা, পিস্তলের গুলি নিয়ে খেলা করা বিপদ মুক্ত নয়। হঠাৎ আগুন ধরে ঘরবাড়ী জ্বলে পুড়ে ছাড়খার হয়ে যেতে পারে, কিংবা পিস্তলের গুলি লেগে কারো একজনের জীবন সমাপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাই এ আগুন থেকে লক্ষ মাইল দুরে থাকাই শ্রেয়। তাই প্রেম করে লেখাপড়া, টাকা-পয়সা, মূল্যবান সময় ও মান ইজ্জত নষ্ট না করে সরাসরি বিয়ের পিড়িতে বসুন। আর কিভাবে বসবেন? কিভাবে বিয়ে করবেন কিভাবে সঠিক পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করবেন এনিয়ে লেখকের ২৬৪ পৃষ্ঠার আলাদা একটি গ্রন্থই রয়েছে। যার নাম "পাত্র-পাত্রী নিবাচন ও বিবাহ শাদী"

আপনি আপনার জন্য কিংবা আপনার প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ের জন্য সংগ্রহ করে নিতে পারেন। যাই হোক, বলতে ছিলাম। প্রেম মানুষের জীবন মরণ কোন সমস্যা নয়। উপমহাদেশে সকল ধর্মালম্বীদের অধিকাংশ বিয়েই অভিভাবকগণের সিদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিকতার সাথে হয়; কিন্তু পশ্চিমা দেশের ছেলে মেয়েদের কথা ভিন্ন। তাদের নিকট প্রেম হচ্ছে জীবন- মরণ সমস্যা। প্রেম তাদের নিকট জীবনেরই এক অত্যাবশ্যক অধ্যায় যেন। ইউরোপ আমিরিকায় যারা বসবাস করেছে বা করতেছেন এমন প্রত্যক্ষদর্শীর কিছু অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। তারা বলেন, আমেরিকায় থাকতে দেখতাম অফিস ছুটির পর তরুণ-তরুণীরা কেউ কেউ বাড়ি ফিরছে না। তারা জোড়ায় জোড়ায় রাস্তা-ঘাটে বা পার্কে ঘুরছে, বসছে। ডিসকোতে যাচ্ছে। তারপর বেশ রাত হলে যে, যার বাড়ী যাচ্ছে। ছুটির দিনে সকাল থেকেই দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে। এই ডেটিং পর্ব চলে বেশ কয়েক বছর। এর মধ্যে রাগ অনুরাগ ও মান অভিমানের পালা। মাঝে মাঝেই যৌন অভিজ্ঞতা। এইভাবে যদি বেশ কিছুকাল যায় তাহলে তখন সেটিকে প্রেমের পরিভাষায় বলে 'স্টেডি' যাওয়া। তারপর অনেক দরজা পেরিয়ে তবে বিয়ের চাদনা তলায় গিয়ে বসা।

ইউরোপ আমেরিকার ছেলেমেয়েরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পাওয়ার দরুন বা সে দেশের কালচারই এমন হওয়ার দরুন তারা ১৩/১৪ বছর বয়স থেকেই গার্লফ্রেন্ড/বয়ফ্রেন্ড খুঁজে নেয়। এরাই তখন তাদের মনোজগতের একমাত্র সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। এরাই হয় তাদের বিবাহ পূর্ববর্তী যুগের যৌন সঙ্গী। এইভাবে ছাড়া বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার আর কোন পথ নেই। কারণ সে দেশে সম্বন্ধ করে বিয়ে করা উঠে গেছে। কাজেই বিবাহপূর্ববর্তী প্রেম সেদেশে অপরিহার্য। একটু দেখতে খারাপ হলে, লাজুক হলে রক্ষণশীল হলে সে দেশের ছেলে মেয়েদের প্রেমিক-প্রেমিকা জোটাতে হিমশিম খেতে হয়। তখন ভীষণ মানসিক সঙ্কট দেখা দেয়।

ছেলেমেয়েদের প্রেমের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সতর্কতা

মা-বাবা, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের করণীয় হচ্ছে– বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েদের উপর স-স্নেহ অথচ কঠোর নজরদারী রাখা। কারণ বহু ছেলেমেয়েরাই প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করে। যেমন আমাদের জাতীয় দৈনিক প্রত্রিকাগুলোই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সাংবাদিকরা এসব খবর পারতপক্ষে পত্রিকায় দিতে চান না। কারণ এতে সতর্কতার বদলে তরুণ-তরুণীরা আরো সচেতনভাবে প্রেমে জড়াতে

চেষ্টা করে। ১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার একটি নামীদামী স্কুলের ১৫ বছরের ছেলে আত্মহত্যা করে। প্রেমে ব্যর্থতাই আত্মহত্যার কারণ। উক্ত ঘটনা কিছু সমাজতত্ত্ববিদের মনে আলোড়ন তুলছিল। তারা সর্তকবাণী উচ্চারণ করে ছিলেন এই বলে যে, এই ঘটনা অত্যাধিক হিন্দি ছবি দেখার ফল। অবাস্তব জীবন গাঁথা, মেকি, ঐশ্বর্য, যৌনতা প্রধান প্রেম, হিংসা প্রতিহিংসা নাচ-গান, হৈ হুল্লোড় জগতে এবং যৌন সুড়সুড়িমূলক ছবি দেখার ফলে কিশোর কিশোরীরা দিগভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর আত্মহত্যা আরো তোলপাড় করে তুলেছে। সাভার ব্যাংক কলোনির একটি বাসা থেকে (জাবির) অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী ফারহানা রুহির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই বাসায় রুহির স্বামী পরিচয়ে ভাড়া থাকতো পর্দাথ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সাখাওয়াত হোসেন জিমি এঘটনায় পুলিশ তাকে আটক করেছে। পুলিশ, নিহতের পরিবার ও সহপাঠী সূত্রে জানা গেছে, রুহির সঙ্গে জিমির প্রেমের সম্পর্ক ছিল। গত জানুয়ারীতে তারা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে সাভার ব্যাংক কলোনির বজলুর রহমানের বাড়ীর নিচতলায় একটি কক্ষ ভাড়া নেয়। ওই কক্ষে জিমি নিয়মিত থাকতো। গত সোমরার রাত ৯টার দিকে ক্যাম্পাসে থাকা অবস্থায় রুহিত জিমির মধ্যে ঝগড়া হয়। কারণ প্রেমের কিছুদিন পরই রুহী বুঝতে পারে জিমির চরিত্র খারাপ। সে এর আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে গোপনে বিয়ে করে। রুহি এসব জনতে পেরে সম্পর্ক না রাখার কথা জানায়। এদিকে জিমি পুলিশকে বলে, অচিরেই আমাদের সামাজিকভাবে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। জিমি আরো বলে, রুহি ছিল প্রচণ্ড জেদি। তুচ্ছ কারণে আমাদের মধ্যে মনোমালিন্যের এক পর্যায়ে রুহি বাসায় এসে ফেনের সাথে ঝুলে আত্মহত্যা করে।

রুহির ঘনিষ্ঠ কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন– রুহী যখন জিমির খারাপ চরিত্র এবং গোপনে আরেক ছাত্রীকে বিয়ে করার কথা জানতে পারে তখন সম্পর্ক না রাখার কথা জানায়। জিমি তার সঙ্গে রুহির কিছু ঘনিষ্ঠ ছবি দেখিয়ে বলে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলে এই ছবিগুলো তোমার মা-বাবাকে দেখাবো এ হুমকির পর রুহি ভয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি।

রুহির সহপাঠিরা বলেন, রুহি প্রায় সময় মন খারাপ করে থাকতো। কান্নাকাটিও করতো। রুহির বাবা একটি সরকারী কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান। মা ঢাকার অন্য একটি সরকারী কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান মা-বাবার পরিচয় উল্লেখ করে মা-বাবাকে কষ্ট দিতে চাই না (কালের কণ্ঠ ১৪ এপ্রিল

২০১০) অসৎ ছেলেমেয়ের কারণে তাদের মা-বাবা কষ্ট পাক আমি সেটা আন্তরিকভাবে চাই না। রুহীর বাবা জানান রুহি রাজধানীর হলিক্রস কলেজ থেকে জি পি এ-৫ পেয়ে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ব বিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হয়। ছোট বেলা থেকেই বির্তক প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃতিসহ বিভিন্ন সাহিত্য অঙ্গনে তার ছিল সরব উপস্থিতি। সে জাতীয় পর্যায়ে বির্তক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। আলোচ্য ঘটনায় কয়েকটি বিষয় লক্ষনীয়। যেমনঃ

(১। রুহির ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব। রুহি একজন উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সচেতন মেয়ে। সংস্কৃতিক অঙ্গনে তার ছিল সরব পদচারণা। জাতীয় পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনবার প্রথম হওয়ার গৌরব রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন চ্যানেলে বহু প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে অর্জন করেছে 'শ্রেষ্ঠ বক্তার' খেতাব। সুতরাং অসচেনতন, কুসংস্কার আচ্ছদিত কিংবা রক্ষণশীলতার কোন অভিযোগ তার প্রতি আরোপ করা যায় না।

(২) রুহি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষিতা মেয়ে, কারণ আত্মহত্যার সময় তার বয়স ছিল ২২ বছর। আধুনিক শিক্ষাও আধুনিক সভ্যতার ইজ্জত প্রেম-ডেটিংয়েও ছিল তার এবং জিমির উদার মন। তাদের এই প্রেম বিনোদন ডেটিং যে গোপন ছিল না বন্ধুদের কথা থেকে তা স্পষ্ট।

(৩) প্রেমিক জিমির কথায় তাদের আধুনিক মানসিকতা ফুটে উঠেছে আরো চমৎকার ভাবে। জিমি বলেছে, 'অচিরেই আমাদের সমাজিকভাবে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।' মানে এক সাথে, একঘরে এক বিছানায় থাকার জন্য বিয়ে দরকার নেই। বিয়েটা দরকার সামজিক দায় হিসাবে।

(৪) জিমির সঙ্গে রুহির সম্পর্কের ব্যাপারে রুহির বাবা বলেন, রুহির সঙ্গে তার মাঝে মধ্যে আলাপ হতো। তখন সে জানিয়েছিল জিমি তাকে উক্ত্যক্ত করে এ কারণে তার মোবাইলের সিম ও পাল্টিয়ে দেওয়া হয়, তবে তারা একত্রে থাকার বিষয়ে তিনি জানতেন না, তার মাও জানতেন না। ঘটনাদ্বয়ের আলোকে অভিভাবকদের প্রতি আমার আবেদন নিবেদন হচ্ছে– আপনারা সন্তানদের বোঝাতে হবে রূপালি পর্দার জগৎ আর বাস্তব জগতের মধ্যে আকাশ-পাতাল বেশকম। তাদের বোঝাতে হবে জীবনের দাবি অনেক বড়, চ্যালেঞ্জ অনেক, প্রত্যাখ্যান, উপেক্ষা, ভ্রুকুটি আসবে যাবে; কিন্তু তার জন্য জীবন দেওয়া মূখর্তা। আকাশ সংস্কৃতি থেকে যথা সম্ভব দূরে থাকতে বলতে হবে। মাঝেমধ্যে হঠাৎ তাদের মোবাইল চেক করতে হবে। বিয়ের বয়স হলে তাদেরকে অবশ্যই বিয়ে দিতে হবে।

ছেলেমেয়েদের অবাধ চলাফেরা ফ্রেন্ডশীপ, বয়ফ্রেন্ড, গার্ল ফ্রেন্ড এসব অপসংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। এসব কুসংস্কৃতির দরুন দিন দিন সমাজ দুষিত হতে চলছে। অবৈধ প্রেম মানুষকে তার আচরণ ও বিবেকবোধ বদলে দিতে পারে। গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য মতে, প্রত্যেক অপরাধী চুরি করে; কিন্তু কিছুনা কিছু ক্লু ইস্যু রেখে যায়। আর এই ক্লু বা ইস্যু এর পথ ধরে হাটতে থাকলে অবশেষে অপরাধীর কাছে পৌছাঁ যায়। তাহলে যখন একজন যুবক যুবতির মাঝে হঠাৎ এমন ব্যতিক্রম আচরণ লক্ষ্য করা যায়, তবে কেন অভিভাবকেরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব সূলভ আচরণ করে আসল রহস্য উদঘাটন করতে চেষ্টা করে না? ছেলে মেয়েরা যখন একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে তখন মাথায় আর মাটিতে হাত থাপড়িয়ে বিলাপ করতে থাকে। কেউ কেউ লজ্জায় ও অপমানে আত্মহত্যা করে। কেউ হয়তো হার্ট স্ট্রোক করে। কেন এই করুন পরিস্থিতি? এই জন্য কি যারা পালিয়ে বা লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করে তারাই দায়ী? নাকি তাদের যারা নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের পরিচালনার বর্থ্যতা দায়ী?

প্রকৃত ভালোবাসা প্রত্যাখ্যানেও মরে না

প্রকৃত ভালোবাসা হঠাৎ আলোর ঝলকানি নয়। তা আবেগ তাড়িত মনের তাৎক্ষণিক প্রকাশ নয়। হঠাৎ কাউকে ভাল লাগল। অমনি তার জন্য পাগল হয়ে গেলাম, এটি প্রকৃত ভালোবাসার টান নাও হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এটি মানুষের চাপা অহংবোধ প্রকাশ।

যেমন– সম্পদশালী ও ধনীদের মধ্যে একটা প্রবণতা থাকে। কিছু একটা চোখে ধরলেই সেটি যত দামই লাগে তত দাম দিয়ে কিনে নেওয়া। তারপর হাতে আসার কিছুক্ষণ পরই সেটি পুরনো হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে কাউকে ক্ষণিকের জন্য ভাল লাগতে পারে; কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী। প্রকৃত ভালোবাসা প্রত্যাখ্যানেও মরে না। ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকা, তারা খাঁটি প্রেমিক-প্রেমিকা হলে কখনও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় না।

অল্প বয়সের ছেলে মেয়েরা ভালোবাসার এই গভীর মূল্যবোধ উপলব্ধি করতে পারে না। তাই তারা ব্যর্থ হলে– হয় আত্মহত্যা করে, না হয় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রেমিকার মুখে এসিড ছুড়ে মারে। অথবা তাকে হত্যা করে। প্রকৃত ভালোবাসা গড়ে তোলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, নির্ভরতা ও সহানুভূতি। বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ সংসার জীবন

সম্পর্কে বাবা-মায়ের খোলাখুলি আলোচনা অত্যন্ত দরকার। এসকল আলোচনা উপদেশের ভঙ্গীতে হবে না। আলোচনার ভঙ্গীতে করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, প্রেম ভালোবাসার সম্পর্কে দ্বারা কেরিয়র নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আগে ছেলেমেয়ে উভয়কে নিজের কেরিয়র তৈরী করে নিতে হবে।

আধুনিক ছেলে-মেয়েদের প্রেম ভালোবাসা বনাম আশ্লীলতা

আধুনিক ছেলে মেয়েরা কুরআন হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকায়, তারা প্রেম বলতে দৈহিক সম্পর্ককেই বুঝে থাকে। কারণ তাদের হাতে হাতে এখন ইন্টানেট চলে এসেছে। ইন্টারনেট যুগে একটি ক্লিক করেই মুহূর্তের মধ্যে ভিন্ন এক জগতে চলে যাওয়া যায়। ফলে বর্তমান বিশ্বে প্রায় সব কিছুই মুঠোর মধ্যে। এর যেমন ভালো দিক আছে, খারাপ দিকের তালিকাও দীর্ঘ। যদি ফেস বুকের কথা বলি, তাহলেই বুঝা যাবে সারা বিশ্বে কত মানুষ নেশায় ডুবে আছে। কিশোর তরুণেরা বাইরের জগতের চেয়ে ইন্টারনেট কেন্দ্রিক জগতে ভার্চূয়ালে বিভোর থাকে। কম্পিউটার জগতের যৌন সংস্কৃতি গ্রাস করছে তরুণ সমাজকে। যার আভ্যন্তরীণ চিত্র খুবই ভয়াবহ বর্তমানে প্রেমের নামে যা চলছে তাকে অশ্লীলতা বললেও ভূল হবে না। প্রেম ভালোবাসার নামে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেরা চায় একটা দৈহিক সম্পর্ক করতে। সেটা করলে তার পরিণাম দুঃখবহ হয়ে উঠে। মেয়েটির গোটা জীবন এতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

দেখা যায় গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীব ঘরের মেয়েদেরকে ছেলেরা প্রলোভন দেখিয়ে প্রতরিত করে। আর এই মেয়েরা সহজেই প্রতারণার শিকার হয়। তাদের শহরে নিয়ে এসে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ৮০ ভাগ পতিতাই একদিন ভালবেসে ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল। সম্প্রতি সাভারে দুটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে ৩৪জন তরুণ তরুণীকে আটক করছে পুলিশ। অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ তাদের আটক করেছে। আটককৃতদের মধ্যে স্কুল কলেজ, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীই অধিকাংশ। এতো গেল মাত্র দু'টি আবাসিক হোটেলের কথা। এছাড়াও তো রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন থানা ও জেলায় অসংখ্য হোটেল। সেগুলোতেও এরূপ অসংখ্য স্কুল, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের প্রেমিক প্রেমিকা নিয়ে নির্জনে সময় কাটায়, দৈহিক সম্পর্ক করে। এসবের কথা বর্তমানে সমাজের সচেতন মহলের অজানা থাকার কথা নয়। এক্ষেত্রে মায়েদের কর্তব্য

অনেক বেশি। বিশেষ করে মেয়েরা মায়ের নিকট যত খোলা খুলি আলোচনা করতে পারে আর কারো নিকট তা পারে না। তাই মায়েরা মেয়েদের আগে শেখাতে হবে কীভাবে তারা দেহকে সবার আগে রক্ষা করবে।

অনেক ছেলে– মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরও তাদের সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে না যে, কীভবে নারীর গর্ভে সন্তান আসে। এই সন্তানের জন্ম রহস্যের পিছনে পুরুষের ভূমিকা কী? কুমারী মায়েদের কী নিদারুন শরীরিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়। পরিশেষে যৌন রোগ সম্পর্কে সচেতন করে দিতে হবে।

সচেতন করতে হবে এইডস সম্পর্কে; কিন্তু দু:খের বিষয় হচ্ছে, অনেক মায়েরাই তো সচেতন নয়। যৌন বিষয় এবং যৌন রোগ বিষয় সম্পর্কে তারা তেমন কিছু জানেনা। তাহলে মা-তার মেয়েকে কিভাবে সচেতন করবেন? সে জন্য লেখকের আরেকটি গ্রন্থ 'যৌন জীবন ও যৌন বিজ্ঞান' এটি প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েকে দিতে পারেন। যারা বিবাহের উপযুক্ত হয়ে গেছে।

মায়েদের প্রতি আমার আবেদন হচ্ছে– ছেলে মেয়েকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে যে, মেয়ের যদি কোনো ছেলেকে ভাল লাগে কিংবা ছেলের যদি কোন মেয়েকে ভাল লাগে, তাহলে সে যেন প্রথমেই তার মাকে একথা খুলে বলে। মা যেন একতা শুনে ভীষণভাবে বিচলিত বোধ না করেন। তিনি সবটা শুনে তার বাবার সাথে পরার্মশ করে যেটা মঙ্গল হয় তিনি যেন তার ছেলে কিংবা মেয়েকে বন্ধুর মতো উপদেশ দেন। কারণ পৃথিবীতে বাবা মায়ের মতো আপন কেউ নেই।

প্রেমিক-প্রেমিকা, কেন প্রেমের কথা গোপন রাখতে চায়

বর্তমান সমাজে প্রেমের কথা জানাজানি হয়ে গেলে প্রেমিক-প্রেমিকার নানান ঝক্কি ঝামেলার সম্মুখিন হতে হয়। পড়তে হয় নানান সামাজিক অসুবিধা ও বাধা বিপত্তির মধ্যে। বিশেষ করে প্রেমিকার কথা তো বলাই বাহুল্য। প্রেমিকাকে নিষ্ঠুরভাবে মোকাবিলা করতে হয় পারিবারিক লাঞ্ছনা, বন্ধুদের উপহাসসহ নানাবিধ সমাজিক অসুবিধার। ঘর থেকে বের হওয়াই বন্ধ হয়ে যায় প্রেমিকার। অন্য কোথাও সহজেই বিয়ে হয় না প্রেমিকার। তাই সহজে কেউ প্রকাশ করে না তার প্রেমের কথা। তাছাড়া প্রেমিক-প্রেমিকাকে সমাজের লোকেরা খুব একটা ভালো নজরেও দেখে না। অধিকাংশ লোকজনই মনে করে, প্রেম করা মানে বিয়ের পূবেই যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করা। কারণ, আধুনিক ছেলেমেয়েরা

ইন্টারনেট, ফেসবুক, ডিস এন্টিনা, ভারতীয় হিন্দি সিরিয়াল ও পূর্নোগ্রাফি ইত্যাদির বদৌলতে বয়স হওয়ার আগেই পেকে যায়। তাই বর্তমানের অধিকাংশ প্রেমের অর্থই হলো দৈহিক সম্পর্ক করা। মেয়েটি যদি এতে রাজি না হয় তাহলে প্রেম বেশি দিন টিকেনা। প্রেমিক তখন মনে করে প্রেমিকা তাকে পছন্দ করে না। সে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন সে নিজেকে ব্যর্থ প্রেমিক ভেবে প্রেমিকার সুন্দর মুখকে অ্যাসিডের-আগুনে ঝলসে দেয়ার চেষ্টা করে।

তাছাড়া প্রেমের কথা গোপন রাখার আরো একটি কারণ হচ্ছে– আমাদের সমাজ এসব অবৈধ প্রেমের ব্যাপারে রক্ষণশীল। অন্তত ইউরোপ আমেরিকার তুলনায় অনেকখানি রক্ষণশীল। ছেলেমেয়েদের প্রেম করা কোন সভ্য-ভদ্র অভিভাবকই পছন্দ করেন না এবং প্রেমকে সুনজরে দেখেন না, এমন কি যারা জীবনে প্রেম করে বিয়ে করেছেন ঐসব মা-বাবাও প্রেম করা পছন্দ করেন না। কারণ তাদেরও প্রেমের তিক্ত অভিজ্ঞাতা রয়েছে। তারা জানেন প্রেম মানে পাগলামি, সবখানেই ছাগলামী। আর তরুণ-তরুণীদের প্রেম তো কঠিন অন্যায়। ক্ষেত্রে বিশেষ শুধু নিছক শস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। ছেলে অন্যায় করলে অনেক সময় তাকে ত্যাজ্যপুত্রও হতে হয়।

যৌন প্রেমের পরিচয়

এই প্রেম যৌন মানসিক নির্ভর। যৌন প্রেমের প্রেমিক-প্রেমিকাদের নিকট হৃদয়ের চাইতে শরীরের গুরুত্বটাই বেশি। দৈহিক সংস্পর্শটাই মুখ্য। প্রথমে চুম থেকে শুরু হয়, বিছানায় গিয়ে শেষ হয়। যতদিন দৈহিক আকর্ষণ থাকবে ততোদিনই এই প্রেম টিকে থাকবে। কারণ হৃদয়ের টান ছাড়া যদি নিছক শরীরী আকর্ষণে দু'জন নর-নারী পরস্পরের কাছে আসে, তবে সে সম্পর্ক কখনো চিরস্থায়ী হতে পারে না। মনে রাখতে হবে, প্রায় সকল ধর্মে অবৈধ যৌন মিলন বড় রকমের অপরাধ। যৌনতার নেশা অন্য সব নেশাগ্রস্ততার মতোই বন্ধন বিশেষ। পারম্ভে সে সুখদায়ক, সেই সুখ মানুষকে আকৃষ্ট করে, তারপর তৃষ্ণা বেড়েই চলে, তৃষ্ণা মিটলে অসহ্য যন্ত্রণা নতুবা বিকৃত জীবন যাপন।

প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব

অনেক সময় প্রেম ও বন্ধুত্ব নিয়ে বেশ জটিলতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। আসলে প্রেম এবং বন্ধুত্বের মধ্যে বেশ মিল এবং অমিল রয়েছে। প্রেমের মতো ঘনিষ্ঠ

বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও একে অন্যের সান্নিধ্য এবং সাহচর্য পেলে আনন্দিত হয়; একে অন্যকে শ্রদ্ধা করে, সহযোগিতা করে, ভাব বিনিময় করে; কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে এর চেয়ে ও বেশি কিছু উপাদান থাকে। প্রেম হলো একটি উচু পাহাড়ের শীর্ষ শৃঙ্গের শীর্ষ বিন্দুর মতো। সেটি এতোই সঙ্কীর্ণ ও তীক্ষ্ণ যে, একজনের বেশি মানুষের জায়গা সেখানে হয় না। আর সে ব্যক্তিকেও অনবরত প্রেমের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। আর বন্ধুত্ব হচ্ছে উচু সমতল মালভূমির মতো। চারদিকে বিস্তৃত ভূমি। যত ইচ্ছে মানুষকে সেখানে স্থান দেয়া যায়। কোন যন্ত্রনা সহ্য করতে হয় না; কিন্তু সেখানে সবাই সমান, কাউকে আলাদা করে দেখা হয় না। আর ভালোবাসা হলো এমন এক মহা সমুদ্র, যাকে অনুভব করা যায়; কিন্তু যার শুরু বা শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই সোজা কথায় বলা যায়– সকল প্রেমই ভালোবাসা; কিন্তু সকল ভালোবাসা প্রেম নয়। প্রত্যেক মানুষই ভালোবাসা চায়। আর ভালোবাসাই হলো মানব জীবনের আলো। আর বন্ধুত্ব ও প্রেমের আরকেটি পার্থক্য হচ্ছে দায়িত্ব বোধ। নিজের কিছু যা মূল্যবান সম্পদ আছে, তা প্রেমিক বা প্রেমিকার জন্য বিলিয়ে দেয়ার মনোভাব। প্রেমিকার জন্য প্রেমিক তার সচচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ত্যাগ করতে ইত:স্তত করে না। তেমনিভাবে প্রেমিকের জন্য প্রেমিকাও তার সর্বচেয়ে গর্বের বস্তুটি হারাতে বিমুখ নয়। ভালোবাসার এটা অনন্য বৈশিষ্ট্য। দায়িত্ববোধের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে বিপদে আপদে সবসময় পাশে থাকা। যে কোন ধরণের সমস্যায় প্রেমিক তার প্রেমিকার পাশে থাকে। তাকে সাহস এবং সমর্থন যোগায়। অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে প্রেমিক-প্রেমিকা সব সময় এক পক্ষ অবলম্বন করে। এমনকি নীতিগতভাবে প্রেমিকা ভুল করলেও প্রেমিক তাকেই সমর্থন যোগায়।

* মনে রাখতে হবে, সব বন্ধুত্বই প্রেম নই। তবে সব প্রেমই বন্ধুত্ব। ভালোবাসা ছাড়া কোন প্রেম হয় না এবং ভালোবাসাহীন বন্ধুত্বও বেশি দিন টিকে না। ইদানিং নারী পুরুষ কিংবা পুরুষ নারী পরস্পরে বন্ধুত্ব হয়; কিন্তু সব বন্ধুত্ব প্রেম নয়। ছেলে মেয়েদের জুটিকে এক সঙ্গে দেখলেই প্রেমিক-প্রেমিকা ভেবে ভুল ধারণা করা যাবে না। তারা স্রেফ বন্ধু, ক্লাসফ্রেন্ড বা সহকর্মী হতে পারে। তারা কমন স্বার্থের তাগিদে এক সঙ্গে কাজকর্মও চলা ফেরা করছে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে। করো সাথে বন্ধুত্ব হওয়ার আগে তার প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে হয়। তারপর বন্ধুত্ব অতঃপর প্রেম। কেউ কেউ বন্ধুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আবার কেউ কেউ বন্ধুত্বের সীমা ছড়িয়ে প্রেমের সম্পর্কে গড়ে নেয়। কেউ কেউ বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যেই গোপনে দৈহিক সম্পর্কের কাজটা সেড়ে নেয়। তাই ইসলাম পুরুষের সাথে পুরুষের বন্ধুত্ব এবং নারীর

সাথে নারীর বন্ধুত্বকে স্বীকার করে, যদি তা নেক উদ্দেশ্যে হয় এবং যদি এতে কোন গুনাহের চিন্তা ভাবনা না থাকে। আর পুরুষের সাথে নারীর এবং নারীর সাথে পুরুষের বন্ধুত্বকে বিবাহ ছাড়া অনুমোদন করে না। আধুনিক নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহিরা যতই তার সাফাই বর্ণনা করুন না কেন।

*কারণ হাজারো প্রেমিক-প্রেমিকার জরিপে দেখা গেছে, তাদের মাঝে প্রথমে প্রেমের সম্পর্ক ছিলো না, ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ধীরে ধীরে তা প্রেমে রূপান্তর হয়েছে। আর প্রেমের সর্ম্পক। আর প্রেমের সম্পর্ক হওয়ার পর প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরের প্রতি যে আকর্ষণ বোধ করে এবং যার ফলে তারা অন্য কিছুর চেয়ে নিজেদের নিয়ে ডুবে থাকে। এটা এক সর্বগ্রাসী অনুভূতি, যার ফলে প্রেমিক-প্রেমিকা অন্য কোন কাজে মনোনিবেশ করতে পারে না। শয়নে-স্বপনে নিদ্রা-জাগরণে তাদের মাথায় শুধু প্রেমিক কিংবা প্রেমিকার চিন্তাই ঘুরতে থাকে এবং তারা এক মোহময় অনুভূতিতে আচ্ছন্ন থাকে। প্রেমিক তার প্রেমিকাকে কিংবা প্রেমিকা তার প্রেমিককে আলাদাভাবে একান্তে কাছে পেতে চায়। শারীরিক সান্নিধ্যে পেতে চায়। যদিও ধর্মীয় কিংবা নৈতিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের জন্য কিংবা বাস্তব কোন সমস্যা যেমন গর্ভ ধারণের আশঙ্কার কারেণে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত নাও হতে পারে। তবে কামনা ঠিকই থাকে।

খাঁটি প্রেমের পরিচয়

পরস্পরকে জেনে-বুঝে হৃদয় মন উজার করে গভীর অনুভূতি দিয়ে ভালোবাসা। খাঁটি প্রেমের ধর্ম হলো বহমান নদীর শ্রোতের মতো, কখনোই শুকিয়ে যায় না। হৃদয়ের গভীর হতে সৃষ্ট ভালোবাসার স্রোত ফুরিয়ে যায় না। এ প্রেম সচেতন এবং পরিপক্ক ভাবেই হয়। যদিও প্রেমের শুরুটা আবেগের উপর নির্ভর করেই হয়; কিন্তু পরে তা যুক্তি ও বাস্তবতার উপর দাড়িয়ে যায়। কারণ, জীবন আবেগ নির্ভর নয়। প্রকৃত প্রেমের, প্রেমিক-প্রেমিকা প্রত্যেকেই অপরকে সুখী করতে চায়। তাই দু'জনেই দু'জনার হয়ে যায় এবং সুখী হয়। খাটি প্রেমের পাত্র -পাত্রী কখনো বিচ্ছেদ বেদনা বরণ করতে চায় না। তবুও মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ঘটার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং কখনো বিচ্ছেদ ঘটেও থাকে। তখন একটি করুণ কহিনীর সৃষ্টি হয়। বিচ্ছেদ হলেই যে, প্রেম খাঁটি ছিল না এমন ধারণা করা ঠিক নয়। তবে নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে বিচ্ছেদের মোকাবেলা করে যেতে হবে। যে মানুষ পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সমস্যাকে মোকাবেলা করে নিজের অনুকূলে আনতে পারে সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান

এবং খাঁটি প্রেমিক হতে পারে। সুতরাং বুদ্ধি এবং ভালোবাসা নির্ভর প্রেমই খাঁটি প্রেম। তবে খাঁটি প্রেমকে খাঁটি রাখা বড় কঠিন। অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের বিনিময়ে বাঁধা ঘরে আগুন লাগলে যেমন মূহুর্তে সব শেষ হয়ে যায়। তেমনি বিবাহের পূর্বে দৈহিক যৌন মিলনের আগুন লাগলেও অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের বিনিময়ে গড়া খাঁটি প্রেমের বসতভিটাও মূহুর্তে শেষ হয়ে যায়। কারণ এতে খোদার গজব নেমে আসে। অন্যায় এবং গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার দরুন।

একতরফা প্রেম

এক তরফা প্রেম হচ্ছে– কোন ছেলে কোন একটি মেয়েকে ভালোবাসল; কিন্তু মেয়েটি তাকে পাত্তা দিলো না। অথবা কোন মেয়ে কোন একটি ছেলেকে ভালোবাসাল; কিন্তু ছেলেটি তাকে পাত্তা দিলো না; কিন্তু তাদের নীতি হচ্ছে, সে ভালোবাসুক আর নাই বাসুক, তাদের পছন্দের ছেলে/ মেয়েটিকে সারা জীবন ভালোবেসেই যাবে।

স্বর্গ হতে আসে প্রেম-স্বর্গে যায় চলে

এ শ্লোগানের আড়ালে কত ছেলে মেয়ের যে জীবন নষ্ট হয়ে গেছে তার কোন ইয়াত্তা নেই। কারণ প্রেম করে স্বর্গে যাওয়ার লোভে অথবা দুনিয়ার জীবনটাকেই স্বর্গের জীবন বানানোর জন্য আদাজল খেয়ে লেগে যায়। প্রথম প্রথম স্বর্গ মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তা নরকে পরিণত হয়। শেষে হা-হুতাশ আর আফসোস করতে করতেই জীবন চলে যায়। শেষ পর্যন্ত ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মুখ থেকে ফসকে বেড়িয়ে যায় "নরক থেকে আসে প্রেম নরকে চলে যায়।" যাই হোক স্বর্গ থেকেই আসুক আর আকাশ থেকেই নামুক। তা যে এ মাটির মানব-মানবীর দেহে অবস্থান নেয়। অবস্থানই শুধু নয় ভূতের মতো একেবোরে ঘাড়ে চেপে বসে।

ঘাড় থেকে যতো দিন না নামে, ততোদিন স্বর্গের প্রেমিক-প্রেমিকাকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছাড়ে। তখন চতুর্দিক থেকে নিন্দা, দুর্নাম আর ছিঃ ছিঃ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ফেলে দেয় অথৈ বেদনা-সমুদ্রে। দেশের বেশির ভাগ প্রেমই হয় কিশোর-কিশোরী অর্থাৎ স্কুল কলেজ ও মাদরাসায় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এসময়ে প্রেমিক প্রেমিকারা প্রেমকে আদর্শ অতি পবিত্র একটি বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং মনে করে প্রেম কোন নাপাক বিষয় নয়, নয় কোন অশ্লিল বিষয়। এটি স্বর্গীয় বিষয়। কেননা বিদ্যানরা তো বলেই গেছেন "স্বর্গ হতে আসে

প্রেম-স্বর্গে যায় চলেঃ তাই এ সময়ের প্রেমের বিচ্ছেদও গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায় প্রেমিক-প্রেমিকার মনকে। কোন কারণে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে সে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। তখন তাকে "ছ্যাক খাওয়া" বলে সমবয়স্করা ক্ষেপাতে থাকে। এ ছ্যাক খাওয়া ছেলেটি সমাজে বন্ধু-বান্ধবের নিকট পরাজিত হিসেবে শুধু অবহেলাই পায় মেয়েটির ক্ষেত্রে অবস্থান হয় আরো গুরুতর; কিন্তু উচিত তো ছিল তাদেরকে শান্তনা দিয়ে এ অশ্লীল ও নরকের প্রেম থেকে আরো দূরে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহর প্রেমে মত্ত করে দেয়া সত্যিকারের স্বর্গীয় প্রেমে পৌঁছে দেয়া। কারণ আল্লাহর প্রতি যে প্রেম, সেটিই স্বর্গ হতে আসে এবং প্রেমিককে নিয়ে স্বর্গে চলে যায়। এছাড়া কোন প্রেম স্বর্গ থেকে আসে না, বরং তা নরক থেকে আসে। অতঃপর প্রেমিক-প্রেমিকাকে এ প্রেমের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তা নরকে চলে যায়।

প্রেম করে বিয়ে না বিয়ে করে প্রেম?

বিয়ের আগে প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ার ধারণা, কোন মুসলমান দেয়নি এবং দিতে পারেও না। কারণ ইসলামে বিয়ের আগে প্রেম করা কিংবা প্রেম বিষয়ক কথাবার্তা ও নীরবে নির্জনে দেখা সাক্ষাত সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা দিয়েছে। প্রেম করে বিয়ে করার ধারণা বা ভালোবাসার ধারণা, পশ্চিমা অমুলসমান কিংবা নাস্তিকেরাই সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্যের লোকেরাই প্রথম বিবাহপূর্ব ভালোবাসার ধারণা তৈরী করে। এদের ধারণা হলো, যে বিয়েতে ভালোবাসা নেই তা প্রহসন মাত্র। তারা এও বলে যে, প্রেমিক-প্রেমিকা একজন আরেকজনের পরিপূরক। প্রেম মানসিকতার ব্যাপার হলেও প্রেমের জন্য দৈহিক সম্পর্ক আবশ্যক। যে সকল প্রেমিক- প্রেমিকা দৈহিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে তাদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থ্যতা নিয়ে সন্দেহ আছে। মানসিক যোগাযোগের মাধ্যম দেহ। প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষেত্রে দু'জনের দেহ যতোটুকু দাবি করে ততটুকুই করা উচিত। তাদের কারো মন্তব্য হচ্ছে বিয়ে এক অশ্লীল সম্পর্ক। কারণ এখানে নর- নারীর মধ্যে কতিপয় আরোপিত শর্তের ভিত্তিতে একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সম্পর্কের মাধ্যমে দৈহিক বিনিময় হতে পারে, আর্থিক বিনিময় হতে পারে; কিন্তু ভালোবাসার বিনিময় হতে পারে না। একজন মানুষের একাধিক বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক হতে পারে। উল্লিখিত কথা গুলো হচ্ছে কাফের মুশরিক ও খোদাদ্রোহিদের। যারা মুসলমানদের শত্রু তাদের; কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে– কলেজ- ভাসিটির শিক্ষার্থীরা যখন এসব কথাগুলে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং তারাও ঐরূপ করার চেষ্টা করে। ইসলাম

বলে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক-যুবতীর মধ্যে অবশই প্রেমের সম্পর্ক হবে। তবে তা হচ্ছে বিয়ের পর বিয়ের আগে নয়। কারণ বিয়ের পূর্বে প্রেম, সমাজ-সভ্যতা এবং ধর্মের জন্য কাঙ্খিত নয়। এর পরিণতি ভয়াবহ। এমন অনেকে আছেন যারা প্রেম করে বিয়ে করেছেন; কিন্তু তার সন্তান তার মত প্রেম করে ভুল করুক, এটা তারা চান না। তাদের ধারণা ছেলে-মেয়েদের বয়স কম এবং আগের মত প্রেম করে না এদের প্রেমের ভাষা ভিন্ন ধরণের। এরা চিঠি লিখে প্রেম করে না। দূর থেকে দেখেও প্রেম করে না। সপ্তাহে বা মাসে একদিন দেখা করে ও প্রেম করে না। এদের প্রেম চাই প্রতিদিন। ডেটিং করেতে হবে গোপনে কোথাও, তাও প্রতিদিন। পার্কে, লেকের পাড়, খোলামেলা পরিবেশে। লোক দেখছে, প্রেমিকার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে প্রেমিক। তাতে কি! এসব দৃশ্য দেখে মা-বাবারা ভয়। আম্মু দরকার নেই, প্রেমটা বিয়ের পরেই করো। তারপরও আধুনিক ছেলে-মেয়েরা মা-বাবার কথা শুনছেনা, তারা চুটিয়ে চুটিয়ে প্রেম করেই যাচ্ছে। কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে বিয়ের কাজ সেরে নিচ্ছে। কখনো কখনো বিস্তর সামাজিক ব্যবধানে প্রেমিক প্রেমিকার অবস্থান থাকলে নাকানি চুবানিও খাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, প্রেমের বিয়ে মানি গৃহদাহ, প্রেমের বিয়ে বেশিদিন টেকে না। সংসার ভাঙ্গে, নয়তো অশান্তি দেখা দেয়। সুখের হয় না।

প্রাশ্চাত্যের কুপ্রভাবে আমাদের মুসলমান যুবক যুবতীদের মধ্যে একটা দ্বন্ধ আছে। বিয়ের আগে প্রেম হওয়া জরুরী, আবার প্রেম করে বিয়ে করলে সংসার সুখের হয় না। কেন কবর? এই দ্বন্ধে অনেকেই ভোগে। এটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। সমাধান নিতে হবে কুরআন হাদীস থেকে যেহেতু আমরা মুসলমান।

মোট কথা সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য এমন একজন মানুষ দরকার, যার উপর নির্ভর করা যায়। দাম্পত্য জীবন আর প্রেম জীবন এক নয়। প্রেম জীবন একেবারে রোমান্টিক। আর দাম্পত জীবন বাস্তব নির্ভর। দুটির হিসাব নিকাশও ভিন্ন। প্রথমেই মনে রাখতে হবে। সচেতন মানুষেরা হবে যুক্তি নির্ভর। পাশ্চাত্যে ভালোবাসার ফেরিওয়ালাদের সংসার টিকছেনা। জারজ সন্তান দিয়ে দেশ ভরে যাচ্ছে। বিয়ের পূর্বেই কেউ ৩-৪ সন্তানের জনক জননী। তাদের এ দুরাবস্থার কারণ তারা ভালোবেসে প্রেম করে বিবাহ করে, আমাদের মুসলিম দেশে যদিও প্রেমের সংসার ভাঙ্গার হার বেশি নয় তবুও এসব সংসারে শান্তি নেই, সুখ নেই। তাই প্রেম করে বিয়ে না করে, বিয়ে করে প্রেম করাই ভালো। প্রেমের বিয়ে ভালো হয় না। তাই জ্ঞানীরা বলেছেন– মা বাবার সম্মতি ও দোয়া ছাড়া বিয়ে কখনো সুখের হয় না, সেখানে সবসময় একটা শূন্যতা থেকে যায়।

প্রকৃত প্রেম বিয়ের আগে না পরে?
সেটেল ম্যারেজ উত্তম না লাভ ম্যারিজ?

প্রকৃত প্রেম আসে বিয়ের পর। কারণ, একদেহ এক মন না হলে পরস্পরকে পরিপূর্ণভাবে জানা ও বুঝা সম্ভব নয়। সেই জন্য যারা প্রেম করে বিয়ে করে, তাদের অধিকাংশদের এমন মন্তব্য করতে শুনা যায় যে, ৯ বছর ধরে প্রেম করেও তার আসল চেহারা বুঝতে পারিনি। মূলত প্রেম করার সময় ছেলে মেয়ে দু'জনেই তাদের দাঁত নখ লুকিয়ে রাখে। সেজে-গুজে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা ছাড়া তখন আর তাদের কি-ইবা করার থাকে? সে জন্যে বিয়ের পর এই ধরণের সম্পর্ক বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংঘর্ষে পরিণত হয়। বিবাহের পর বাস্তব জমিতে দাঁড়িয়ে যারা পরস্পরকে কাছে টানতে পারে, তারাই প্রকৃতি প্রেমিক-প্রেমিকা। সেই প্রেমই আসল পেম, এটা একমাত্র বিয়ের পরই হওয়া সম্ভব। কারণ বিয়ে হচ্ছে দুইজন বিপরীত লিঙ্গের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষদেরকে আজীবন এক সাথে থাকার জন্য ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী সমাজর্কতৃক স্বীকৃতি দেয়ার প্রক্রিয়া। বিয়ে বন্ধন ছাড়া একটি সমাজ সুস্থ, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হতে পারে না। বিয়ে বন্ধনের পক্রিয়া একেক সমাজে একেক জাতিতে, একেক গোত্রে একেক রকম হয়ে থাকে। বিয়ে শাদী সম্পর্কে লেখকের একটি আলাদা গ্রন্থই রয়েছে যার নাম "পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ও বিবাহশাদী" যুবক-যুবতী কিংবা তাদের অভিবাবকগণ বিবাহের জন্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করার পূর্বে গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারেন। যাই হোক এ গ্রন্থে, কোম ধর্মে কোন জাতিতে বিবাহ পদ্ধতি কেমন তা আমার বলার মূল বিষয় নয়। আমাদের এই সুসভ্য সমাজের বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে দুই ধরণের পক্রিয়া "লাভ ম্যারেজ ও সেটেল ম্যারেজ। কেউ কেউ বলে থাকেন, লাভ ম্যারেজের চাইতে সেটেল ম্যারেজ অনেক ভাল।

এখন কোনটি ভাল আর কোনটি ভালো নয়, আসুন আমরা একটু যুক্তি ও ভাবের কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখি কোন বিয়েটি আসলেই সবার জন্য মঙ্গল জনক?

প্রথমে আসি লাভ ম্যারেজ বা ভালোবাসার বিবাহ কী? গ্রামের ভাষায় 'লাইন করে বিবাহ। লাভ ম্যারেজ দুই ধরণের হয়ে থাকে। একটি হলো সবার অমতে পালিয়ে বিয়ে করা, অপরটি পরিবারের সবাইকে বুঝিয়ে বা ম্যানেজ করে তাদের সম্মতি নিয়ে বিয়ে করা। এই বিয়ের বিশেষত্ব হলো, এই বিয়ে যেভাবেই হয়ে থাকুক না কেন, পাত্র-পাত্রী সর্বদাই একজন অপরজনকে জানে ও চিনে থাকে এবং ভালোবাসা ও আবেগে সিক্ত থাকে। কারো কারো মতে লাভ ম্যারেজের সামান্য কিছু সুবিধা রয়েছে– যেমন (ক) একজন অপরজনকে আগে থেকেই

জানে ও বুঝে থাকে এবং তাদের মধ্যে আগেই ভালোবাসার ভাব বিনিময় হয়ে থাকে। ফলে বিবাহের পরবর্তী জীবনে স্বামী বা স্ত্রীর আচরণ কেমন হবে সে বিষয়ে কারো কোন হতাশা বা আশঙ্কা থাকে না। অপর দিকে সেটেল ম্যারেজের ক্ষেত্রে একজন অপরজনের অপরিচিত থাকে। বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রী যেমন গভীর আবেগে সিক্ত থাকে, ঠিক তেমনি সঙ্গী বিষয়ে টেনশন, সংশয় ও কম থাকে না। তাই একজন মানুষকে চিনতেই অনেক সময় লেগে যায়। যদি বিয়ের পর এমন হয় যে, কারো স্বামী কিংবা স্ত্রী মোটেও একজন আরেকজনকে ভালোবাসতে পারেনি, তার চেয়ে বড় অমঙ্গলের কথা আর কি হতে পারে? সে দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে হয়তো লাভ ম্যারেজ তাদের নিকট অধিক ভাল বলে মনে হতে পারে। আসলে যারা এ ধরণের কথা বলে এবং লাভ ম্যারেজের পক্ষপাতি তারা কোন ধর্মের ধার ধারে না। তারা নাস্তিক কিংবা অমুসলিম মনমানসিকতার এবং তাদের জ্ঞান খুবই অপরিপক্ষ। তাদের যুক্তি হচ্ছে খুড়া যুক্তি। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা প্রেম করে বিয়ে করেছেন, তারা প্রথম দিকে কিছু সুখ-শান্তি অনুভব করলেও বাকী সমস্ত জীবন তুষের আগুণে জ্বলে পুরে ছাড়খার হয়ে গেছেন। কারণ আল্লাহর বিধান ও রাসূলের তরীকার উল্টা করে কেউ কোন দিন সুখ পায়নি আর পাবেও না। দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, এটা কোন দলিল নয়। লাভ ম্যারেজ হলেও যে সংসার সুখের হবে তারও কোন গ্যারন্টি কেউ দিতে পারবে না। অপর দিকে সেটেল ম্যারেজ বলতে যা বুঝার তা হলো মা-বাবা ও পরিবারের এবং আত্মীয় স্বজনের সম্মতিক্রমে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে যে বিবাহ হয়। সেটেল ম্যারেজে পরিবারের সবার সমান সহযোগিতা এবং দু'আ থাকে বলে এই বিবাহ সুখের হয়; কিন্তু যদি নিজের অমতে শুধুমাত্র মা-বাবা কিংবা অন্য কোন নিকটাত্মীয়ের কথা রাখতে গিয়ে বিয়ে করে এবং মনের মধ্যে বিয়ের পাত্রী-কিংবা পাত্রের প্রতি ভালোবাসার কোন টান বা আকষর্ণ অনুভব না করে, তাহলে এ ধরণের সেটেল ম্যারেজেও কোন সুখ শান্তি থাকে না। এ ধরনের সেটেল বিয়েতে স্বামী-স্ত্রী আদৌ সেটেল হতে পারে না। আর মা-বাবা যদি লোভী হয় এবং ধন সম্পদের লোভে অযোগ্য কোন পাত্র বা পাত্রীর সাথে বিবাহ দেওয়ার সংকল্প করে, তবে সে ক্ষেত্রে পালিয়ে বিয়ে করাটাই শ্রেয়। কেননা সম্পর্কের চেয়ে ন্যায় বড় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদাই শক্তিশালী ও পবিত্র। এখানে ছেলে মেয়েকে দোষী মনে করার চেয়ে অভিভাবককে দোষী মনে করা উচিত। কেননা তারা টাকা পয়সার লোভে অযোগ্য, অপদার্থ পাত্র-পাত্রীকে নিজ সন্তানদের জন্য নির্বাচন করেছেন। সাধারণত মানুষ অধিকাংশ সময় শুধুমাত্র অপরাধকারীকেই দোষী সাব্যস্থ করে; কিন্তু আমি খুজি তার পেছনে লুকিয়ে থাকা কালো অশুভ শক্তির নোংরা মুখোশ

কিংবা পরিবারের সন্তান পালনের ব্যর্থতা, অন্বেষণ করতে চেষ্টা করি আসল রহস্য। কারণ একটি ছেলে কিংবা একটি মেয়ে যখন ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে, তখন কেন তার মধ্যে ভালো মন্দের পরিপূর্ণ বিবেকবোধ জাগ্রত করে দেওয়া হয় না। কেন সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করানো হয় না? কেন তাকে গুরুত্বসহকারে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয় না? কেন তাকে পরিপূর্ণ দ্বীনী শিক্ষা তথা কুরআন হাদীসের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় না? সকল পরিবারে ও সকল সংসারেই যে, সে শিক্ষা দেওয়া হয় না তা কিন্তু নয়। যদি সবাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারতো তাহলে আমাদের সমাজে শৃঙ্খলা মোটেই থাকতো না। এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, অনেক মা-বাবা দেখা যায় অত্যন্ত ভালো, সম্ভ্রান্ত, আত্মসম্মানবোধ নিয়ে তিনি সমাজে বসবাস করেন। তার পরও কেন, কি কারণে, তার সন্তানেরা বাবা-মার অমতে পালিয়ে বিয়ে করে? একটু গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে হয়তো দেখা যাবে, বাবা সন্তানকে ভাল রাখতে গিয়ে এমন শাসন করেন যা সীমাতিক্রম করে যায় কিংবা বিবেকের রশ্মিটি ও ছিড়ে যাওয়ার মত অবস্থা। কখনো কোন কালেই কাউকে শুধুমাত্র শাসন করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। উপযুক্ত শাসন ও ভালোবাসার সংমিশ্রণের ফলে যে সন্তান লালিত হয়, সে সহজে বড় ধরণের ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাই প্রত্যেক মা-বাবার উচিত তাদের ছেলেমেয়েদেরকে সময় দিয়ে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করে ভাল মন্দ বুঝিয়ে দেওয়া।

এক যুবক, প্রীতি নামের এক মেয়ের প্রেমে পড়ে, মা-বাবার অমতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। এই কথা যখন পাড়া মহল্লায় জানাজানি হয়, তখন সমালোচনা ও নোংরা অপবাদ সহ্য করতে হয় যুবক– যুবতী ও তার মা-বাবাকে।

বাবা অত্যাধিক আত্মমর্যাদার কারণে লোকজনের সমালোচনা ও নোংরা অপবাদ সহ্য করতে না পেরে স্টোক করেন। হাসপাতালে নেওয়ার পর সুস্থ্য হয়ে উঠলে তার কথা একেবারেই কমে যায়। সে অনেকটা বোবার মত থাকে। কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। সকলে মিলে যুবক-যুবতীটিকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। যুবকটিও কিছু দিন পরে বুঝতে পারলো তার এমনটি করা উচিত হয়নি এবং অনুতপ্ত হলো। বিয়ের ছয় মাস তাদের সংসার ভালই কাটছিল; কিন্তু ছয় মাস যেতে না যেতেই তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলো। ছেলেটি প্রায়ই মেয়েটিকে বলে তোমার জন্য আমার বাবার এ অবস্থা হয়েছে। আর মেয়েটিও কোনভাবেই ছাড় দেওয়ার পাত্রী নয়। তাই সংসারে তাদের ঝগড়াঝাটি মনোমালিন্য প্রায়ই লেগে থাকতো। কে জানে মা-বাবার অসন্তুষ্টিই তাদের জীবন অভিশাপ হয়ে দাড়ালো কিনা। আর এ ঝগড়াঝাটির ফলে এক

বছর যেতে না যেতেই তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মেয়েটি তার বাবার বাড়িতে ফিরে আসার সাহস নেই। অবশেষে ঢাকার মিরপুরে একটি গার্মেন্টসে চাকরি করে। আর তার সাথে সহপাঠীরা এখন অর্নাস করছে। হায়রে অবুঝ মন! হায়রে ভালবাসা (?) যদি তারা নিজেরা তাদের জীবনে ভুল সিদ্ধান্ত না নিতো কিংবা মা-বাবার উপর দায়িত্ব দিয়ে নিজেদের মত পড়াশুনায় মানোযাগী হতো, তবে হয়তো তাদের জীবনটা সুন্দর হতে পারতো। মেয়েটি প্রায় হয়তো মনের অজান্তে বলে বেড়ায় এটাই আমার তকদীর, এটাই আমার ভাগ্য। অবুঝের মত ভাগ্যকে শুধু শুধু দোষ দিয়ে লাভ কি? আল্লাহ তাআলা কি তাকে সুস্থ্য ধারার মন-মানসিকতা ও বিবেক দিয়ে সৃষ্টি কনেনি? কেন সে তার জীবনটাকে ভাল করে গুছিয়ে ওঠাতে পারেনি? নিশ্চয় এর জন্য সে-ই বেশি দায়ী। যারা মা-বাবা কিংবা অভিভাবকের কথা মেনে চলে, তাদের জীবন সুন্দরই হয়। তারা জীবনে সুখী। যে সকল টিনএজ ছেলে মেয়েরা পালিয়ে যায় কিংবা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে, তারা তাদের ভালোবাসার (!) মোহে এতই অন্ধ হয়ে যায় যে, মা-বাবার সারা জীবনের ত্যাগও ভালোবাসা তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। মা-বাবার অমতে কখনোই বিয়ে করা উচিত নয়, পালিয়ে যাওয়া তো নয়ই। যে বিয়েতে মা-বাবার দু'আ কিংবা আর্শীবাদ থাকে না। সে সংসারে আল্লাহর রহমতও আসে না। মা-বাবা যদি জোর করে অন্যায় কিছু করে, তবে সেক্ষেত্রে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি ভিন্ন কথা। অথবা নেশাখোর বাবা কিংবা অবুঝ ও পাগল মা- যদি টাকার লোভে কোন দুশ্চরিত্র লম্পট ছেলের নিকট মেয়েকে বিক্রি দিতে চায়, তাহলে কোন না কোন সাহসী, সৎচরিত্রবান সৎপুরুষের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়া দোষের নয়। কোন নেশাখোর লম্পটের হাতে বিক্রি হয়ে যাওয়ার চেয়ে, একজন প্রকৃত ভালোমানুষের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়া অধিক উত্তম হবে না কেন?

লাভ ম্যারেজের ক্ষেত্রে অধিক সময়ই দেখা যায় একজন আরেকজনের হাত ধরে পালিয়ে যায়। এই পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতাটি বেশি দেখা দেয় কলেজ পড়ুয়া যুবক-যুবতীদের মধ্যে। তারা আবেগের বশবর্তী হয়ে, মোহে পড়ে মা-বাবা ও বংশের মুখে চুনকালি দিয়ে পালিয়ে বিয়ে করে ফেলে। মেয়েরা একটি সময়ে কোন বুদ্ধি নিতে রাজি নয়, যখন সে কাউকে নিয়ে পালিয়ে যাবে বলে কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এই সময় কোন নারীকে ভাল উপদেশ কিংবা পরামর্শ দিলেও তারা তা আমলে না নিয়ে বরং উল্টো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সকল মেয়ে যে এমন তা কিন্তু নয়। কেউ কেউ রয়েছেন তারা ভুল সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসতেও পারে, তাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। লাভ ম্যারেজের ক্ষেত্রে

যেহেতু প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমের শুরুতে অধিক আবেগপ্রবণ থাকে, সেহেতু বিয়ের পর যদি তাদের সেই আবগে প্রকাশ না পায়, তাহলে তারা সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং ভাবতে থাকে, তবে কি তার সঙ্গীটি অন্য কারো প্রেমে পড়েছে? যেমন একজন যুবক যখন প্রেমের শুরুতে আবেগের সাগরে হাবুডুবু খায়, তখন তার মধ্যে কোন রাত দিন থাকে না, ঝড় বৃষ্টি, রৌদ্র ও শত বাঁধা উপেক্ষা করে সে তার প্রেমিকার মন জোগাতে চায়। পকেটে টাকা নেই, মেসের ম্যানেজার টাকা পাবে, কলেজের টিউশন ফি জমা দেওয়া হয়নি, তবুও প্রেমিকা যদি বলে তার তিন হাজার টাকা লাগবে তখন বন্ধুর মোবাইল সেট বিক্রি করে টাকা জোগার করতেও সময় লাগে না। তাকে কোন বাধা, কোন সমস্যাই আটকে রাখতে পারে না। তার সমস্ত ধ্যান, জ্ঞান ও চিন্তা চেতনা সবকিছু তার ভালোলাগা প্রিয়তমাকে ঘিরে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও অনেকটা তেমনি।

প্রিয় পাঠক! একটি বিষয় বলে রাখা ভাল। আমাদের দেশে কোন গরীব ঘরের মেয়ে যদি মা-বাবার অমতে পালিয়ে বিয়ে করে, তবে এটাকে বলে "ভাইগ্গা গেছে"; কিন্তু যদি কোন ধনীর দুলালী সেই একই কাজ করে, তবে এটাকে কি সুন্দর করেই না উপস্থাপন করে ওগো জানো- "আমাদের খুকু মনির তো লাভ ম্যারেজ হয়েছে"। কথা হচ্ছিল সেটেল ম্যারেজ আর লাভ ম্যারেজ নিয়ে। আমরা যদি সেটেল ম্যারেজের কথা বলতে চাই, তবে একথা খুবই দৃঢ় মনোবল ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলা যায় যে, সেটেল ম্যারেজ খুবই উত্তম বিবাহ পদ্ধতি, যার কোন তুলনা হয় না। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়। লাভ ম্যারেজের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে অনেক সন্তান ত্যাজ্য পুত্র হয়েছেন। অপরদিকে সেটেল ম্যারেজে পাত্র-পাত্রী দুই পক্ষই আর্শীবাদ ও দু'আয় পরিপূর্ণ হয়ে বিবাহ করতে পারেন এবং সংসার সুখের হয়। সুখ তখনই প্রকৃত সুখ হিসেবে জীবনে ধরা দেয় যখন সেটেল ম্যারেজ আসলেই সেটেল হয়। বিয়ে শুধু মাত্র ছেলে মেয়ের বৈধ বন্ধনই নয় বরং দুইটি পরিবারের মিলনবন্ধন এবং পবিত্র সম্পর্কও বটে। তাই লাভ ম্যারেজ বা ভালোবাসার বিয়ের চেয়ে সেটেল ম্যারেজই অধিক উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ।

প্রেম-ভালোবাসার মাধ্যমে বিয়ের বিধান

* প্রাচ্য পাশ্চত্যবাসী শিক্ষিত বনাম মূর্খেরা মনে করে থাকে এবং তা বিশ্বাসও করে যে, স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সু-সম্পর্ক নির্ভর করে তাদের বিবাহ পূর্বকালীন জানা শোনা ও প্রেম-ভালোবাসার উপর। তাদের এসব বিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

* অভিজ্ঞতার আলোকে একথা মিথ্যা-সাব্যস্থ হয়েছে যে, তরুণ– তরুনীদের প্রেম-ভালোবাসা বিবাহের পর সাধারণত খতম হয়ে যায় এবং পূর্ব প্রেমের ভিত্তি ধ্বসিয়ে দেয়।

*ভালোবেসে পরবর্তীতে বিয়ে হলে একজন অপরজনের আশা-আকাঙ্খাতে পরিপূর্ণ রূপ বাস্তবে দিতে ব্যর্থ হয়।

* বেগানা ছেলে-মেয়ের পরস্পরিক দেখা সাক্ষাত প্রেমালাপ, প্রেমপত্র বিনিময় ও টেলিফোন, মোবাইলে এবং নির্জনে একাকীত্ব বসার দরুন ঢলাঢলী ও গলাগলীর মাধ্যমে যে আনন্দ অবুভব হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কু-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করা হয়। সে সব কারণ বিয়ের পূর্বেই ভালোবাসা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। একে অন্যের নিকট যা আশা করে তা বিবাহ পরবর্তীতে সাধারণত পূর্ণ হয় না।

* বিবাহের পূর্বে উভয়েই নিজেদের ছোট খাট ভুল ভ্রান্তিগুলোকে এড়িয়ে চলে, শুধুমাত্র বিবাহের উদ্দেশ্যে; কিন্তু পরে সে সকল ভুলভ্রান্তি সহ্য করার ক্ষমতা থাকে না। ফলে অধিকাংশ সময় এসব বিবাহ সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

*ভালোবাসা পরবর্তী বিয়ে সফলতা লাভ করতে না পারার কারণ এই যে, ভালবাসা পরবর্তী বিবাহে দম্পত্তির মাঝে বিরোধ দেখা দিলে তাদের পরিবার পরিজন চায় যে, তারা স্বেচ্ছায় বিবাহ কারার পরিণতি নিজেরাই বুঝুক, নিজেরাই ভোগ করুক। যখন তাদের কোন সমস্যা দেখা দেয় তখন তাদের পরিবার তাদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করে না। এতে করে পরিস্থিতির চাপে পড়ে দম্পত্তিদ্বয় একজন অপরজনকে বিপদের কারণ মনে করে। একজন অপরজনের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করে।

* ভালোবাসার পরবর্তী বিয়ের ক্ষেত্রে দম্পত্তি যৌথ পরিবারে খাপ খাওয়াতে পারে না। বিয়ের পূর্বের বুঝা পড়া বাস্তব জীবনে বিফল হয়ে যায়। কারণ বিবাহ পরবর্তী সমস্যাগুলো ভিন্ন ধরণের।

* ভালোবাসার বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকে চায় যে, বিয়ের পূর্বে কসম খেয়ে খেয়ে যে সব প্রতিশ্রুতি দেয়া হত সে গুলোর বাস্তবায়ন ঘটুক; কিন্তু ভালবাসা পরবর্তী বিয়ের পর পুরুষ উপার্জনের তালাশে এবং নারী ঘরোয়া কাজে মগ্ন হলে পূর্বের কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়ে যায়। অবমূল্যায়নের অনুভূতি ও ঝগড়ার কারণ হয়ে যায়।

আনুষ্ঠানিক বিয়ের উপকারিতা

আনুষ্ঠানিক বিবাহে উল্লিখিত সমস্যাগুলো যেহেতু থাকে না, তাই সে বিবাহ অসফল হয় না।

আনুষ্ঠানিক বিবাহের ক্ষেত্রে যদি যৌথ পরিবারের সাথে সম্পর্ক বজায় থাকে, তখন তার প্রভাব এদের বৈবাহিক জীবনেও আসে এক অনাবিল শান্তি; কিন্তু ভালোবাসা পরবর্তী বিয়ের ক্ষেত্রে দম্পত্তি যৌথ পরিবারে খাপ খাওয়াতে পারে না। বিয়ের পূর্বের বুঝাপড়া বাস্তব জীবনে বিফল হয়ে যায়।

আনুষ্ঠানিক বিবাহে যেহেতু মাতা-পিতা নিজ দায়িত্বে পুত্রের জন্য একটি উপযুক্ত কন্যা অথবা কন্যার জন্য উপযুক্ত একটি ছেলে খুঁজে নেয় এবং সর্বদিক বিচার বিবেচনা করে ছেলে মেয়ে উভয়ের পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তাদেরকে মিলিয়ে দেন। তখন একে অপরের সঙ্গে সৃষ্টি হয় প্রকৃত ভালোবাসার অমর বন্ধন। আর তখনই তাদের বৈবাহিক জীবনে নেমে আসে এ অনাবিল প্রশান্তি; কিন্তু প্রেম-ভালোবাসার বিয়েতে প্রেমিক-প্রেমিকা কিছুটা শান্তি পেলেও জন্মাদাতা মা-বাবা এবং আত্মীয় স্বজনরা কেউ প্রশন্তি লাভ করে না এবং মা-বাবার মনে লুকিয়ে থাকে চাপা ক্ষোভ ও কষ্ট, বাহ্যিক ভাবে মা-বাবা যতই হাসির অভিনয় করুন না কেন।

* পাত্র-পাত্রীর অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ অভিভাবকগণের সুপরামর্শ ও যাচাই বাচাইয়ে এবং তাদের সন্তুষ্টিতে যে বিবাহ সম্পাদন হয়, সে বিবাহে আল্লাহর রহমত থাকে। মুরুব্বীদের দু'আ থাকে। তাই উক্ত বিবাহের স্থায়িত্ব ও সফলতা বেশী। কেননা প্রেম-ভালোবাসার সময় পাত্র-পাত্রী একে অপরের আদর সোহাগই দেখে, শাসন দেখেনা। যখন বিবাহ হয়ে যায় তখন নারীর উপর সাংসারিক অনেক দায়িত্ব আরোপিত হয়। স্বামীর পক্ষ থেকে তার কাজ কর্ম লক্ষ্য করা হয়। ভালোমন্দ কাজের প্রতিক্রিয়া হয়। স্বামীর পছন্দমত কর্ম না হলে মনের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি অসুন্তুষ্টির ভাব জন্মে। ধীরে ধীরে পূর্বের ভালোবাসার মাঝে ভাটা পড়ে যায়। স্বামী মনে করে, প্রেমের বিবাহ আমার চরম ভুল হয়ে গেছে। আমি একজন অকর্মা ও বাজে মেয়েকেই বিবাহ করেছি। অন্যদিকে স্ত্রী যেহেতু বিবাহের পূর্বে স্বামীর আদর সোহাগ ও প্রীতি ভালোবাসা ও উদারতা দেখেছে, স্বামীর শাসন দেখে নাই, তাই তাকে ভালো লেগেছিল। আর এখন যেহেতু শাসন দেখছে, আর শাসন তার মনপুত হচ্ছে না, তাই সেও মনে করে তার প্রেম

ভুল হয়েছে। এখন সে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে বলে, আমি প্রতরিতা হয়েছি। বঞ্চিতা হয়েছি। ছলনার ভেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছি। তাই অভিভাবকগণের সন্তুষ্টি ও যাচাই বাচাইয়ের মাধ্যমে যে বিবাহ আয়োজিত হয়, এতেই অনাবিল প্রশান্তি।

* **বিঃদ্রঃ** কারো প্রতি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যদি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায় অথবা আসক্তি জন্ম হয়, সেটাও কোন কৌশল বা হেকমত অবলম্বনের মাধ্যমে কারো দ্বারা অভিভাবকগণের কানে পৌছানো উচিত। সচেতন অভিভাবক যদি ভেবে চিন্তে যাচাই বাচাই ও পমরার্শ করে ভাল মনে করেন সেখানেই তাদের বিয়ে দেবেন এবং দেয়াও উচিত। আর যদি ভাল মনে না করেন। যে করেই হোক তাকে উক্ত বিবাহ থেকে ফেরানো উচিত এবং ছেলে মেয়েও তা একান্ত মনে মেনে নেয়া কর্তব্য। আবেগ দিয়ে সবকিছু অর্জন করা যায় না এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করলে সফলতাও অর্জন করা যায় না। এতে বিবেকের প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন হলো অভিভাবকগণের অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা এবং নেক দো'আ।

প্রেম ভালোবাসার ইসলামী বিধান

* ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিবাহ বহিরভূত প্রচলিত প্রেম-ভালোবাসা যা সাধারণত বেপর্দার কারেণ ছেলে-মেয়ের মধ্যে হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

* অবৈধ এ প্রেম-ভালোবাসা অটুট রাখতে গিয়ে যত ধরনের উপকরণ অবলম্বন করা হয় তা সবই হারাম। যেমন–পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ, প্রেমালাপ, প্রেম পত্র, মোবাইল মেসেজ, ফোন ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ফেইস বুক ই-মেইল ইত্যাদি মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ সম্পূর্ণ হারাম।

* একজন নারীর পক্ষে কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে একেত্রে বসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারা দু'জন যখন একাকীত্বে বসে তখন মিষ্টার ইবলিস তাদের কু-প্রবৃত্তিকে প্ররোচিত করার এবং চিন্তা চেতনাকে বিকৃত করার প্রেচেষ্টা চালায়, যেমন : উভয়ে যৌন কামভাব নিয়ে চোখে চোখ রাখে, আবার কখনো নির্জন স্থানে দেহে দেহ রেখে পরস্পরে অবৈধ ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়। এমনিভাবে হঠাৎ কখনো যৌন মিলন ঘটায়, যা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম এবং কঠিন শাস্তির উপযোগী।

* প্রেম ভালোবাসায় জড়িয়ে গেলে দেখা সাক্ষাত না হলেও অন্ততপক্ষে প্রেমিক প্রেমিকা উভয়ে একে অপরকে মনে মনে কল্পনা করে আনন্দ অনুভব করে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। তাছাড়া সর্বদা একে অন্যের ধ্যানে থাকার দরুন ইসলামের বিধান লঙ্ঘনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও মস্তিষ্ক দূর্বল হয়ে থাকে।

* অবৈধ এ প্রেম করতে গিয়ে একদিকে যেমন প্রচুর টাকা পয়সা নষ্ট হয়, অন্যদিকে অতি মূল্যবান বস্তু সময় ও অনর্থক বিনষ্ট হয়।

* অবৈধ প্রেম ভালোবাসা, প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়কেই লাঞ্ছিত করে ছাড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা সফলতা অর্জন করতে পারে না। তাদের প্রেম, মা-বাবা মেনে নেয় না। আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে জোর করে মেনে নিতে বাধ্য করলেও ছেলের প্রতি মা-বাবার সু নজর থাকে না এবং পুত্রবধু ও তাদের আদর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। অপর দিকে ছেলেও শশুর বাড়ির লোকজনের স্নেহ আদর থেকে বঞ্চিত হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মূল্যয়ন করলেও আন্তরিকভাবে মূল্যায়ন করে না।

* প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ব্যর্থতার কষ্ট সইতে না পেরে কেউ কেউ চির কুমার আর অনেকেই নেশা, মাদকাসক্ত, খুন-খারাবী, ডাকাতি, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ ও পতিতাবৃত্তির মত বিকৃত মানসিকতার পথ বেছে নিয়ে আত্মহত্যা করে থাকে, যা সম্পূর্ণ হারাম।

* প্রেম-ভালবাসার চুড়ান্ত পর্যায়ে অনেক ছেলে-মেয়েরা গোপনে বিবাহ করে ফেলে। বিষয়টি যদি অভিভাবকরা মেনে না নেয় অথবা এর চেয়ে ভাল কোন প্রস্তাব এবং সুযোগ সুবিধা আসে তখন গোপনীয় এ বিবাহকে ভুলে গিয়ে বিবাহ করে ফেলে। এ ক্ষেত্রে মেয়ে যদি অন্যত্র বিবাহ করে নেয় তাহলে কোন ভাবেই তার এ দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ হবে না, বরং পরবর্তী স্বামীর সাথে বাকী জীবন যত মিলমিশা বা সঙ্গম হবে সবই অবৈধ তথা জিনা হিসেবে গণ্য হবে। আর এসব কিছুর মূলে হল অবৈধ প্রেম ভালবাসা।

* আর কেউ কেউ প্রেম ভালোবাসার নামে ঘৃণ্য ও পাশবিক যৌনাচার, পাশ্চাত্য লীভ টুগেদারের দ্বার উম্মুক্ত করে যা, সভ্য সমাজে অগ্রহণযোগ্য অমার্জনীয় অপরাধ।

অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার জন্য দায়ী কে?

* কোন ছেলে কিংবা কোন মেয়ে প্রেম ভালোবাসায় জাড়িয়ে পড়লে অভিভাবক, শিক্ষক, ও সমাজপতিগণ, ছেলে মেয়েকে দোষারোপ করে থাকেন এবং এরা ভালোবেসে বিবাহ করলে তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে থাকেন। অথচ প্রথম অপরাধী ও দোষী হলেন ঐ সকল অভিভাবক, যারা জেনে বুঝে তার আদরের সন্তানকে সহশিক্ষার" মাধ্যমে শিক্ষিত করে গড়ে তুলার এবং মানুষের মত মানুষ করার স্বপ্ন দেখে থাকন, আর এ শিক্ষার পিছনে ভুরিভুরি টাকা খরচ করে থাকেন। মা-বাবার চিন্তা ঠিক থাকলেও শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক নেই। কেননা আগুন এবং মোম এক সঙ্গে রাখলে মোম গলে গলে নিঃশ্বেষ হবেই। গ্যাসের নিকট জলন্ত আগুন নিয়ে গেলে তাতে ছেৎ করে আগুন ধরবেই। ঠিক তেমনিভাবে ছেলে মেয়েরা এক সঙ্গে পড়াশুনা করলে পরস্পর দেখা সাক্ষাত হলে একজন অন্য জনের প্রেমে পড়বেই, আর এটাই যুক্তি যুক্ত। কারণ ইবলিসের এটাই গুরু দায়িত্ব। তাই জেনে বুঝে যে অভিভাবকগণ প্রেমের সুযোগ করে দেন তারাই প্রথম অপরাধী।
* দ্বিতীয় অপরাধী হচ্ছেন ঐ সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ যারা জেনে বুঝে ইসলাম বিরোধী সহশিক্ষার বিরোধীতা না করে বরং তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। যারা প্রকৃত মুসলমান তারা ইংরেজদের দেয়া এ সহশিক্ষা পদ্ধতি কখনো মেনে নিতে পারেন না।
* তৃতীয় অপরাধী হচ্ছেন ঐ সকল মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও বিচারকগণ ও সমাজপতিগণ। যারা ক্ষমতা পেয়ে অর্থ সম্পর্দের মালিক হয়েও সহশিক্ষা নামক মরণ শিক্ষাকে আলাদা না করে বরং তা আরো প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ৯৫% ভাগ মুসলিমের এ দেশে ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জিবিত কোন সরকারী শিক্ষানীতির প্রচলন হয়নি যারাই ক্ষমতায় আসেন, বিদেশী প্রভূদের মিশনকে সাকসেস করতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে থাকেন তারা।

প্রেম ভালোবাসার বিবাহের ক্ষেত্রে কুরআন ছুয়ে শপথ করা

কোন কোন ছেলে মেয়ে গভীর ভালোবাসাকে বাস্তবে রূপ দানের উদ্দেশে পরস্পরে এরূপ শপথও করে থাকে যে, যদি আমরা অন্যকে বিবাহ করি, তাহলে যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর বেহেশত হারাম করে দেন। পরবর্তীতে

দেখা যায় ছেলে বা মেয়ের অভিভাবক তাদের আত্মীয় স্বজন, উক্ত ছেলের সঙ্গে তাদের মেয়েকে বা মেয়ের সঙ্গে তাদের ছেলেকে বিবাহ দিতে সম্মত নয়। তখন তারা বিপাকে পড়ে যায়। আর মনে করে যে, সত্যিই যদি ঐ মেয়েকে বা ছেলেকে বিবাহ না করি তাহলে বোধ হয় সত্যিই আমরা জান্নাত পাব না। তাই পালিয়ে গিয়েই বিবাহ করতে হবে। অন্যথায় কসম ভেঙ্গে যাবে (!)। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল "যদি আমরা অন্যাকে বিবাহ করি, তাহলে যেন আল্লাহ তা'আলা বেহেশত হারাম করে দেন।" এরূপ কথার দ্বারা কসম বা হলফ হবে না। যদি তাদের মধ্যে বিবাহ না হয়, তাহলে কসমের কাফ্ফারাও দিতে হবে না। তবে এ ধরণের বেহেশত না পাওয়ার মত স্পর্শকাতর বিষয়কে নিজেদের নগন্য স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত করে এভাবে কসম খাওয়া মারাত্মক অন্যায়। ঈমানের জন্যও আশংকাজনক। তেমনিভাবে কুরআন শরীফ ছুয়ে বললেও শপথ হবে না। তবে যদি এ ভাবে বলে থাকে যে, আল্লাহর কসম যদি অন্য কাউকে বিয়ে করি, তাহলে যেন আমাদের উপর বেহেশত হারাম করে দেন। অথবা কুরআন ছুয়ে যদি এভাবে বলে, আল্লাহর কসম কুরআন ছুয়ে বলছি আমরা অন্য কাউকে বিয়ে করবো না। তাহলে এভাবে বলার দ্বারা কসম হয়ে যাবে। অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিবাহ না হয় তাহলে উভয়ের উপরই কাফফারা আরোপিত হবে।

তবে মনে রাখতে হবে কোন বেগানা নারীর সাথে কোনরূপ ভালোবাসা করা জায়িয নয়। যদি পর্দা রক্ষা করে ছেলে মেয়ে পরস্পরে কথা বার্তা বলে, তবুও জায়িয নয়। তেমনিভাবে একজন বেগানা নারীর সাথে প্রেমপত্র বিনিময় করাও শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ।

প্রেমিক-প্রেমিকাকে আলাদা করা যায় না কেন?

প্রেমে পড়ার আগের ধারনাও সৌন্দর্য এবং প্রেমে পড়ার পর সে ধারনা ও সৌন্দর্যতা কিন্তু এক রকম নয়। প্রেমে পড়ার আগে যে মেয়েটি বা ছেলেটিকে কালো ও অসুন্দর এবং অপ্রিয় মনে হতো, প্রেমে পড়ার পর মনে হবে তার চেয়ে সুন্দরী, রূপবতী গুনবর্তী, প্রিয় মানুষ পৃথিবীতে হয়তো আর কেউ নেই। তেমনি ছেলের ক্ষেত্রেও এমনই মনে হবে যে, তার মত এত সুন্দর রূপবান, ও গুণবান আর প্রিয় মানুষ হয়তো পৃথিবীতে আর একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ এর চেয়ে কতসুন্দর, কত মধুর, কত গুণের অধিকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীতে রয়ে গেছে; কিন্তু ওসব প্রেমিক প্রেমিকার নিকট গুরুত্বহীন। পৃথিবীর সমস্ত রূপ-

গুণ-রহস্য তখন প্রেমিক দেখে তার প্রেমিকার মধ্যে আর প্রেমিকা দেখে তার প্রেমিকের মধ্যে। হয়তো আর কেউ দেখে না, সে একা দেখে। ব্যাপারটা অনেক রহস্যময়। সেই প্রেমিক প্রেমিকা নিজেই পৃথিবীর সমস্ত গুণ আরোপ করে তার প্রেমিকা কিংবা প্রেমিকের মধ্যে, ফলে সে তখন আর সাধারণ নারী কিংবা পুরুষ থাকে না। সবার চোখে সাধারণ হলেও একজনের চোখে সে অতুলনীয়, অনুপমা অদ্বিতীয়। তাই প্রেমিক-প্রেমিকাদের যতোই ভুলিয়ে ভালিয়ে আলাদা কারার চেষ্টা করা হউক, তারা তা মেনে নেয় না। তাদের প্রেমাস্পদের সাথে তুলনা হতে পারে, এমন কোন কিছু পৃথিবীতে নেই। যদিও বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হয়, তবে তাদের প্রেমকে মুছে ফেলা যায় না। তাই জোর করে কোন মেয়েকে তার প্রেমিকের চেয়ে অর্থ সম্পদশালী বড় ঘরের কিংবা বড় জাতের কিংবা অনেক রূপবান, গুণবান, সুন্দর উচ্চ শিক্ষিত ছেলের কাছে বিবাহ দিয়ে দিলেও বিয়ের রাতে কিংবা অন্য কোন রাতে তার পূর্বের প্রেমিকের নিকট সুযোগ বুঝে পালিয়ে চলে আসে। তেমনিভাবে প্রেমিকও, প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এমন শত শত ঘটনা আমার জানা আছে। প্রিয় পাঠক! আপনার আরো বেশি জানা থাকার কথা। তাই গায়কের কণ্ঠে শুনা যায় "জোর করে ভাল বাসা হয় না– কে কাকে পেয়ে মজে তা বুঝা যায় না"।

এ বিষয়টি অনেকেই বুঝতে না পেরে সমালোচনা করে যে, এত সুন্দর ও উচ্চ শিক্ষিতা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে থাকতে সে কি দেখে ঐ মেয়ের প্রতি মজলো? অথবা অতশত যোগ্যবান ছেলেপেলে থাকতে সে ঐ ছেলের প্রতি কি দেখে মজলো? তাছাড়া এসব প্রেমের ক্ষেত্রে মিস্টার শয়তানও একটি ভূমিকা পালন করে, সে কালোকে সুন্দর করে দেখায় এবং সুন্দরকে কালো করে দেখায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

النظر سهم من اسهام الشياطين

"দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানদের একটি তীর।

তাই বিয়ের পূর্বে এসকল প্রেম ইসলাম সমর্থন না করলেও তারপরও যারা সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে, তাদের কিছু অবস্থা উল্লেখ করিছ। যেমন:

(ক) কোন ছেলে যখন সত্যিকার অর্থেই কোন মেয়েকে ভালোবাসে কিংবা কোন মেয়ে যদি সত্যিকার অর্থেই কোন ছেলেকে ভালোবাসে, তবে সে যে কোন মূল্যেই তাকে জীবনসাথী করার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়।

(খ) ভালবাসতে গিয়ে মন প্রাণ উজার করে দেয়

(গ) পৃথিবীর কোন বাধাই তাকে থমকে দিতে পারে না।

(ঘ) ঐ ভালোবাসার মানুষটিকে পাওয়ার জন্য সে প্রয়োজনে সারা জীবন অপেক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করে থাকে, তবু সে অন্য কারো প্রতি আকৃষ্ট হয় না; কিন্তু মা-বাবা আত্মীয়- স্বজন বন্ধু- বান্ধবদের চাপাচাপিতে এবং তাদের আদেশ নিষেধ ও বুঝানি সুজানির নিকট সে হার মেনে অন্য কাউকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

(ঙ) সত্যিকারের প্রেমিক-প্রেমিকা প্রতিটি প্রহর শুধু ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে কল্পনা করতে থাকে। মন যেন মনের অজান্তেই ছুটে যায় তার পানে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু প্রেমিকা এমন থাকে, যারা ভালোবাসা পায়নি বলে বিয়ে করেনি। সারা জীবন একা থেকেছে এমন উদাহরণ অনেক আছে; কিন্তু এ ধরণের প্রেমিকেরা মানসিক রোগে সর্বদা আক্রান্ত থাকে। তাকে চির রোগী বলা যেতে পারে।

* সচেতন অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, যারা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে প্রেমের সম্পর্ক থেকে বিরত রাখতে চান, তারা তাদের সন্ত ানদের ব্যাপারে সব ধরণের সাবধানতা অবলম্বন অর্থ্যাৎ তাদেরকে সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাবেন না। উপযুক্ত ছেলে-মেয়েদের সাথে নির্জনে বসতে দেবেন না। পর্দার পরিবেশ তৈরী করবেন। মোবাইল ফোনো বিভিন্ন ছেলেদের সাথে কথা বলার সুযোগ দেবেন না। যদি সন্দেহ হয় তাহলে মোবাইল কোম্পনীকে টাকা দিয়ে হলেও তাদের থেকে তত্ত্ব নিন। আপনার সন্তান কোথায় কার সাথে কী কথা বলেছে?। মনে রাখবেন একবার কারো সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠলে, তাকে তা আর ফিরানো সম্ভবন নয়। কারণ তখন তার বিবেক ও চিন্তা স্বাভাবিক থাকেনা। সে তার অপরাধকে গোপন করার জন্য স্বাভাবিকতার বাইরে কাজ করবে। কেননা কুমারী মেয়ে যদি কারো সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক করে, তাহলে সে তার প্রেমিক ছেলের সঙ্গে বিয়ের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত হয়ে যাবে। তাকে নিয়ে যদি সবাই মিলে একথা বুঝায় যে, দেখো! এসব চিন্তা মন থেকে একেবারে দূর করে দাও। তুমি তোমার বংশ দেখো, নিজের যোগ্যতা দেখো। এই ছেলেকে তোমার সঙ্গে কোন ভাবেই মানায় না। এর চেয়ে অনেক ভালো ছেলে তোমার জন্য প্রস্তুত আছে। এই ছেলের শিক্ষা-দীক্ষা, ধন-সম্পদ এবং সামজিক মর্যাদাও নেই। তুমি কেন তার প্রতি এত আসক্ত হচ্ছো? কিন্তু যত কথাই তাকে বলা হোক না কেন সে শুনে বলবে, আমি তাকেই

বিয়ে করবো। তাকে যদি বলা হয় তোমার এ কাজের মন্দ বা বিরূপ প্রভাব তোমার ছোট ভাই-বোনের ওপর পড়বে, তবুও তার মধ্যে কোন ভাবচ্ছেদ আসবে না। তেমনিভাবে ছেলেকে ও যদি বলা হয় তুমি কেন এ মেয়ের পিছনে ছুটছো? তার চেয়ে কতো রূপসী সুন্দরী এবং যোগ্য মেয়ে রয়েছে। তুমি তোমার যোগ্যতা দেখো, বংশ দেখো, মর্যাদা দেখো। এই মেয়েকে তোমার সাথে কোন ভাবেই মানায় না। এর চেয়ে অনেক ভলো মেয়ে তোমার জন্য প্রস্তুত আছে। এই মেয়ের ধন-সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদাও নেই। তুমি কেনো তার প্রতি এতো আসক্ত হচ্ছো? এসব চিন্তা মন থেকে একেবারে দূর করে দাও; কিন্তু যত কথাই তাকে বলা হোক না কেন সে শুনে বলবে, আমি তাকেই বিয়ে করবো। তাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। সে আমার প্রাণ, সে আমার জান, সে আমার জীবন, সে আমার মরণ, সে আমার সব। প্রয়োজনে আমি তোমাদেরকে ছেড়ে যেতে পারি; কিন্তু তাকে ছাড়তে পারবো না।

এমনিভাবে যদি বিবাহিত নারী পুরুষকে বুঝানো হয় তুমি বিবাহিত কিংবা বিবাহিতা, তোমার সন্তানাদি রয়েছে, সুশ্রী স্ত্রী কিংবা যোগ্যবান স্বামী তোমার রয়েছে। সে তোমার অপেক্ষায় আছে, নিজের ঘর আবাদ করো, এই অসৎ মেয়ে বা অসৎ ছেলের পেছনে ছুটছো কেন? নিজের মান ইজ্জত সহায় সম্পদ, জীবন যৌবন তার পেছনে কেন ব্যয় করছো? তোমার সন্তাদির ভবিষ্যত খারাপ হবে। তাদের জীবনটা তছনছ হয়ে যাবে। মানুষ তোমাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখবে, তুমি এপথ থেকে ফিরে এসো। সবকিছু শোনার পরও সে না শোনার ভান করবে।

একজন পরপুরুষ কিংবা পর নারীর জন্য সাজানো সংসার ভেঙ্গে ফেলবে আর পরবর্তী সময়ে সব হারিয়ে চোখের অশ্রু ফেলবে; কিন্তু যথা সময়ে যারা তাকে বুঝিয়ে ছিলো, তাদেরকে সে শত্রু মনে করেছে। এটাকেই বলে প্রেমের আঠা। এ আঠা সুপার গ্লোব থেকেও মারাত্মক।

প্রেমিক-প্রেমিকার ডেটিং

ডেটিং ছাড়া প্রেম বর্তমান সমাজে এক অকল্পনীয় ব্যাপার। আধুনিক বেহায়া ও নিলর্জ্জ প্রেমের অনিবার্য অনুষঙ্গ ডেটিং। ডেটিং এর মানে হচ্ছে সাক্ষাৎ। নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে মনের মানুষের সাথে দেখা হওয়া। আমাদের বাংলাদেশে ডেটিং মানে আসলে সাক্ষাৎ। লেকের ধারে, নদীর পাড়ে,

সমূদ্র কিনারে, ক্যাম্পাসে, পার্কে, রেস্তোরায় প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হওয়া। সময় কাটানো, সান্নিধ্য উপভোগ ইত্যাদি; কিন্তু পাশ্চাত্যে এর ধারণা আরেকটু অগ্রসর। ইউরোপ, আমেরিকায় ডেটিং মানে শারীরিক সম্পর্ক বা যৌন মিলন। ডেটিং এর প্রচলন আমাদের দেশে নতুন নয়। তবে এর নাম ছিল ভিন্ন রকম। যেমন- অভিসার' 'বেড়ানো, তখন এই অভিসারে প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অন্যের সাথে দেখা সাক্ষাত করতো গোপনে। কারণ প্রকাশ্য দেখা সাক্ষাতে বাধা ছিল। প্রেম ছিল নিষিদ্ধ এক বিষয়, তাই এই গোপন সাক্ষাত। আর এতে প্রেমিক প্রেমিকারা সবসময় সাজসজ্জা করে বেড়িয়েছে। সবচাইতে আধুনিক পোশাকে আকর্ষণীয় হয়ে। মনের মানুষকে রূপে-গুণে ভোলানোর চেষ্টা সব সময় ছিল। ষাটের দশকে ডেটিংয়ের ব্যাপারটি কোন প্রেমিক-প্রেমিকা কল্পনাও করতে পারতো না। ৭০ এর দশকের শেষের দিকে এসে দেশে ডেটিংয়ের ব্যাপারটি আস্তে আস্তে শহুরে সমাজের জায়গা করে নেয়। ৮০-এর দশকে এর পরিপূর্ণ বিস্তার ঘটে। ৭০-র দশকে ডেটিংয়ের জন্য রমনা পার্কই ছিল একমাত্র ডেটিংয়ের স্থান। আশির দশকের শেষদিকে দেশে অনেকগুলো পার্ক গড়ে উঠায় পার্কগুলোও ডেটিংয়ের স্থান হিসেবে গড়ে উঠে। তারপর পর্াক গুলোকে ডেটিংয়ের একটি আর্দশ স্থান মনে করা হয়; কিন্তু বিংশ শতাব্দির দিকে ডেটিংয়ের জন্য গড়ে উঠে হাজার হাজার আবাসিক হোটেল। কেননা পার্ক গুলোতে মাস্তানদের উপদ্রপ, পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশংকা, চাঁদা বাজদের অত্যাচার, বখাটেদের উৎপাত, ফেরিওয়ালাদের চিৎকার। একান্ত মুহূর্তে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। তাই এসকল কারণে অনেকেই এখন আর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সংসদ চত্বর, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি জায়গায় ডেটিংয়ে আগ্রহী হয় না। ডেটিং প্রেমের ক্ষেত্রে দারুনভাবে প্রয়োজনীয়। কারণ এর মাধ্যমে দু'জন দু'জনকে জানার-বোঝার সুযোগ পায়। বিংশ শতাব্দির দিকে টিন এজ প্রেমিক প্রেমিকাদের ডেটিং-এর ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে ঢাকার আনাচে কানাচে গজিয়ে উঠা কোচিং সেন্টারগুলো। টিন এজ প্রেমিক প্রেমিকারা তাদের সুবিধা অনুযারী একই কোচিং সেন্টারে ভর্তি হচ্ছে। দু'জন একই ক্লাসের হলে সুবধা বেশি। কোচিং সেন্টারের কল্যাণে এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসে প্রেমিক যুগল তাদের ভালোবাসার উষ্ণতা সহজেই বিনিময় করতে পারে। অনেক কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষই এখন মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ ছাত্র ছাত্রীরা অন্য কোন কোচিং সেন্টারে চলে যাওয়ার হুমকি দেয় অনেকেই মনে করেন কোচিং সেন্টারের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং ব্যবসার জমজমাট আকার ধারণের পেছনে টিন এজারদের ডেটিং অ্যাটিচিউড

দারুনভাবে প্রভাবিত করছে। প্রেমে পড়লে প্রিয় মানুষটিকে না দেখলে চোখে ঘুম আসে না, পড়ায় মন বসে না, খাওয়া দাওয়া ভালো লাগে না। সারাক্ষণ তার সাথে শুধু কথা বলতে মন চায়। রহস্য আরো গাঢ় হয়, তাকে না দেখলে থাকা যায় না। পৃথিবী নিস্প্রাণ মনে হয়। তবে আধুনিক ডেটিং নিয়ে আমাদের অভিভাবকদের চিন্তার শেষ নেই। তাদের কেউ কেউ মনে করেন। প্রেমের সম্পর্ক হলেই কি প্রতিদিন ওই ছেলের সাথে পার্কের কোণে, বন্ধু বাসায় দেখা করতে হবে? এটা খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়। তাই ছেলেমেয়েদের চোখে চোখে রাখা হয়। আর ছেলেমেয়েরাও কম চালাক নয়, অভিভাকদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে প্রেমিক-প্রেমিকারা আশ্রয় নেয় নানা উপায়ের; কিন্তু কথা হচ্ছে– এসকল ডিটিং ফেটিং ইসলাম অনুমোদন করে কিনা? ইসলাম তো এসকল ফস্টি নস্টি প্রেমই পছন্দ করে না। ডেটিং তো দূরে থাক। নির্জনে কোন নর নারী একত্রে অবস্থান ইসলামের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ হারাম বা অবৈধ।

প্রেম ভালোবাসার পার্থক্য

প্রেম ভালোবাসা দু'টি আলাদা শব্দ। অর্থও এক নয়। আমরা মাঝে মধ্যে প্রেম এবং ভালোবাসাকে ঘুলিয়ে ফেলি। আসলে প্রেম এক জিনিস, ভালোবাসা অন্য। আমি তোমাকে ভালোবাসি। এই ভালোবাসা এবং মাটিকে ভালোবাসা এক নয়। ভিন্ন রকম। দু'জনার মধ্যে ভালোবাসার সর্ম্পকটা হচ্ছে প্রেমের। এক কালে প্রেম শব্দটির ব্যবহার যেখানে সেখানেই হতো।

যেমন দেশপ্রেম, জীবেপ্রেম, প্রেমর্ধম; কিন্তু এখন প্রেম অনেক ঘনিষ্ট ও গভীর অর্থ বুঝায়। একজন নারী পুরুষের মধ্যকার যৌনতার সম্ভাবনাময় আকষর্ণ সম্পর্ক। সাধু ভাষায় ভাতৃপ্রেম বলা হতো বটে; কিন্তু চলিত ভাষায় ভাই-বোনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বলাটা অকল্পনীয়। সন্তানের সঙ্গে ও মা-বাবার সম্পর্ক প্রেমের নয়। অর্থাৎ প্রেমের ভেতর ভালোবাসা আছে; কিন্তু ভালোবাসার ভিতর প্রেম নাও থাকতে পারে।

ইশকের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রেমিকের অবস্থা

ইশকের ক্ষেত্রে সর্বশেষ বা চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রেমিক (আশেক) ব্যক্তি প্রেমাস্পদের খাতিরে নিজের ধন-সম্পদ, মান-সম্মান সবকিছু অকাতরে বিসর্জন দিয়ে দেয়। প্রেমিক জুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ইশকের পাগল, মাতাল বা

আত্মহারা হয়ে স্বীয় রূপ-গুণ ও ধন-দৌলত সবকিছুই বিলীন করে দিয়েছিলেন। সত্তরটি উটের বোঝা পরিমাণ তার স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার ছিল;

এসবকিছুকে তিনি একমাত্র হযরত ইউসুফের জন্য উৎসর্গ করে দেন। যে কেউ তার কাছে এসে যদি শুধু এতটুকু বলতো যে, আমি তোমার ইউসুফকে দেখছি তাহলে বলার সাথে সাথে তাকে একটি অমূল্য স্বর্নের মালা উপহার দিয়ে জীবনের তরে ধনবান করে দিতেন। অবশেষে তিনি নিজে সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত দরিদ্রে পরিণত হয়েছিলেন। তার এ প্রেমের অবস্থাকে কেন্দ্র করে লোকমুখে প্রবাদ প্রচলিত ছিল- "ইউসুফের নামে সবর্স্ব" অর্থাৎ নিজের সবকিছু।

প্রেম-ভালোবাসা, ইশক ও মহব্বতের আতিশয্যে তিনি সবকিছু থেকে উদাসীন ও বিস্মৃত (অর্থাৎ ভুলে গেছে) এমন হয়ে যেন যে দিকে তাকাতেন সেদিকেই কেবল ইউসুফ আর ইউসুফই দেখতে পেতেন। এমনকি আসমানের তারকারাজিতেও ইউসুফের নাম লেখা দেখতেন।

বর্ণিত আছে, প্রেমিক জুলায়খা যখন ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন ঈমানী নূর লাভে ধন্য হন, অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন তিনি তাঁর থেকে পৃথক হয়ে নিরবে একাকীত্বে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যান যে, শুধুমাত্র এই ইবাদতের জন্য তিনি সর্বপ্রকার জাগতিক সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত হয়ে থাকেন।

হযরত ইউসুফ (আ.) যখন পেয়ার- সোহাগের জন্য দিনের বেলা তাঁকে আহ্বান করতেন, তখন তিনি রাতের ওয়াদা করে মুলতবী করতেন। আবার যখন রাতে আমন্ত্রণ জানাতেন, তখন দিনের কথা বলে নিস্কৃতি চাইতেন। একদা হযরত ইউসুফ (আ.)কে উদ্দেশ্য করে জুলায়খা বললেন : "হে ইউসুফ! আল্লাহর পরিচয় লাভ করার পূর্বে আমি আপনাকে ভালোবাসতাম; এখন আমি আল্লাহর পরিচয় পেয়ে গেছি; তাই একমাত্র তার মহব্বত ও ভালোবাসা ছাড়া আমার অন্ত র থেকে সকল গায়রুল্লাহর মহব্বত দূর হয়ে গেছে। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : হে জুলায়খা! আল্লাহ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন এবং বলেছেন যে, তোমার গর্ভ থেকে দুটি পুত্র সন্তান জন্ম নিবে এবং তাদেরকে নবুওয়াত প্রদান করা হবে। হযরত জুলায়খা বললেন : যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হুকুম করেছেন এবং এজন্য আমাকে উপায় ও ওসীলা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, তাই এ হুকুম আমার জন্য শিরধার্য। অতঃপর তিনি মিলনে সম্মত হন।

প্রেমিকের আরো বিভিন্ন অবস্থা যেমন–

একবার প্রেমিক মজনুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল; তোমার নাম কি? সে বলেছিল, আমার নাম লায়লা(!) বস্তুত : প্রেমস্পদের জন্য আত্মলীন হওয়ার ফলশ্রুতিতে নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হওয়ার কারণেই এমনটা হয়েছে। এক ব্যক্তি মজনুকে বলেছিল : কি হে মজনু! লায়লা কি মরে গেছে? মজনু উত্তরে বলেছিল; 'লায়লা অবশ্যই মারা যায় নাই, সে আমার হৃদয়ে বিরাজমান; আমিই লায়লা। একদা মজনু লায়লার বাড়ীর পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি উঁচু করে দেখছিল। তখন এক ব্যক্তি বলেছিল হে মজনু! আকাশের দিকে তাকাচ্ছ কেন? লায়লার ঘরের দেয়ালের দিকে দৃষ্টি কর, এভাবে হয়ত তাকে এক নজর দেখে নিতে পারবে। তখন মজনু বলেছিল; আমি আকাশের তারকারাজি দেখছি, এগুলো আমার নিকট অতি প্রিয়; কারণ, এগুলোর ছায়া লায়লার বাড়ীর উপর পতিত হয়।

মনসূর হাল্লাজকে লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল– হে মনসূর বলুন, মহব্বতের হাকীকত কি? তিনি উত্তরে বলেছিলেন– মহব্বতের হাকীকত হচ্ছে, সূচনাতে অগ্নিদগ্ধ হওয়া আর পরিণামে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া।

ইশকের নিগূঢ়তত্ত্ব হচ্ছে, গোপনীয়তার পর্দা ও আবরণ উৎখাত করে দেওয়া, আচ্ছাদিত রহস্যাবলী উন্মোচিত করে দেওয়া। প্রেমাস্পদের ধ্যানমগ্নতা ও স্মৃতিচারণের অমৃত আস্বাদ ও উন্মত্ততায় আত্মহারা হওয়া, যেন শরীরের কোন অঙ্গ কর্তন করা হলেও বিন্দুমাত্র অনুভব না হয়।

প্রেম ভালোবাসার পরিচয়

আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের হৃদয়ে ভরে দেয়া বিশেষ এক অবস্থাকে প্রেম বলে। প্রতি প্রাণে প্রেম বিদ্যমান। যেমন গাভী তার বাচ্চাকে দুধ দেয় ও চেটে সোহাগ করে। মুরগী তার বচ্চাকে ঝড়-তুফান ও হিংস্র জীব-জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য নিজের পাখার নিচে লুকিয়ে রাখে। বানর তার আদরের সন্তানটিকে বুকের নিচে লুকিয়ে রেখে গাছে গাছে বিচরণ করে। প্রতিটি প্রাণীর হৃদয়ে ভালোবাসার ঢেউ খেলতে থাকে।

ইশক বা প্রেম ভালোবাসাকে জ্ঞানীজনেরা দু'ভাগে ভাগ করেছেন। ইশকে মাজাযী বা নকল প্রেম ও ইশকে হাকিকী অর্থাৎ খাঁটি বা আসল প্রেম। ইশকে হাকিকী হচ্ছে– যারা রিয়াজত মুজাহেদার মাধ্যমে স্বীয় অন্তর থেকে গায়রুল্লাহর

মহব্বতকে দূরীভূত করে অন্তরে একমাত্র আল্লাহকে স্থান দিয়েছেন, বা যে ইশক মানুষকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় তাকেই ইশকে হাকিকী বলে। আর ইশক বা প্রেম শুধু জাগতিক বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার অন্ত রায় হয় তাকে ইশকে মাজাযী বলে। তাই আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এই ইশকে মাজাযীকে ইশকে হাকীকিতে রূপান্তর করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য।

প্রেমের রূপ

প্রেম মানুষকে সুন্দর করে, এই প্রেম আবার মানুষতে করে কলুষিত। প্রেম আত্মাকে দান করে সজীবতা, প্রেম আত্মাকে করে কতল। প্রেম মানুষকে রাজত্ব দান করে, প্রেম মানুষকে করে পথের ভিখারী। প্রেম ঘুমন্ত আত্মাকে জাগিয়ে দেয়। আবার এই প্রেম জাগ্রত আত্মাকে ঘুম পাড়ায়। প্রেম আল্লাহর সাথে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়। আবার এই প্রেম মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরায়।

প্রেম মানুষকে নিয়ে যায় জান্নাতের সুউচ্চ সোপানে, প্রেম মানুষকে পৌঁছিয়ে দেয় জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে। প্রেম মানুষকে হাসায়, প্রেম মানুষকে কাঁদায়, প্রেম মানুষের জীবনকে আনন্দময় করে। প্রেম মানুষের জীবনকে করে বিষাদময়। প্রেম মানুষের জ্ঞান-বিলুপ্ত করে দেয়। আর এই প্রেমই মানুষের আকল বুদ্ধি, বিবেচনা ও হিতাহিত জ্ঞান দান করে।

তাই সকল প্রেমিকের জন্যই উচিত, তাদের হৃদয়ে প্রেমের বীজ রোপণ করা এবং এই মহামূল্যবান প্রেমকে পবিত্র রেখে যথাযথ কাজে ও যথাস্থানে ব্যবহার করা। তাহলেই প্রেমিকেরা এ প্রেম দ্বারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে।

ভ্যালেন্টাইন বা ভালোবাসা দিবস

ভ্যালেন্টাইন কিংবা ভালাবাসা দিবস নিয়ে পৃথিবীর সব প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে আলাদা এক ধরনের উত্তেজনা কাজ করে। ভালোবাসার মানুষটিকে নিয়ে এই দিনকে রাঙিয়ে তোলাই যেন সারাটি বছরের পাথেয় হয়ে থাকে। প্রতিটি প্রেমিক যুগলই চান, এদিন একে অপরকে গভীর ভালোবাসায় সিক্ত করতে। প্রেমের অনুভূতি প্রকাশ করতে চান আলাদা আঙ্গিকে। গল্প আর আড্ডার ছলে একে অপরকে উপহার বিনিময় করে থাকেন। ভালোবাসার এই দিনটিতে প্রেমিক-প্রেমিকার পাশাপাশি বিবাহিত দম্পতিদেরও কেউ কেউ ঘুরে বেড়াতে যান

বিভিন্ন স্থানে। রাজধানী ঢাকার সব স্থানেই মুখরিত হয়ে উঠে ললনাদের পদচারণা অন্যদিকে শাহবাগের ফুলের দোকানের আশপাশে প্রেমিক যুগলের পদচারণায় মুখরিত থাকে শাহবাগ প্রাঙ্গণ। এ ছাড়া ফুলার রোড, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসহ সব জায়গায়ই এদের আনাগোনায় মুখর হয়ে উঠে।

ভালোবাসার দিনে অমর একুশের বাইমেলায় ভিড় বেড়ে যায়। এদিন প্রেমিক-প্রেমিকা সেজে উঠে বাহারি পোশাকে। সাজ গোজে একরকম প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে হয়ে। প্রেমিকার কপালে রঙিন টিপ, খোঁপায় ফুল, হাতে বাজু, গলায় রুদ্রাক্ষ– সব মিলিয়ে এ দিনকে অন্য দিন থেকে বৈচিত্রময় করে তোলে। দিবসটিকে কেন্দ্র করে ঢাকার সব ধরনের রেস্তোরা কিংবা অভিজাত রেস্তোরা, ফাস্টফুড কর্ণার, আবাসিক হোটেল, বিপণি বিতান, পার্কগুলোয় সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ভিড় হয়ে থাকে ভালোবাসার পাখিদের পদচারণায়। বেইলি রোড ও খিলগাঁও রোডে থাকে অন্য রকম জমকালো আসর। এসব আসরে জমে উঠে বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডা। প্রেমিক- প্রেমিকা একান্তে কিছু সময় পার করতে চায়। ইদানিং ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে ঢাকা শহরের কংক্রিট জঙ্গলের বাইরে ও দেশের বিভিন্ন আকর্ষণীয় পর্যটন স্পটগুলোয় প্রেমিক যুগলের দেখা মেলে। ঢাকার অদূরে আশুলিয়া থেকে শুরু করে গাজীপুর পর্যন্ত ভাওয়াল ও মধুপুর গড়, বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, নক্ষত্র বাড়ি, নূহাশ পল্লীসহ বিভিন্ন পিকনিক স্পটে ভিড় জমে। এছাড়াও প্রেমিক যুগলরা বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্র যেমন ফ্যান্টাসি কিংডম, ওয়াণ্ডর ল্যান্ড, নন্দন পার্কসহ আশপাশের অনেক পার্কে ও প্রেমিক যুগলকে ঘুরতে দেখা যায়। ঢাকা শহরের বড় বড় শপিংমলগুলোতে চলে প্রেমিক-প্রেমিকাদের আড্ডা। অনেকে আবার ঐতিহাসিক কক্সবাজারে সিবিচ, ইনানী বিচে ঘুরে আসতে দেখা যায়। এতে প্রেমিক যুগলের অনাগত দিনের পরিকল্পনা প্রণয়ন কিংবা মনের অব্যক্ত কথা তারা প্রকাশ করে থাকেন। এতে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার বন্ধন আরো সুদৃঢ় করেন। কেউ কেউ যৌন মিলনের অভিজ্ঞতাও লাভ করেন। এজন্য অধিকাংশ বিদ্বান একে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস না বলে বিশ্ব বেহায়া দিবস বলে থাকেন। কারণ ইসলাম ধর্মে বিয়ের আগে কোন প্রেম ভালোবাসা নেই। নেই প্রেমের নামে নির্জন সাক্ষাত। প্রেম ভালোবাসার নামে অধিকাংশ প্রেমিক- প্রেমিকারা দৈহিক মিলনই বেশি করে থাকে। কারণ চতুর্দিকে এখন শুধু অশ্লীলতার চর্চাই হচ্ছে বেশি। প্রকৃত অর্থে ভালোবাসার কোন মৌসুম নেই। কোন নির্দিষ্ট দিন মাস নেই। কিংবা নির্দিষ্ট কোন দিনক্ষণ নেই। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার জন্য ভালোবাসা আটকে থাকে না।

প্রেম-ভালোবাসার অনুভূতি ও তার প্রকাশ

প্রেম কিংবা ভালোবাসা এই শব্দগুলোর মধ্যে জড়িয়ে আছে আবেগ-অনুভূতি দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি বিশ্বাস। প্রেম কিংবা ভালোবাসা হচ্ছে দুটি বিন্দুর মধ্যে আকর্ষণ। একজন আরেকজনকে দেখলেই পুলকিত হওয়া। বুকের ভেতর ধড়ফড়, মনে অন্যরকম ফিলিংস, প্রিয় মানুষটিকে মনে পড়া ইত্যাদি। কিছু প্রেমিক আছে যারা প্রেমিকার বাড়ির কুকুরটাকে পর্যন্ত সব কুকুরের সেরা কুকুর মনে করে। সে জন্য সে কিনা সবসময় পকেটে বিস্কুট রাখে। রাস্তা ঘাটে যে কোন জায়গাতে প্রেমিকার বাড়ির কুকুরটাকে দেখলেই বিস্কুট বের করে খাওয়ায়। এতেও নাকি এক ধরনের স্বর্গীয় আনন্দ পাওয়া যায়। যেমন মজনু লায়লার বাড়ীর কুকুরের পায়ে চুমু খেত। প্রেম-ভালোবাসার অনুভূতিটি সম্পূর্ণ আলাদা। একেক জনের নিকট একেক ধরনের। এক শ্রেণীর প্রেমিক আছে যারা প্রেমিকার চৌদ্দগুষ্ঠির কারোর খারাপ কিছু শুনলেই মর্মাহত হয়। প্রেমিকাকে মনে করি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাণী। এর মত পৃথিবীতে কোন সুন্দর মানুষ নেই। প্রেমিকার বাড়ীর শ্যাওলা পড়া দেয়াল দেখলেও মনে হয় রাজ প্রাসাদের পাচিল, আর বাড়ীর সরু অন্ধকার গলিটা দেখলে মনে হয় যেন রাজপথ।

আরেক শ্রেণীর প্রেমিক আছে, যারা যে কোন মেয়ে দেখলেই প্রেমে পড়ে যায়। সমাজে এদের সংখ্যাই বেশি। তাদের মতবাদই হচ্ছে তুমি ভালোবাস আর না-ই বাস (I LOVE YOU) এ শ্রেণীর প্রেমিকেরা প্রেম পেতে নয় প্রেম বিতরণেই খুশি। আরেক শ্রেণীর প্রেমিক আছে, যারা মেয়ে ছেলে সবার জন্যই বিপদজন। এদের কেউ যখন কোন মেয়েকে প্রস্তাব দেয়, ওই মেয়ে যদি সে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে সে মেয়ে তার দৃষ্টিতে হয় বিশ্ব সুন্দরী বা পরী। আর যদি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে সে মেয়ে তার ভাষায় হয় একটা খারাপ মেয়ে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট মেয়ে, সে ২নম্বর ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভালোবাসার বিয়ে

১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ বাংলাদেশ প্রতিদিন, এ দৈনিক প্রত্রিকাটিতে "সুলতানা আরেফিন" নামক এক মেয়ে তার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা এভাবে ব্যক্ত করলো যে, অন্য আট-দশটা মেয়ের মতোই পরিবারে আদুরে ছিলাম। তিন বোনের মধ্যে আমি সবার বড়। আব্বু-আম্মুর লাভ ম্যারেজের কারণে দাদু আম্মুকে দেখতে পারত না। অনেকবার তাদের সম্পর্ক ভাঙ্গার চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু পারেনি। তবে ছোট বেলা থেকেই সংসারে ঝগড়া দেখে বড় হয়েছি। হঠাৎ আম্মু

ক্যান্সারে মারা যান। আমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। সেই সময় আমার এক ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক হয়। মূল সমস্যায় আসি, অনার্সে উঠে আমরা কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলি। বিষয়টি আমার পরিবার জানে না। ও আমাকে অনেক ভালোবাসে; কিন্তু ওর মা আমাকে সহ্য করতে পারে না। তিনি বলেন, আমাকে কোনোদিন মানবেনও না। প্রায়ই সম্পর্কেও ঝামেলা হয়; কিন্তু ও আমার পাগলামি মেনে নেয়। আগামী বছর দেশের বাইরে চলে যাবে। প্রিয় মানুষকে হারানোর কষ্ট আমি বুঝি। তাই ওকে হারানোর ভয় কাজ করে। ওকে আমি অনেক ভালোবাসি তাই হারাতে চাই না। ওর মা-বাবা উচ্চ শিক্ষিত, ওনারা ভদ্রভাবে ওকে সরিয়ে দিচ্ছেন না তো?!

এ সমস্যার সমাধানে অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল মনোরোগ বিশেষজ্ঞ লিখেন–

ভালোবাসায় সুখ-দুঃখ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর কষ্টার্জিত ভালোবাসা কেউ হারাতে চায় না। আপনার চিঠি পড়ে বুঝতে পারলাম। ছোট বেলা থেকেই আপনি আপনার পরিবারের সমস্যাগুলোর ভুক্তভোগী হয়েছেন। আসলে আমাদের সমাজে এখনো অনেক বাবা-মা রয়েছেন যারা ভালোবাসার সম্পর্ককে সহজভাবে দেখেন না। তাই বউ– শাশুড়ির মধ্যে প্রায়শ দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। আর এই দ্বন্দ্বের জের ধরে ভালোবাসার সম্পর্কে অনেক সময় ফাটল ধরে। আপনি মাকে হারিয়ে কষ্টের কারণে নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। আর সেই সময় আপনার দুঃখের সময়ের সাথী হয়ে আপনার স্বামী আপনার জীবনে এসেছে। তবে, আপনি পরিবারকে না জানিয়ে ভুল করছেন। আপনার এভাবে বিয়ে না করে পারিবারিকভাবে করলে ভালো হতো। যাক, যা হওয়ার হয়ে গেছে।

এখন আপনি আপনার স্বামীর প্রতি বিশ্বাস রাখুন। যেহেতু আপনার স্বামীও আপনাকে ভালোবাসে তিনি আপনাকে কষ্ট দেবেন না, নিজেকে শক্ত করুন আর ধৈর্য ধরুন। দেশের বাইরে যাওয়ার আগে আপনি নিজেদের সম্পর্কের স্থায়িত্বটা করে নিন।

অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল সাহেব তিনি যে সমাধান দিয়েছেন। তিনি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে ঠিকই দিয়েছেন। আর যখন ইসলামী আইন বিশারদ ও মুফতীগণ এবং ইসলামী মনোবিজ্ঞানীগণ দেবেন, তারা আরো একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেবেন– আর সেটা এভাবে দেবেন।

জানা উচিত যে বিয়ের পূর্বে প্রেম ও ভালোবাসা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এ হারাম পদ্ধতিতে সম্পর্ক গড়ার পর যে বিয়ে হয় তাতে তেমন আরাম হয় না। যা আপনি আপনার আব্বু-আম্মুর লাভম্যারেজের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন যে, আপনার দাদু আপনার আম্মুকে দেখতে পারত না। ছোটবেলা থেকেই আপনি

সংসারে ঝগড়া দেখে বড় হয়েছেন। এ চিত্র শুধু আপনার আব্বু-আম্মুও দাদুর বেলায় নয় এটা এদেশের লাখো পরিবারের চিত্র। যে ভুল আপনার আব্বু-আম্মু করে সারাটি জনম দুঃখ কষ্ট ভোগ করে গেছেন। আপনি এ থেকে উপদেশ গ্রহণ না করে বরং তাদের পথই অনুসরণ করে অশান্তির আগুনে নিজেকে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ এখনই দেখতেছেন যাকে আপনি কোর্টম্যারিজ করে বিবাহ করেছেন ওর মা আপনাকে সহ্য করতে পারে না এবং আপনাকে কোনো দিন মানবেও না বলে উল্লেখ করেছেন। প্রায়ই সম্পর্কে ঝামেলা হয়। এ চিত্রটা শুধু আপনার বেলায় নয়। সারা পৃথিবীর সত্যিকারের মুসলিম পরিবারের একই চিত্র। সোনালী পর্দার প্রেম, রূপালী পর্দার প্রেম, আর টিভি নাটকের প্রেম, বাস্তব জীবনের প্রেম এক নয়। কারণ যে নায়ক-নায়িকারা টিভি-সিনেমার পর্দাতে প্রেম প্রশিক্ষণ দেয় পরবর্তীতে তারাই আবার তাদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে প্রেম করে মা-বাবার অসম্মতিতে বিয়ে করা একদম পছন্দ করেন না। কারণ নায়িক-নায়িকারা ভালো করেই জানেন প্রেমের নামে কি চলে? এমন কি তাদের অনেকেই বিয়ের পূর্বে প্রেম করে বাস্তত অভিজ্ঞতাও লাভ করেছেন যে, প্রেম ভালোবাসার নামে পর্দার আড়ালে কি চলে। আবার অনেকে তো বিয়েরও প্রয়োজন বোধ করছেন না। কারণ বিয়ে না করেই যদি গোপনে যৌন বাসনা পূর্ণ করা যায়, তাহলে বিয়েরইবা দরকার কি? প্রবাদ আছে না–

দুধ যদি পাওয়া যায় সস্তায়
গাভী কিনে খামাখা কে পস্তায়

তাই যারা প্রেমিক বা প্রেমিকার মা-বাবাকে বাদ দিয়ে নিজেরা স্বর্গের রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখেন তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছেন। মূলত তারা নরকের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান। আর যে সকল বোকা প্রেমিক প্রেমিকেরা মনে করে আগে প্রেম করে উভয়ে উভয়ের মা-বাবার মনকে জয় করে নেই। সম্পর্ককে গভীর থেকে গভীর করে নেই। পরে আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে মা-বাবাকে মানিয়ে নেব। ঐ বোকারা একথাটি বুঝতেও চেষ্টা করে না যে, আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে মানিয়ে নেয়া এক জিনিস; আর তারা খুশি মনে আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করে সামর্থ অনুযায়ী আনন্দ-ফূর্তি করে দোআ দিয়ে পুত্র বধূকে বরণ করে ঘরে তোলা আরেক জিনিস এতে বরকত রয়েছে, সুখ রয়েছে। আত্মার প্রশান্তি রয়েছে। আর প্রথমটিতে কোন সুখ নেই, আনন্দ নেই, ফুর্তি নেই, আত্মতৃপ্তি নেই, আছে মা-বাবার মনের কষ্ট, আত্মীয় স্বজনের তিরস্কার, পাড়া প্রতিবেশির ধিক্কার।

টিউবওয়েলের পানি দিয়ে ভিজিয়ে চিড়া খাওয়া যায়, আবার বুড়িগঙ্গার পানি কিংবা ড্রেনের পানি দিয়েও চিড়া ভিজিয়ে খাওয়া যায়। যারা প্রেম করে নিজে নিজে বিয়ে করে জীবন কাটাতে চায় তারা বুড়িগঙ্গা বা ড্রেনের পানি দ্বারা চিড়ে ভিজিয়ে খাওয়ার মত। খাওয়াতো হবেই; কিন্তু তা কেমন খাওয়া হবে একটু ভেবে দেখুন।

মোহ ও আবেগধর্মী ভালোবাসা

বিশ্বের সকল প্রেমিক- প্রেমিকার নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় শব্দ হচ্ছে "ভালোবাসা"। আর এটিই সম্ভবত উচ্চারিত বেশি হয়।

ভালোবাসার নানা প্রকরণ রয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভালোবাসাকে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ধর্মীয় কিংবা প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে ভালোবাসা। তাই বলা চলে, ভালোবাসা কেবল প্রেমিক প্রেমিকার জন্যই নয়। মা-বাবা, ভাই- বোন, স্বামী-স্ত্রী, প্রিয় সন্তান, পরিবার, সমাজ, এমনকি দেশের জন্যও ভালোবাসা হতে পারে।

তবে আবেগধর্মী ভালোবাসা সাধারণত গভীর হয় না। বিশেষ কারো সঙ্গে নিজের সমস্ত অনুভূতি ভাগ করা, এমন কি শরীরের ব্যাপারটিও এ ভালোবাসা থেকে পৃথক করা যায় না।

আবার এটাও অস্বীকার করা যায় না মোবাইল ফোন বা অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে প্রেম ভালোবাসার ক্ষেত্রে যোগাযোগের বিষয়টি সহজলভ্য হলেও পাল্টে যাচ্ছে ভালোবাসার ধরণ ও সংজ্ঞা। আবেগী পবিত্র ভালোবাসার ঘরে প্রবেশ করেছে অপবিত্র যৌন মিলন।

আবেগের ভালোবাসা হচ্ছে কিছু সময় কাছে পাওয়ার পাগলপনা, আবেগের ছোঁয়া আর অজানা কথার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া। যেখানে কেবল কল্পলোকের হাতছানি অবিরাম ডেকে যায়।

আবার কিছু কিছু মানুষ মোহকে ভালোবাসা মনে করে। মোহ অর্থ হচ্ছে আসক্তি, মুগ্ধতা, আকর্ষণ। আবার কোন কোন মানুষ প্রকৃত ভালোবাসাকেও মোহ মনে করে। এটি একটি বড় ধরনের ভুল। কারণ ভালোবাসা হচ্ছে জীবনের চালিকা শক্তির একটি গুরুত্বপর্ণ উপাদান। যার মনের ভালোবাসার শক্তি যত বেশি শক্তিশালী ও পবিত্র, সে আত্মিক জগতে ততবেশী শক্তিমান।

আমাদের এ দেহের মধ্যে রয়েছে ছয়টি রিপু (খারাপ প্রভৃত্তি) যা মানুষকে সর্বদা অন্ধকার জগতে পদার্পণের জন্য চেষ্টা চালায়; কিন্তু বুদ্ধিমানরা নিজেদের সংযত

ও নিয়ন্ত্রণ করার জ্ঞান পায়। যারা দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করে, তারা এই রিপুর কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে। এ ছয়টি খারাপ রিপু হলো– কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্ব। প্রথম রিপুর নাম হলো কাম (কামনা বাসনা) যৌবনে উপনীত হওয়ার সাথে সাথে এই রিপু তৈরী হতে থাকে। যারা তাদের কামনার জ্বালা সহ্য করে নিজেকে সৎপথে নিয়োজিত করতে পারে, তারা অনেকটা জয়ী আর ক্রোধ, লোভা ইত্যাদি রিপু সম্পর্কে অনেকেরই জানা আছে। আমি শুধু মাত্র এই রিপুর খারাপ বাসনাগুলো তুলে ধরে মোহ-মায়া থেকে সাবধান থাকার জন্য অনুরোধ করছি মাত্র। কেননা মোহের পরিণতি অনেক ভয়ংকর। যা মানুষকে সর্বনাশের অতল গহ্বরের নিয়ে যায়।

এমন হাজারো প্রেমিক- প্রেমিকা রয়েছে তাদের ভালোবাসা সংশয়ের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। যারা ভালোলাগাকেই ভালোবাসা মনে করে। ফলে ভালোবাসার আসল আদি ও প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করতে পারে না।

বৈধ ও অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার সংজ্ঞা

পারস্পরিক যে প্রেম-ভালোবাসা হয় তা সাধারণত দু'প্রকার ঃ বৈধ ও অবৈধ। ধর্ম, সমাজ ও আইনগতভাবে স্বীকৃত মহব্বত-ভালোবাসাকে বৈধ ভালোবাসা বলে। যেমন স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা এবং এক বন্ধু-অপর বন্ধুকে, এক বান্ধবী-অপর বান্ধবীকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা এতই প্রয়োজন ও প্রশান্তিদায়ক যে, এর অবর্তমানে অশান্তি ও কলহ-বিবাদে জড়িয়ে একটি সুন্দর পরিবার প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মত জ্বলে উঠতে পারে। এমনকি একটি সমাজের সুখ-শান্তিও বিনাশ করে ফেলতে পারে। আর এ ভালোবাসার আধিক্য যত বেশি হবে, ততই একটি পরিবার সুখী হবে। প্রীতি পরিণয়ের গভীরতা যদি খুব বেশি হয়, জান্নাতী সুখ সে দুনিয়াতেই কিছুটা উপভোগ করতে পারবে। আর এ প্রেমকেই 'পবিত্র প্রেম' বলা হয়। এ প্রেম-ভালোবাসা যে দম্পতির মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তারা দরিদ্র হলেও সুখী। যদিও প্রবাদ রয়েছে যে, "অভাবের সংসারে প্রেম সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে পিছন দিয়ে বের হয়ে যায়।" এটা হালকা প্রেমের উদাহরণে খাটে; কিন্তু গভীর ভলোবাসার বেলায় খাটে না। কারণ অভাবের সংসারে যদি প্রেম পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়েই যেত। তাহলে অধিকাংশ নবী-সাহাবা ও অলী বুজুর্গদের সংসারে সবর্দা অশান্তি বিরাজ করতো; কিন্তু এর নজির নেই।

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার মধ্যে বহু সওয়াব রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ভালবাসায় যা কিছু করে তাতে সদকার সওয়াব তাদের আমলনামায় লিখা হয়। এমন কি তাদের যৌন মিলনেও তারা সওয়াব লাভ করে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আর যদি দুই'জন পুরুষ, কিংবা দুইজন নারী একে অপরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ও দ্বীনি ভ্রাতৃত্বে ভালোবাসতে পারে এতেও অনেক সওয়াব রয়েছে। অর্থাৎ তাদের পরকালীন প্রতিদানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে এ ভালোবাসা হতে হবে। কোন হারাম উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নয়।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবসে বলবেন, আমার জন্য পরস্পরকে ভালোবাসা দানকারীগণ আজ কোথায়? আজকের দিনে আমি তাদেরকে ছায়া দিব আমার ছায়ার নীচে, যেদিন আমার ছায়া ভিন্ন আর কোন ছায়া নেই।[১৭]

প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সবকিছুই আল্লাহর ওয়াস্তে এবং শরীয়তের নির্দেশিত পথেই ভালোবাসতে হবে। মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য হতে হবে হুব্বুন লিল্লাহ ওয়া বুগজুন লিল্লাহ' কাউকে ভালোবাসা আল্লাহরই জন্য, আবার কাউকে ঘৃণা করাও আল্লাহরই জন্য। অর্থ্যাৎ আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যকে ভালোবাসতে হবে। আল্লাহর এ বান্দাকে ভালোবাসলে আল্লাহর ভালোবাসা পাব, সেই জন্যই তাকে ভালোবাসা। তদ্রূপ আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে কারো প্রতি দুশমনি রাখা বা ঘৃণা করা কর্তব্য। তবে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থের জন্য কাউকে ভালোবাসা বা ঘৃণা করা চলবেনা। একজন পুরুষ একজন বেগানা নারীকে কিংবা একজন নারী একজন বেগানা পুরুষকে বিবাহের পূর্বে ভালোবাসা নিবেদন বা বিনিময় করতে পারে না। তথাপি একান্তই যদি কাউকে ভালো লেগে যায় তাহলে ভালোবাসার পূর্বে তাকে বিবাহ করে নিতে হবে। প্রথমে তাঁদের বিবাহ হতে হবে। এরপরই কেবল ভালোবাসার বিনিময় বৈধ হবে এর আগে নয়।

আর অবৈধ প্রেম ভালোবাসা হচ্ছে– যে প্রেম অপর কোন না কোন মানুষের অধিকার হরণ করে এবং যা ধর্ম, সমাজ ও আইনগতভাবে স্বীকৃত নয়। যেমন বিবাহ বহির্ভূত প্রেম ভালোবাসা। অথবা একজন বিবাহিতা নারী, স্বামী থাকাবস্থায় অন্য একটি পুরুষের সাথে প্রেমে আবদ্ধ হওয়া এবং প্রেমের পূর্ণ

---

[১৭] মুসলিম শরীফ

পরিণতির কার্যক্রম শুরু করা। তাতে তার স্বামীর অধিকার হরণ হল সুনিশ্চয়। আর পৃথিবীর কোন সভ্য আইনই একজনের অধিকার হননকে বৈধ বলে স্বীকার করেনা। সুতরাং ইসলামে অবৈধ এ জাতীয় প্রেম-ভালোবাসাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এবং এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

অবৈধ প্রেম সাধারণত ৩ প্রকার

১. অবিবাহিত ছেলে-মেয়ের প্রেম ২. পরকিয়া প্রেম ৩. সমকামীতার জন্য প্রেম।

নিম্নে এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হচ্ছে–

১. **অবিবাহিত ছেলে-মেয়ের প্রেম :** সাবালিকা হওয়ার পর তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীর মধ্যে যে ভাব-পরিণয় জমে উঠে।

এ প্রেমের বিধান : ইসলামে এ প্রেম সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম।

পক্ষান্তরে খ্রিস্ট সমাজ এ প্রেমকে বৈধতা দিয়েছে। অপরপক্ষে আঠারো বছর পূর্বে খ্রিস্ট সমাজে বিয়ে নিষিদ্ধ। এ আঠারো বছর পর্যন্ত খ্রিস্ট সমাজে যে কোন যুবক-যুবতী প্রেম ও দেহ মিলন করতে পারে এতে কোন বাধা নেই। এমনকি গর্ভধারণ করতেও মানা নেই। তাই স্কুল ছাত্রীদের সত্তর ভাগ গর্ভপাত ঘটায় আর বাকী ত্রিশ ভাগ গর্ভধারণই করে নেয়।

তাদের এ কালচারের অশুভ পরিণাম হচ্ছে– পরিণতিতে একটি ছেলে বা একটি মেয়ে আঠারোর পূর্বেই বহুভোগের অভ্যাস গড়ে তোলে। আর এ অভ্যাসের কারণেই বিবাহ জীবন তাদের কাছে হয়ে উঠে অসহনীয়। পরন্তু তা বিয়ের পরও তারা বহুভোগী থেকে যায়। যার ফলে সে সমাজে প্রেমের নামে লাগামহীন যৌনাচার চলে। যার ফলে তাদের সমাজে কোন স্বামীই কুমারী কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারেনা। ইতিপূর্বেই সব নারীকে পুরুষেরা ভোগ করে নেয়। পাশাপাশি তাদের এই কুৎসিত কালচার প্রেম-ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইন দিবসের নামে, আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যম, বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে। নারী-পুরুষের সহবস্থান কিংবা সহশিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের দেশে পুশইন করে তারা মুসলিম সমাজের পবিত্র জীবন ধারাকে কলুষিত ও পাপে জর্জরিত করতে চায়।

যৌন ক্ষুধা হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদা এবং নীতিগত পূর্ণতা মৌলিক অধিকার। সুতরাং ১৮ কিংবা ১৬ বছর বয়স দ্বারা এ ক্ষুধাকে বন্দী করা সমীচীন নয়।

যখন ইচ্ছা বিবাহের মাধ্যমে তা যেন তারা পূরণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ১৬/১৮ বছরের পূর্বে বাচ্চা না নেয়া ভালো। কারণ তখনো অনেক মেয়েদের গর্ভধারণের বিষয়টি পরিপূর্ণতায় পৌঁছেনা এবং বাচ্চা নেয়া থেকে কিভাবে বিরত থাকা যায় এ বিষয়ে ভালো ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। তাছাড়া এ বিষয়ে লেখকের একটি গ্রন্থও রয়েছে যার নাম "পবিত্র যৌবন জীবন ও যৌন বিজ্ঞান" এতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বালেগ হওয়ার পর যদি কোন ছেলে কিংবা কোন মেয়ে প্রচণ্ড প্রেমে পড়ে পাগল-মাতাল হয়ে উঠে, তাহলে তাদেরকে বিয়ে দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করতে হবে। ওরা বেঁচে থাকলে লেখা পড়া বহু করতে পারবে। আর সবার জন্যই কি এম.এ/ বি.এ কিংবা ফাজেল কামেল বা দাওরায়ে হাদীস পাশ করা জরুরী? না তা কখনো নয়। লেখা পড়ার চেয়ে জীবনের দাম অনেক বেশি। বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে ওরা বহু কিছু করতে পারবে, এরা হচ্ছে দেশের সম্পদ।

তাছাড়া ছেলে- মেয়ের যৌন কামনা যাতে তাদেরকে বিপথগামী না করে, সেজন্য পরিণত বয়সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা অভিভাবকদের কর্তব্য। এটা ইসলামের নির্দেশ। এছাড়া আর কোন পথ নেই। বিবাহের পূর্বে প্রেম ভালোবাসার নামে অবৈধ সম্পর্ক, লিভটুগেদার ডেটিং ফেটিং এসব অশ্লিলতা ইসলাম সমর্থন করে না বরং ইসলামে তা সম্পূর্ণ হারাম এমনকি প্রেম ভালোবাসা সৃষ্টি হয় যে অস্ত্র দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ তাও হারাম। মোটকথা বিবাহপূর্ব প্রেম ভালোবাসা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিবাহের পরই কেবল স্বামী-স্ত্রী হয়ে তারা প্রেম-ভালোবাসা করতে পারে। এর আগে নয়। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর এ প্রেম-ভালোবাসা, চিঠিপত্র আদান-প্রদান মোবাইল, ফেসবুকে কথাবলা, দেখা সাক্ষাত ইত্যাদি সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে সমাজের বহু তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতী ও নারী-পুরুষ এ রকম অবৈধ প্রেম প্রীতিতে লিপ্ত। তাদের অবিলম্বে এ মহা ধ্বংসের পথ হতে সরে আসতে হবে এবং কৃত পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা করতে হবে। আর সমাজ যাতে এহেন অপকর্মের দ্বারা কুলুষিত না হয় সেজন্য সর্বস্তরে পর্দা প্রথা চালু করে এবং সহশিক্ষা বন্ধ করে সমাজেকে ইসলামের আদর্শে গড়ে তুলতে হবে।

২. **পরিকিয়া প্রেম :** অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করার নামই পরক্রিয়া প্রেম। পৃথিবীতে যতটি খুন হয়, ঝগড়া-ফ্যাসাদ হয়, তার শতকরা ৩০

ভাগই ঘটে থাকে পরকিয়া প্রেম হতে। এ পরকিয়া প্রেমের বহি শিখায় ট্রয় নগরী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। ট্রয়ের রাজ কুমার এথেন্সে গিয়েছিলো ভ্রমণে। ঐশ্বর্যশালী এথেন্সের পরিবেশ যেমন তাকে তাক লাগিয়ে ছিল, তেমনি রাণীর সাথে দেখা হলে, তিনি একেবারে প্রেমেই পড়ে যান। রাণী তা জানতে পারেন এবং সাড়া দেন। চলতে থাকে তাদের গোপন অভিসার। একদিন ট্রেয় রাজপুত্রের হাত ধরে এথেন্সের রাণী পালিয়ে আসেন ট্রয় রাজ্যে। শক্তিশালী এথেন্স রাজা সে অপমান সহ্য করতে পারেননি। তাই সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি আক্রমণ করেন ট্রয় নগর এবং এক সময় এথেন্সের হাতে বাসিন্দাসহ ট্রয় নগর জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়।

স্ত্রীর পরকিয়া প্রেম দুনিয়ার কোন পুরুষ মেনে নিতে পারে না। এমন কি যৌন স্বাধীনতার প্রবক্তা যারা তারাও নিজ পত্নীদেরকে পরপুরুষের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ দেখলে সহ্য করতে পারবে না। অথচ খ্রিস্টান ও নাস্তিকদের কাছে তাও বৈধ। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরকিয়ার কল্পনাও করা যায় না। কদাচিত তা ঘটে গেলে পাথরের আঘাতে আঘাতে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ইসলামের রাষ্ট্রিয় বিধান।

৩. **সমকামিতা প্রেম :** একটি বিকৃত রুচির নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে সমকামিতা। আরবী ভাষায় এটাকে লাওয়াতাত' বলা হয়। হযরত লুত (আ.)-এর যুগে ভ্রষ্ট সম্প্রদায় এ নিকৃষ্ট কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর নবী হযরত লুত (আ.) তাদেরকে অনেক বুঝালেন; কিন্তু তারা তার কথা গ্রাহ্য করেনি। পরিশেষে তাদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হয় এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়। ইসলামে লাওয়াতাত (সমাকাম) হারাম। এটা যৌন রীতির মধ্যেই গণ্য নয়। অথচ খ্রিস্টানদের মধ্যে সমকাম স্বীকৃত হয়ে গেছে। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিলক্লিন্টন এ সমকামিতার একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। যৌন ব্যাপারে ওরা কত কুরুচীশীল, তা এটাতেই প্রমাণিত হয়। যে কোন পশুর চেয়ে ওরা খারপ।

ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। বিশ্ব মানবতার যাবতীয় সুখ-সমৃদ্ধি ও খাইর মঙ্গল নিহিত রয়েছে ইসলামের বিধানে। ইসলামী হুকুমে মানব জাতির প্রেম-ভালোবাসার যে নিয়ম নীতি দেয়া হয়েছে, তা মেনে চলাই মানব জাতির জন্য কল্যাণের পথ। ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করে কোন রকম প্রেম-প্রীতির দ্বারা কিছুতেই সুখ-শান্তির আশা করা যায় না। দুনিয়াতেও নয়, আখেরাতেও নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ছহীহ বুঝ দান করুন। আমিন।

মানব হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার কারণ

মানব হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম কারণ নিজকে বা নিজের জীবনকে ভালোবাসা। কারণ হলো, মানুষ চায় তার নিজের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী, নিজের গুণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হোক। নিজের ধ্বংস ও বিনাশ কখনো না আসুক। সে অনেক সুখ অনেক আনন্দ লাভ করুক, উপভোগ করুক যার কারণে মানুষ সর্বদা মৃত্যু থেকে বেঁচে থাকতে চায়। আর একারণেই মানুষ নিজের অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্বের মতই মনে করে। যেহেতু মানুষ নিজের অস্তিত্বকে ভালোবাসে। বিনাশ প্রাপ্তি পছন্দ করে না। সুতরাং স্বীয় অস্তিত্বের অনুরূপ সন্তানের অস্তিত্বকেও ভালোবাসা। এতে প্রকৃতপক্ষে সে নিজের অস্তিত্বকেই ভালোবাসে বলে বুঝতে হবে।

তেমনিভাবে অর্থ-সম্পদ, ধন-দৌলত মানুষের অস্তিত্ব ও অবস্থা ভাল রাখতে সাহায্য করে বলে মানুষ অর্থ সম্পদকেও ভালবাসে। এমনিভাবে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে নিজের সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধানকারী এবং বাহুবলস্বরূপ মনে করে এবং তাদের দ্বারাই স্বীয় অস্তিত্বের পূর্ণতা মনে করে বলে আত্মীয় স্বজনকেও ভালো বাসে।

উপকারীকে ভালোবাসার কারণ

উপকারীকে ভালোবাসা মানুষের স্বভাব। চেষ্টা-কোশেশ করে তা থেকে বিরত থাকা যায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই যার মাধ্যমে উপকার ও মঙ্গল লাভ করে, তাকে মানুষ অত্যন্ত ভালোবাসে। এ কারণে প্রবাদ রয়েছেথ–

اَلْاِنْسَانُ عَبْدُ الْاِحْسَانِ

'মানুষ উপকারের দাস'।

এখানেও সেই কথা যে, মানুষ নিজকে ভালোবাসে বলেই উপকারকারীকে ভালোবেসে থাকে।

মানুষ স্বভাবতঃ নিজের অস্তিত্বকে ভালোবাসে। কেউ কারো উপকার করলে সে বুঝতে পারে যে, উপকারকারী ব্যক্তি উপকৃত ব্যক্তির অস্তিত্ব এবং গুণের প্রতিপালন মূলক কাজই করেছে। এ কারণেই উপকারকারীর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ভালোবেসে থাকে।

সততা ও সদ্ব্যবহার কারীকে ভালোবাসার কারণ

মানুষ নিজে যাইহোক, সে সততা সদ্ব্যবহার ইত্যাদি পছন্দ করে। সেজন্য সদ্ব্যবহারী লোককে সে ভালোবাসে। মহব্বতকারী নিজে সাক্ষাৎমতে তার নিকট হতে কোন সদ্ব্যবহার পেয়ে না থাকলেও লোকমুখে তার সততা এবং সদ্ব্যবহারের কথা জানতে পেরে তাকে ভালোবেসে থাকে।

সৌন্দর্য ও সুন্দরকে ভালোবাসার কারণ

সৌন্দর্য দু' ধরনের (ক) গঠন আকৃতি সুন্দর হওয়া, (খ) অন্তরাকৃতি সুন্দর হওয়া।

যে ব্যক্তির আকৃতি ও গঠন-প্রকৃতি সুন্দর হয়, সকলে তাকে ভালোবাসে। তাকে ভালোবাসার কারণ এই নয় যে, দর্শনকারী তার কাছে কিছু প্রত্যাশা করে, বরং সুন্দর লোকের দেহকেই মানুষ ভালোবেসে থাকে। কারণ সুন্দর ও সৌষ্ঠব স্বভাবতঃ মানুষের নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয়। যে কোন বস্তুই সুন্দর হাক এর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়া মানুষের স্বভাব। কোন ধরনের লালসা কামনা ছাড়াই মানুষ সুন্দর আকৃতিকে ভালবাসতে পারে। মানুষ সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত্রে, পাহাড়-পর্বত, ঝর্নাধারা, সাগর সৈকত নদী-নালার নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখ মুগ্ধ হয় তাকে ভালোবাসে। তা থেকে কোন কিছু ভোগে আসুক বা না আসুক। ভালোবাসা হৃদয়ের আকর্ষণ, সে কথার বিচার করেনা। কেবল মনোরম ও নয়নাভিরাম বলেই স্বভাবতঃ সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাই বলে সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব কেবল আকৃতি এবং রূপের মধ্যেই হয়ে থাকে, যার আকৃতি এবং রূপ নেই তার মধ্যে সৌন্দর্য এবং সৌষ্ঠব (সুগঠন) হওয়া অসম্ভব এ ধরনের উক্তি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। বিজ্ঞজনেরা শরীরি পদার্থকে যেমন সুন্দর বা কদাকার বলেন, তদ্রূপ শরীরবিহীন পদার্থকেও সুন্দর বা কদাকার বলে থাকেন। যেমন কণ্ঠ সুন্দর, লেখা সুন্দর, বক্তৃতা সুন্দর, উপস্থাপনা সুন্দর, পরিচালনা সুন্দর, হাতের লেখা সুন্দর, জামা সুন্দর, ঘর সুন্দর, শহর সুন্দর প্রভৃতি। উপরোক্ত জিনিসগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটির সৌন্দর্য পৃথক পৃথক ধরনের বটে। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সুন্দর লেখা ও সুন্দর বাড়ী দর্শনে চোখে তৃপ্তি ও মনে এক প্রকার

সুখ এবং আনন্দ অনুভব হয়ে থাকে। তাহলেই বুঝা যায় সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব (সুগঠন) কেবল মুখাকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সৌন্দর্যকে চোখে দেখার সঙ্গে

নির্দিষ্ট করা ভুল। কেননা আমরা অনেক সময় আকার ও বর্ণহীন পদার্থকেও সুন্দর বলে থাকি্ যেমন– অমুক ছেলেটির আখলাক চরিত্র খুবই ভাল, তার কথা খুবই মধুর ও খুবই সুন্দর। তার চাল-চলন খুবই উত্তম। এছাড়া সচারাচর এরূপও বলা হয়ে থাকে– পরহেযগারীর সাথে ইলমের মিলন খুবই সুন্দর। বদান্যতার সাথে বীরত্বের সংযোগ অতি উত্তম গুণ। তাকওয়া, নির্লোভতা, অল্পে তুষ্টি নামক গুণগুলো সর্বপেক্ষা উত্তম গুণ। এ জাতীয় কথা সমাজে বিশেষ প্রচলিত এবং সর্বজনবিদিত। এই গুণগুলোকে কেউ চর্মচোখে দেখতে পায় না কেবল জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে মাত্র। তারপরও এগুলোকে সুন্দর ও উত্তম গুণে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই বাহ্যিক সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠবের কারণে যেমন মানুষ কাউকে ভালোবাসে, তেমনি অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য- সৌষ্ঠব ও গুণাবলীর কারণেও মানুষ ভালোবাসে। যেমন– নবীদেরকে, সাহাবায়ে কেরামদেরকে, অলী আওলিয়া, পীর বুর্যগদের মানুষ হৃদয় দিয়ে ভালবাসে। তাদের অনেকেই শতশত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। এটা তাদের গুণে সৌন্দর্যের কারণে, বাহ্যিক কোন চেহারা সুরতের কারণে নয়।

যাই হোক উপরোক্ত বিস্তারিত বিবরণ হতে বুঝা গেল যে, সৌন্দর্য দু'প্রকার ১. বাহ্যিক ২. আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক আকৃতির নানাবিধ সৌন্দর্য মাধুর্যের ন্যায় আভ্যন্তরীণ চরিত্রগত ও স্বভাবগত সৌন্দর্যকে মানুষ ভালোবেসে থাকে; বরং যার সামান্য মাত্রও বুদ্ধি আছে তার নিকট বাহ্য আকারে সৌন্দর্য অপেক্ষা চরিত্রগত আভ্যন্তরীন সৌন্দর্যই অধিকতর প্রিয় এবং পছন্দনীয় হয়ে তাকে।[১৮]

নারীরা কখন পুরুষের প্রেমে পড়ে?

নারীরা তাদের প্রিয় এবং কাঙ্ক্ষিত আদর্শকে খোঁজে বেড়ায় শাক্তিমান তেজোদীপ্ত পুরুষের মধ্যে। পুরুষের শৌর্য, বীর্য, সাহস, সুনাম, প্রতিপত্তি নারীকে মুগ্ধ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্ব, খেলাধুলায় শ্রেষ্ঠত্ব, বক্তৃতায় সফলতা, রচনায় মাধুর্য ইত্যাদি গুণে মুগ্ধ হয়ে নারীরা সে সকল পুরুষকে দেখার পূর্বেই ভালোবেসে ফেলতে পারে। বিখ্যাত অভিনেতাদের প্রতি বহু নারী আকৃষ্ট হয়। লেখকের লেখা পাঠ করে বা সুখ্যাতি শুনে অনেক নারী তার প্রেমে পড়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অনেক ক্ষেত্রে শৈশবে, বাল্যে বা কৈশোরে কারো কোন শারীরিক বিশেষত্ব বা ভঙ্গী অত্যাধিক মনঃপুত হয়ে পড়ার দরুন হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

---

[১৮] কিমিয়ায়ে সায়াদত পৃ: ৩৪৫

এরূপ বিশেষত্ব বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে যৌবনে দেখতে পেলেই এর প্রতি হৃদয় অনুরক্ত হয়ে পড়তে পারে। মনের পূর্ব প্রস্তুতি নর ও নারীকে প্রেমে পড়তে উম্মুখ করে রাখে। এরপরই উপযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে এর প্রকৃত সূচনা দেখা যায়। এ সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ দৈব বা আকৃস্মিক হতে পারে। পার্টিতে বসে দৃষ্টি বিনিময়, পথিপার্শ্বে বাক্য বিনিময়, এভাবে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেও প্রেমের সূচনা হতে পারে এবং হয়েও থাকে। "ছেলেটি ভারী সুন্দর সুশ্রী, কথার ভঙ্গীও কী মধুর! আমার দিকে তার বক্র দৃষ্টির মানে কি?" বিদ্যুৎ চমকের মত এরূপ ক্ষণিক ভাবাবেশে পরবর্তীকালে উম্মাদনার সৃষ্টি করে। প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেম সূচিত হওয়ার পরে প্রেমিকের দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন এবং মনমুগ্ধ হয়ে যায়। প্রেমাস্পদের অনুপস্থিতিতেও তার কল্পনায় এর মন ভরে উঠে। সকল রূপের প্রতীক এই ইনি। সকল গুণের অধিকারী এই ইনি। সকল পবিত্রতা, মাধুর্য, গরিমা, মহিমা যেন একত্রিভূত এই এতেই। মনের মানুষটি ইনিই বলে মনে হয়।

বিখ্যাত স্যার রিচার্ড বার্টন। যিনি সংস্কৃতি 'কামসূত্র' আরবী 'আরব্য উপন্যাস ও 'সুগন্ধি কানন' ইত্যাদির অনুবাদক। তিনি নানা দেশে পরিভ্রমণ করেন এবং বুলোন শহরে তার সাথে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারী মিস ইসাবেলের সাক্ষাৎ ঘটে। এই নারীর মনের মানুষটি ইনিই' বলে মনে হয় এবং শুধু একবার দেখেই তিনি তার বোনকে বলেন "এই ভদ্র লোকটি আমাকে বিয়ে করবেন।" পরের দিন স্যার রিচার্ড বার্টন, দেখা দিয়ে দেওয়ালে খড়িমাটি দিয়ে লিখে নিবেদন করলেন, 'আপনার সাথে কথা বলতে পারি কি? তিনি জবাবে লিখলেন– "না, মা রাগ করবেন।" মা লেখা দেখে রাগও করেছিলেন। পরে বন্ধু-বান্ধবীর সহযোগিতায় উভয়ের সাক্ষাত ঘটে এবং অল্প পরিচয়ের পরেই বুলোন শহর ছেড়ে যেতে হয়। তিনি ভাবলেন, "আর কি দেখা হবে?" এরপর স্যার বার্টন সাহেব হজ্ব যাত্রী সেজে মক্কা মদীনা পর্যন্ত প্রবেশ করেন। কেউ তার সঠিক পরিচয় পায়নি। অতঃপর ভারতে আসেন। তারপর সোমালিল্যান্ড অভিযানে আহত হয়ে বিলাতে ফেরেন। কিছু দিন পর আবার ক্রিমিয়ান যুদ্ধে যোগদান করেন। বেচারী ইসাবেলা বছরের পর বছর অপেক্ষায় থাকেন। অবশেষে সাক্ষাত ঘটে এবং কয়েকদিন পরেই স্যার রিচার্ড বার্টন সাহেব, বিবাহের প্রস্তাব করে বলেন, "এক্ষুণিই উত্তর দিতে হবে না, ভেবে বলবেন। এবার প্রেমিকার উদ্দীপ্ত উত্তর শুনুন : আমার ভাবার দরকার নেই। আপনাকে দেখার পর থেকেই ছয় বছর যাবৎ ভেবে এসেছি। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আপনাকে পাবার প্রার্থনা

করেছি, আপনার জীবনযাত্রার প্রতিধাপ লক্ষ্য করে এসেছি। আপনার লেখা প্রত্যেকটি শব্দ পড়েছি। আর আপনার সঙ্গে এক টুকরো রুটি আর তাবুই হবে আমার সারা দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী হবার চেয়ে বেশি কাম্য। তাই আমি এক্ষুণি বলছি হ্যাঁ, হ্যাগো, হ্যাঁ! আমি রাজি"!!!

বলুনতো! কি আত্মসমর্পণ!!

তবুও নানা বাধা-বিপত্তির দরুন আরো ৪ বছর পর তাদের বিবাহ হয়। তাদের প্রেম সারা জীবন অটুট অক্ষয় থাকে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মেয়েই সৌন্দর্যের চেয়ে অর্থকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাছাড়াও এক একজনের রুচি এক এক ধরণের। তাই একেকজন একেক স্টাইলের মানুষদের পছন্দ করে থাকে। কেউ পছন্দ করে সৌন্দর্য, কেউ স্মার্টনেস। কেউ ডান পিঠে, কেউ সাহসী, চঞ্চল, কেউ অর্থ, ঐশর্য, আবার কেউ মুখের মিষ্টি কথা এবং মিষ্টি হাসিকে। তবে বেশিরভাগ মেয়েরাই পছন্দ করে স্মার্ট বুদ্ধিত্বা এবং নরম ও ভদ্র মানুষটিকে। আবার কারো বেলায় সে তার পছন্দটি সে নিজেই জানতে পারে না, অন্যলোক কিভাবে জানবে। কার কখন কিভাবে কাকে পছন্দ হয়ে যায়, সে ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। প্রেম এমনই বিষয় যা বুঝাপরা করে হয় না।

পুরুষ কখন নারীর প্রেমে পড়ে?

পুরুষ তার অভিলাষিত বা কাঙ্ক্ষিত আদর্শকে খুঁজে বেড়ায় সুন্দরী মমতাময়ী, নমনীয়া নারীর মধ্যে। বিখ্যাত অভিনেত্রীদের প্রতি বহু পুরুষ আকৃষ্ট হয়। পড়া শুনায় ভাল রেজাল্ট, লেখিকার লেখা, সুন্দর ও মিষ্টি কণ্ঠ বা তার সুখ্যাতি শুনে অনেক পুরুষ তার প্রেমে পড়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এলিজাবেথ শৈশব থেকেই রুগ্না ছিলেন। ঘরের মাঝে রোগশয্যায় তিনি মনের উচ্ছ্বসে কবিতা লিখতেন এবং এরূপ কতগুলো কবিতা প্রকাশিতও হয়। তার একটি কবিতায় রবাট ব্রাউনিং এর একখানা গ্রন্থের সুখ্যাতি করা হয়। ব্রাউনিং এতে মুগ্ধ হয়ে পত্রালাপ শুরু করেন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর প্রেমের সূচনা হয়। উভয় কবি দেখা সাক্ষতের পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু এলিজাবেথের পিতা প্রচণ্ডভাবে বাধা দেন। পিতার অনুপস্থিতিতে এলিজাবেথ গীর্জায় গিয়ে ব্রাউনিং এর সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন এবং দেশ ছেড়ে ফ্রান্স হয়ে ইতালিতে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। উভয়েই কবিতা চর্চা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এলিজাবেথের রোগের উপশমও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং ১৫ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্য সুখ অতিবাহিত করে তিনি পরপারে চলে যান। এলিজাবেথের সংস্পর্শে

ও সাহচর্যে ব্রাউনিং-এর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়। মনের পূর্ব প্রস্তুতিও প্রেমে পড়তে উন্মুখ করে রাখে, এর পরই উপযুক্ত নারীর সাক্ষাত এর প্রকৃত সূচনা দেখা যায়। এ সাক্ষাত সম্পূর্ণ বৈদ বা আকস্মিক হতে পরে। কোন পার্টিতে (ভোজ অনুষ্ঠানে) বা অনুষ্ঠানে বসে দৃষ্টি বিনিময়, বাক্য বিনিময়, এরূপ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেও প্রেমের সূচনা হতে পারে ও হয়ে থাকে। "মেয়েটি ভারী সুন্দর, আমার দিকে তার বক্র চাহনির মানে কি?" বিদ্যুৎ চমকের মত এরূপ ক্ষণিক ভাবাবেশে পরবর্তীকালে উন্মাদনার সৃষ্টি করে। প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেম সূচিত হওয়ার পরে প্রেমিকের দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন এবং মন মুগ্ধ হয়ে যায়। প্রেমাস্পদের অনুপস্থিতিতেও তার কল্পনায় উহার মন ভরে উঠে। সকল রূপের প্রতীক এই ইনি, সকল গুণের অধিকারী এই ইনি, সকল পবিত্রতা, মাধুর্য, গরিমা, মহিমা যেন একত্রীভূত এই ইনাতেই।

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুন্দর সকল সাধের সাধনা"

আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা।

লাইলীর কুকুরকে জড়িয়ে ধরে মজনুর আত্মনিবেদন অপরের নিকট হাস্যকর মনে হতে পারে; কিন্তু প্রেমাস্পদের সাহচর্য লাভ করেছিল বলেই কুকুরও তার নিকট প্রিয়। মজনুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, লায়লীর দেহে এত রূপ কোথায়? সে উত্তর করেছিল–

লায়লীর রূপ উপভোগ করতে চাইলে আমার চোখ দিয়ে দেখ। প্রেমিকের কাছে প্রেমাস্পদের চেহারার মলিনতা উবে যায় (অদৃশ্য হয়ে যায়) তার চরিত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি উড়ে যায়। প্রেমিক তার সর্বাঙ্গ সুন্দর মনে করতে থাকে। এ অবস্থায় প্রেমাস্পদ প্রকৃত সত্তা হারিয়ে, প্রেমিকের স্বকল্পিত এক আদর্শ জীবে পরিণত হয়। তার দোষ-ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রেমিকের চোখে পড়েই না। প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে স্বীকৃত, সম্মতি, অনুমোদন প্রেমিকের মনে অনির্বচনীয় আনন্দ ঢেলে দেয়, তার বিরাগ ও বিতৃষ্ণা দারুন উদ্বেগের বিষয় হয়ে পড়ে।

আধুনিক ছেলে মেয়েরা কোন ধরনের মেয়েদেরকে প্রেমের জন্য বাছাই করে?

প্রেমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি। সহজে কারোটার সঙ্গে কারোটা মেলে না। তবে সব হিসেবে নিম্নে উল্লেখিত মেয়েদেরকে বেশিরভাগ ছেলেরা প্রেমের জন্য বেছে নেয়।

ছেলেদের পছন্দের ক্ষেত্রে আরও একটি মজার বিষয় লুকিয়ে থাকে, তা তারা সহজে স্বীকার করতে চায় না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমনটি দেখা যায়। অর্থাৎ পুরুষরা একধরনের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে আগ্রহী; কিন্তু বিয়ে করতে আগ্রহী আরেক ধরনের মেয়েদের যেমন–

যাদের সাথে প্রেম করতে আগ্রহী

১. যে মেয়ে খুবই স্মার্ট ফ্যাশানেবল এবং চঞ্চল।
২. যে মেয়ে নাটক, গান, ফ্যাশন করে চলে এবং ফ্রি মাইন্ডের হয়।
৩. যে মেয়ে বন্ধু হতে বেশি ভালোবাসে।
৪. যে মেয়ে সুন্দরী এবং রূপযৌবনে আকর্ষণীয়।
৫. যে মেয়ে অল্পতেই প্রেমে পরে যায় ইনজয় ফূর্তি করতে ভালোবাসে।
৬. যে মেয়ে গল্প করতে এবং আড্ডা মারতে পছন্দ করে।
৭. যে মেয়ে বেশি বেশি ডেটিং করতে আগ্রহী।
৮. যে মেয়ে লোভী, অর্থ খরচ করলে সব কিছু করা যায়।
৯. যে মেয়ে খুব কামভাব দেখায় এবং অঙ্গ দুলিয়ে বা দেখিয়ে চলে।
১০. যে মেয়ে অতিসহজে তার প্রেমিকের চাওয়া পূরণ করে।

আর যাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী

১. যে মেয়ে স্মার্ট রুচিশীল ভদ্র এবং অশালিন পোশাক পরে না এবং লজ্জাশীল।
২. যে মেয়ের কোন দুর্নাম নেই।
৩. যে মেয়ের পিতার নাম ডাক আছে ও অর্থশালী এবং সে তার বাপ ভাইয়ের সম্মান নিয়ে চিন্তা করে।
৪. যে মেয়ে অপ্রয়োজনীয় কথা খুবই কম বলে।
৫. যে মেয়ে শরীরের আকর্ষণীয় স্থানগুলো ঢেকে রাখে।
৬. যে মেয়ে ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী।
৭. যে মেয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগী এবং ক্লাসের ভাল ছাত্রী
৮. যে মেয়ে সহজেই কারো সঙ্গে প্রেম করতে চায় না।

৯. যে মেয়ে চাপাবাজ, উচ্চ আকাঙ্ক্ষী ও অহংকারী নয়।

১০. যে মেয়ে ডিটিং করা পছন্দ করেনা এবং নিজেকে পবিত্র ও তার সতীত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে চায়।

১১. যে মেয়ে ছেলেদের সাথে হাসি ঠাট্টা, ফান ইত্যাদি করা থেকে দূরে থাকে।

১২. যে মেয়ে নির্জনে কোন ছেলেদের সাথে বসে না।

প্রেমের মহাত্ম বা গৌরব

প্রেমিক-প্রেমিকার কাঙ্ক্ষিত প্রেম যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন উভয়ে উভয়কেই আরাধ্য মনে করে। এ অবস্থা মানব জীবনে সর্বাপেক্ষা তৃপ্তিকর। সর্বতোভাবে দেহমনের সুখ, শান্তি ও উন্নতির কারণ। প্রেমিক-প্রেমাস্পদের জীবন ধন্য। এ প্রেম পরশমণি এটা নীচকে মহৎ, নিষ্ঠুরকে সহৃদয়, স্বার্থপরকে ত্যাগী ও ভীরুকে সাহসী করে। এ প্রেমের সুর কাব্য, সহিত্য, ধর্মে ঝংকৃত। এই প্রেমের মহাত্ম, মহিমা গৌরব সকল দেশে সকল সুরে গীত। এরূপ প্রেমের খাতিরে অর্থ, প্রতিপত্তি এমনকি সিংহাসন ছেড়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। কিছু কাল পূর্বে ইংলেন্ডের রাজা এড ওয়ার্ডের পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর থাকার স্বাধও হেলায় ছেড়ে দেয়ার কারণ প্রেমাস্পদের মিলন কামনা। প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিক সর্বপ্রকার দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু এ ধরনের প্রেমিক- প্রেমিকা এখন খুঁজে পাওয়া দুস্কর। যাদুঘরে গিয়ে খোঁজার মত হয়ে পড়েছে। কারণ বর্তমানের শতকরা ৯৯% প্রেমিক-প্রেমিকেরাই স্বার্থ ফুরালে, প্রেমিকাকে ভোগ করতে পারলে, বিভিন্ন কৌশলে কেটে পড়ে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে খাঁটি প্রেম মনে হলেও আসলে তা মেকি বা নকল। আবার কেউ কেউ প্রেম করে থাকে– প্রেমিকার বাপ, ভাই বা অন্য কোন নিকটাত্মীয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। অথবা বিভিন্ন মেয়েদেরকে ভোগ করার জন্য। কিছু কিছু মেয়েরা বিভিন্ন ছেলেদের থেকে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধ নেয়ার জন্যই তারা প্রেমের অভিনয় করে থাকে। নষ্টা লেখিকা তাসলিমা নাসরিন এ কাজটি ভালোভাবেই রপ্ত করেছিল।

ভালোবাসা নয় রূপভোগ লিপ্সা বা মোহ কিছু

মনের অকেগুলো ভাব আছে। তার সবগুলোকেই কেউ কেউ ভালোবাসা বলে। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়; বরং প্রকৃত ভালোবাসা হচ্ছে মনের যে অবস্থায়

অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জন করতে স্বতঃ প্রস্তুত হই এটাই প্রকৃত ভালোবাসা। সেজন্য রূপবতীর রূপভোগ লালসা-ভালোবাসা নয়। যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধাকে খাদ্যের প্রতি প্রণয় বলতে পরিনা, তেমনই কামাতুরের চিত্ত চাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালোবাসা বলা যায় না।

প্রেম হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণাবলী যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত (গ্রহণকৃত বা স্বীকৃত) হয়, হৃদয় সে সকল গুণে মুগ্ধ হয়ে তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট ও সঞ্চালিত হয়। তখন গুণাধরের সংসর্গ লিপ্সা তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে।

গুণজনিত প্রণয় বা ভালোবাসা চিরস্থায়ী বটে; কিন্তু গুণ চিনতে সময় লাগে। সেজন্য এ প্রেম একেবারে হঠাৎ বলবান হয় না। ক্রমে সঞ্চারিত হয়; কিন্তু রূপ ভোগের লিপ্সা যাকে রূপজ মোহ বলে তা এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হবে। তার প্রথম বল এমন দুর্দমনীয় হয় যে অন্য সকল বৃত্তি তাদ্বারা বিলুপ্ত হয় এই মোহ কি? এটা স্থায়ী প্রণয় কিনা? জানবার শক্তি থাকে না, তাই অনেকেই অনন্তকাল স্থায়ী প্রণয় বলে এটাকে বিচেনা করে থাকে, এটা চরম ভুল।

শিশুরা জ্ঞান উন্মোষের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞাত কারণেই নিজেদের প্রিয়জন নির্ধারণ করে ফেলে। কারো পিতাকে ভালো লাগে, কারো মাতাকে। এই ভাল লাগা বা মৃদু তৃপ্তির ঘনীভূত অবস্থাই হচ্ছে প্রেম। এই প্রেম বা ঘনীভূত প্রণয় মানবজীবনে যে কোন সময়ে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠতে পারে। তবে সাধারণত যৌবনের প্রারম্ভতেই এর উন্মেষের প্রশস্ত সময়। এটা লিঙ্গ নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তিতে নিবদ্ধ হতে পারে। তবে বিপরীত লিঙ্গে হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রেম করে বিবাহ করতে চাওয়ার আরেকটি কারণ

অনেক মা-বাবা কিংবা অভিভাবকরাই ছেলে মেয়েদের সঠিক পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকেন। ইতিপূর্বে তারা অথবা অন্য পরিবারের অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের জন্য সঠিক পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনে ভুল করেছেন। কিংবা সঠিকভাবে সে দায়িত্বটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সন্ত ানদের জীবনকে নরকে ঠেলে দিয়েছেন। তাদের সংসারে এখন অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। যে কারণে তারা অভিভাবকদের প্রতি আস্থা হারিয়ে নিজেরাই নিজেদের পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে ফেলে এবং বিয়ের পর যেন কোন ঝামেলা না বাঁধে এবং প্রতারিত হবার কোন আশংকা না থাকে, সে কারণে তারা প্রেম করতে থাকে। পরস্পরে যখন গভীর সম্পর্ক হয় তখন তারা ডেটিংয়ে যান। কেউ কেউ তো এমনভাবে জেনে নেয় যে, বিয়ের পর আর জানার তেমন

আগ্রহ থাকেনা। যাই হোক, অভিভাবকদের ভুলের কারণে কিংবা অভিভাবকগণ সঠিক পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করতে পারবে না এ আশংকায় তারা প্রেম নামক আত্মঘাতিতে ঝাঁপ দেন।

প্রেম ও ভালোবাসার নামে প্রতারণা ও তার পরিণাম

প্রেম ও ভালোবাসার নামে একের আড়ালে অন্যকে প্রতারণার ব্যবসা খুব জমজমাট হয়ে উঠেছে। কেননা সমাজ এখন অনেক উদার হয়ে গেছে। যদিও ব্যভিচারী স্ত্রীকে স্বামী ও ব্যভিচারী স্বামীকে স্ত্রী কোন দিন ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেনি। তবুও প্রেম, ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের নামে এ অবাধ এবং অবৈধ ণারীরিক লেনদেন চলতেই আছে। উপমহাদেশীয় সমাজে অপেক্ষাকৃত আগের যুগে বাড়ীর যুবতী মেয়ে-বউরা বাড়ীর বাইরে গেলে কাউকে সাথে করে নিয়ে বেরুত। কেননা, সেখানে অপরিচিত পুরুষের পাল্লায় পড়ে সতীত্ব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করা হত; কিন্তু এ যুগে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। মহিলারা স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, বাজার মার্কেটও রাস্তা-ঘাট সর্বত্রই অবাধে চলাচল করে। সে ক্ষেত্রে অপরিচিত পুরুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি যুবতী গৃহবধূ বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার নাম করে তাকে স্কুলে পাঠিয়ে পরপুরুষের সাথে অবাধ এবং অবৈধ দৈহিক লেনদেনের সুযোগ সুবিধে ভোগ করছে। পক্ষান্তরে একই সুযোগ ভোগ করছে পুরুষরাও। প্রেম ভালোবাসাও বন্ধুত্বের নামে, একের আড়ালে অন্যকে প্রতারণা করে ভোগ করার ব্যবসা জমজমাট করে তুলছে।

* বিবাহপূর্ব জীবনে দৈবৎ প্রেম সংঘটিত হয়ে গেলেও যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা নীতি ও নৈতিকতার দিক দিয়ে তা অবৈধ এবং অন্যায়। যৌন-আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য বিবাহিত জীবনের জন্য অপেক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত। প্রেম ও ভালোবাসার নামে এবং ভবিষ্যতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এরকম পাক্কা অঙ্গীকার সত্ত্বেও যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলাও মহা অন্যায়। তাতে, পরিবারে ও সমাজে ব্যাপক অকল্যাণ ও অশান্তি দেখা দিয়ে থাকে। আমি এক মেয়ে সম্পর্কে জানি যে, এক ধনী যুবকের প্রেমে পড়েছিল, বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মেয়েটি ইজ্জত-সম্ভ্রম সব দিয়েছিল; কিন্তু পরে সে ছেলেটি তাকে আর বিয়ে করেনি। একরম ঘটনা দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই উঠে আসছে।

প্রতারণার ঘটনা ছেলে/মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে

আমাদের সমাজ পুরুষ প্রধান হওয়ার দরুন, পুরুষের আর্থিক-নির্ভরতার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। যদি কুমারী মেয়ে বা বিধবা নারী গর্ভবতী হয়, তাহলে সমাজে তা নিন্দনীয় ও ত্যাজ্য বলে বিবেচিত হয়। আর নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে ঐ গর্ভবতী রমণী যতটা দোষী, ঠিক ততটাই দোষী ঐ পুরুষটি যে এই গর্ভসঞ্চার করেছে। তবে নারীর দোষ বেশি বলে বিবেচিত হবে। কেননা সামাজিক স্বীকৃতি ব্যতীত এবং সমাজকে না জানিয়ে যে অপকর্ম সে করেছে, তার দায় এবং দায়িত্ব কে নেবে? এ ধরনের অপকর্মকে ধর্ম বা সমাজ কেউই স্বীকৃত দেয় না। সে কারণে বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মে সেই অপকর্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে।

নৈতিক দিক থেকে বিবাহিত জীবনের বাইরে পুরুষ যদি যৌনজীবন অতিবাহিত করে, তাহলে তো সে দোষী সাব্যস্ত হবেই। আর এক্ষেত্রে ঐ নারীর গর্ভে সন্তান জন্মালে, ঐ ব্যক্তি যদি এর দায়িত্ব স্বীকার না করে, তাহলে সে এক জঘন্য বিশ্বাসঘাতক বলে প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে, আমাদের সমাজে এ ধরনের সন্তানের দায়িত্ব স্বীকার করার কোন ব্যবস্থা স্বীকৃত নেই। এ ক্ষেত্রে অবৈধ গর্ভবতী রমণীর দায়িত্ব হল তার গর্ভস্থ সন্তানের প্রকৃত পিতাকে তা প্রমাণ করা; কিন্তু অপ্রিয় হলেও একথা সত্য যে, পুরুষ সে দায় স্বীকার করে না। আর এ ধরনের নারীকে সমাজে কুষ্ঠব্যাধির ন্যায় ঘৃণার চোখে দেখা হয়ে থাকে। আর এভাবেই তার সামাজিক-আর্থিক পুরো জীবনটাই ধ্বংস হয়ে যায়। নারী স্বাধীনতার প্রবক্তারা যে যাই বলুন, তিনিও কিন্তু নিজের স্ত্রীর গর্ভে অন্য পুরুষের ঔরসজাত সন্তানকে মেনে নেন না। সেজন্য এ ক্ষেত্রে নারীর দায় এবং দায়িত্ব অনেক বেশি। আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ, জন্মদাতা পুরুষ চরিত্রহীনটিকে সেখানে কেউ দেখতে পায় না। দেখতে পায় ঐ গর্ভবতীকে যে অন্যের অবৈধ সন্তানের বোঝা বয়ে বেড়ায়। সে জন্য বেশি দোষী বলে সাব্যস্ত করা হয় ঐ অবৈধ গর্ভবতীকে। প্রতারণার ঘটনা ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। তাই বিয়ের পূর্বে কোন অবস্থাতেই যেন যৌনমিলন না ঘটানো হয়। এর পরিণাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খারাপ হয়।

তাছাড়া প্রেম-ভালোবাসার নামে এভাবে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পর প্রতারণার মতো ঘটনা ঘটলে, উভয়ের প্রতি উভয়ের ঘৃণা-হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তা জানাজানিও হয়ে যায় এবং এই জানাজানি এক পর্যায়ে কুৎসা বা অপপ্রচারে পরিণত হয়। এতে উভয়ের জীবনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পরিণামে তাদের জীবনে হতাশাও বিকৃতিও দেখা দেয়। আত্মহত্যার মতো ঘটনাও ঘটতে

দেখা যায়। এছাড়া একে অন্যের দ্বারা এভাবে প্রতারিত হওয়ার পরিণামস্বরূপ পরবর্তী পর্যায়ে ব্যক্তিগত জীবনে তারা এই প্রতারণার পন্থাই অবলম্বন করে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না বা করতে পারে না। এভাবে তাদের সারা জীবন কেটেও যেতে পারে।

অবৈধ সম্পর্কের দরুন যে নারীটি গর্ভবতী হলো, যদি এ প্রমিক ছেলেটি সে অবস্থায় তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়, তাহলে আরো মারাত্মক সমস্য সৃষ্টি হয় এবং তার তিনটি উপায় অবশিষ্ট থাকে।

প্রথমত, কোন না কোন প্রকারের দাওয়াই দিয়ে বা জোর করে বিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয়, গর্ভপাত করানো যেতে পারে।

তৃতীয়ত, এক জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে।" যদি অন্য কোন পুরুষ এই অবস্থায় দয়া দাক্ষিণ্য দেখিয়ে বা অর্থের বিনিময়ে অথবা প্রেমের অতিরিক্ত অন্য কোন কারণে সেই অভাগীকে বিয়ে করে নেয়, তাহলে তো একদিক দিয়ে সে সমস্যার কিছুটা সমাধান হল; কিন্তু অন্যপক্ষে তা আরো জটিলতর হয়ে যায়। অবশেষে বাকী থাকল গর্ভপাত। এই গর্ভপাত কোন স্থায়ী সমাধান নয়। যদিও এই মূর্খতাপূর্ণ সমাজে এর সমাধান অনেকটা সুবিধাজনক। বাকী থাকে জারজ সন্তান জন্মানোর সম্ভাবনা। এ এক জঘন্যতম অপরাধ। কেননা গর্ভের সন্তানটি দুনিয়ার মুখ দেখার পর সারাটি জীবন তাকে দূর্ভাগ্য আর মানসিক যন্ত্রণার বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়। একজন মায়ের জন্য এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে।

এখানে এতসব কথা বলার প্রধান উদ্দেশ্য হল। কিশোর-কিশোরীরা, যুবক যুবতীরা ভালো মতো জেনে নিক যে, বিবাহের পূর্বে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলার বিপদটা কোথায়?

আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, অবৈধ প্রেম থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা। আর যদি হয়েই যায়, তাহলে বিবাহের পূর্বে যৌন মিলন থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা। আর যদি শয়তানের বা নফসের প্ররোচনায় অথবা প্রেমিকের জোরাজোরিতে যৌন মিলন হয়েই যায় কিংবা ধর্ষণের কারণে হয়। তাহলে অতি তাড়াতাড়িই ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হওয়া। অথবা নিজ মায়ের সাথে বা বড় বোনের সাথে পরামর্শ করা এবং গর্ভসঞ্চার হতে না দেওয়া। আর যদি গর্ভসঞ্চার হয়েই যায় তাহলে প্রাণ আসার পূর্বেই তা খালাস করে ফেলা। অন্যথায় নিজের মান সম্মান তো যাবেই, মা-বাবাও বংশের কলঙ্কও ডেকে নিয়ে আসবে। সে কারণে প্রেম-

ভালোবাসা বা বিবাহের পূর্বেই যৌন বিজ্ঞান সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেয়া উচিত। এ সম্পর্কে লেখকের একটি গ্রন্থ বাজারে রয়েছে যার নাম "পবিত্র জীবন ও পবিত্র যৌন বিজ্ঞান" এটি সংগ্রহে রাখা যেতে পারে।

প্রেম কোন যুগেই থেমে ছিল না

অপ্রিয় হলেও একথা সত্য যে, কোন সমাজই প্রেম ও ভালোবাসার নামে নারী-পুরুষের অবাধ এবং অবৈধ মেলামেশাকে সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেয়নি। তা সত্ত্বেও প্রেম কোন যুগেই থেমে ছিল না, আজও নেই। সম্ভবত ভবিষ্যতেও থাকবে না। নারী থাকলে পুরুষের মনে, পুরুষ থাকলে নারীর মনে আবেগের ঢেউ জাগবেই। তা আসবে সমুদ্রের জোয়ার ভাটার ন্যায় প্রাকৃতিক নিয়মে। তা সমাজ তাকে ভাল চোখে দেখুক বা না দেখুক। আর একথা কেউ স্বীকার করুক বা না করুক– পৃথিবীতে যত হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি ও অশান্তিই থাকুক না কেন, সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে দুনিয়াব্যাপী যে একটি মানবীয় ঐক্য বজায় রয়েছে, তার মূলে রয়েছে এই প্রেম।

বিয়ের পর প্রেম-ভালোবাসার জোশ বা আবেগ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায় কেন?

বিয়ের পূর্বে যেখানে একজন আরেকজনের জন্য পাগলপ্রায়। দু'জন দুজনের কাছে সবচেয়ে বেশি কাম্য ও গুরত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। তাদের কাছে দুনিয়ার আর সবকিছু গৌণ বা অপ্রধান এবং একে অন্যে তাদের নিকট সবচেয়ে মূখ্য বলে মনে হয়। একজনকে কিছু সময়ের জন্য না দেখলে দিল মন, অন্তর আত্মা জ্বলে পুরে ছাই হয়ে যেতে চায়। আর যদি বিয়ের সম্ভাবনা না থাকে, তখন আত্মহত্যার জন্য বিষপান আর গলায় ফাঁসানোর জন্য রশির খোঁজ পড়ে; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিয়ের পর কঠোর-কঠিন বাস্তববতার মুখেমুখি হলে চিত্র সম্পূর্ণ বদলে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। এর কারণ কী? এ প্রশ্নটা আসাই স্বাভাবিক।

এর সবচেয়ে সহজ সরল উত্তর এবং কারণ হল, অবিবাহিত জীবনের প্রেমটা হল, "ঘরের খেয়ে বনের মেষ তাড়ানো।" সেখানে ভরণ-পোষণের জন্য কেউ কারো কাছে দায়বদ্ধ থাকেনা। ঘরে খেয়ে, ঘরের পরে আর হাত খরচের টাকা বাঁচিয়ে চুটিয়ে প্রেম চলে। খরচ কখনো প্রেমিক বহন করে, কখনো বা প্রেমিকা।

কল্পনার রঙিন চশমা চোখে দিয়ে সময়ের কাল্পনিক ভেলায় চড়ে সময়টা বেশ কাটে। অতিরিক্ত আবেগের বশে মনে হয় সারাটি জীবন এভাবেই চলবে; কিন্তু বিয়ের পরে যখন বাস্তবের কঠোর কঠিন মাটিতে পা রাখা হয় তখন সে আবেগের বেগ কমে যায়। আর কল্পনার রঙিন চশমা ফিকে হয়ে যায়। তখন প্রেমিকার কাছে প্রেমিক আর প্রেমিকের কাছে প্রেমিকা যেন পর মনে হয়। কারণ বিবাহের পূর্বে উভয়েই নিজেদের ছোট খাট ভুল ভ্রান্তিগুলোকে এড়িয়ে চলে, শুধুমাত্র বিবাহের উদ্দেশ্য; কিন্তু পরে সে ভুল ভ্রান্তি সহ্য করার ক্ষমতা থাকেনা। তাছাড়া বিয়ের পর দম্পত্তি যৌথ পরিবারে খাপ খাওয়াতে পারেনা। বিয়ের পূর্বের বুঝা-পড়া বাস্তব জীবনে বিফল হয়ে যায়। কারণ বিবাহ পরবর্তী সমস্যাগুলো ভিন্ন ধরনের।

ভালোবাসার বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকে চায় যে, বিয়ের পূর্বে কসম খেয়ে খেয়ে যে সব প্রতিশ্রুতি দেয়া হত, সেগুলোর বাস্তবায়ন ঘটুক; কিন্তু ভালোবাসার পরবর্তী বিয়ের পর পুরুষ উপার্জনের তালাশে এবং নারী ঘরোয়া কাজে মগ্ন হলে পূর্বের কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়ে যায়। অবমূল্যায়নের অনুভূতি ও ঝগড়ার কারণ হয়ে যায়। তাছাড়া প্রেম-ভালোবাসার সময় পাত্র-পাত্রী একে অপরের আদর সোহাগ স্নেহ-মমতাই দেখে, শাসন ভর্ৎসনা দেখেনা। যখন বিবাহ হয়ে যায় তখন নারীর উপর সাংসারিক অনেক দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়। স্বামীর পক্ষ থেকে তার কাজ কর্ম লক্ষ্য করা হয়। ভালো মন্দ কাজের প্রতিক্রিয়া হয়। স্বামীর পছন্দ মত কর্ম না হলে মনের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্টির ভাব জন্মে। ধীরে ধীরে পূর্বের ভালোবাসার মাঝে ভাটা পড়ে যায়। স্বামী মনে করে এ প্রেমের বিবাহ আমার চরম ভুল হয়ে গেছে। আমি একজন অকর্মা ও বাজে মেয়েকেই বিবাহ করেছি।

অন্যদিকে স্ত্রী যেহেতু বিবাহের পূর্বে আদর সোহাগ ও প্রীতি-ভালোবাসা উদারতা দেখেছে, স্বামীর শাসন দেখে নাই তাই তাকে ভালো লেগেছিল। আর এখন যেহেতু শাসন দেখছে, আর শাসন তার মনপুত হচ্ছে না, তাই সেও মনে করে তার প্রেম ভুল হয়েছে। এখন সে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে বলে, আমি প্রতারিত হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছি। ছলনার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছি। এভাবে কত প্রেমের ঘর যে ভেঙ্গেছে আবহমানকাল তার হিসেব রাখেনি।

প্রেম-জনিত কারণে প্রেমিক/প্রেমিকার ঘর ছেড়ে পালানোর ঘটনা অধিকাংশ ঘটেই থাকে। সে ক্ষেত্রে ঘটনাটি তুলনা করা যায় উড়ন্ত দুই কপোত-কপোতীর সাথে। উড়তে উড়তে, চলতে চলতে সাথের অর্থকড়ি একসময় নিঃশেষ হয়ে

যায়। আর তখন প্রেমিকের কাছে প্রিয়ার কালো চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, পৃথিবীটা আবছা মনে হয়। মাটির পৃথিবীতে স্বর্গের স্বপ্নের নীড় বাঁধার স্বপ্ন রাতের অন্ধকারে জোনাকির মতো মিলিয়ে যায়। এমতাবস্থায় এমন ঘটনার দৃষ্টান্তও আছে যে, প্রেমিক তার প্রেমিকাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। প্রেমিকার অবস্থা তখন হায় হায় কী উপায়? পরিণামে সেই প্রেমিকা কখনো বা দালালের খপ্পরে পড়ে বিক্রি হয়ে গেছে, আবার কখনো বা তার স্থায়ী ঠিকানা হয়েছে পতিতালয়ের অন্ধকার কুঠোরিতে।

পূর্বে দৃষ্টান্তগুলোতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নানান সমস্যার কারণে প্রেমঘটিত বিয়ে অধিকাংশই স্থায়ী হয় না। প্রেম পরস্পরের প্রতি শারীরিক ও মানসিক মনঃসংযোগ করে মাত্র; কিন্তু এটাই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের শেষকথা নয়। আবার নয় নয় করেও জীবন খুব একটা ছোট নয়।

প্রেমের অবাস্তব ও অপার্থিব অলঙ্করণ বা চিত্রণ।

কবি, সাহিত্যিক, উপন্যাসিক, ও গল্পকার তাদের গল্প-কাহিনী-উপন্যাস ও কবিতায় প্রেমকে বড়ই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং সে অনুযায়ী চলচ্চিত্রও নির্মাণ করা হয়; কিন্তু তা এমন মূর্খতাপূর্ণ ভঙ্গীতে চিত্রায়িত হয় যে, তা দেখে মনে হয়, প্রেম কোনো অপার্থিব ও অবাস্তব জিনিস, যেন তার সাথে জীব বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান তথা যৌন ও মনোবিজ্ঞানের কোন সম্পর্কই নেই। প্রেমকে এরকম অবাস্তব ও অপার্থিব রূপে চিত্রণ কাণ্ডজ্ঞানহীন ও মূর্খদের কাজ ব্যতীত অন্য কিছু বলে মেনে নেওয়া যায় না এবং এটা অতীব বিপজ্জনক ব্যাপার। এর বিষময় ফল আমাদের সমাজের সামনেই ফলে থাকে। এতে সন্দেহ নেই যে, প্রেম যৌন সম্পর্ককে একটা মহত্তর পর্যায়ে উন্নীত করে। পৃথিবীতে এর অনেক দৃষ্টান্তও রয়েছে; কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবেনা যে, প্রেমের পাত্র/পাত্রীরা রক্ত মাংসেরই মানুষ এবং তারা এই বাস্তব জগতেরই অধিবাসী। সেজন্য তাকে কেবল শারীরিক সুখ-শান্তির একমাত্র সাধন বলে মনে করা এবং তা থেকে উৎপন্ন সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকা খুবই ভুল কাজ। প্রেম এক স্বর্গীয় অনুভবের বস্তু ঠিকই, তবে কল্পনার রঙিন পাখায় ভর করে যতই ঊর্ধ্বেই ওঠা যাক না কেন, তাকে একসময় এই মাটির পৃথিবীতে পা রাখতেই হবে। একথা যেন কেউ ভুলে না যায় এবং নাজায়েয ও হারাম পদ্ধতি তথা অবৈধ পদ্ধতিতে যেন সংঘটিত না হয়। কারণ যার শুরুটাই হবে হারাম, তার শেষটায় কিভাবে হবে আরাম? তাই সংসার ভাঙ্গার বেরাম। শহর কিংবা গেরাম।

প্রেমের মধ্যে কামের প্রশ্ন কেন?

প্রেমের সংজ্ঞা, প্রেমের প্রকার ইত্যাদি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাই সব প্রেমে কামের প্রশ্ন আসে না। তবে যুবক- যুবতীদের প্রেমে কামের প্রশ্ন কেন আসে? সে বিষয়টি নিয়েই এখানে আলোচনা করা হবে। মনে রাখতে হবে মানুষের জীবনে প্রেম আসবেই। যেই দেহে হৃদয় আছে, সেই দেহে প্রেমও আছে। প্রেম ছাড়া হৃদয় কোন দিন বাঁচতে পারে না। প্রেম মানুষের জীবনের একটি অংশ। কারণ প্রেমের মাঝে পৃথিবীর রূপ সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়। প্রেমহীন জীবন ঘুনে খাওয়া বৃক্ষের মতো। যার মধ্যে প্রেম নেই সে মানুষ নয়। প্রেমহীন জীবন মৃত ব্যক্তির সমতুল্য। যুগে যুগে প্রেমই যুগিয়ে আসছে সৃষ্টির প্রেরণা।

এখানে যুবক- যুবতীর প্রেম নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। যে মেয়ে প্রেম করতে গিয়ে সংসারকে ভয় পায়, সে মেয়ে প্রেমের মূল্যই জানেনা। যুবক- যুবতীর প্রেম হয় যৌন কেন্দ্রিক এবং এ প্রেমের ব্যাপারে সবচেয়ে সহজ সরল মৌলিক শর্ত হল বিয়ে।

তাদের প্রেম অনেকটা চৌম্বিক সম্পর্কের মত। যৌবনের সাথে প্রেম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। প্রেম হচ্ছে যৌনতার প্রতীক। যৌবনের রহস্য উদঘাটন করার নামই প্রেম। যৌবনের সৌন্দর্যের মধ্যে একটা মাদকতা আছে। এই মাদকতাই যুবক যুবতীকে এবং যুবতী যুবককে আকর্ষণ করে মৈথুনক্রিয়ার দিকে। এই মাদকতাই তাদের মধ্যে সীমাহীন কামোত্তেজনা সৃষ্টি করে। আর দুইটি দেহের মানসিক ও শারীরিক মিলনের মাধ্যমে চরমতৃপ্তি লাভ করে। এর সাথে অদম্য সৃষ্টির সম্পর্ক রয়েছে।

একটু ব্যতিক্রমী হলেও কথাটি জর্জ বানার্ড শ'এর ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে। শ'এর উক্তি লাভ টাভ কিছু নয় এ হল মেয়েদের মা হওয়ার স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তি।' এই চরমতম কামপরিতৃপ্তির পরিণামে নারী মাতৃত্ব লাভ করে আর পুরুষ লাভ করে পিতৃত্ব। মূলত প্রেমের আড়ালে লুকিয়ে আছে সৃষ্টিকর্ম। তাই ক্লীব নংপুংস বা হিজড়াদের দ্বারা কোন সৃষ্টিকর্ম কোন কালেও হয়নি। তাই তাদের প্রতি কেউ আকর্ষণও বোধ করে না। যদি কেউ করে প্রেমের দৃষ্টিতে নয় তার সাথে বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার জন্যই আকর্ষণ বোধ করে।

কোন যুবতীকে যদি বলা হয় যে আমার জানামতে এমন একটি ছেলে আছে যার জ্ঞান-বিদ্যা, ইলম-কালাম, রূপগুণ, ধন-সম্পদ, শক্তি বল সামর্থ সুন্দর হাতের লেখা, সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী, কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার-সুরকার, ছন্দকার, উপন্যাসিক ইত্যাদি সব ধরনের গুণ রয়েছে, এমন ছেলে লাখে একজনও খুঁজে

পাওয়া যাবে না। তবে তার পুরুষাঙ্গ নেই সে হিজরা বা ক্লীব। তার সাথে কি তুমি প্রেম করবে কিংবা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে? আমার মনে হয় তাকে গলায় ছুড়ি ধরলেও তার সাথে প্রেম করা কিংবা তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি হবে না। অপর দিকে যদি বলা হয়, আমার জানামতে এমন একটি ছেলে আছে, যে গরীব, ধন সম্পদ নেই, এতো সুন্দরও নয় মোটামোটি লেখা পড়া জানে, তবে ছেলেটি সৎ এবং তার শক্তি সামর্থ্য আছে এবং সে সুস্থ, তার শারীরিক কোন ত্রুটি নেই তাহলে একটি মেয়ে তার সাথেই প্রেম করতে চাইবে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি এক ধনী দম্পত্তির কথা জানি পত্রিকাতেও বহু দিন আগে প্রকাশিত হয়েছে এ শিরোনামে "কোটিপতির বউ রিক্সা চালকের হাত ধরে পলায়ন।

প্রিয় পাঠক! শিরোনামেই আপনারা ঘটনাটি হয়তো বুঝে নিয়েছেন। কোটি পতির স্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল– তুমি তোমার স্বামীর ৫তলা দামী বাড়ী-গাড়ী ধন সম্পদ ইত্যাদি ছেড়ে এক গরীব রিক্সা চালকের হাত ধরে বেড়িয়ে আসলে কেন? সে উত্তরে বলেছিল আমি তার সম্পদ বাড়ী-গাড়ী দিয়ে কি করবো এবং তার মূর্তি চেহারা দেখে দেখে জীবন কাটানোর প্রয়োজনই বা কি? আমি তো এ সংসারে তার রূপ, গুণ, ধন, সম্পদ– বাড়ী– গাড়ি দেখতে আসিনি। এসবের রং দেখতেও আসিনি। আমার এ সবের প্রয়োজনও নেই। তার তো আসল জিনিসই নেই। (অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ) তাহলে কি দেখে তাকে ভালো বাসবো? এমন কোটি পতির চেয়ে রাস্তায় রিক্সা চালকও হাজার গুণ ভালো। কারণ রিক্সা চালকের একটি সম্পদের কাছে তার এসব সম্পদের কোন দামই নেই। তেমনিভাবে পুরুষের প্রেমের ক্ষেত্রেও এ কথাটি প্রযোজ্য। স্ত্রীর রূপগুণ, যোগ্যতা ইত্যাদির কোন কিছুরই মূল্য থাকবে না, যদি সে বিছানায় স্বামীকে খুশি করতে না পারে কিংবা সে হিজড়া হয়। তখন আর প্রেম ভালোবাসা থাকবে না। কারণ প্রেমের মধ্যে যে কাম ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছে। তাই বলতে হয় প্রেমের মধ্যে কামের প্রশ্ন হওয়া এটাই স্বাভাবিক। ডা. মন্মথনাথ গুপ্ত বলেন, আমি আমার দেখা ও শোনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দু'একটি কথা বলতে চাই। আমি অনেক মেয়েকে দেখেছি, যারা নানা রকমের উৎকট স্বভাবের পুরুষের সাথে প্রেম-সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তারা সেখানে যৌনকর্মই করে। জিজ্ঞাসিত হলে তারা আমাকে বলেছে, প্রেম করলেই কি তাকে বিয়ে করতে হবে? অর্থাৎ এক্ষেত্রে যৌনতাই লক্ষ্য বিয়ে নয়। বিয়ের জন্য তারা অন্য পুরুষের কথা ভেবে রাখে।

সুতরাং একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যৌন চেতনা ও প্রেম পরস্পরের পরিপূরক। আর যৌন চেতনা যেহেতু যৌবনের সাথে সম্পর্কিত সেহেতু সৃষ্টিকর্মে যৌবনের

প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। "প্রেমের অর্থই হল প্রেমাস্পদকে দেখলে এবং স্পর্শ করলে সমস্ত ইন্দ্রিয়তে এক প্রকার সুখের ছোঁয়া অনুভব হওয়া। তারপর আরো ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলে প্রিয়ার মাঝে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া।" অন্য কথায় প্রেমের উদ্দেশ্য হল প্রিয়তম বা প্রিয়তমার সান্নিধ্য, মিলন। এমনকি পরস্পরের মধ্যে একাকার হয়ে যাওয়া। প্রেম সুখ একান্ত বস্তু। সেখানে দু'য়ের কোন স্থান নেই। দু'জনে মিলে যখন তারা একাকার হয়ে যায়, দু'জনের পারস্পরিক স্পন্দন ও আবেগ প্রবাহ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তখনই প্রেম সার্থকতা লাভ করে। প্রেম কোন ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু নয়; বরং তা সর্বাবস্থা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তাই প্রেম বিবাহ ছাড়া সার্থক হয় না। আর বিবাহিত জীবনের প্রেম মানুষকে সাত্যিকার মানুষ হতে সাহায্য করে। তাই প্রেমের ব্যাপারে সবচেয়ে সহজ সরল মৌলিক শর্ত হল বিয়ে।

প্রেম মানব জীবনের সুখ রূপ-এর সমৃদ্ধিময় প্রত্যাশার পরিপূরক। এখানে নর-নারীর দু'টি জীবনের নির্মল ও প্রচ্ছন্ন মনের মহামিলনের সুগভীর পুত-পবিত্র মোহনা। এই মোহনার তীরেই বেজে উঠে প্রেমময় জীবনের অনাবিল আনন্দ, হাসি এবং অনুভূতির পরিতৃপ্ত বাঁশির সুর।

দেহ মনের সংমিশ্রণই প্রেম। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্থহীন। তাই প্রেম করে বিয়ে নয় বরং বিয়ে করেই প্রেম হওয়া উচিত। অন্যথায় ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ প্রেমের পরিপূর্ণতাই হচ্ছে মিলনে। সে কারণেই প্রেম বারবার মিলনকে কামনা করে। তাই অনেকে প্রেমে পড়ে দ্রুততার সাথে সবকিছুতেই ভাগ বসাতে চায়। আর তখনই হোঁচট খায়। আর হোঁচট খায় বলেই সেই প্রেমের বন্ধন অটুট হয় না। যে কারণে সেই সব প্রেম ব্যর্থ হয়। যে কারণে প্রবাদ রয়েছে–

প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ

প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।

যাই হোক এতসব কথা বলার উদ্দেশ্য হল, যারা বিয়ের পূর্বে প্রেম করে আর বলে যে, আমাদের মনে কখনো কাম জাগ্রত হয় না। তারা হয়ত মিথ্যুক, নয়তো হিজড়া অথবা ধ্বজভঙ্গ। নারী-পুরুষের প্রেমকে যৌনতা বা মৈথুন ক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা কাল্পনিক রহস্যময়তার সাথে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং বাস্তবতার পরিপন্থি। কারণ আমি পূর্বে বলে আসছি-যুবক-যুবতীর প্রেম একে অন্যকে চুম্বকের ন্যায় আকষর্ণ করে, যেমন লোহা চুম্বকের দিকে ছুটে যায়। প্রেমিক- প্রেমিকা একে অন্যের সান্নিধ্য কামনা করা এটাই

স্বাভাবিক, তা না হলে এটাকে কিভাবে প্রেম বলা যায়? যখন তারা সান্নিধ্য কামনা করে, তখন শতবাধা বিপত্তি ঠেলে সান্নিধ্যে যায়। এতেও তৃপ্তি হয় না, তখন তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ধনুক থেকে বিক্ষিপ্ত তীরের মতো ছুটতে থাকে; এরই শেষ পরিণাম হল শারীরিক মিলন, বীর্যপাতের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি।

মনে রাখতে হবে কামহীন প্রেম সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, যদিও প্রথম প্রথম ভালোবাসার দিকে মনের আকর্ষণ জোরালো হয়ে উঠে; কিন্তু প্রেমিক- প্রেমিকা ধীরে ধীরে বুঝতে পারে, তাদের প্রেম ক্রমেই কামের দিকে গতি নিচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি প্রেমের জন্মই হতো না যদি দেহটা না থাকত। শরীরবিহীন প্রেম একটা অবাস্তব কল্পনা। শরীর বিহীন মন যদি সম্ভব না হয়, তবে দেহবিহীন প্রেম সম্ভব হয় কি করে? কেউ কোনোদিন অশরীরি আত্মার সাথে প্রেম করতে পারে না। প্রেম ও কাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। প্রিয় মানুষটার সংসর্গ সান্নিধ্য, স্পর্শ উপভোগ সবটাই হল মানুষের সেক্সসুয়েল রিস্পন্স্। ছেলেটি যে মেয়েকে ভালোবাসে এবং যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে তাকে স্পর্শ করতে তার ভাল লাগে। মেয়েটির চুলের ঘ্রাণও প্রেমিক ছেলেটির মন-শরীর কল্পনা উস্কে দিতে পারে এবং মনে মনে কেউ পেতে ইচ্ছাও করে। এই ইচ্ছাটাই হল কাম বা যৌনতার আসক্তি বা সংরাগ। ঐ যৌন কামনা থেকেই তৈরি হয় স্বপ্ন, আবেগ। দেহহীন প্রেম একটা অলীক কল্পনামাত্র। সুযোগ পায়না বলেই প্রেম দেহহীন হয়ে পড়ে। যে প্রেমে শরীর নেই, সে প্রেম জড়। যে মুহূর্তে প্রেমে শরীর আসে, স্পর্শ আসে, যৌন আবেদন আসে তখনই তার সংস্কার মুক্তি ঘটে। যতদিন শরীর ও মনের আকর্ষণ থাকে, ততদিন প্রেম থাকে সুন্দর। এই দুটোর যে কোন একটির আবেদন যদি কমে আসে তাহলে মেনে নিতে হবে প্রেমের মৃত্যু হতে চলছে।

প্রেমের মধ্যে কামের প্রশ্ন আছে বলেই বেশীরভাগ ছেলে- মেয়েরা প্রেমে পড়া মাত্রই বিয়ে করে ফেলতে চায়। এক বছর বয়সের মধ্যেই বিয়ে করতে চায়। অবশ্য মেয়েরা ছেলেদের অনেক আগেই বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে ফেলেন। তবে শারীরিক ব্যাপারে পুরুষের তুলনায় মেয়েরা অনেক বেশি রক্ষণশীল। প্রেম চলাকালীন সময়ে মেয়েরা শারীরিক ঘনিষ্ঠতা বিশেষত যৌন মিলন ততটা পছন্দ করে না। যারা ঘনিষ্ঠ হন, তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষের পীড়া পীড়িতেই সম্মত হন। আসলে মেয়েরা ততটা প্রেমাসক্ত হয় না, তারা শারীরিক ঘনিষ্ঠতার জন্য চায় বিয়ের ছাড়পত্র। প্রেমে পড়লে অধিকাংশ পুরুষ মেয়েদের শারীরিক ঘনিষ্ঠতা আশা করে। না পেলে অভিমান করে। পুরুষের ধারণা প্রেমের ক্ষেত্রে মনের চেয়ে দেহই প্রধান। অপরদিকে প্রায় মেয়েই দেহজ প্রেমের চেয়ে মনোজ

প্রেমের মূল্য দেয় বেশি। এজন্য কেউ কেউ প্রেমকে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন ১ সকাম প্রেম ২. নিষ্কাম প্রেম। নিষ্কাম প্রেম আধুনিক মানুষের নিকট এখন অনেকটাই অবহেলিত। তাদের মতে নিষ্কাম প্রেম কেবল সৃষ্টিকর্তার প্রেম। মানব প্রেমে পাওয়া যায় না। নর-নারীর প্রেমে ভালোবাসা, কাম বর্জিত নয় অর্থাৎ নর-নারীর প্রেম মানেই কামজ প্রেম। কোন যুবতী বা যুবককে দেখে মনের মধ্যে জেগে উঠতে পারে যৌন বাসনা। এটা যে কারো হতে পারে। ঘনিষ্ট আত্মীয় থেকে নাটক– সিনেমার, নায়িক-নায়িকা। তার সাথে কথা বলার ইচ্ছা জাগবে। কাছে যেতে মন চাইবে এবং আরো অনেক কিছুই।

এটাই যৌনতার স্বাভাবিক ধর্ম। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। তবে এটি প্রেম নয়। প্রেম সবার সথে হয় না। কারো কারো সাথে হয়। এ সময় কল্পনায় অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা তৈরী হয়ে যায়; কিন্তু প্রেম আর হয় না। প্রেম হয় বাস্তব মানুষের সাথে। যার প্রতি আকর্ষণের তুলনা দেয়া কঠিন। এই আকর্ষণ তাকে তাড়িত করে সবসময়। সুযোগ পেলে যৌনতাকে তারা শিল্পরূপ দেন। তাই যৌনতা এবং প্রেম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই বিজ্ঞজনেরা বলেন–

* সকল যুবক-যুবতীদের প্রেমই মূলতঃ যৌন কেন্দ্রিক।

* প্রেম হলো যৌন আকর্ষণের ভদ্র পরিভাষা।

* প্রেম শুধু ফাঁকি প্রলাপ, দৈহিক প্রয়োজনই এর মূল।

* প্রেম যৌনতার প্রতিক।

* প্রেম হলো যৌনতার একটা আকর্ষণ মাত্র।

* প্রেম দু'টি মানব-মানবীর দেহক্ষুধা মেটানোর উপায়।

* সুন্দর ও সার্থক মিলনের সব রকম শৈল্পিক উপস্থাপনাই প্রেম।

এক্ষেত্রে দু'একজন মানুষের ব্যতিক্রম উক্তিও পাওয়া যায়। তারা বলেন–

প্রেমের আসল উদ্দেশ্যই যাদের দেহ মিলন, আমি তেমন প্রেমের প্রত্যাশী নই।

অন্য একজন বলেছেন : প্রেম বলতে যে সাময়িক (যৌন) উত্তেজনাকে জানে, তাকে মূর্খ ছাড়া আর কি বলার থাকে।

তারা যথার্থই বলেছেন, কারণ শুধু দেহ মিলনের জন্যই প্রেম হতে পারে না। প্রেমে আনুষাঙ্গিক আরো কিছু থাকে। আর এটা সাময়িক উত্তেজনাও হতে পারে না। প্রেম এটা চির বন্ধন। এতে সাময়িক বলতে কিছু নেই। স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কিংবা স্ত্রী তার স্বামীর সাথে শুধু দৈহিক সম্পর্ক করলেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।

প্রেমে পড়ার আরেক কারণ কণ্ঠস্বর

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে কণ্ঠস্বর প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে পড়ার বড় কারণ। কণ্ঠস্বরই তাদেরকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করছে। যে যাকে ভালোবাসে, তার কণ্ঠস্বর তার কাছ প্রিয় হবেই। এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে অনেক সুন্দর কণ্ঠস্বর একে অন্যের মধ্যে প্রেম উৎপাদন করে। কিছু কিছু কণ্ঠস্বর বিশেষ কোন ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে প্রতীত।

এ ধরনের কণ্ঠস্বর যেন বহু প্রেমিক- প্রেমিকাকে মুহূর্তের মধ্যে জাগিয়ে তুলে। আর তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ফুল কলিদের মতো হেসে উঠে। স্বরে কোন সুরতাল না থাকা সত্ত্বেও এই স্বর তার মধ্যে একটা মোহ জাগিয়ে তোলে, যা থেকে সে কখনো নিস্তার পায় না। অনেক দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সে ক্ষেত্রে তারা একে অন্যের জন্য পাগলপারা হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করলে এর ফল এই দাড়ায় যে, সে কণ্ঠস্বর পরস্পরের কানে মধু বর্ষণ করাটাও বিচিত্র কিছু নয়। এই স্বরের এমনই মোহনী আকর্ষণ যে, তা একে অন্যকে যৌন মিলনে উদ্বুদ্ধ করে। সাপুরে যখন বাঁশি বাজায় তখন সাপের শ্রবণ শক্তিতে মধুবর্ষণ করে, সাপ তখন পাগলপারা হয়ে সেই সুর তরঙ্গের পাশে এসে নাচতে থাকে। কিছুদিন পূর্বে জাতীয় পত্রিকায় ছাপা হয়েছে– এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে সাপুরের বাঁশির আওয়াজ, রেকডিং করে সাউন্ড বক্সে বাজানোর সাথে সাথেই সাউন্ড বক্সের আওয়াজ যত দূর গিয়েছে, তার আশপাশের ঝোপ-ঝাড় ডোবা গর্ত খাল বিল থেকে বিষাক্ত সাপ এসে তার বাড়ীর আঙ্গিনায় (উঠানে) ভরপুর হয়ে গেছে। সাউন্ড বক্সের আওয়াজ যতক্ষণ চালু ছিল ততক্ষণ সাপগুলো তার তালে তালে নৃত্য করতে ছিল। এ অবস্থা দেখে বাড়ীর মালিক দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে লুকিয়ে ছিল। আশপাশের বাড়ী ঘরের মানুষ ভয়ে আতংকে জড়সর হয়ে গিয়েছিল। যখন সাউন্ড বন্ধ করে দিল তখন সাপগুলো যে যার পথে চলে গেল। বাস্তবে দেখা যায়, অনেক গৌরবর্ণ ও আপাত সুন্দরী নারীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত মোটা ও পুরষালীভাবের দ্যোতক। অপেক্ষাকৃত সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও সেই কণ্ঠস্বরের কারণে সে অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিতা হয়। আবার অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণ ও শ্যামবর্ণ মেয়ের আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর অনেকের দুর্বলতার কারণ হয়ে থাকে।

মেয়েদের পুরুষালী কণ্ঠস্বর যেমন বিরক্তি উৎপাদক, তেমনি পুরুষদের মেয়েলী কণ্ঠস্বরও বিরক্তি উৎপাদক। গান, গজল সঙ্গীত, হামদ-নাত শুনে বা কণ্ঠস্বর

শুনে, প্রেমে পড়ার শত শত উদাহরণ রয়েছে। কারো কারো কণ্ঠস্বর, কারো কারো উপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে, তাকে না দেখেই তার সাথে সাক্ষাৎ ও মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এ অতি সাধারণ কথা যে, কিছু গান কামোত্তেজনা সৃষ্টি করে, যার দরুন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন

الغنى رقية الزنا

গান হলো যিনা ব্যভিচারের উপকরণ

সিনেমার গানে তো একথা স্পষ্টই প্রতীত হয়। উপমহাদেশে বিশেষত ভারত ও পাকিস্তানে, গজল সঙ্গীতের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ হল, তার সুপ্ত যৌন-আবেদন। সম্ভবত দেশাত্মবোধক ও রাগসঙ্গীত ব্যতীত প্রায় সঙ্গীতই মানুষের সুপ্ত কামেচ্ছাকে জাগিয়ে দেয়। কোন কোন তাল ও লয় (নৃত্য) মনের উপর উত্তেজনাকর প্রভাব ফেলে। সঙ্গীতের তাল এই কারণেই যৌন জীবনের উপর প্রভাব ফেলে এমনকি মৈথুনিক কর্মও এক ধরনের তাল লয়যুক্ত হয়ে থাকে। তা নৌকার দাঁড় বা হাল টানার ন্যায় তাললয়যুক্ত এবং এর তালে তালে তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে। সঙ্গীতের ন্যায় এতে কখনো দ্রুত ও কখনো বিলম্বিত তাল ও লয়ের প্রকাশ ঘটে।

আর নৃত্যের সাথে তো মৈথুন ও যৌনতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। যদিও শুরুর দিকে নৃত্য ছিল সামাজিক আনন্দ বিনোদনের অঙ্গ। এমন কিছু নৃত্য, বিশেষত শৃঙ্গারমূলক নৃত্য তো যৌন-মিলনকালের অঙ্গ ভঙ্গীরই প্রতীকী প্রকাশ। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, নৃত্য মূলত যৌন কামনাবাহী। যুবতী-নারীর কলাময়ী অঙ্গভঙ্গী প্রকৃত পক্ষে পুরুষের কামচেতনাকে প্রভাবিত করার নিমিত্তই। যুগলনৃত্য বা বলড্যান্স তো স্পষ্টই কামোত্তেজনাকর।

উপরোল্লিখিত সবগুলো বিষয়ই কুরআন ও হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এ সবের কারণে নর-নারীর মনে পবিত্র প্রেম সৃষ্টি না হয়ে অপবিত্র প্রেম সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আর স্কুল, কলেজ ভার্সিটিগুলোতে আজকাল বিনোদনের নামে এর সব কটিই কমবেশ চালু রয়েছে। যার দরুন ছেলে-মেয়েরা, কিশোর-কিশোরীরা, যুবক যুবতীরা বিয়ের পূর্বেই একে অন্যের প্রেমে পড়তে বাধ্য। আর এ প্রেমের কারণেই জাগ্রত হয় যৌন লিপ্সা। আর এ যৌন লিপ্সা থেকেই বিভিন্ন ধরনের অঘটন ঘটতে থাকে।

প্রেমের আরেক নাম হচ্ছে যৌন সম্পর্কের আগ্রহ

যুবক-যুবতীদের প্রেম শুধু যৌন সম্পর্কের আগ্রহেরই নাম। কবি সাহিত্যিকগণ যতই প্রেমকে সুসজ্জিত করে, অলঙ্কৃত করে উপস্থাপন করুন না কেন, ভদ্রও নিষ্কাম প্রেম হলো এক ধরনের ফালতু কথা। এটাই বাস্তবতা। কেউ অস্বীকার করলে, প্রতি উত্তর সে নিজের কাছেই পেয়ে যাবে। এর বাস্তবতার প্রমাণ সব মনেই আছে। অস্বীকার করার কোন পথ নেই। যারা বলে প্রেম হচ্ছে বিবাহের ভিত্তি। তারা ভুলের মধ্যে আছে। কারণ যৌনক্ষুধা যখন প্রবল হয়ে উঠে আর বিপরীত লিঙ্গ অনুপস্থিত, তখন তা নিয়ে কল্পনা হলো খাবার নিয়ে ক্ষুধার্তের কল্পনারই মত। এ জিনিসটিকে বলা হয় ভালোবাসা। এটা ক্ষুধার্তের খাবার নিয়ে কল্পনার চেয়েও কঠিন। ক্ষুধার্ত যখন খাবার খোঁজে তখন খাবারের রঙ আর ধরন নিয়ে ভাবে না। যৌন ক্ষুধায় আক্রান্ত ব্যক্তির আগ্রহ কখনো নির্দিষ্ট কোন নারীর উপর স্থির হয়ে গেলে, সারা পৃথিবী তখন সেই নারীর মাঝেই সীমিত হয়ে যায়। সে তাকে দেখতে চায়, কথা বলতে চায়, সে কি শুধু নারীটিকে দেখে তৃপ্ত হবে? সে কি শুধু তার সাথে কথা বলে তুষ্ট হবে? সে তো ক্ষুধার্তের মতোই।

ক্ষুধার্তের জন্য কি খাবার দেখলে, ঘ্রাণ নিলে, খাবার নিয়ে কবিতা আর ছন্দ গাঁথলে যথেষ্ট হয়? না, কখনোই না। সে শুধু সৌন্দর্য চায়না, ঘ্রাণ চায়না, কান আন্দোলিত করার কথা চায়না। কারণ গোলাপ ফুল দূর থেকে দেখে দেখেই কেউ পরিতৃপ্তি হয় না, যতক্ষণ না হাতে নিয়ে তার ঘ্রাণ শুঁকে। এ হলো আপন প্রজাতির প্রতি সহজাত বাসনা। এ বাসনা তৃপ্ত হবে না একান্তে নির্জনে মিলন ছাড়া। অনন্যোপায় হলে যুবক-যুবতীর প্রেম শুধু যৌন সম্পর্কের আগ্রহেরই নাম। প্রেম হলো মন-সংশ্লিষ্ট ক্ষুধা, ক্ষুধার্তরা কি খাবার সময় ভালোমন্দের বাছ-বিচার করতে পারে? বাস্তব কথা হলো এই যে, প্রেম হলো যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা শেষ হলে শেষ হয়ে যায় প্রেমও। আর তখন মজনুর হুঁশ ফিরে আসে, লায়লা তার চোখে অন্যান্য নারীর মতোই ধরা দেয়, তখন আর কোন আগ্রহ থাকে না। যেমন পেট ভরে গেলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকে না। এ এক সাময়িক বন্ধন। প্রথম স্পর্শেই ছিন্ন হয়ে যায়। স্পর্শ বলে কী বুঝানো হচ্ছে, আশা করি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। সে জন্য বিবাহের পর প্রেম হওয়া উচিত। কারণ বিবাহ হলো স্থায়ী সম্পর্ক। এর জন্য প্রয়োজন স্থায়ী বন্ধনের যা, স্পর্শের চেয়েও শক্ত এবং দৃঢ়। দিন দিন তা আরও সুদৃঢ় ও মজবুত হবে।

আমি প্রেম নির্ভর বিবাহ বিষয়ে বহু তত্ত্ব তালাশ করেছি, নামকরা সাহিত্যিকদের বহু গল্প পড়েছি এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও খোঁজ খবর নিয়েছি। চলচ্চিত্র জগতের বড় বড় নায়িক-নায়িকাদের ব্যক্তিগত জীবনেরও খোঁজ নিয়েছি। এর প্রায় সবগুলোর পরিণতি হলো বিবাদ ও বিচ্ছেদ। তারা যদি প্রেয়সীকে শুধু প্রেমের কারণে বিয়ে করত, তাহলে গল্পের সমাপ্তি ঘটতো তালাকের মাধ্যমে। তাই বলছি বিয়ের ভিত্তি শুধু প্রেমের ওপর হতে পারে না।

বিবাহের ভিত্তি হলো ভাবনা ও আচরণের মিলন এবং সামাজিক নিয়ম ও আর্থিক অবস্থার উপর। এসবের পরে আসে আবেগ। বর, কনে দেখবে। কনে, বর দেখবে অর্থাৎ মেয়ের অভিভাবক বা মাহরামের উপস্থিতিতে ছেলে শুধু মেয়ের চেহারা আর হাত দেখবে। এ বিষয়ে লেখকের একটি গ্রন্থ যার নাম "পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ও বিবাহশাদী" এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

প্রেম ও বিয়ের উপযুক্ত বয়স

প্রেমের কোন বয়স নেই। প্রেম বয়স মেনে আসেনা। প্রেম-ভালোবাসা জীবনে কখনো আগাম নোটিশ দিয়ে আসেনা। তবে যৌবনকালই হচ্ছে প্রেমের বয়স। যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের প্রেম বুঝতে শেখে। বালক/বালিকা, কিশোর কিশোরীদের মধ্যে যে ভাব জন্ম হয় এবং একজন অন্যজনকে ভালোবাসে এটা প্রেম নয়, এটাকে বলে ভালোলাগা, মায়া লাগা।

বিবাহের যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে আসল কথা হলো, বিবাহের উপযুক্ত সময় হলো সাবালকের মুহূর্ত; কিন্তু যুবক এ বয়সে থাকে বিদ্যালয়ে। তার কোন ঠিকানা নেই, হাতে নেই কোন অর্থ-কড়ি। কমপক্ষে ২৫ বছর পর্যন্ত ধারাবাহিক পড়াশোনা করতে হয়। ছেলেদের বয়স যখন ১৮ বছর হয় তখন পৌরুষে পৌঁছে; কিন্তু এ বয়সে বিয়ের উপকরণ তারা পায় না। আর তা সম্ভবও নয় কেননা মানুষের অভ্যস্ত হওয়া সমাজের পরিস্থিতি প্রকৃতি ও বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বিরোধী। তাই এই দশ বছর বিবাহবিহীন থাকতে হয়। অথচ এই দশটি বছর জীবনের সবচেয়ে কঠিন কামনা ও কামনা সংক্রান্ত অনুভূতির বছর। যুবকের দু'পাশে রয়েছে প্রজ্বলিত আগুন। বিবাহের মাধ্যমে এ আগুন নির্বাপিত না করলে ব্যথায় সে নিজেকেই জ্বালিয়ে দেবে কিংবা ব্যাভিচারের মাধ্যমে অন্যের ঘর জ্বালিয়ে দেবে। এখানেই বাসা বাঁধে জটিলতা।

কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, আমার মতে বিবাহের উপযুক্ত বয়স হলো ত্রিশ বছর। অথবা কেউ বলতে পারেন আরো বেশি বা কম। এটা তাদের ব্যক্তিগত অভিমত হতে পারে; কিন্তু এতে জটিলতা দূর হবে না। মাগনা কথা বলা ব্যক্তি আর শাস্তির আদেশ দাতা বিচারকের কষ্ট শুধু এটুকুই, মুখ খোলা আর জিহ্বা নাড়ানো; কিন্তু মসিবত তো নেমে আসে বিবাদীর মাথায়। এখানে বিবাদী হলো যুবক ও যুবতী। যুবকের প্রকৃতি মনের বাসনা যদি তার মাঝে পনেরো বছর বয়সে যৌনক্ষুধা জাগিয়ে তোলে। আর আমাদের সম্মানিত চিন্তাবিদরা যদি আদেশ দেন, যুবক বিয়ে করবে তিরিশ বছর বয়সে। তাহলে বাকী পনেরো বছর সে কী করবে? বিশেষ করে বিবাহে বাধা দেওয়া এ সমাজে।

সমাজ তার বাড়-বাড়ন্ত আগুনকে আরো উস্কে দেয়। যখনই হতভাগা এ বাসনা ভোলার উপক্রম হয়, তখন এ সমাজ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়– নগ্ন ছবি, অশ্লীল সিনেমা, নগ্নতা ও অবাধ মেলা- মেশা, অশ্লীল সুন্দরী প্রতিযোগীতা, ভ্যালেন্টাইন দিবস, ফ্যাশন শো, যাত্রাগান, গ্রুপ থিয়োটার, ডিস এনটিনা, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, কনসার্ট, পতিতালয়, বিউটি পার্লার, ইন্টারনেট, বয়ফ্রেন্ট, গাল ফ্রেন্ড, ভারতীয় সিরিয়াল, সাইবার ক্যাফ, পর্নোগ্রাফী। আর পথ চলতে সে সুরসরি দেওয়ার জিনিস পায়। কলেজে প্রবেশ করেও সুরসুরি দেওয়ার বস্তু পায়। সবখানে পায় যৌন সুরসুরি দেওয়ার সরঞ্জাম। আমাদের সম্মানিত চিন্তাবিদরা পনেরো বছরের জন্য এ বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এসবের পর তারা বলছেন যাও ক্লাসে যাও। পড়তে যাও! সাবধান অশ্লীল কিছু নিয়ে ভাববে না কিংবা এর কাছেও যাবে না। এ অবস্থাটিকে ঐ ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যায় যেমনঃ কোন এক ব্যক্তিকে বলা হল তোমাকে সমুদ্রের এপার থেকে ওপারে যেতে হবে। তবে তোমাকে কোন জাহাজ দেয়া হবে না, দেয়া হবে কলা গাছের ভেলা। সাবধান! একফোঁটা পানিও যেন তোমার গায়ে না লাগে এবং সাগরের ঢেউ যেন ভেলার উপরে উঠতে না পারে। একথা যেমন অযুক্তিক, ঠিক তেমনিভাবে সহশিক্ষার সমুদ্রে তাকে ধর্মীয় শিক্ষার জাহাজ না দিয়ে বরং নাস্তিক্যবাদের শিক্ষানীতির ভেলায় তাকে উঠিয়ে দিয়ে তাকে বলা হচ্ছে– সাবধান! অশ্লীলতার ছিটাফুটা যেন তোমার গায়ে না লাগে। অশ্লীল প্রেমের ঢেউ যেন তোমার ভেলায় উঠতে না পারে।

যাই হোক কথা লম্বা করতে চাইনা। পনেরো বছর জেলের সাজা ব্যক্তির অবস্থা- এতোসব বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যুবকের চেয়ে বেশি কঠিন নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ পরিস্থিতিতে করণীয় কী? করণীয় হলো, প্রকৃতির নিয়মে ফিরে যাওয়া এবং

প্রকৃতির বিধান মেনে চলা। কারণ, কোন মানুষের পক্ষে মানুষও বস্তুর প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। করণীয় হলো, পূর্বপুরুষদের প্রথায় প্রত্যাবর্তন করা। আমরা যুবকদের আঠারো কিংবা বিশ বছর বয়সে বিয়ে করিয়ে দেব। আর মেয়েদের বিয়ে দেব ষোল কিংবা আঠারো বছর বয়সে। সম্ভব না হলে কমপক্ষে সন্তানদেরকে আল্লাহর ভয় ও চারিত্রিক দৃঢ়তা শিক্ষা দেব।

আমাদের সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখবো, সে সব জিনিস থেকে যা, যুবক যুবতীদেরকে পাপে উৎসাহিত করে, পাপের পথে পরিচালিত করে ও তাদের যৌবনের আগুনকে আরো উস্কে দেয়।

প্রেমের উৎস হচ্ছে কাম

মানুষ বাহ্যিকভাবে প্রেম প্রেম বললেও এই প্রেমের মূলে থাকে কাম। আর এ কথাটিই প্রেমের রূপ ধরে কাছে আসে। মনের অগোচরে প্রবলভাবে কামের তাগিদ অনুভব করে। সেই তাগিদে সে একটি পাত্র বা পাত্রীকে কামনা করে, তার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়। তাকে ভালোবাসে; কিন্তু শুধু ভালোবাসায় তৃপ্ত হতে পারে না। ভালোবাসার মানুষটিকে একান্ত করে কাছে পেতে মন চায়। সে মনে করে এটা তার আত্মঘটিত, হৃদয়ের ব্যাপার স্যাপার। কেউ কেউ তো এটাকে অলৌকিক বিষয় মনে করে বসে। আসলে তা নয়। সৃষ্টির আদিম তাগিদেই সে এসব আচরণ করছে। প্রথমদিকে মনের আকর্ষণ জোরালো হয়ে উঠলোও প্রেম ধীরে ধীরে কামের দিকে গতি নেয়। শরীর না ছোঁয়া, স্পর্শ না করা, ভালো মানুষি দিয়ে প্রেমের শুরু হলেও প্রেমের হাত দিয়েই দেহ আসে। প্রেমিক প্রেমিকার বড় ইচ্ছা হয় তাদের দুই দেহ এক হয়ে জীবন যাপন করুক। তারা পরস্পর পরস্পরের ব্যক্তিগত কামনা চরিতার্থ করার পক্ষে যতই উপযোগী হয়, ততই পরস্পর পরস্পরকে পাওয়ার কামনায় পাগল হয়ে উঠে, ততই মিলন প্রত্যাশী হয়। জৈবিক তাড়নাজাত কারণে একটি হৃদয় আর একটি বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্ট হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত হবার যে তাড়না প্রকাশ করে, সেটাই হচ্ছে প্রেমের উৎস। এখান থেকে প্রেম সৃষ্টি হয়। আর এ প্রেমেই যখন পাগলপাড়া হয়ে যায়, তখন পছন্দের মেয়েটিকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যান হলে শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের নিয়ে জোরপূর্বক ভালোবাসা আদায় করার চেষ্টা করা হয়। এমন হাজারো ঘটনা রয়েছে। অপহরণ কিংবা এসিড মারার ঘটনা তো অহরহ ঘটছেই। এরকম আরেকজন প্রেম প্রত্যাশিত ক্ষ্যাপা প্রেমিক, তার কবিতায়

কাংক্ষিত নারীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন 'প্রেম না দিলে কার্তিকের কুত্তা হবো।' বড় ভয়ঙ্কর এ উক্তি। আমরা জানি কার্তিকের কুত্তা ভীষণভাবে কামোন্মত্ত। প্রেমের মূলেও আছে কাম।

প্রেমের সেকাল-একাল

কিছুকাল আগেও প্রেমের সম্পর্ক হত খুব গোপনে। প্রথমে দূর থেকে দেখা, তারপর কৌতুহল আর আকর্ষণ। লুকিয়ে প্রেমপত্র বিনিময়। সেই প্রেম পত্র গোপনে শতবার পাঠ করা আর পুলকিত বোধ করা। তারপর লোকচক্ষুর আড়ালে একটু দেখা সাক্ষাত, একটু উষ্ণ পরশ। আগে প্রেমিক-প্রেমিকা একজন ছাড়া দ্বিতীয়জনকে কল্পনাও করতে পারতো না, আর এখন যে যতটা ছেলেকে বা মেয়েকে প্রেমের নাকানি-চুবানি খাওয়াতে পারে সে ততই হিট। এদের কদরও বেশি। নতুন প্রজন্মের কাছে প্রেম যেন একটা খেলা। এর কারণ, এখন সব কিছু খোলামেলা। এখন প্রেমিক-প্রেমিকা হয়েও স্বামী-স্ত্রীর মতই জীবন-যাপন করতে সুযোগ পাচ্ছে। প্রেমিক এসে কলিংবেল টিপছে। আর আধুনিক মা-বাবা এসে দরজা খুলে দিয়ে ড্রইংরুমে সন্তানকে ডেকে দিচ্ছে। নতুবা টেলিফোন মোবাইল সন্তানের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা সরে পড়ছেন। আর প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেম করার নামে গোপনে জামাই বউ খেলা খেলছে। অভিভাবকরা না দেখি, না দেখি ভাব করছে।

প্রেমের শুরু কখন থেকে এবং কিভাবে

প্রেম মানব জীবনের একটি অংশ। প্রেমের জন্যে জীবন নয়, জীবনের জন্যই প্রেম। প্রেম আছে বলেই পৃথিবী এতো সুন্দর। প্রেমের হাকিকত হচ্ছে– "হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের তীব্র আকর্ষণ মানে প্রেম। সৃষ্টিকর্তার কুদরতি হৃদয়ে প্রেম আছে বলেই তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন এবং মানবের হৃদয়েও প্রেম ঢেলে দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা চান বান্দা তাকে ভালোবাসুক, তার সাথে প্রেম করুক। তাই তিনি বান্দাকে শৈশবকাল থেকেই প্রেমের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। বয়স ভেদে তা ভিন্ন ভিন্নরূপ ধারণ করে।

শৈশবে ছেলে শিশু তার মাকে এবং মেয়ে শিশু তার বাবাকে বেশি ভাল ভালবাসে। আর এ ভালবাসা থেকেই প্রেম শুরু। পাক কৈশোরে এটা কাটিয়ে উঠে, তারা ভালবাসার অনুভূতি নিজেদের দিকে চালিত করে– এটা হল

আত্মপ্রেম। যে সব কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে এটা না ঘটে, বড় হয়ে তারা অন্য কাউকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসতে পারে না। তাই যেসব কিশোর কিশোরীদের ক্ষেত্রে এটা ঘটে তারা ভালোবাসার পাত্র-পাত্রীর প্রয়োজন অনুভব করে। কিশোর-কিশোরী পরস্পরকে তীব্রভাবে অনুভব করে।

কথায় কথায় মান-অভিমান করে, ঝগড়া-ঝাটি করে, কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়, আবার সৌহার্দ্য পুনঃস্থাপনের জন্য ব্যাকুল থাকে। এই ভালো লাগার কারণেই একে অন্যকে প্রাণভরে উপলব্ধি করে; কিন্তু কাছে যেতে লজ্জায় কুঁকড়ে যায়। কাছে গেলেও একে অপরের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। প্রচণ্ড এক ভালো লাগার রেশ বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখে। তারপরও কোন কোন ছেলে-মেয়েরা এ সময় কামজ প্রেম অনুভব করে। তবে এই প্রেমের শুরুটা কবে? ঠিক কোন বয়সে কাম বা যৌনতার উন্মেষ? তা বলা মুশকিল। আমরা সাধারণভাবে ধরে নিই তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স থেকেই এর শুরু। মেয়েদের আরো একটু আগে।

মানুষ সাধারণত প্রেমে পড়ে কিশোর বয়সে। কারণ এ সময় মনের উপর কামের আধিপত্য কম থাকে। তাদের যৌন আবেগ অবদমিত থাকে। আর সে কাম উপেক্ষা প্রেম নিয়ে বেশি চিন্তা করে। আর সে যখন কিশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দেয়, তখন তার মানসিক পরিবর্তন ঘটে এবং কিশোর বয়সের জন্ম নেয়া প্রেমের কথা ভুলে যায়। ভুলে যায় সেই আসক্তির তীক্ষ্ণ অনুভূতি। অন্য কারুর সাথে ভাল লাগাতে জড়িয়ে পড়ে। যৌবনের প্রেমে থাকে স্নায়ুবিক প্রেরণা। চোখ দিয়ে পুরুষ দেখে নারীর সৌন্দর্য, ধারালো শরীর, কমনীয়তা, আর নারী দেখে পুরুষের সুঠাম দেহ, ব্যক্তিত্ব মধুর ব্যবহারে হৃদয় নরম হয়। কাছাকাছি বসে থাকার ইচ্ছা জন্মে। প্রিয়জনের জন্য তখন সবি করা সম্ভব হয়। এই প্রেমের এতই গতি– যা কোন বাধাই মানতে চায় না। তখন কারো কারো প্রেম, ভীষণ এক মানসিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়, যুক্তিবাদী মানুষকে যুক্তিহীন করে দেয় আর যুক্তিহীন মানুষকে যুক্তিবাদী করে তুলে। এই প্রেমে পড়ে তখন বোকা বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে, আর বুদ্ধিমান হয়ে যায় বোকা। প্রেমিকের চোখে মুখে এবং বুকে জাগে বড়ো তৃষ্ণা। তার প্রেমিকা ছাড়া যেন বাকী সব কিছুই মরুভূমি। তখন প্রেমের কাছে লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, দয়ামায়া, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বিচার যুক্তি-তর্ক কিছুই ঘেষতে পারে না। কারণ, প্রেম বলে কয়ে আসে না, প্রেম ইচ্ছা করে করা যায় না, প্রেম হয়ে যায়। প্রেম-ভালোবাসা অনুভবের ব্যাপার। প্রেম এক অদৃশ্য শক্তি, যাকে ধরাও যায় না ছোঁয়াও যায় না। যার জীবনে প্রেমের অনুভূতি কোন দিনই দেখা দেয়নি, তাকে বোঝানো যাবেনা প্রেম কি বস্তু।

মোটকথা হল– মানুষ মোটামুটি জীবনে ছয়বার প্রেমে পড়ে। কৈশোরেতে ১৩ বছর থেকে শুরু হয় একবার। প্রথম যৌবনে ১৮ বছরে আরেকবার। পঁচিশ বৎসর বয়স থেকে আর একবার। এ বয়সের প্রেমে উত্তাপ থাকে না, শুধু আলো ছড়ায়। উভয়পক্ষ থাকে চালাক। কথা বার্তা, হাসি বিনিময় সবই হয় উদ্দেশ্যমূলক। প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের কথা বারবার ভেবে দেখে। আর প্রেমিকের চরিত্র যদি খারাপ হয়, তাহলে ডেটিংয়ের মাধ্যমে কোন কৌশলে প্রেমিকাকে ভোগ করার কথা বার বার ভেবে দেখে। পঁচিশের আগে প্রেম ভুল করার, পঁচিশের পরে প্রেম ভুল সংশোধন করবার। তারপর প্রিয়া যখন স্ত্রীতে পরিণত হয় তখন একটু দেখা হবার বাসনায় সারারাত নির্ঘুম থাকবার ইচ্ছা হয়। দিনের যখন অবসান হয়, ভালোবাসা আস্তে আস্তে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

কামহীন কিছু ব্যতিক্রম প্রেমের অস্তিত্বও আছে

যদিও কাম এবং প্রেম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তারপরও কিছু ব্যতিক্রম প্রেম যে নেই এমন নয়, সেখানে যৌনতা বা কামের গণ্ডী সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ একে অতিক্রম করে থাকে। যৌনতার স্তরকে অতিক্রম করে, নিস্কাম প্রেমের মোহময়তাকে স্পর্শ করতে পারে। আর এখানেই মানুষ অতিক্রম করতে পারে পশু জগৎকে। যেমন লাইলী মজনুর প্রেম– কামকে ছাড়িয়ে যায়, মসনবী শরীফে উল্লেখ রয়েছে প্রেমের প্রথম দিকে লায়লী-মজনুর সাক্ষাত হয়নি। দীর্ঘ বিরহের পর লায়লী খুঁজে পায় মজনুকে; কিন্তু ততদিনে মজনুর প্রেম কামনার স্তরকে অতিক্রম করেছে। মজনু লায়লীকে আবেগ থেকে মুক্ত থাকতে বললেন। কোন কোন লেখক প্রেমের উপমা টানতে ইউসুফ-জুলায়খাকেও টেনে নিয়ে আসেন। এটা লেখকদের অজ্ঞতারই ফসল অথবা বেখেয়ালী। ইউসুফ-জুলায়খার সম্পূর্ণ কাহিনীটি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই সূরা ইউসুফে পরিপূর্ণ বর্ণনা করেছেন– সেখানে হযরত ইউসুফ (আঃ) জুলায়খার প্রেমে পড়েননি বরং জুলায়খা-ই ইউসুফ (আঃ) এর প্রেমে পড়েছিলেন এবং তার প্রেম কাম থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু ইউসুফ (আঃ) তিনি ছিলেন পুতঃপবিত্র। তিনি ছিলেন নবী। তিনি এ অবৈধ কামনা বাসনা থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন। তিনি কখনো জুলায়খার প্রতি যৌনতার আকর্ষণবোধ করেন নি। জুলায়খার সাথে তার কোন প্রেমের সম্পর্কও ছিল না। জুলায়খা যখন তাকে কামের দিকে আহ্বান করেছিলেন, তখন ইউসুফ (আ:) আল্লাহ তা'আলার নিকট এ নিকৃষ্ট কাজ থেকে

পানাহ চেয়েছেন। তিনি এর চেয়ে জেলে থাকাটাকে বেশি পছন্দ করেছেন; অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে- কিছু কিছু লেখকগণ প্রকৃত ঘটনা না জেনে, একজন নবীর চরিত্রে কালিমা লেপন করে দিয়েছেন। এটা তাদের কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞতারই ফসল। প্রেমের একটা আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে যা দেহতীত। এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

গবেষকগণ প্রেমকে বেশ কটি ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। (১) যৌন প্রবৃত্তি (২) সৌন্দর্য উপভোগ বৃত্তি (৩) মায়া-মমতা-সহানুভূতি (৪) পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ (৫) অনুমোদনের জন্য দু'পক্ষের অপেক্ষা (৬) আত্মসম্মানবোধ, (৭) প্রকাশের স্বাধীনতা (৮) সহমর্মিতাসূচক মনোবৃত্তির উন্নয়ন ইত্যাদি।

যুবক যুবতীর ক্ষেত্রে যেহেতু তাদের মধ্যে কামের প্রভাব সর্বদা জাগ্রত থাকে, তাই কাম প্রেমকে ছাড়তে চায়না। আসলে কাম ও প্রেমের অবস্থান সমান। শরীরে কাম জাগ্রত। সুযোগ পেলেই তার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। আর প্রেম ঘুমন্ত একে জাগাতে হয় ধীরে, কোমল আহ্বানে। হৃদয়ের আহ্বানেই কেবল সাড়া দেয় প্রেম অর্থাৎ কামের পথ ধরেই আসে প্রেম। তবে কামহীন প্রেমের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল তার অস্তিত্ব থাকলে ও তা আটার খামিরা থেকে চুল বেছে আনার মতো একটা ব্যাপার।

উপহার দিয়ে ভালোবাসার গভীরতা বুঝানো

প্রেমের গভীরতা বোঝাতে অমূল্য হৃদয়খানির সাথে আরও কিছু উপহার না দিলে, ভালোবাসার প্রকাশ বুঝি অপূর্ণ থেকে যায়। মন দেয়া নেয়ার সাথে বিভিন্ন উপহার সামগ্রীর আদান প্রদান নিজের অজান্তেই কেমন করে যেন জড়িয়ে পড়ে। ভালোবাসার মানুষটির হাতে কিছু উপহার তুলে দিয়ে মন প্রশান্তি লাভ করে। প্রেমের তীব্রতা প্রমাণ করতে কেউ দেয় মূল্যবান হীরা জহরতের অলঙ্কার, আবার কেউ দেয় রক্তলাল গোলাপের ছড়া, আবার কেউবা নিয়ে আসে এক গোছা শ্বেত শুভ্র রজনীগন্ধা, কেউ মোবাইল, কেউ আংটি, কেউ ঘড়ি, কেউ জামা কাপড়, কেউ বই পুস্তক আরো কত্তো কি!!!

কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে- এই প্রেমিক-প্রেমিকারা বিয়ের পর উপহারের কথা ভুলে যায়। অথচ উচিত তো ছিল এটাই যে, নিজ স্ত্রীকে, স্বামী এবং স্বামীকে স্ত্রী মাঝে মধ্যে উপহার দিবে, তা যৎসামান্যই হোক না কেন। কারণ আসল প্রেম তো হচ্ছে বিয়ের পর। সেখানে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে যত বেশি প্রেম দিতে পারবে ততই বেশি নেকী পাবে। আল্লাহ খুশি হবেন। ইবাদতের সওয়াব লেখা

হবে। আর বিয়ের পূর্বে প্রেমে পড়ে যত কথা বলবে, যত দেখা সাক্ষাত করবে, যত হাত ধরবে ততই বেশি গুনাহ হবে, পাপ হবে, আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসূল (সা.) নারাজ হবেন। তাই বিয়ের পর প্রেম করা উচিত। কারণ প্রেমহীন দাম্পত্য জীবন ব্যাভিচারের নামান্তর মাত্র। বিবাহিত জীবনের প্রেম মানুষকে সত্যিকার মানুষ হতে সাহায্য করে। প্রেম ব্যতীত স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া আর বাজারের পতিতাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া সমান।

তাই নিজ স্ত্রীকে হাদিয়া, উপহার, উপঢৌকন ইত্যাদি দিয়ে তার সাথে প্রেমের গভীরতা সৃষ্টি করতে হবে। তেমনিভাবে স্ত্রীও স্বামীকে মাঝে মধ্যে হাদিয়া. তোহফা, উপহার, উপঢৌকন দিয়ে প্রেমের গভীরতা সৃষ্টি করবে।

বিয়ে কি প্রেম ভালোবাসার সমাধি?

প্রেম ভালোবাসার বিভিন্ন উপন্যাসে, বহু নিপুণ কথাশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক ও উপন্যাসিকগণ প্রেম ভালোবাসাকে সুমহান করতে গিয়ে তারা বিয়ে সম্পর্কে জঘন্য মন্তব্য ছুড়ে দিয়েছেন। আর এগুলোকেই আমাদের উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা প্রবাদবাক্য হিসেবে তাদের নোটবুক বা ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে নেয়। আর এ বাক্যগুলোকে ঐশী বাণীর মত পালন করতে চেষ্টা করে। তাই অনেকে বিয়ের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে, গোপনে প্রেমিক-প্রেমিকার সাথে যৌন কার্য চালিয়ে যায়। আবার কেউ কেউ বেছে নেয় লিভ টুগেদারের পথ। ঐ সকল নাস্তিক কবি-সাহিত্যিকদের ধারণা হচ্ছে– প্রেমের যাবতীয় ছন্দের পতন ঘটে বিয়ের ফলে। এরকম মন্তব্য করেছেন বহু নিপুণ কথাশিল্পী ও কবি। আবার কারো মতে বিয়েতেই প্রেমের একমাত্র স্বার্থকতা। যারা বিয়ে বিহীন প্রেমের স্বপক্ষে এবং বিয়েহীন প্রেমকে শান্তির প্রতীক বলে মনে করেন। তাদের নাম উল্লেখ না করে শুধু মন্তব্যগুলো উল্লেখ করছি মাত্র– যেমন:

১. ভালোবাসা যদি কারো একান্ত কাম্য হয়, তাহলে তার বিয়ে করা উচিত নয়। কারণ বিয়ে হল ভালোবাসার সমাধি। (নাউযুবিল্লাহ)

২. বিয়ে মানেই যন্ত্রণা, যদিও সেই উৎসবের দিন কোন দুঃখের রেশ থাকে না।

৩. বিয়ে করলে বড় কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। প্রতিদিন তাকে ভাতের চিন্তা করতে হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

৪. প্রেম হচ্ছে বিয়ের সূর্যোদয় এবং বিয়ে প্রেমের সূর্যাস্ত।

৫. প্রেমের উদ্দেশ্য যদিও বিয়ে; কিন্তু বিয়ে প্রেমকে ফিকে করে দেয়। বিয়ের পর দৈহিকতার মাঝে প্রেম হারিয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ)

৬. প্রকৃত প্রেমিক প্রেমিকাদের বিয়ে এ জগতে কমই হয়।

প্রিয় পাঠক! প্রবাদ আছে–

দুধ যদি পাওয়া যায় সস্তায়– গাভী কিনে খামাখা কে পস্তায়?

যারা বিয়ে ছাড়াই বিয়ের কাজ সমাধা করতে পারে, তাদের আর বিয়ে করার প্রয়োজন কি? কাকের বাসায় যদি কোকিল ডিম পাড়ার সুযোগ পায়, তাহলে কোকিলের কি প্রয়োজন আছে কষ্ট করে বাসা বাঁধার। বিয়ের বিরুদ্ধে যারা বেফাস মন্তব্য করেন, তারা সম্পূর্ণ অসামাজিক, অভদ্র, অসভ্য অথবা প্রেম করে অবৈধ মিলনের পর তার আর সংসার জীবনে শান্তি হয়নি। যার দরুন সে এসব কথা বলেছে। বিয়ের পর দেখা গেল ডাকসাঁইডে প্রেমিকটি মেনি বিড়ালের মত মিউ মিউ করছে অথবা সংস্কৃতিবান প্রেমিক বিয়ের পর হয়ে গেল ঝগড়াবাজ স্বামী। এ কারণেই হয়তো ফরাসি দেশের একটি বহুল আলোচিত প্রবাদ হচ্ছে–

"প্রেম হচ্ছে বিয়ের সূর্যোদয় আর বিয়ে হচ্ছে প্রেমের সূর্যাস্ত।"

মগজ ধোলাই হওয়া যুবক-যুবতী ও প্রেমিক- প্রেমিকাদেরকে বলছি– আসলে বিয়ে হচ্ছে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার আবশ্যিক পূর্বশর্ত। অনেকে বিয়ের উদ্দেশ্য কী তাই ভালো করে জানেনা।

অনেকের গায়ে পশ্চিমাদের হাওয়া লেগে গেছে। তাই বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির উপর চরম আঘাত হানছে। পশ্চিমা দুনিয়া বলছে বিবাহের আর কোন দরকার নেই। বিবাহ মানেই দায়িত্ব। বিবাহ মানেই বন্ধন। বিবাহ মানেই চুক্তির ভেতর গিয়ে পড়া। তার চেয়ে অনেক ভাল যৌন মিলন। লিভটুগেদার, খোলা আছে দ্বার, যাওয়ার ও আসার দায়-দায়িত্ব নেই অথচ ইন্দ্রিয় সুখ আছে। আছে নিঃসঙ্গতা মোচনের যাবতীয় উপাদান অথবা যৌন তাড়না নিবৃত্তির জন্য আছে গনিকালয়, সেক্সশপ, ম্যাসাজ পার্লার। আবার আমেরিকার রাজপথ জুড়ে সমকামীদের মিছিল বেরুচ্ছে। বিবাহ মানে প্রজনন ক্রিয়া নয়। ছেলের কাছে মেয়েকে সঁপে দেয়া নয়। শুধু আনন্দের জন্যই যৌনসঙ্গী চাই। সে যৌনসঙ্গী যে সর্বদা বিপরীত লিঙ্গের হবে তার কোন মানে নেই। পুরুষ পুরুষকে, নারী নারীকে তার সঙ্গী বা সঙ্গিনী হিসাবে বেছে নিতে পারে। এখন ঐদেশের অনেকের কাছে একটি ম্যারেজ সার্টিফিকেটের দাম একটা টিভি কিংবা ফ্রিজের ক্যাশমেমোর চেয়েও বেশি নয়। টিভি বা ফ্রিজ কেনার সময় অন্তত এক বছরের

গ্যারান্টি কার্ড থাকে; কিন্তু বিয়ের সার্টিফিকেটের এক দিনের গ্যারান্টিও নেই।

প্রতিদিন যত বিয়ে হচ্ছে, বিয়ে ভাঙছে অর্ধেকের চেয়েও বেশি। আর যারা বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখছে সন্তর্পণে, তারা বাঁচিয়ে রাখছে নিজেদের সম্মান রক্ষার তাগিদেই। বিবাহ বিচ্ছেদ এখনও অনেকের কাছেই লোক লজ্জা। বহু ভালোবাসার পরিণতি পরিণয়ে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই আজ বিশ্বের বহু ছেলেমেয়েরাই বাবা মায়ের প্রেমহীন যৌনতারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। অথবা নেহাতই এক যৌন-দুর্ঘটনা। বহু বাবা মা তাদের অবাঞ্ছিত সন্তানের পালক পিতা-মাতা যেন। এর একমাত্র কারণ বিবাহ সম্পর্কে অধিকাংশ দম্পতিরই কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই অধিকারবোধের রশি টানাটানিতে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে।

সবশেষে রশিটা ছিঁড়ে দুপক্ষই ছিটকে পড়ছে। বিবাহ নর-নারীর জীবনে চিরকালই স্ট্রেস। কারণ বিবাহ মানেই এক নতুন জীবন। বিশেষ করে নারীর পক্ষে বিবাহ তার এ যাবৎ কালের সমস্ত সত্তারই বিসর্জন। বাপের বাড়িতে বাবা-মায়ের স্নেহে বড় হয়ে উঠা মেয়েটিকে হঠাৎ গিয়ে পড়তে হয় এক ভিন্ন পরিবেশে। বাপের বাড়ীর স্নেহ ভালোবাসার নির্মোক ছেড়ে তাকে বেরিয়ে আসতে হয়। শ্বশুর বাড়ির দোষ-গুণ, উদারতা, নীচতা, ভালোবাসা, ঘৃণা সমস্ত কিছুকেই হজম করে নীলকণ্ঠ হয়ে থাকতে হয়। পুরুষকে সে তুলনায় খুব বড় কিছু ত্যাগ করতে হয় না, বড় জোর সে তার যৌথ পরিবারের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা বাসা বাঁধে স্ত্রীর সঙ্গে; কিন্তু উপমহাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনও নানা কারণে যৌথ পরিবারভুক্ত। সেখানে বাড়ীর বউকে যৌথ পরিবারের পারস্পরিক অসহযোগিতা, ঈর্ষা, তুচ্ছতা ও বিধিনিষেধের মধ্যে বাস করতে হয়। নারীকে বেশি জয় করতে হয় তার ভাগ্যকে। পুরুষ পালাতে পারে, নারী পারে না। বিবাহিত পুরুষের স্ট্রেস হয় তাকে সংসারের আর্থিক ভার বহন করতে হয় বলে। সংসার প্রতিপালনের আর্থিক দাবি মেটাতে পারবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ও কখনো আত্মবিশ্বাসের অভাব তার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটায়।

জীবনে সু-উপায়ী অথবা বিত্তশালী পিতার পুত্রের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। সে বাড়ীর একটি খড়কুটাও কোনদিন সরাতে হয় না। পুরুষ প্রধান সমাজে ছেলেদেরকে বাড়ীতে এক গ্লাস পানিও নিজে ঢেলে খেতে হয় না। সে হুকুম করে। হুকুম তামিল করে, দাস-দাসী বা চাকর চাকরানী, না হয় মা, না হয় অবিবাহিতা বোনেরা। এমন কি ভাবিরাও অবিবাহিত দেবরকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখে। তার পরিচর্যার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

বিবাহিত জীবন এক রাতের মধ্যেই তাকে কঠোর বাস্তবের মাটিতে এনে দাড় করায়। সে বুঝে এখন থেকে তার নিজের দায়ভার শুধু তার নয়, আর একটি মেয়ের দায়িত্বও তার। দায়িত্ব অর্থে শুধু আর্থিক দায়িত্ব নয়। আর স্বাধীনতা অর্থে শুধু টিভি, ফ্রিজ, গ্যাস ওয়াশিং মেশিন নয়। সচ্ছলতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাচ্ছন্দ্য। স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানসিক শান্তি।

মানসিক শান্তি নির্ভর করে পরিবারের শান্তির উপর আর আনন্দ নির্ভর করে পরিবারের সদস্যদের খুশি করার উপর। বিবাহ এই কারণেই একটি প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউশন। স্বামী সেই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি অথবা নেতা। সদস্যদের খুশি করতে না পারাটা নেতৃত্বের ব্যর্থতা। তাই বিয়ের আগে পুরুষ স্বভাবতই ভাবতে থাকে, 'আমি পারবো তো'? তাই সমস্ত বিবাহের মধ্যে আপাত আনন্দের অন্ত রালে বাজে প্রচ্ছন্ন বিষাদের রাগিণী।

উদ্বেগ, আশঙ্কা, বিচ্ছেদ ও দুঃখ, মিলনের দীপ্তিকে নিষ্প্রভ করে দেয়; কিন্তু তা ঘটে যায় নর-নারীর অন্তর্লোকে। বাইরের মানুষ তার সন্ধান পায় না। এ কারণেই অনেকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ভয় পায়। এ কারণেই তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে 'বিয়ে মানেই যন্ত্রণা, যদিও সেই উৎসবের দিন কোন দুঃখের রেশ থাকে না। আবার কেউ বলছেন "ভালোবাসা যদি কারো একান্ত কাম্য হয় তাহলে তার বিয়ে করা উচিত নয়। কারণ বিয়ে হল ভালোবাসার সমাধি" এ সকল উক্তি কাপুরুষের উক্তি। বিবাহিত জীবনের অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে যারা জয়ী হতে পারে তারাই বিবাহিত জীবনে সুখী। তারাই সত্যিকারের মানুষ। তারাই সত্যিকারের প্রেমিক, তাদের জীবনে বিয়ে কোনদিন প্রেম ভালোবাসার সমাধি হতে পারে না। বরং বিয়েই নর-নারীর জীবনকে উজ্জ্বল করে। বিয়ে করা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নত।

প্রশ্ন হতে পারে বিয়েই যদি নর-নারীর জীবন সুখময় করে, উজ্জ্বল করে, তাহলে দাম্পত্য নামক ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠনটি আজ ভেঙে যাচ্ছে কেন? আজকের প্রেম কেন আগামীকালের এক বুক ঘৃণা? আজকের উৎসব মুখরিত আলোকিত রাত্রি আগামীকাল কেন অমানিশা। আজকের ফুলশয্যার রাতের সংলাপ কেন আগামীকালের রতি বিলাপ? এর জন্য কে দায়ী? পুরুষ না নারী? কে দায়ী সামাজিক পরিবেশ না দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞানতা? এ বিষয়ে লেখকের "আদর্শ দাম্পত্য জীবন" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখান থেকে দেখে নেয়া যেতে পারে।

যাই হোক বলতেছিলাম, বিয়ে প্রেম ভালোবাসার সমাধি হতে পারে না। বিয়ে মানুষকে দায়িত্বশীল হতে শিখায়। বিয়ে সামাজিক শুচিতা ও শৃঙ্খলার নিয়ামক। ভালোবাসার বন্ধনের সামাজিক স্বীকৃতি বিয়ে। বিয়ের পথ ধরেই আসে শরীর সম্পর্ক আর তার ফলেই গড়ে উঠে একটি সুন্দর সুস্থ নতুন পরিবার। যদিও কেউ কেউ বলে থাকেন বিয়ে মানেই স্বার্থ। আর স্বার্থ সংযুক্ত মিলনে প্রেম হয় ম্লান। অথচ সত্যিকার অর্থে মিলনেই প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে। স্বার্থ চিরকাল সব রকম বৃহৎ কাজেরই প্রতিবন্ধক। বিয়ের ক্ষেত্রে দু'জনের স্বার্থ একইভাবে রক্ষিত থাকা উচিত। একজন স্বার্থপর অন্যজন স্বার্থহীন, সেখানেই সংঘাতের সূত্রপাত। অন্ধ স্বার্থপরতা মতান্তর ঘটায়। প্রেমের ভারসাম্য নষ্ট করে। নিজেদের ব্যক্তিগত সত্ত্বাকে অটুট রেখে সুখে দুঃখে দু'জনে ভালোবাসার সম্পর্ক মেনে নিয়ে একে অন্যের উপর চরম আস্থা, বিশ্বাস ও মতের মিল বজায় রেখে পরস্পরের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারলে, বিবাহিত দম্পতি অবশ্যই দাম্পত্য কলহমুক্ত জীবন ও সুখী সংসার গড়ে তোলতে পারেন।

আধুনিক ছেলে মেয়েরা কিভাবে প্রেমে পড়ে এবং প্রেমে পড়ার লক্ষণ কি? কি?

আধুনিক ছেলে মেয়েরা প্রেমে পড়ার অনেক উপায় আছে। অসংখ্য সহপাঠি, সহকর্মী, সহযাত্রী, সহগামীর মধ্যে প্রেম হয়। কাজ করতে গিয়ে, এক সাথে থাকতে থাকতে দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে, শেষে প্রেম হয়। এ হলো সাধারণ কথা; কিন্তু প্রথম দর্শনেই প্রেম হওয়ার অসাধারণ ঘটনা কিভাবে ঘটে? যাকে কখনো দেখিইনি। যার নামও আগে শোনা যায়নি। তাকে কোন অনুষ্ঠানে, বা কোন মার্কেটে দেখেই কেউ তার প্রেমে পড়ে গেল। যেন মেয়েটি কিংবা ছেলেটির বহুকালের চেনা। "দেখা মাত্রই ছেলে বলে উঠে "কোথায় তোমায় যেন দেখেছি? কোথায় যেন একবার পরিচয় হয়েছিল? তারপর হারিয়ে ফেলেছি। আর হারাতে দিব না তোমায়। এই অনুভূতি যখন কারো মনে হয়। কিংবা দু'জনার মধ্যে হয় তখনই ঘটে যায় প্রেম নামের অসাধারণ এক ঘটনা।

এটা ঘটার কারণ হচ্ছে– জন্ম থেকে সৃষ্টিকর্তা মানুষের অন্তরে প্রেম ঢেলে দিয়েছেন। তাই মানুষের মন প্রেমে পড়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। তখন হৃদয় মাঝে কোন পুরুষ বা নারীর মূর্তি কল্পনায় তৈরি করে নেয়। তাছাড়া শৈশবে বাড়ির দাদা-নানার বয়সের মুরব্বীরা কিংবা দুলা ভাইয়েরা অথবা দাদী-নানীর বয়সের মুরব্বীরা কিংবা ভাবিরা, খালাত, মামাত, ফুফাত বোনেরা ঠাট্টাচ্ছলে

বলে থাকে 'তোর জন্য সুন্দর একটি মেয়ে দেখে বিবাহ করাব। কিংবা বলে "তোকে সুন্দর একটি ছেলে দেখে বিয়ে দেবো– তখনই একটি মেয়ের কল্পনা কিংবা ছেলের কল্পনা মনে মনে একে নেয় তারা। যেমনটি আমার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াকালীন হয়েছিল। ক্লাসে একটি মেয়েকে দেখে আমার খুব ভাল লাগত। আমি মনে মনে স্থীর করে নিয়েছিলাম। আমাকে যদি দাদা-দাদি বিবাহ করায় তাহলে আমি এ সুন্দর মেয়েটির মত একটি মেয়েকে বিবাহ করবো। তখনো আমি বিয়ের হাকিকত সম্পর্কে কিছুই বুঝেনি। তখন বিয়ের অর্থ এটাই বুঝতাম একটি মেয়ে শাড়ী কাপড় পরে বউ সেজে ঘরে আসবে। রান্না বান্না করবে, কাপড় চোপড় ধুয়ে দেবে বাড়ী ঘর পরিষ্কার রাখবে, আমার বিছানা পত্র গুছিয়ে দেবে। গরম লাগলে বাতাস করবে এই আর কি, যেমনটি আমার মা দাদিকে দেখি। এছাড়া তখন যৌনতা সম্পর্কে কিছুই বুঝিনি। বর্তমানে যেমন এ বয়সের ছেলে মেয়েরা ভারতীয় সিরিয়ালের কুপ্রভাবে অনেক কিছুই বুঝে থাকে।

যাই হোক যখন কেউ পুরুষ বা নারীর মূর্তি, কল্পনায় তৈরি করে নেয়। যার সাথে বাস্তবের কোন চরিত্রের মিল নেই। মনের খুব গভীরে লুকায়িত থাকে সেই ছবি। যখন সত্যি সত্যি বাস্তবে কারো সাথে মিলে যায়, তখন সে শরীর মন সবদিক দিয়েই মুগ্ধ হয়। তবে মিলে যাওয়ার ব্যাপারটি কখনো বুঝা যায় কখনো বুঝা যায় না।

পাশাপাশি বাড়িতে, পাশাপাশি বাড়তে বাড়তে চৌদ্দ পনেরো বছরের দিকে বালকটি দেখে বালিকার চোখে ফুল ফুটছে, মাংসে ঢেউ উঠেছে, চোখে মহাসমুদ্রের থেকেও বড় বড় অশ্রুবিন্দু দেখা দিচ্ছে ঃ বালিকা দেখে বালকটি অন্ধ হয়ে গেছে, তাকে ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার দিকেও ঠিক মত তাকাতে পারছে না। বালকটির হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে, সবকিছু কাঁপছে। এতোদিন তারা একে অন্যকে বলছিল 'তুই'। ওইদিন তারা বলে 'তুমি'। সেই মুহূর্তে মহাজগতের ইতিহাসে এক যুগান্তর ঘটে। তারা আকাশ ভরে গোলাপ আর মাটি ভরে নক্ষত্র ফুটে থাকতে দেখে।

প্রথম দর্শনেই প্রেম

এই প্রেমে আন্তরিকতা আছে, তবে যতোটা আবেগ থাকে ততটা ভালোবাসা থাকে না। এক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী একে অন্যকে ভালোমত না বুঝেই প্রেমে পড়ে। এরা প্রথম কিছুদিন সুখী থাকে, আবেগ ও রঙিন ঘোর কেটে গেলে সুন্দর

সম্পর্কটা আর থাকে না। অনেকটা পুকুরে স্রোতহীন পানির মত। বর্ষাকালে পূর্ণ থাকে, গ্রীষ্ম এলেই শুকিয়ে যায়। এই প্রেম পরিপক্ব প্রেম নয়।

'দরজা দিয়ে অভাব এলে, ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালায়, কথাটা এদের বেলায় প্রযোজ্য।

হিসেব কষে প্রেম করে যে
সে-ই আসলে ঠিক করে
আকাশ জমিন ব্যবধানে
প্রেম করে যে সে-ই মরে।

প্রেমের প্রাথমিক লক্ষণ

বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে আসে উচ্ছল সময়। চোখের লক্ষ্য কেবল একজন। বিপরীত লিঙ্গের কাউকে খুঁজে ফেরে সে। অনেকেই দেখে কাছের, দূরের, কল্পনায় মেলে না। ধরা যায় না। প্রেমের জালে সে ধরা দেয় না, পালিয়ে বেড়ায়। এক সময় আসে সে শুভক্ষণ। আমি তারে পেয়েছি বলার সময়। স্বর্গের চাবি হাতে এসে যায়। তখন আর যেন কিছুই করার থাকে না। প্রথম প্রেম প্রথম ভালোবাসা। আপনার এমন হয়ে থাকলে আপনি ঠিকই বুঝতে পারবেন। আপনি কেমন বদলে গেছেন তখন। আর যদি প্রেমে না পড়ে থাকেন লক্ষ্য করে দেখুন, তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকার অবস্থা।

ভালোবাসার লক্ষণ মেয়েদের ক্ষেত্রে

(১) প্রতিদিন অসংখ্যবার আয়নার সামনে বসা। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার প্রবণতা বেড়ে যাওয়া।

(২) রূপচর্চা বেড়ে যাওয়া, ফ্যাশনে বৈচিত্র্য।

(৩) বিশেষ কোন পোশাকের প্রতি অতিরিক্ত দূর্বলতা দেখানো। (যা প্রেমিকের পছন্দ)

(৪) ক্লাস কিংবা লাইব্রেরীর কথা বলে কিংবা পরীক্ষার নোটের কথা বলে ঘনঘন বাসা থেকে বের হওয়া।

(৫) অকারণে ওড়না ঘন ঘন পড়ে যাওয়া এবং তা ঠিক করতে বেশি মাত্রায় সচেতন হওয়া।

(৬) ঘন ঘন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ানো

(৭) দরজা বন্ধ করে রাখার প্রবণতা তৈরি হওয়া। যার কোন কালে ঘুম নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না তার ঘুম না হওয়া।

(৮) বাসায় গয়না, চুড়ি, পারফিউম, কসমেটিকসের আধিক্য দেখা যাওয়া এবং সেগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া।

(৯) বাসার ফোন বেজে ওঠার সাথে সাথেই দৌড় দেয়া।

(১০) নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে বাসায় ফেরা এবং অজুহাত তৈরি করা।

যেমন ঃ একটি মেয়ে, যে কিনা স্কুল-কলেজ, আলীয়া মাদরাসা কিংবা কোচিং ছুটির পর যথাসময়ে বাসায় চলে আসতো, প্রেমে পড়লে সে মেয়েই বান্ধবীর বাসা, স্যারের বাসা কিংবা লাইব্রেরীতে গিয়েছিল ইত্যাদি নানা অজুহাত দেখাতে পটু হয়ে যাওয়া।

ভালোবাসার লক্ষণ ছেলেদের ক্ষেত্রে

১। পাঠ্য পুস্তকে মন না রেখে কবিতা, রচনা করা।

২। নির্দিষ্ট কোন বাড়ীর সামনে বারবার চক্কর মারা।

৩। রাত করে বাসায় ফেরা এবং চেহারায় একটা পালানো পালানো ভাব আসা।

৪। হেয়ার স্টাইল নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়া এবং ঘনঘন চুলে হাত দেওয়া। ফ্যাশনে সম্পূর্ণ আধুনিক হয়ে যাওয়া।

৫। মানিব্যাগে টাকা না থাকা। বাবা বা ভাইয়ের পকেট থেকে টাকা চুরি করা।

৬। উপহার সামগ্রী ক্রয় বাবদ ষ্টেশনারী দোকানে ঘন ঘন যাওয়া।

৭। মেজাজ সব সময় গরম থাকা।

৮। সিগারেটের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাওয়া। অভ্যাস না থাকলেও নতুন করে চেষ্টা করা।

৯। ভালোবাসার গান শোনা। কিছু গানের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে ওঠা।

১০। বন্ধুদের মাঝে উপস্থিতির হার কমে যাওয়া। হঠাৎ করে কিপ্টে হয়ে যাওয়া।

চলচ্চিত্র জগতে ভালোবাসার অভিনয়

সব ভালোবাসায় যৌনতা থাকে না আবার সব যৌনতায় ভালোবাসা থাকে না। তবে ভালোবাসা যৌবনেরই অপর একটি নাম।

মনের ভেতর যৌবন না থাকলে ভালোবাসা হয় না। 'প্রেম' এবং 'ভালোবাসা' শব্দের মধ্যেও ব্যাপক তফাৎ রয়েছে।

চলচ্চিত্রে অভিনয় কালে একজন উঠতি নায়িকা, যিনি সম্প্রতি সিনেমা জগৎ ছেড়ে দিয়ে সংসারী হয়েছেন। তিনি বললেন, 'অভিনয় করতে গিয়ে দেখলাম, ভালোবাসার ছড়াছড়ি। ভিলেন নায়ক হয়ে উঠলো, আর নায়ক হলো ভিলেন। প্রযোজক-পরিচালকও ভালোবাসতে চায়, এমনকি চিত্র সাংবাদিকও ভালোবাসার কথা বলে। আসলে ভালোবাসার মুখোশে সবাই অভিনয় করছে। তাই অভিনয় ছেড়ে দিয়ে একজনকে ভালোবেসেই ঘর করছি।

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ইং বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর বিনোদন পাতায় দেখতে পেলাম–"আলোচিত তারকাদের প্রেম" সম্পর্কে। এতে এভাবে আলোচনা করা হয়েছে– এক সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে প্রেমে পড়েন শোবিজ তারকারা। এটা স্বাভাবিক ঘটনা। অস্বাভাবিক হলো দিনের আলোর মতো সত্য প্রেমকে সবার কাছ থেকে গোপন করার চেষ্টা করা। এতে বেশি করে আলোচনায় আসে তারকাদের প্রেমের বিষয়টি। এমনই কয়েকটি আলোচিত গোপন প্রেমের খবর তুলে ধরছেন– আলাউদ্দীন মাজিদ

১। **শাকিব-অপু :** একদশক ধরে গোপন সম্পর্কের কারণে খবরের শিরোনাম হয়ে আছেন শাকিব খান এবং অপু বিশ্বাস। ঢাকাই ছবির সেরা জুটি তারা। দু'জনের অভিসার কিংবা গোপন বিয়ের খবর শোনা গেছে বহুবার। তাদের প্রেম-বিয়ের খবরে পত্রিকাগুলো সরব থাকলেও দুজনেই সবসময় মুখে কুলুপ এটেছেন। আউটডোর, বিদেশ সবখানেই শাকিব-অপুর চলাফেরা স্বামী স্ত্রীর মতো! টিভি চ্যানেলের রিয়েলিটি শোতে তারা হাজির হন স্বামী-স্ত্রীর মতো করেই। একে অন্যের রান্নাঘরটা যেমন চিনেন, তেমনি শোবার ঘরটাও মুখস্থ। এছাড়া, নিজের বিপরীতে অপু বিশ্বাসকে নেওয়ার জন্য পরিচালকদের অনুরোধ করেও সম্পর্কের গভীরতার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি। অপক্ষো এখন তাদের মুখ থেকে সরল স্বীকারোক্তির।" পরে অপু বিশ্বাস সাংবাধিক সম্মেলন করে বিয়ের কথা এবং ছেলের কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হন।

২। **মৌসুমী-সানী :** ১৯৯৩ সালে ' কেয়ামত থেকে কেয়ামত' চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে নায়িকা হিসেবে অভিষিক্ত হন মৌসুমী। একই বছর চাঁদের আলো' ছবির মাধ্যমে ওমর সানীর বড় পর্দায় যাত্রা শুরু। মৌসুমী-সানী জুটি পর্দায় জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে একসময় বাস্তবেও প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তাদের প্রেমের খবর চলচ্চিত্রাঙ্গণসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে যথারীতি প্রথমে অস্বীকার, পরে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন তারা।

৩। **পপি-শাকিল খান :** ৯০ দশকের মাঝামাঝি সময় মনতাজুর রহমানের আকবরের 'কুলি' চলচ্চিত্রে নায়িকা হিসেবে আবির্ভূত হন পপি। পরবর্তীতে শাকিল খানের সঙ্গে পপি অভিনয় করেন 'আমার ঘর আমার বেহেশত' চলচ্চিত্রে। একসঙ্গে জুটি হয়ে বেশ কিছু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন দু'জন; কিন্তু এ জুটি প্রথম চলচ্চিত্র থেকেই প্রেমের গুঞ্জনের জন্ম দেন। এক পর্যায়ে পপিকে স্ত্রী হিসেবেও দাবি করেন শাকিল খান; কিন্তু পপির অস্বীকৃতিতে ঘটনা আদালতে গড়ায়। শেষ পর্যন্ত দু'জন দুই মেরুতে চলে যান।

৪। **প্রভা-শ্যামল :** আলোচিত অভিনেত্রী প্রভা একের পর এক প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন। অপূর্বর সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করার আগে সাবেক প্রেমিক রাজীবের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়ানোর ভিডিও ফুটেজ প্রভার বিবাহিত জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। সেই ঘটনার জের ধরে শেষ পর্যন্ত অপূর্বর সঙ্গে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে প্রভার। এরপর শান্তর সঙ্গে পারিবারিকভাবে তার আবারও বিয়ে হয়। সেই সংসারেও অশান্তি। অনেকদিন ধরে প্রভার সঙ্গে নাকি অভিনেতা শ্যামল মাওলার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে খবর চাউর আছে।

৫। **শাবনাজ-নাঈম :** ১৯৯১ সালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার এহতেশামের হাত ধরে চলচ্চিত্রে আসেন শাবনাজ ও নাঈম। তাদের প্রথম চলচ্চিত্র 'চাঁদনী' এতে অভিনয় করতে গিয়ে দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের প্রেমের খবর চারদিকে চাউর হলে যথারীতি অস্বীকার করেন তারা। জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা অবস্থায় ১৯৯৬ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসে। এখনো সফল দাম্পত্য জীবন যাপন করে যাচ্ছেন শাবনাজ-নাঈম"। এতো গেলো বহু নায়িক- নায়িকাদের মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকজনের যৎসামান্য খবর। এছাড়াও অনেক নায়িক-নায়িকা রয়েছেন যাদের প্রেমের নামে নোংরামীর খবর এ গ্রন্থে উল্লেখ করা ভদ্রতা পরিপন্থি। আর অনেক নায়িকা তো অন্ধকার জগতে হারিয়ে গেছে, তার খবর কেউ রাখে না। তত্ত্বসূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬

ভালোবাসায় শরীয়তের সীমানা থাকা চাই।

ভালোবাসা যতো শিগগিরই উত্তপ্ত হয় ততো শিগগিরই নাকি শীতল হয়। প্রতিটি জিনিসেরই মোটামুটি নেগেটিভ ও পজিটিভ দিক রয়েছে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে নেগেটিভ দিকটাই বেশি জ্বলজ্বলে।

প্রেমের কথাই ধরা যাক, পৃথিবীতে যতো বিষয় আছে তার মধ্যে এই বিষয়টি মনে হয় অত্যন্ত জনপ্রিয় বিষয়। নাটক, উপন্যাস, গল্প, ছড়া কবিতা, ছবি ও গান এসব বিষয় প্রেম ছাড়া প্রায় অচল। বিশেষ করে কবিতা ও গান, প্রেম ছাড়া খুব কমই চোখে পড়ে। যৌবন হলো জীবনের কোকিল। জনৈক কথা শিল্পীর ভাষায়– পাখির যেমন পালক, বেড়ালের যেমন গোঁফ, চোখের যেমন পলক, যৌবনের তেমনি প্রেম। বিজ্ঞানের যেমন উন্নতি হয়েছে, প্রেমেরও তেমনি উন্নতি হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বাড়ির ছাদ, বাগান, রাজপথ, গার্ডেন, চাইনিজ রেস্তোরা, বাস, ট্রেন, পার্ক সব জায়গাতেই এই বিষয়টি রমরমা। ইদানিং পার্কের সংখ্যাও বেড়েছে, প্রেমের উত্তাপও বেড়েছে। এই যে, এক জীবনে একজনের কাছে যেতে চাওয়া কিংবা পেতে চাওয়া। এই চাওয়া-পাওয়ার নিবিড়তর এক আকাঙ্খার নামই হচ্ছে ভালোবাসা; কিন্তু তারপরেও সত্যিকারের ভালোবাসার সবচেয়ে বড় লক্ষণ হচ্ছে ভালোবেসে সুখ পাওয়া যায় না। সারাক্ষণ পাশে থাকা সত্ত্বেও মনে হবে নেই নেই। পাশে কেউ নেই। তারপরও মানুষ ভালোবাসে, প্রেম করে। কোন কোন প্রেমিক প্রেমিকা তো এ উক্তিই করে বসে– 'জীবনে যত হেসেছি, তত কাঁদিনি, ভালোবাসলে কাঁদতে হয়। আবার কোন কোন প্রেমিক বলেন– "ভালোবেসে যত হেসেছি আমি, তার চেয়ে বেশি কেঁদেছি। ভালোবাসলে বুকের মধ্যে কারণে অকারণে কষ্ট হয়। কষ্ট যদি হয়, লোকে এত ভালোবাসে কেন? বুঝে পাইনা। সম্ভবত কষ্ট পাওয়ার বাইরে যে তীব্র ভালোলাগা থাকে, সে থেকে কেউ নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না। তাই আমিও চাই না।" আমি ভালোবাসাকে সবার উপরে স্থান দিই। কেউ কেউ ভালোবাসার অতি উত্তাপে ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা ছেড়ে ভাঙ্গা কুটিরে ঠাই নেয়ার ঘটনা ঘটেছে যুগে যুগে দেশে দেশে। এসব ঘটনা ভালোবাসার জয়গান করে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে নতুন নতুন প্রেমিক জুটিকে; কিন্তু ভালোবাসার অভাবে পৃথিবীতে যে কতো লাখ লাখ ভালোবাসা শুকিয়ে ঝরে যায় তার হিসাব রাখার লোকের বড়ই অভাব। তারপরও ভালোবাসা সতেজ রাখার জন্য সীমানা পেরিয়ে আল্লাহ রাসূল, দু'কাধের দুই ফেরেশতা, কুরআন, হাদীস, অথবা ঈশ্বর, ভগবান, চন্দ্র, সূর্য, গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-সাগর পাথর মাটি ইত্যাদি যে কোন

কিছুকে সাক্ষী রেখে কল্পিত হৃদয়ে, ভাবের আবেগে, অশ্রুসিক্ত নয়নে, হাতে হাত রেখে অথবা বুকে হাত রেখে রক্তের সাথে রক্তের মিলন ঘটিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা চিরবন্ধনে আবদ্ধ হবার শপথ গ্রহণ করে। এ অবস্থায় অনেকে বাচ্চাও গ্রহণ করে থাকে। যাকে ইসলামে জারজ সন্তান বলে। তাদের এরূপ ভালোবাসায় এবং চিরবন্ধনে আবদ্ধ হবার শপথকে অভিশপ্ত শয়তান স্বাগতম জানায়। তাই যে কোন ভালোবাসায় শরীয়তের সীমানা থাকা চায়।

প্রেম প্রেম খেলা

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় শিক্ষা তথা কুরআন-হাদীসের শিক্ষা থেকে মাহরুম (বঞ্চিত) থাকার দরুন তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা এবং নাস্তিক্যবাদ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাচ্ছে। এ ছাড়া তারা আকাশ সংস্কৃতির কুপ্রভাবে নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে দিন দিন চরিত্রহীন হয়ে পড়তেছে।

তাদের মধ্যে প্রেমের নামে অশ্লীলতা সর্বত্রই বিরাজ করছে। প্রেম করা আর ভাঙা-এতো এখন প্রেম প্রেম খেলায় পরিণত হয়েছে। একজন ছেলে একাধিক মেয়ের সাথে কিংবা একজন মেয়ে একাধিক ছেলের সাথেও প্রেম প্রেম খেলায় লিপ্ত রয়েছে। কারো কারো ক্ষেত্রে প্রেম প্রেম খেলাটাই যেন স্কুল কলেজে যাওয়ার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। প্রেম খেলাটাই যেন এখন লেখাপড়া। তাদের নিকট ডুবে ডুবে প্রেম করার মধ্যে অনেকটা লুকোচুরি খেলার মজা আছে। হাবুডুবু খেতে খেতে এক পর্যায়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করলে, বিস্তর সামাজিক ব্যবধানে প্রেমিক-প্রেমিকার অবস্থান থাকলে নাকানি-চুবানিও খেতে হয়। ডুবো প্রেমের পাশাপাশি কেউ কেউ 'চুটিয়ে' প্রেমও করছে। যেমন অমুকে ওমুকের সঙ্গে একেবারে সবার নাকের ডগায় বসে চুটিয়ে প্রেম করছে। চুটিয়ে প্রেমের মধ্যে কিন্তু আদিখ্যেতা অনেক। ভাবখানা এমন যেন, জগতে তারাই শুধু প্রেম করেন, ওনাদের মতো জুটি আর কোথায়ও নেই। তারা মানুষের সামনে রাস্তাঘাটে হাত ধরাধরি করে হাটবেন, ইচ্ছে হলে জড়িয়ে ধরে সিনেমা ষ্টাইলে দীর্ঘ চুমু খাবেন। আরো কত কি? প্রেম করা আর ভাঙ্গা এতো এখন খেলার মতোই পরিণত হয়েছে। কেউ পাঁচ বছর, দশ বছর আবার কেউ তেরো চৌদ্দ বছর ধরে প্রেম করে বিয়ে করেও ভাঙছে। আবার কেউ এক বছরে হ্যাট্রিক কিংবা ছয় বছরে সেঞ্চুরি করেছে। এটাকে বলা যায় 'প্রেম প্রেম খেলা।'

প্রেমে সুখবাদী কোন কোন রসিকজনরা বলেন– 'প্রেম হচ্ছে এক ধরনের চুলকানী বিশেষ। যতো চুলকানো যায় ততো সুখ লাগে। আবার প্রেমে দুঃখবাদীরা বলেন, 'প্রেম একটি জ্বলন্ত সিগারেট, যার পরিণাম ছাই'। ছাই-ভস্ম যাই হোক' উপরোক্ত দু'টো সংজ্ঞা থেকে একটা সত্য বেরিয়ে আসছে, তা হলো– প্রেম রোগে আক্রান্ত হলে গা চুলকানোর মতো সুখ হয়তো পাওয়া যায়; কিন্তু চুলকাতে চুলকাতে যখন ফোস্কা পড়ে যায় কিংবা ঘা হয় তখন ঠিকমতো মলম না লাগালে কিন্তু প্রথম ভীষণ জ্বালা করে, তারপরে তার অনেক জ্বালামুখ তৈরি হয়– আবার কেউ বলেন প্রেম হচ্ছে আগ্নিয়গীরি তা থেকে আগুনের হল্‌কা বের হয়, সে আগুন অতঃপর পাত্র-পাত্রীকে তো পোড়ায়ই, পোড়ায় পরিবার-সমাজ-সংস্কার, সবকিছু পুড়িয়ে ছাড়খার করে। আগুন নিয়ে খেলা করা আর প্রেম নিয়ে খেলা করা একই কথা বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আরো ভয়াবহ। কারণ আগুন তো মানুষের ঘর বাড়ি ধন-সম্পদ জ্বালায়। আর প্রেম মানুষের পুরা জীবনটাকেই জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। অনেকে প্রেমিক-প্রেমিকার অসহায়ত্ব অবস্থা দেখে ভাবেন। আর মনে মনে প্রশ্ন– প্রেম কি?

একি এক উন্মাদনা? উত্তেজনা? মুক্তির আস্বাদ? দাসত্বের আস্বাদ? কল্পনা? নির্বুদ্ধিতা? অসুস্থতা? না, অস্থিরতা? একি এক দুর্দমনীয় আবেগ যা মানুষকে অন্ধ করে দেয়? প্রেমিক-প্রেমিকার বিশ্বে আর কারুর বসবাস নেই– কেবল ওই দু'জন ছাড়া। সময়ের কোন জ্ঞান থাকে না। কেবল প্রিয়তম অথবা প্রিয়তমার সাথে মিলিত হবার সময়টি ছাড়া। প্রেমিক প্রেমিকা একে অন্যকে 'পাগল' 'বোকা' অথবা 'গাধা' বলে সম্বোধন করে কি বুঝতে চায়? দু'জনোই যে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে তাইনা? না একে অন্যের সান্নিধ্যে দু'জনার দেহে যে অনুভূতি তড়িৎ গতিতে বহমান হয় সেই শিহরণের তাড়নাকে চেপে রাখার এক উপায়? ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতি উত্তপ্ত ভালোবাসা

ষাটের দশকের সমাজে প্রেম-ভালোবাসার বিষয়টিকে অভিভাবকরা অশালীন, বেহায়াপনা বাজে এবং অনুচিত কাজ বলে মনে করতেন। এ কারণেই প্রেমিক-প্রেমিকরা অভিভাবকদের কথা চিন্তা করেই প্রেম করতো। বর্তমান সমাজের অভিভাবকরা যদিও ষাটের দশকের মতো নিষ্ঠুর মন মানসিকতাসম্পন্ন নয়, তথাপিও এ ব্যাপারে প্রায় সকল অভিভাবকই রক্ষণশীল। প্রায় অভিভাবকই মেনে নিতে চান না তাদের ছেলে মেয়ের প্রেমকে। 'অমুকের সঙ্গে মিশবেনা'

এই হলো আমার শেষ কথা। পিতা মাতার এই জাতীয় ধমকে প্রেমের বেগ কমা তো দূরের কথা বরং ক্ষেত্র বিশেষে বেড়ে যায়। কারণ দেশের বেশির ভাগ প্রেমই হয় কিশোর-কিশোরী অর্থাৎ স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে। এ সময়ে প্রেমিক-প্রেমিকরা প্রেমকে আদর্শ অতি পবিত্র একটি বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে। তাই এ সময়ের প্রেমের বিচ্ছেদও গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায় প্রেমিক প্রেমিকার মনকে। তখন প্রেমিক বলে উঠে, চাইনা আমি বাবার ঐশ্বর্য। আমার ঐশ্বর্য তুমি। তুমি আমার চাঁদ। তুমি আমার নয়ন, স্বপন, জাগরণ, জীবন-মরণ সবকিছু। খুব আবেগে নাটকের অভিনয়ের সংলাপ চলে আসে। প্রেমিক তখন প্রেমে গদগদ হয়ে প্রেমিকার বুকে মুখ লুকায়। আবহাওয়া ও পরিবেশ ভালো থাকলে ঘুমিয়েও যায়। আর প্রেমিকা তাকিয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে। মনে মনে বিড় বিড় করতে থাকে। তুমি শুধু আমার, তুমি কত সুন্দর, আমি কত ভাগ্যবান। সত্যি আমি তোমাকে সাংঘাতিক ভালোবাসি। আসলেই এ ভালোবাসা সাংঘাতিক কিংবা বিপদজনকই। কারণ এটা অতি উত্তপ্ত ভালোবাসা। এ ধরনের প্রেম আবেগের উত্তাপে সংঘটিত হয়। আর আবেগের উপর দাঁড়িয়ে প্রেম ভালোবাসাকে টিকিয়ে রাখা যায় না। কারণ জীবন আবেগ-নির্ভর নয় বাস্ত বধর্মী। অতি উত্তপ্ত ভালোবাসা বেশিদিন টেকে না। তাতে বিচ্ছেদ ঘটে, একটি করুণ কাহিনীর সৃষ্টি হয়। আসলে বিচ্ছেদের প্রেমকে প্রকৃত প্রেম বলা যায় না। প্রবল আকর্ষণের ফলে একে অন্যের কাছে চিরকাল ভালোবাসার অঙ্গীকার দেয়; কিন্তু সময়ের রূঢ় গতি মনের রক্তিম অনুভূতিকে ফ্যাকাশে করে তোলে। আর সেই অঙ্গীকারের বন্ধন হয় শিথিল।

বায়বীয়, অপরিপক্ক ও বাণিজ্যিক প্রেম

'বায়বীয় প্রেম' নামে এক ধরনের প্রেম আছে। যা বিমূর্ত দেখা যায় না। দু'জনেই, দু'জনকে ভালোবাসে; কিন্তু সারাজীবন তারা মুখ ফুটে কেউ কাউকে তা বলেনি।

'অপরিপক্ক প্রেম' হচ্ছে– প্রথম দর্শনেই যেটা হয়। এই প্রেমে আন্তরিকতা আছে, তবে যতোটা আবেগ থাকে ততটা ভালোবাসা থাকে না। এক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী একে অন্যেকে ভালোমতো না বুঝেই প্রেমে পড়ে। এরা প্রথম কিছুদিন সুখী থাকে, আবেগ ও রঙিন ঘোর কেটে গেলে সুন্দর সম্পর্কটা আর থাকে না।

বাণিজ্যিক প্রেম ঃ এই প্রেমের সম্পর্কটা ছলনা-নির্ভর। একপক্ষ বা অনেক ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ সজ্ঞানে একে অন্যকে ঠকায়। ভালোবাসা ও প্রেমের অভিনয়

করে চলে। আসলে এদের মনে কোন ভালোবাসার অনুভূতি থাকে না। হৃদয়ের চাইতে অর্থ এবং বিত্ত বেশি গুরুত্ব লাভ করে এখানে। ঘুরে-ফিরে মজা করে সময় কাটানো এদের দর্শন।

প্রেমের ধর্ম, স্বভাব বা প্রকৃতি

আল্লাহ পাক মানুষকে যেমন হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ইত্যাদি যেমন দান করেছেন, তার প্রয়োগ করাও শিক্ষা দিয়েছেন। তেমনিভাবে ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা, শক্তি-সামর্থ ইত্যাদিও যেমন দান করেছেন, তার ব্যবহারও শিক্ষা দিয়েছেন। তেমনিভাবে ইশক, মহব্বত, প্রেম-ভালোবাসা, দয়া-মায়া ইত্যাদি যেমন দান করেছেন। তার রীতি-নীতি এবং প্রয়োগের স্থান-কাল পাত্রের কথাও বলে দিয়েছেন।

মেহদী পাতার কথা বলি– তা গাছের মালিকের অনুমতি নিয়ে হাতে ব্যবহার করলে হাত যেমন রঙিন হবে। আবার বিনা অনুমতিতে অবৈধভাবে হাতে ব্যবহার করলেও হাত লাল হবে।

তেমনিভাবে প্রেম ভালোবাসার মধ্যেও বৈধতা ও অবৈধতা রয়েছে। যাই হোক, প্রেম ভালোবাসা বৈধ পন্থায় হোক আর অবৈধ পন্থায় হোক, তার একটা নিজস্ব ধর্ম, স্বভাব বা প্রকৃতি রয়েছে– যেমন : কেউ দিনের পর দিন কিংবা কেউ মাসের পর মাস ঘুরেও কাঙ্ক্ষিত মানুষটির ভালোবাসা পাচ্ছে না। আবার সেই কাঙ্ক্ষিত মানুষটি হঠাৎ করে কাউকে এক নজর দেখেই ভালোবেসে ফেলে। আসলে ভালোবাসার ধর্ম এমনই হয়। কার সঙ্গে কার, কখন, কিভাবে প্রেম হয়ে যায়, তা বোঝবার উপায় নেই। তবে এ বিষয় নিশ্চিত করা গেছে যে, সংস্পর্শে থাকলে বা কাছাকাছি থাকলে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে বেশি বেশি কথা বলা ও মেশার সুযোগ পেলে হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি ফাজলামি রসিকতা করার সুযোগ পেলে প্রেম হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রতিটি তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীর জীবনে এমন একটি সময় আসে, যখন কল্পনার মানসপটে প্রত্যেকেই একজনের ছবি আঁকে। আর সেই কল্পনার মানুষটি যখন বাস্তবে এসে ধরা দেয়, তখন আর আনন্দের সীমা থাকে না, একেই বলে প্রেম। প্রথম জীবনে বেশির ভাগ মানুষই কাউকে না কাউকে ভালোবাসে। অথবা সফল হোক আর নাই হোক, প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একজন আসেই যার প্রতি একটুখানি হলেও প্রেমের দূর্বলতা জেগে উঠে। প্রেম এক হৃদয়ঘটিত ব্যাপার। অর্থ ক্ষমতাসহ সবকিছুর উর্ধ্বে এর বসবাস। প্রেমের ওপর জোর করা চলে না। প্রেম

কারুর শাসন মেনে চলে না। প্রেমের উপর কারুরই আধিপত্য নেই। প্রেম এমন এক ধরনের আগুন যা ইচ্ছা করলেই নেভানো যায় না। যখন জ্বলবার জ্বলে ওঠে, যখন নিভে যাবার নিভে যায়। প্রকৃত প্রেম মানুষকে সংযমী, চরিত্রবান, বলবান, সাধনায় দৃঢ় করে, যুবককে সংগ্রামশীল, মহৎ ও গৌরবশীল করে, সত্যিকার ভালোবাসা তার পাত্র-পাত্রীকে সুস্থ ও সুখী করে, প্রেম মানুষকে সকল প্রকার হতাশা থেকে রক্ষা করে।

যে ভালোবাসা পেলো না, যে ভালোবাসতে পারলো না, সংসারে তার মতো হতভাগা আর কেউ নেই। জীবন হচ্ছে একটা ফুল, আর জীবনের ভালোবাসা হলো মধুস্বরূপ। প্রেম জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য মৃত্যুকে দেয় মহিমা। প্রেম সব সীমারেখার ঊর্ধ্বে। ভালোবাসা দীন-দরিদ্র ভিখারিকেও রাজা করে। প্রেমের ছোয়া না পেলে হৃদয় পুষ্প বিকশিত হয় না।

মানুষের জীবনে চরম সত্য হলো প্রেম। প্রেম মানুষকে মহান করে প্রেমের আগুনে পুড়ে মানুষ সোনা হয়। প্রেমের গতি- দুর্বার অতি, পরাশক্তিকেও হার মানায়। প্রেমের মাঝে পৃথিবীর রূপ সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়। কোন রশি বা দড়ি অতজোরে আকর্ষণ করতে বা শক্ত করে বাঁধতে পারে না প্রেম যা একটি মাত্র সুতো দ্বারা বাঁধতে পারে। সত্যিকার প্রেম মানুষকে যে কোন সময় মহাপুরুষে রূপান্তর করতে পারে। যার মধ্যে প্রেম নেই সে মানুষ নয় অমানুষ। প্রেমহীন জীবন মৃত্যু সমতুল্য। হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের তীব্র আকর্ষণ মানে প্রেম। প্রেম ছোট একটি শব্দ; কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক। প্রেম এক অদৃশ্য শক্তি, যাকে ধরাও যায়না ছোঁয়াও যায় না। যুগে যুগে প্রেমই যুগিয়ে আসছে সৃষ্টির প্রেরণা। প্রেমের কাছে লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, দয়া-মায়া, যোগ্যতা– অযোগ্যতা, বিচার– যুক্তি-তর্ক কিছুই ঘেষতে পারে না। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালোবাসায় সব হয়। প্রেম হচ্ছে ভাষাহীনের মর্মব্যথা। প্রেমহীন জীবন কোনো জীবন নয়। প্রেমের কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। প্রেম বলে কয়ে করা যায় না, প্রেম হয়ে যায়। সত্যিকারের প্রেমের মাঝেই স্বর্গীয় সুখ।

যার জীবনে প্রেমের অনুভূতি কোনদিনই দেখা দেয়নি, তাকে বোঝানো যাবে না প্রেম কি বস্তু?

প্রেম প্রেম যতই কর প্রেম এত সোজা নয়

প্রেমই জীবন প্রেমই মরণ, প্রেম ছাড়া কি মানুষ হয়?

মানুষ যেমন সত্য, প্রেমও তেমন সত্য। প্রেম হলো খোদার দান, দুর্লব স্বর্গীয় অনুভূতি। প্রেম জীবনে এনে দেয় সুখ-শান্তি ও মানুষকে করে তোলে সজীব-সুন্দর। স্বার্থহীন প্রেম মানুষকে অমর করে রাখে।

প্রেম সত্য প্রেম নিত্য প্রেম জগতময়
প্রেমের মাঝেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির হয় পরিচয়।

প্রেমহীন জীবন জীবন নয়, এটা যান্ত্রিক জীবন। পৃথিবীর সকল কল্যাণই প্রেমের অবদান। নিজের অস্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রেমের দরকার। যারা প্রেমকে অস্বীকার করে তারা কসুম ছাড়া ডিমের মতো। প্রেম আছে বলেই মানুষ অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চায়। প্রেম হৃদয়ের অনুভূতির ব্যাপার। ভালোবাসার কোন রঙ নেই, নেই কোন আয়তন, মনের সুপ্ত বাসনা দিয়ে ভালোবাসাকে অনুভব করতে হয়। পৃথিবীতে যা কিছু জয় হয়েছে তার সব কিছুর পেছনে রয়েছে ভালোবাসার মত প্রিয় কোন শব্দ। ভালোবাসা অনুভূতি এবং হৃদয় ঘটিত ব্যাপার যা স্বচক্ষে দেখা যায় না। অনুভবে বুঝে নিতে হয়। ভালোবাসা হয় চোখের ভালো লাগা থেকে বা অনুভূতি থেকে। আর অনুভূতি থেকেই আকর্ষণ, আকর্ষণ থেকে আকৃষ্ট, আকৃষ্ট থেকেই মায়ামহ, মায়ামহ থেকেই মহব্বত।

প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবনএর ব্যাখ্যা কি?

বৈধ পদ্ধতির প্রেম হোক আর অবৈধ পদ্ধতির প্রেম হোক, প্রেম তো প্রেমই। প্রেমে যেমন শান্তি আছে, প্রেমে তেমনি দহনও আছে। কারো নিকট তো প্রেম হচ্ছে এক যন্ত্রণার নাম। প্রেম স্বল্প সময়ে যেমনি স্বর্গের রাজ্যে পৌঁছাতে পারে তেমনি প্রেম স্বল্প সময়ে নরকেও পৌঁছাতে পারে। তাই কেউ কেউ বলেন প্রেম মানুষকে শুধু স্বর্গই দেখায় না নরকও দেখায়। প্রেম শুধু কাছেই টানেনা দূরে সরাতে সাহায্য করে। প্রেমের আঘাতেই কেউ কেউ সফলতার পথ খুঁজে পেয়েছে। আবার কেউ কেউ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে প্রেম মানুষের জীবনে আনন্দ-বেদনা দু'টোই বয়ে আনতে পারে। তবে বিবাহ বহির্ভূত প্রেমে আনন্দের চেয়ে বেদনার ভাগটাই বেশি। আর আল্লাহ ও রাসূলের প্রেম হচ্ছে– এমন এক আগুন যাতে মানুষ পুড়ে হয় খাঁটি সোনা।

জাগতিক প্রেম যেমন সহৃদয়, আবার তেমন নিষ্ঠুরও। যদিও প্রেম স্বর্গীয়, তবুও মাঝে মাঝে নরক-যন্ত্রণা দান করে। প্রেমে একবার ফাটল ধরলে সহজে আর মিল হয় না। প্রেম আছে বলেই ব্যথা আছে। আর ব্যথা আছে বলেই প্রেম অচেতনকে জাগ্রত করে।

প্রেম হচ্ছে অব্যক্ত যন্ত্রণা। ভালোবেসে যারা ঘর বাঁধতে চায়; কিন্তু পারে না, প্রেমের যন্ত্রণা শিখা তাদের বুকে চিরদিন জ্বলে। প্রেমের আগুন এতোই গভীর যার উত্তাপ সহ্য করা যায় না। তাই বিবাহের পূর্বে যারা প্রেম করে ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী হতে চান, তারা উল্লেখিত কথাগুলো সামনে রেখে পা বাড়াবেন। অন্যথায় خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ অর্থাৎ দুনিয়াও বরবাদ এবং আখেরাতও বরবাদ হবে। এ পথ কন্টকে ভরা। ফুল ভেবে ভালোবাসলে পস্তাতে হবে আখেরে। তাছাড়া প্রথম প্রেমের দাগ মুছে না কোনদিন। তার দাগ (বেদনা) থাকে সমস্ত জীবন। তাই অতিমাত্রায় প্রেমাসক্ত হওয়া চলবে না। কারণ প্রেমাসক্তি বুদ্ধিকে অসাড় করে দেয় এবং চিন্তাকে স্থূল করে তোলে। মনে রাখতে হবে ভালোবাসা এমনই এক মায়াজাল, যা থেকে বের হওয়া যায় না। একবার যে প্রেমে পড়ে, স প্রেমকে ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারবে না।

প্রেমের দুয়ারে গিয়েছে যে জন
দেখেছে প্রেমের ছায়া,
পারবেনা কভু ভুলতে সেজন
এমনি প্রেমের মায়া।

ভালোবাসা আছে বলেই একজন অন্যজনকে ভুলতে পারেনা। প্রেম সাগরে নামার পূর্বেই জেনে নেওয়া ভালো, এ সমুদ্রের কোন তীরই হয় না। তাই বিবাহ পূর্ব প্রেম মানুষের জীবনকে কুড়ে কুড়ে খায়।

প্রেমে পড়লে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, প্রেমিক তার প্রেমিকার বা প্রেমিকা তার প্রেমিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুলগুলো দেখতে পায় না। যখন প্রেমে ভাটা পড়ে তখন এ ক্ষুদ্র ভুলগুলো বিরাট আকার ধারণ করে। বিবাহ বহির্ভূত প্রেমে শুধু লস আর লস। প্রেম করা মানে টাইম লস্, অর্থ লস, এনার্জি লস্, আয়ূ লস, লেখাপড়ার পড়ার ক্ষতি, লোকজনের তিরস্কার, আর প্রেমিক বা প্রেমিকার গোলাম হতে হয়। লজ্জা ত্যাগ করতে হয়, জীবনের উন্নতির চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু প্রেমের উন্নতির চিন্তা করতে হয়। বার বার প্রেমাস্পদের মন জয় করে চলার চেষ্টা করতে হয়। সে কোন অন্যায় আবদার করলে সেটাও মেনে নিতে হয়। প্রেমাস্পদের আত্মীয় স্বজনের মন জয় করার চিন্তা সর্বদা করতে হয়। আসলে

প্রেম শব্দটি উচ্চারণ করা যত সহজ, প্রেম করা এত সহজ নয়।

'প্রেম শব্দটি পবিত্র' কিন্তু এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণী, প্রেম-ভালোবাসার নাম ভাঙ্গিয়ে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে এ শব্দটিকে এমন ভাবেই কুলষিত করছে যে, প্রেম শব্দটি শুনামাত্রই অশ্লীল ক্রিয়া-কর্মের প্রতি ধ্যানটি চলে যায়। প্রেম এখন সমাজের চোখে নিকৃষ্ট কাজ হিসেবে চিহ্নিত। তাছাড়া এই সাইন্স ফিকশনের যুগে তরুণ-তরুণীরা ডেটিং করাকে জৈবিক চাহিদা মেটানো বোঝায়। তারা যৌবনের তাপ কন্ট্রোল করতে না পেরে এমনটি করে বসে। শেষে তাদের ভুলের কারণে প্রেম করে আর ঘর বাঁধা হয় না। পরে সমগ্র জীবন কেঁদে কেঁদে কাটাতে হয়– তাই প্রবাদ রয়েছে–

প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।

টিন এজ ছেলে মেয়েদের বয়স অনুপাতে প্রেমে পড়া

কিছু কিছু মেয়েরা নয়-দশ বছর বয়সেই সিনেমা নাটক, ভারতীয় সিরিয়াল দেখে এবং কোন কোন মেয়েরা খারাপ ছেলে মেয়েদের সংস্পর্শে এসে, প্রায় সবকিছুই বুঝে ফেলে। আর এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটে তের থেকে ষোলো বছরেই। এদেরকে বলা হয় টিন এজ অর্থাৎ, কিশোর-কিশোরী কিংবা তরুণ-তরুণী। তের থেকে ষোল, এই বয়সের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশি প্রেম করে থাকে এবং প্রেম করার জন্য আগ্রহী হয়ে থাকে। একে বলা হয় টিন এজ প্রেম। এদের জীবন সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা থাকেনা, যে কারণে এই বয়সে অনেক ভুলও করে বসে। যা পরবর্তী জীবনে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই বয়সটা অতি দুরন্ত সময়, হাসি-ঠাট্টার সময়, অজানাকে জানার সময়, এই বয়সই কাঁচা বয়স, চাঙ্গা হৃদয়, প্রেমে পড়ার আসল বয়স। এই অল্প বয়সের কাঁচা মনে অনুভূতির পরিমাণটা থাকে অনেক বেশি। শারীরিক উষ্ণতা থাকে প্রখর। টিনএজ সময়টাতে বুদ্ধি থাকলেও বিবেচনা করার মতো মানসিকতা থাকে না। ভালোমন্দ বুঝে উঠার ক্ষমতা অনেকটা কম থাকে। বাইরের পৃথিবীর মানুষসহ সবকিছু তখনও ভালো মনে হয়। মনটা থাকে অনেক নরম। সিদ্ধান্ত নেয়া যেমন কঠিন হয়ে পড়ে, তেমনি অনেক সময় সিদ্ধান্তগুলো ভুলও হয়ে থাকে।

এই বয়সে উভয়ই থাকে স্বপ্ন বিলাসি, কল্প বিলাসি, আবেগপ্রবণ, এই বয়সটাকে সবাই বলে বয়সের দোষ। এই বয়সেই ছেলে এবং মেয়ে শরীরের নতুন জীবনে পা দেয়। মেয়েদের শারীরিক উষ্ণতায় কারো প্রতি আকর্ষণবোধ করে। অনুভূতি

জাগরিত হয়, আর তখনই প্রেমে পড়ে যায়। এদের জীবন সম্পর্কে ধারণা জ্ঞান বিবেক থাকে না। কথার মায়াজালে পড়ে প্রেম করে বসে ও কল্পনাবাদী হয়ে থাকে। ষোলো থেকে একুশ বছরের ছেলে মেয়েরা হয়ে থাকে, অনেকটা কল্পনা ও বাস্তব মিলানো উচ্চাভিলাসি ফ্যাশনেবল এবং আড্ডা প্রিয়। এ সময় তারা দ্রুত মনকে পাল্টে ফেলে। যে কারণে একাধিক প্রেম করে বসে। ইনজয় ফূর্তি করতে বেশি আগ্রহী হয়ে থাকে। দৈহিক কামনা বাসনার উষ্ণতায় ভরপুর থাকে। সামান্যতেই সিরিয়াস ও অনুরাগ ও অভিমানী হয়। এ বয়সের মেয়েরা কথার মায়াজালে আটকে সৌন্দর্য ও স্মার্ট দেখে। আবেগের বশবর্তী হয়ে কাউকে ভালোবেসে ফেলে। এ বয়সে ছেলে-মেয়ে উভয়ই একাধিক প্রেম করতে দেখা যায়। একুশের পর থেকে ছেলে মেয়েরা হয়ে থাকে বাস্তববাদী। তারা কাল্পনিকতা আবেগী কথা শুনলে উপহাস করে উড়িয়ে দেয়। এই বয়সে মেয়েদের ভবিষ্যত জীবনের নিরাপত্তা যে দিতে পারবে এমন ছেলের প্রেমে তারা আগ্রহী হয়ে উঠে। কর্মবান পুরুষই এদের নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়। এ বয়সের ছেলে মেয়েরা গভীর প্রেমের চেয়ে বিয়ের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী হয়ে থাকে।

মেয়েরা সাধারণত প্রেম করে বিয়ের কথা ভেবে, আর ছেলেরা প্রেম করে সৌন্দর্য দেখে। মেয়েরা বিয়ের বিশ্বাস এবং নির্ভরতার কথা চিন্তা করে, না হয় দৈহিক চাহিদার উপর নির্ভর করে। আবেগ অনুভূতি সব বয়সের মানুষের মধ্যই লুকায়িত। কারোরটা প্রকাশ পায়, কারোরটা প্রকাশ পায় না। কারোরটা অনেক বয়সেও প্রকাশ পায়, যে কারণে কেউ কেউ অনেক বয়সেও প্রেমে পড়ে যায়। এমন কি মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্তও প্রেম আসতে পারে।

প্রেম-ভালোবাসা কত প্রকার ও কী কী?

সাধারণ দৃষ্টিতে প্রেম চার প্রকার। যথা– (১) প্রকৃত প্রেম (২) শান্ত প্রেম (৩) মধুর প্রেম (৪) ও বিনোদন প্রেম।

প্রকৃত প্রেম হচ্ছে– যে প্রেম আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) সাথে কিংবা পীর মুর্শিদের সাথে হয়।

শান্ত প্রেম হচ্ছে– যে প্রেম মা-বাবা ভাই-বোন বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে হয়।

মধুর প্রেম হচ্ছে– যে প্রেম স্বামী-স্ত্রীর সাথে হয়।

বিনোদন প্রেম– যে প্রেম বন্ধুর সাথে কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকাদের সাথে হয়।

তত্ত্বজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে প্রেম পাঁচ প্রকার

(১) সুক্ষ্ম প্রেম (২) শান্ত প্রেম (৩) দাসত্ব প্রেম (৪) বাসুল্য প্রেম (৫) মধুর প্রেম

সুক্ষ্ম প্রেম হচ্ছে– আল্লাহর সাথে যে ভাব বিনিময় হয়।

শান্ত প্রেম হচ্ছে– সামাজিকভাবে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যে ভাব বিনিময় হয়।

দাসত্ব প্রেম– গুরু-শিষ্যে, উস্তাদ-শাগরেদ বা পীর মুরীদের সঙ্গে যে ভাব বিনিময় হয়।

বাসুল্য প্রেম হচ্ছে– কামনা-বাসনা থেকে সৃষ্টি আবেগ অনুভূতি অনুরাগের বশবর্তী হয়ে যে প্রেম জন্ম হয়।

মধুর প্রেম হচ্ছে– স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যে ভাব বিনিময় হয়।

প্রেমের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের পছন্দ অপছন্দ

* অধিকাংশ মেয়েরা সৌন্দর্যের চেয়ে অর্থকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর অধিকাংশ ছেলেরা স্মার্ট এবং খোলামেলা স্বভাবের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে চায়। আরো ভালো হয় যদি মেয়েটি তার সঙ্গে অবাধ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে; কিন্তু এই মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হওয়ার মত কোন কারণ তারা খুঁজে পায় না মোটেও, ছেলেরা এধরণের মেয়েদের সাথে প্রেম করলেও ঘর বাঁধতে চায় ধর্ম পরায়ণ সতী সাধ্বী মেয়েদের সঙ্গে। একুশের পর মেয়েরা সাধারণত কর্মবান পুরুষকেই এরা ভালোবাসে। এ বয়সে মেয়েরা সাধারণত প্রেম করে বিয়ের কথা ভেবে। আর ছেলেরা প্রেম করে সৌন্দর্য দেখে।

* প্রেমের আগে ছেলেরা কাঁদে আর প্রেম হয়ে গেলে মেয়েরা কাঁদে।

প্রেম হয়ে গেলে মেয়েরা চায় ঘর বাধতে আর ছেলেরা চায় ডেটিং এর নামে দৌহিক চাহিদা মিটাতে।

* অধিকাংশ সুন্দরী মেয়েরা কখনই কাউকে গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে না, সুন্দর ছেলেরাও তাই।

* মেয়েদের মূল্যবান সম্পদ তার সতীত্ব। তাই সতীত্ব বিষয়টি সব সময় খেয়াল রাখা উচিত। বিয়ের পূর্বে প্রেম করা যেমন অন্যায় এর চেয়ে আরো জঘন্য ও ভয়ংকর হলো বিয়ের আগে দৈহিক চাহিদা মিটানো। যে ছেলে মেয়ে চরিত্রহীন হয়, তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও চরিত্রহীন হবার সম্ভাবনা সবচে বেশি। এটাই বাস্তবতা।

মনে রাখতে হবে– যদি কোন ছেলে কোন মেয়ের দেহ ভোগ করতে পারে, তবে সে উক্ত মেয়েকে বিয়ে করতে চাইবে না, এটা কিন্তু বাস্তব সত্য। যৌবনের

আবেগে যদিও একে অপরের দেহ ভোগ করে সাময়িক প্রশান্তি লাভ করে, পরক্ষণেই শরীর স্তিমিত হয়ে গেলে ওরা একজন অন্যজনকে খারাপ ও নিকৃষ্ট ভাবতে থাকে। মেয়েটি ছেলেটিকে ভাবতে থাকে লুচ্চা, বদমাশ, বখাটে। সে আমার সাথেই যখন এরূপ করতে পেরেছে। আরো কত মেয়ের সাথেই যেন এরূপ করেছে। আর ছেলেটি মেয়েটিকে ভাবতে থাকে নষ্টা, চরিত্রহীনা। সে আমার কথাই যখন রাজি হয়ে গেছে, না জানি কত ছেলেদের সাথেই এরূপ করেছে? তখন তার মনে ঘৃণা জন্মাতে থাকে।

এলোমেলো হয়ে একাধিক প্রেম এবং হৃদয়হীন হয় কখন?

ভালোবাসার মানুষ ভালোবাসলে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সুখি মনে হওয়া এটা কোন নতুন নয়। ভালোবাসার মানুষ ভালোবাসলে মনে সবসময় উরু উরু ভাব থাকে। বুকের মধ্যে অন্যরকম আনন্দ কাজ করে। ছেলে মেয়ে সবার বেলায়ই এমনটি হয়।

মেয়েরা সব সময় একটি ছেলের সঙ্গেই প্রেম করতে চায়, তাদের আশা থাকে বিয়ে করার। তেমনিভাবে ভালো ও চরিত্রবান ছেলেরাও একটি মেয়ের সঙ্গেই প্রেম করতে চায়, তাদেরও আশা থাকে বিয়ে; কিন্তু যখন তারা ব্যর্থ হয় তখন ছেলে মেয়ে উভয়েই এলোমেলো হয়ে একাধিক প্রেমে লিপ্ত হয় এবং তারা অনেকটা হৃদয়হীনা হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ মেয়েই সহজে খারাপ হতে চায় না। ঐসব ছেলেদের কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে খারাপ হয়ে যায়। আবার পরিস্থিতির কারণেও খারাপ হয়ে যায়। বেশির ভাগ মেয়েই সরল মন নিয়ে চলে, সরলতাকেই তারা ভালোবাসে। বিশ্বাসে তারা সব কিছুই করতে পারে। এমনকি জীবন ও ভবিষ্যত ভাবে না। ছেলেদের কারণে তারা প্রতারক, ছলনাময়ী হয়ে উঠে। প্রেমের মূলধন হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাস থেকেই উৎপত্তি, সমমর্মিতায় এর বিস্তার, আর সন্দেহে তার যবনিকাপাত। ছোট ছোট বিচ্ছেদ প্রেমকে গভীর করে আর দীর্ঘ বিচ্ছেদ প্রেমকে হত্যা করে। যখন একবার বিশ্বাস করে প্রতারিত হয় তখন আর তারা কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না। তখনি এলোমেলোভাবে একাধিক প্রেম করে এবং পাষাণ হৃদয়ী হয়ে যায় মনে হবে যেন সে একজন হৃদয়হীন মানুষ।

বন্ধুত্ব ও বন্ধুর পরিচয় এবং তার প্রয়োজনীয়তা

বন্ধু শব্দটির আরবী হচ্ছে نصير ـ خليل ـ حبيب অর্থ: মিত্র, সহৃদ, প্রিয়জন, অন্ত রঙ্গ বন্ধু, প্রিয়তম, প্রিয়জন, সাহায্যকারী, সহায়ক, বন্ধু।

পরিভাষায়– বন্ধু বলা হয়, চলা-ফেরা, উঠা-বাসা, লেখাপড়া, বিপদে-আপদে, হাসি-কান্নায় যে পাশে থাকে।

মানুষের চলাফেরা, লেখা-পড়া, খেলাধুলা এবং বিভিন্নভাবে বন্ধুত্ব অর্জন হয়। বন্ধু কথটি ছোট একটি শব্দ হলেও এর পরিসর বিশাল অর্থবহ। জীবনে অনেক বন্ধু পাওয়া যায়; কিন্তু প্রতিটি বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু নয়। যে বন্ধু বিপদে পাশে থাকে, কথা কাজে লেনদেনে বিশ্বাসী এবং বন্ধুর কখনো অমঙ্গল চয়ানা, এমন ধরনের বন্ধুকেই প্রকৃত বন্ধু হিসেবে চিহিত করা যায়। যে আপনাকে বন্ধুভাবে তাকেই বন্ধু ভাবুন।

বন্ধু শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে বন্ধ থেকে সংস্কৃতি শব্দ। বন্ধ অর্থ বন্ধন, বাঁধন, সংযোগ, আটক, বন্দী। যেহেতু একজন অপর জনের গুণাবলী দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালোবাসে অপর জনের নিকট নিজের হৃদয়টি আটক করে রাখে, তেমনি অপরজনও তাকে ভালোসে তার হৃদয়টিও তার কাছে বন্দী বা আটক করে রাখে। অতঃপর হৃদয়ে হৃদয়ে একটি সংযোগ তৈরী হয় তাই তাকে বন্ধু বলে। এর বিশেষণ হচ্ছে বন্ধুত্ব।

বন্ধু অর্থ : মিত্র, সখা, সুহৃদ, হিতৈষী, কল্যাণকামী ব্যক্তি, স্বজন, প্রণয়ী, প্রিয়জন সাথী, সাহায্যকারী, সহপাঠী, দোস্ত, হিতাকাঙ্ক্ষী।

পরিভাষায় : বন্ধু বলা হয়, যে বিপদের সময় কাজে আসে, আরবীতে বন্ধুকে رفيق ـ صديق রফিক বা সাদিক ও বলা হয়। রফিক অর্থ সাথী, সঙ্গী, অন্তরঙ্গ সঙ্গী, সহযোগী, বন্ধু, বিশ্বস্ত বন্ধু। صديق অর্থ: বন্ধু, সুহৃদ, মিত্র, প্রিয়জন।

বন্ধুত্ব স্থাপনের পূর্বে করণীয়

সত্যিকারভাবে যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, কুরআন মাজীদে তাদেরকে মাহারেম ও নিকটত্মীয়ের পাশা পাশি উল্লেখ করা হয়েছে। তাদেরও বিশেষ হক বা অধিকার রয়েছে। প্রথম কথা হচ্ছে, বন্ধুত্ব স্থাপন করার পূর্বে ভেবে দেখতে হবে, যার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়তে চাওয়া হচ্ছে– তার আমল আখলাক

আকীদা, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, লেনদেন, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি কেমন? সকল বিষয়ে আস্থাভাজন ও যোগ্য বিবেচিত হলে বন্ধু হিসেবে তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যথায় পরিহার করে চলা উচিত। কারণ অসৎ সঙ্গ মানুষের ঈমান, আমল, জীবন, যৌবন, দুনিয়া- আখেরাত সব কিছু বরবাদ করে দেয়। এজন্য জ্ঞানীরা বলে থাকেন- খারাপ বন্ধুর চেয়ে সাপও ভাল। কারণ সাপ তো শুধু মানুষের জান শেষ করে দেয়। আর খারাপ বন্ধু মানুষের ঈমান ধ্বংস করে আর ঈমান ধ্বংস করলে নিশ্চিত জাহান্নাম। সেই জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করার পূর্বে এসব বিষয় খুব ভালভাবে ভাবা উচিত। তাই সমমনা ও সতীর্থ (সহপাঠী) ব্যক্তি পাওয়া গেলে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে কোন ক্ষতি নেই। বরং সর্বপেক্ষা প্রশান্তিময় জিনিসই হচ্ছে এই জাতীয় বন্ধুত্ব। এ জাতীয় বন্ধু পেলে তার হক হচ্ছে-

(ক) নিজ সামর্থ অনুযায়ী জান-মাল দ্বারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে কখনো কুণ্ঠিত (সংকুচিত) হওয়া অনুচিত। (খ) বন্ধুর কোন কাজ বা কথা স্বীয় মতের বিপরীত হলেও এর প্রতি খেয়াল না করে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কোন বিষয়ে পরস্পর মনোমালিন্য সৃষ্টি হলে, সঙ্গে সঙ্গে আপোস করে মনের কালিমা দূর করে নেয়া উচিত। অহেতুক বিলম্ব করা ক্ষতিকর। কারণ অল্প অভিমান ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করে। আর সীমা ছাড়িয়ে গেলে তা একেবারে দূরে ঠেলে দেয়।

মনে রাখতে হবে দোষ গুণ মিলিয়েই মানুষ। মানুষ হিসেবে তার বিভিন্ন দুর্বলতা থাকতেই পারে। তাই কাউকে ভালোবাসতে গেলে তার দুর্বলতাগুলোকেও মেনে নিতে হবে। এ জন্য বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন এবং কখনো আঘাত পেলেও তা ধৈর্য ধরে হজম করা উচিত।

ধৈর্য ধরা তিক্ত হলে তার ফল বড়ই মিষ্ট। এ ছাড়া বন্ধুত্বে একবার ফাটল ধরলে সহজে আর মিল হয় না। তাই বন্ধু কখনো ভুল বুঝলে তার ভুল ভেঙ্গে দেয়া উচিত। সরাসরি সম্ভব না হলে কারো মাধ্যমে হলে ভুল ভাঙ্গানো উচিত। একই ভালোবাসা যা মানুষকে স্বর্গের ছবি দেখায় তার চার পাশে সৌরভে ভরে দেয়, তারই আবার এমন রূপ আছে যা মানুষকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারে। একটি মন্ত্র সবর্দা মনে রাখতে হবে।

"ভালোবাসা দাবি করে পাওয়া যায় না। ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসা আদায় করে নিতে হয়। তাই বন্ধু যতই ভুল করুক, যতই মন্দ আচরণ করুন। এসব ভ্রূক্ষেপ না করে তাকে ভালোবেসে যাওয়া উচিত, তার মঙ্গল কামনা করা উচিত। তার পরও যদি তার ভুল না ভাঙ্গে তাহলে তার কোন গীবত সমালোনা

না করে নিজেই দূরে সরে থাকা ভালো। ভালোবাসাকে যে অপমান করে, সে জীবনে আর ভালোবাসা পায় না। তুমি বন্ধুকে অপমান করা মানে, তোমার ভালোবাসাকে অপমান করা।

একথাও মনে রাখতে হবে প্রেম-ভালোবাসা বা বন্ধুত্বের মাঝে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক মাঝে মাঝে কিছু অভিমান হবেই হবে। অন্যথায় ভালোবাসা ও মহব্বত গভীরে পৌঁছে না। তবে বেশি বেশি অভিমান– আর প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্বকে দূরে ঠেলে দেয়। তাই বিজ্ঞজনরা বলেন, ছোট ছোট বিচ্ছেদ ভালোবাসা এবং বন্ধুত্বকে গভীর করে। আর দীর্ঘ বিচ্ছেদ, ভালোবাসা এবং বন্ধুত্বকে হত্যা করে। মনে রাখতে হবে, বিশ্বাস হচ্ছে বন্ধুত্বের শক্তি। যাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসা হয়েছে যার সাথে সত্যিকার অর্থে বন্ধুত্ব হয়েছে সে অতি অপমান ও আঘাত করলে, হাজার ব্যথা দিলেও তাকে ভোলা যায় না। কারণ যাকে ভালোবাসা দিয়ে পোষা হয়, তাকে এক মুহূর্তের জন্য হলেও দূরে ঠেলে দিতে অন্তর কেঁপে উঠে।

(গ) বন্ধু কোন ভুল করলে তাকে একাকীভাবে ডেকে নিয়ে ভুলটি ধরিয়ে দেয়া এটাও বন্ধুর হক এবং অপর বন্ধুর দায়িত্ব ও কর্তব্য। বন্ধুর কল্যাণ কামনায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি করা উচিত নয়। সৎ পরামর্শ দানে কখনো বিরত থাকা উচিত নয়। তেমনিভাবে নিজের কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে হলেও বন্ধুকে উপকার করা তার দেয়া পরামর্শ সরল প্রাণে শ্রবণ করা উচিত এবং সঙ্গত ও আমলযোগ্য বিবেচিত হলে সে হিসেবে এটা গ্রহণ করা কর্তব্য।

সত্যিকারের বন্ধুত্ব সেটাই যেখানে আত্মার সংমিশ্রণ ঘটে। পারস্পরিক কল্যাণে একে অপরকে বিসর্জন দিতে পারলেই বন্ধুত্বের প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়।

সুদৃঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তি পারস্পরিক বিশ্বাস, যার বিশ্বাস যতো প্রকট তার প্রেমের গভীরতা ততোবেশি।

বন্ধুত্বের অর্থ দুজনের মনের মিল। যে বন্ধুত্ব সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে সে বন্ধুত্বই সত্যিকারের বন্ধুত্ব।

ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের মানদণ্ড

ভালোবাসা ও বন্ধু হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। এক মুসলমান ভাই অপর মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণ ও আল্লাহর আনুগত্য কামনা করা। সম্পদের মোহ, বংশ বা স্থান ইত্যাদির কোন সংশ্লিষ্টতা একে অপরের সম্পর্কের ও ভালোবাসার মানদণ্ড হবে না। প্রেমিক তার প্রেমের মাঝে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের অনুসারী। যখন মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত প্রবল রূপ

ধারণ করে তখন আল্লাহ তা'আলার প্রিয়তম সবকিছুর সাথেই তার প্রেমের বন্ধন গড়ে উঠে, গড়ে উঠে বন্ধুত্ব।

আর বান্দা যখন সেসব বিষয়কে ভালোবাসে যাদেরকে তার প্রতিপালক ও প্রেমাস্পদ ভালোবাসেন, তখন এ ভালোবাসা হয় একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যই। মূলত এটা আল্লাহ প্রেমেরই বিহঃপ্রকাশ। আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং তার অধিকার আদায়ের জন্যই এ ভালোবাসার সূত্রপাত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

আল্লাহর মহব্বতের কারণেই কোন মুসলমান আম্বিয়ায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে ইযাম, সাহাবা ও ফেরেশতাদের ভালোবাসে আর আল্লাহ তা'আলার দুশমনির কারণে তার শত্রুদের সাথে শত্রুতা রাখে। এ সকল মহব্বত ও শত্রুতার দাবী হল, আল্লাহর দুশমন তার সাথে যত ভাল ব্যবহারই করুক এবং তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসুক, সেই শত্রুতা থেকেই যাবে। শত্রুতা কখনো মিত্রতায় পরিণত হবে না। তেমনিভাবে আল্লাহর প্রিয়জনদের থেকে কখনো কোন কষ্ট পেলেও এ বন্ধুত্ব কখনও শত্রুতায় পরিণত হয়না। এ কষ্ট কোন ভুলের কারণেই আপতিত হোক বা ইচ্ছাকৃত ও স্বজ্ঞানেই হোক। সুতরাং যার ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, আদেশ প্রতিপালন এবং নিষেধ ত্যাগ করা আল্লাহ তা'আলার জন্য হয় তার ঈমান পরিপূর্ণ আর এটাই ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠি।

পারস্পরিক বন্ধুত্ব স্থাপনের মর্যাদা

আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর ভালোবাসা পোষণ করা এবং দ্বীনের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা অতিশয় পুণ্যের কাজ এবং উত্তম চরিত্রের ফল।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন-

সে ব্যক্তি আমার অধিকতর নিকটবর্তী, যার চরিত্র সর্বাপেক্ষা উত্তম। যে এমন বিনয়ী লোকজন যার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে এবং সেও লোকজনের প্রতি ভালোবাসা রাখে। তিনি আরো ইরশাদ করেন ঈমানদার ব্যক্তি নিজেও ভালোবাসা পোষণ করে এবং তাকেও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখা হয়।

যে ব্যক্তি কারো প্রতি ভালোবাসা পোষণ করেনা, লোকজনও তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করেনা, তাতে কোন কল্যাণই নেই।

তিনি আরো ইরশাদ করেন 'আল্লাহ পাক যখন কারো মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে উত্তম বন্ধু দান করেন। যদি সে ভুলে যায় তাহলে সে ব্যক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়, যদি স্মরণ রাখে তাহলে সে সাহায্য করে। তিনি আরো

ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতে এমন মর্যাদা দান করবেন, যা সে অন্য আমল দ্বারা অর্জন করতে সক্ষম হতো না।

কাকে বন্ধু বানানো যাবে এবং কাকে যাবে না

পুরুষ যেমন অন্য পুরুষকে খালেস নিয়তে বন্ধু বানাতে পারে, তেমনি নারী ও অন্য নারীকে খালেস নিয়তে বান্ধবী বানাতে পারে। তবে যাকে তাকেই বন্ধু/বান্ধবী বানানো যায় না।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন– 'মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন ও জীবনাদর্শ অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং বন্ধুত্ব করার পূর্বে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে যে, কিরূপ লোককে তুমি বন্ধু/বান্ধবী হিসেবে গ্রহণ করতেছ।'

বন্ধুর মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক

যেমন : সে বুদ্ধিমান ও সৎচরিত্রের অধিকারী হবে এবং ফাসেক, বিদআতী অথবা দুনিয়াদার হবে না। মানুষের মূল হচ্ছে তার বুদ্ধি। হযরত আলী (রা.) বলেন কোন মূর্খের সাথে বন্ধুত্ব করো না। বরং তার নিকট থেকে দূরে সরে থেকো। মূর্খ লোকেরা ভাল বন্ধুদেরকে খারাপ বানিয়ে দেয়। মানুষ নিজে যেরূপ হয় তার বন্ধুরাও তদ্রূপ হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষকে তার বন্ধুদের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়। একজন জ্ঞানী বলেন–

"আমি বুদ্ধিমান বন্ধুর পক্ষ হতে নিরাপদ; কিন্তু পাগল ও মূর্খ বন্ধু সম্পর্কে ভয় না করে থাকতে পারিনা। কারণ বুদ্ধির কর্মপন্থা মাত্র একটিই হয়ে থাকে। সুতরাং আমি তা হতে রক্ষা করতে পারি; কিন্তু পাগলামির শত শত রূপ রয়েছে। তা হতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন।" সুতরাং বলা হয়ে থাকে বোকার সাথে সম্পর্ক না রাখা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উপায়। ফাসেকের অবস্থা ও ঠিকত তদ্রূপ। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় বিরাজ করে, সে কখনো কবীরা গোনাহের প্রতি অগ্রসর হয় না; কিন্তু যে, আল্লাহকে ভয় করে না তার অনিষ্ট হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করা উচিত নয়। একটি স্বভাব আরেকটি স্বভাব হতে সংগোপনে কিছু না কিছু গ্রহণ করতেই থাকে। কাজেই ফাসেক, ফাজের, বিদআতী লোকদের সাহচর্য পরিহার করাই উচিত।

হযরত আলকামা (রহ.) : মৃত্যুর সময় তার সন্তানকে উপদেশ দান করেছিলেন– যে, হে প্রিয় বৎস! তোমার বন্ধুত্বের প্রয়োজন হলে এমন ব্যক্তির বন্ধুত্ব গ্রহণ করবে, যার খিদমত তোমাকে মন্দ কাজ হতে রক্ষা করবে। যার সাহচর্য তোমাকে অজস্র কল্যাণ দ্বারা সুশোভিত করে তুলবে এবং তোমার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সে তা পূরণ করে দিবে। এমন লোককে বন্ধু নির্বাচন করবে আর যার প্রতি ভালোবাসার হস্ত প্রসারিত করলে সেও তোমার প্রতি ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিবে। তোমার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যসমূহকে অধিকতর স্বমুজ্জ্বল করে তুলবে এবং দোষসমূহ মিটিয়ে দেবে। তুমি কিছু চাইলে তা দান করবে এবং না চাইলে নিজেই স্বপ্রণোদিত হয়ে তার সাহায্য করবে। বিপদ দেখা দিলে পরম হিতৈষী বন্ধু প্রমাণিত হবে এবং তোমাকে সর্বদা তার নিজের উপর প্রাধান্য দিবে।

হযরত আলী (রা.) বলেন–

'সে-ই তোমার প্রকৃত বন্ধু, যে সর্বদা তোমাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে এবং তার নিজের ক্ষতির বিনিময়ে তোমার উপকার করে থাকে। আর যখন তোমাকে বিপদ-আপদসমূহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলে, তখন সে তোমাকে একত্রিত করার জন্য নিজেই টুকরা টুকরা হয়ে যায়।

সালফে সালেহীন তাদের বন্ধুদের মৃত্যুর পর, চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের দেখা শুনা করতেন এবং তাদের প্রয়োজনসমূহ এমনভাবে পূর্ণ করে দিতেন যে, শিশুরা তাদের পিতা জীবিত থাকাকালীন অবস্থা হতেও অধিক স্বস্তি লাভ করত।

বন্ধুর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আল্লাহভীরু হওয়ার সাথে সাথে জ্ঞানী-গুণী হওয়াও জরুরী। তা হলে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে।

সৎ ও ধার্মিক লোকদেরকে বন্ধু বানানো উপকারীতা

হযরত ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন, নিজের জন্য কয়েক জন ধার্মিক ও নেককার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত। আর তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কল্পে হওয়া উচিত।

হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন : আমার সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব স্থাপনকারীগণ কোথায়? আজকের এ উত্তাপময় দিবসে আমি তাদেরকে নিজের ছায়ায় স্থান দিব।

তাবলীগেদ্বীন গ্রন্থে ইমাম গাজালী (রহ.) আরো বলেন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আরশের চতুষ্পার্শ্বে রাশি রাশি জ্যোতির্ময় মিম্বর স্থাপিত হবে। তাতে কতগুলো লোক উপবেশন করবেন। তাঁদের চেহারা ও পোশাক জ্যোতির্ময় হবে তারা নবীও নন, শহীদও নন, অথচ নবী ও শহীদগণ তাদের গৌরবময় অবস্থা দেখে চমৎকৃত হবেন। একথা শুনে সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এরা কারা? তদুত্তরে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যারা দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে ভালোবাসা রাখে এবং একে অন্যের নিকট আসা যাওয়া ও উঠা-বসা করে তারাই এই সৌভাগ্যের অধিকারী হবে।

সুবহানাল্লাহ! নেককার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার সময় এ খেয়াল করবে যে, এ লোকটি আল্লাহর বন্ধু, সুতরাং আমারও বন্ধু। কারণ বন্ধুর বন্ধুও বন্ধু হয়ে থাকে। কথায় বলে, বন্ধুর বাড়ীর কুকুরও অন্য বাড়ীর কুকুরের চেয়ে আদরনীয় হয়।

অতএব আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে যদি তোমার সত্যিকার ভালোবাসা থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা অনিবার্য।

বন্ধু গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই বাছাই কেন করতে হয়?

এক বন্ধু আরেক বন্ধুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। আর এটাই স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেক মুসলমানের কতর্ব্য হচ্ছে বন্ধু গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই বাছাই করা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন

عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله ،

فلينظر احدكم من يُّخَالِلُ

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির উপর পরিচালিত হয়। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের উচিত, কে তোমাদের বন্ধু হবে? এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা।[১৯]

[১৯] তিরমিযি শরীফ

কুরআন-হাদীসের আলোকে বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত কে?

একজন ঈমানদার মুসলমানের প্রকৃত বন্ধু বা ফ্রেন্ড সেই হতে পারে, যে তাকে জান্নাতের পথ দেখায় এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। আর তা একজন অমুসলিম থেকে কখনোই আশা করা যায়না। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বন্ধু নির্ধারণের ব্যাপারে যে সকল দিক নির্দেশনা রয়েছে, তা নিম্নে উল্লেখ করা হল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ۔

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তার রাসূল এবং মুমিনগণ, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র।[২০]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশদ করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ وَ مَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ۔

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে ত্রুটি করেনা। তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য.। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।[২১]

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۔

---

[২০] সূরা মায়িদা-৫৫

[২১] আল ইমরান-১১৮

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না।[২২]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔

"হে ঈমানদারগণ আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।[২৩]

এরূপ আরো বহু আয়াত রয়েছে গ্রন্থের পরিসর দীর্ঘ হবে বিধায় তা আর উল্লেখ করলাম না।

* বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– মানুষ তার বন্ধু স্বভাবী হয়, তাই তাকে লক্ষ্য করা উচিত যে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।[২৪]

ফেসবুকে বন্ধু নির্বাচন

বন্ধু নির্বাচন জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফেসবুকের কল্যাণে এখন পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের ফেসবুক ব্যবহারকারী যে কারো সাথেই বন্ধুত্ব করতে পারে; কিন্তু এক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালা কি তা নিম্নে উল্লেখ করা হল–

(ক) বন্ধু নির্বাচনের প্রথম ধাপ হল বন্ধু চয়ন। কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার পূর্বে আমাদের তার সম্পর্কে জানা উচিত যে, কার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চলছি। যদি কেউ এই প্রথম ধাপেই ভুল করে বসে, তাহলে তার পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে পারে। কারণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাধারণত, জুয়াড়ির বন্ধু জুয়াড়ি হয়।

চোরের বন্ধু চোর হয়, আর ডাকাতের বন্ধু ডাকাত হয়, নামাযির বন্ধু নামাযি হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

---

[২২] সূরা মায়িদা-৫১

[২৩] সূরা মায়িদা-৫৭

[২৪] তিরমিযী হাদীস নং ২৪৮৪

'মানুষ তার বন্ধু স্বভাবী হয়, তাই তাকে লক্ষ্য করা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।[২৫]

* হযরত আলকামাহ (রহ.) বলেন- বন্ধুত্ব করো তার সঙ্গে, যার সাহচর্য তোমাকে সুন্দর করে, তুমি অভাবগ্রস্থ হলে তোমাকে সাহয্য করে, ভুল বললে তোমার ভুল সংশোধন করে, যদি তোমার মধ্যে কোনো মঙ্গল দেখে তো গুণে গুণে রাখে, যদি তোমার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখে তো শুধরে দেয়। যদি তার কাছে চাও তো সে দেয়। আর কঠিন সময়ে তোমাকে সান্তনা দেয়।

* হযরত আউযায়ী (রহ.) বলেন বন্ধু বন্ধুর জন্য কাপড়ের তালির ন্যায়। যদি আসল কাপড়ের মত না হয়, তো আশোভনীয় করে দেয়।

একজন জ্ঞানী বলেন- বন্ধুত্ব শুধু তার সঙ্গেই গড়ো, যে তোমার দোষ গোপন রাখে, দুঃখের সময় সঙ্গে থাকে, প্রয়োজনীয়, বিষয়ে তোমাকে অগ্রাধিকার দেয়, তোমার ভাল কাজ বা গুণ প্রচার করে এবং মন্দ কাজ গোপন রাখে। আর যদি এরকম গুণাগুণের কাউকে না পাও, তবে নিজেকেই নিজের সাথী মনে কর।

* বন্ধুত্ব অনেক কারণে অনেক উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে; কিন্তু কেবল এক প্রকার বন্ধুত্ব রয়েছে যেটা মানুষের ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণকর। সেটা এতই মহৎ বন্ধুত্ব যার বিনিময় জান্নাত। সেই বন্ধুত্ব হচ্ছে আল্লাহর কারণে বা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব। অর্থাৎ কোন মুসলিম অন্য মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে এই কারণে বন্ধুত্ব স্থাপন করে যে, সে আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে। তার মাল সম্পদ মান-সম্মান, সৌন্দর্যতা ইত্যাদির কারণে নয়; বরং হাদীসে যাকে الحب فى الله বলা হয়েছে সেই কারণে। এই প্রকার বন্ধুত্বের বহু ফযীলত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার মর্যাদার কারণে পরস্পরের বন্ধুত্বকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদের আমার ছায়ার নীচে স্থান দিব, এ দিন আমার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া নেই।[২৬]

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- এক ব্যক্তি নিজ গ্রামের বাইরে অন্য গ্রামে তার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, ফলে তার রাস্তায় আল্লাহ তা'আলা এক ফেরেশতাকে পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত করেন, অতঃপর যখন সে তার নিকটে পৌঁছে, তখন ফেরেশতাগণ বলে, কোথায়

---

[২৫] তিরমিযী যুহুদ অধ্যায়, হাদীস নং ২৪৮৪

[২৬] মুসলিম হাদীন নং ২৫৬৬

যাচ্ছ? সে উত্তরে বলে এই গ্রামে এক ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি। ফেরেশতা বলে, ওর প্রতি তোমার কোন অনুগ্রহ আছে কি যা তুমি সম্পাদন করতে যাচ্ছ? সে বল না; কিন্তু আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি। ফেরেশতা বলে আমি তোমার নিকট আল্লাহর দূত, আল্লাহ তোমাকে ভালোতেসেছেন। যেমন তুমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালো বেসেছো।[২৭]

* কেউ কাউকে ভালোবাসলে তাকে তা জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোন ভাইকে ভালোবাসে, তাহলে সে যেন তাকে জানিয়ে দেয়। (এ হুকুম নারীদের ক্ষেত্রেও)[২৮]

এটা এ কারণে যে, যখন সে তাকে এ বিষয়ে জানাবে, তখন তার অন্তর নরম হবে এবং তার ভালোবাসা অর্জন হবে, ফলস্বরূপ সে তাকে ভালোবাসবে এবং মুমিনদের মাঝে মৈত্রী বন্ধন স্থাপিত হবে ও মতভেদ দূর হবে।[২৯]

তাই উপরোক্ত বিষয়গুলো মাথায় রেখেই ফেসবুকে বা বাস্তব জীবনে কারো সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত।

পরকালেও বন্ধু-বান্ধব থাকবে

প্রশ্ন: এ দুনিয়াতে যে ভালোবাসা হয় তা পরকালে কোন উপকারে আসবে কিনা?

এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন– একের সাথে অন্যের ভালোবাসা পরকালে কোন কাজেই আসবেনা, তবে যে ভালোবাসা আল্লাহর জন্য হয়, যে বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্য হয় যেমন– খাঁটিপীর ও আলেমদের ভালোবাসা, দ্বীন-ঈমান ও আমল-আখলাকের উপকারের জন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা এসব বন্ধুত্ব উপকারে আসবে। এছাড়া নফসের তাড়নায় বা দুনিয়াবী স্বার্থের বশীভূত হয়ে যে ভালোবাসা স্থাপন করা হয় তা দুষণীয় বরং এরূপ ভালোবাসা দ্বারা হারামে লিপ্ত হওয়ার দরুন এমন ভালোবাসা হারাম। যেমন কোন বেগানা মহিলার প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পতিত হওয়া; কিন্তু ভালোবাসার দৃষ্টিতে দ্বিতীয়বার তার প্রতি তাকানো হারাম। নফসের খাহেশাতের তাড়নায় দুনিয়াবী স্বার্থবশত: যে ভালোবাসা হয় তা চিরস্থায়ী নয়। কারণ এটা সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা। আর

---

[২৭] মুসলিম হাদীন নং ২৫৬৭

[২৮] তিরমিযী-হাদীস নং ২৫০২

[২৯] তুহফাতুল আহওয়াযী-৭/৬০

সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা নশ্বর, অবিনশ্বর নয় অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল।

ইমাম গাজালী (রহ.)কে প্রশ্ন করা হলো আজ যে, এ দুনিয়াতে একে অন্যকে ভালোবাসে, একে অন্যের সান্নিধ্য কামনা করে এবং একে অন্যের আপনজন, পরকালেও কি এমন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে?

এর উত্তরে তিনি বলেন–

পৃথিবীতে যেমন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন আছে, পরকালেও তেমনি থাকবে। বরং সেখানে যদি কারো মনে এ আশা জাগ্রত হয় যে, আমি অমুক বন্ধু বা অমুক আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাত করতে যাব। এরূপ ধারণা পূর্ণভাবে মনে উদিত হতে না হতেই সে যে আসনে বসা থাকবে, তা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে থাকবে। আল্লাহ পাক কুরআনে ইরশাদ করেন "পরহেযগারগণ ব্যতীত আজ এক বন্ধু অন্য বন্ধুর শত্রুতে পরিণত হবে।" বেহেশতে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট থাকবে না, কোন সখ অপূর্ণ থাকবে না। জান্নাতবাসী যা চাইবে তাই সেখানে মজুদ পাবে।[৩০]

বন্ধুত্বের হকসমূহ

বিবাহ বন্ধনের ন্যায় বন্ধুত্ব রক্ষা করাও একটি পবিত্র অঙ্গীকার। যখন কারো সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তখন তার হক আদায় করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

(১) জান-মাল, যবান ও অন্তর দ্বারা তখন তার মঙ্গল কামনা, দু'আ, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে হবে।

(২) লৌকিকতা পরিহার করতে হবে।

(৩) সর্বাধিক নরম ব্যবহার করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন –যখন দুইজন লোক পরস্পর বন্ধুতে পরিণত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় সেই লোকটি হয়ে থাকে, যে তার বন্ধুর সাথে সর্বাধিক নরম ব্যবহার করে।

(৪) মনে প্রাণে বন্ধুর সেবা করা, তার প্রয়োজনাদি পূর্ণ করা এবং চাওয়ার পূর্বেই তার কাজ করে দেওয়া ভাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের হক।

(৫) এরূপ কোন কথা বলা উচিত নয় যা, বন্ধু পছন্দ করে না। একটি কথা সবর্দা মনে রাখতে হবে, আপনি যদি এমন বন্ধু তালাশ করেন, যে সকল

---

[৩০] মাজালিসে গাজালী রহ. পৃ. ৫৫

প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত, তাহলে এটা হবে একটি অসম্ভব ও নিষ্ফল।

জ্ঞানীরা বলেন–

মানুষের গুণ দেখে তো সবাই ভালোবাসতে পারে; কিন্তু দোষ দেখে কয়জন বালোবাসতে পারে। "প্রকৃত বন্ধুসে-ই যে বন্ধুর দোষ জেনেও তাকে ভালোবাসে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন– কোন মুসলমান এমন নেই, যে শুধু আল্লাহর আনুগত্যই করে, কখনো আল্লাহর নাফরমানী করে না। আবার এমন মানুষও নেই যে শুধু আল্লাহর নাফরমানীই করে, কখনো তার আনুগত্য করে না।

(৬) বন্ধুর প্রশংসা করবেন; কিন্তু মিথ্যা প্রশংসা করবেন না। প্রশংসা এজন্য করবেন যেন সে নেক কাজে আরো উৎসাহিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন 'যখন কারো সাথে কথা বলবে, তখন তাকে জিতিয়ে দিবে।'

এটা তিনি এজন্য বলেছেন যে, এতে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

কোন এক জ্ঞানী বলেন– বন্ধুর নিকট থেকে ভাল বিষয় গ্রহণ করবে এবং পীড়াদায়ক বিষয় বর্জন করবে। কেননা, বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে কাটানোর মত সময় হাতে নেই।

অন্য একজন জ্ঞানী বলেন–

"তুমি যে বন্ধুকে দুর্দিনে সাহায্য করবে না, সে বন্ধু তোমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তুমি যতবড় অভিজাত ব্যক্তিই হওনা কেন।"

(৭) বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতা খুবই জরুরী। আন্তরিকতা ও ভালোবাসা মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রাখবে। কোন হিংসুকের কথায় এবং চোগলখোরিতে বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতা নষ্ট করবে না। প্রয়োজন হলে বন্ধুর সাথে সরাসরি আলোচনা করে মিটমাট করে নিবে।

(৮) বন্ধুর মৃত্যুর পরও তার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আন্তরিক ও বিশ্বস্ত ব্যবহার করবে।

(৯) সবর্দা বন্ধুকে নিজের উপর প্রাধান্য দিবে।

জ্ঞানীজনের বলেন– সেই বন্ধুর প্রতি বিনয় প্রদর্শন কর, যে তোমার বিনয়কে তোমার মহত্ত্ব বলে মনে করে এবং তোমার মূর্খতা বলে মনে না করে। আর এমন বন্ধুর সাহচর্য পরিহার কর যে নিজেকে সকল বন্ধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে।

আত্মঘাতি প্রেম

ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবীর মোহে পড়ে অনেকেই নিজের আসল উদ্দেশ্যের কথা ভুলে যাচ্ছে। কোন দিন ভেবেও দেখেনা, কেন এ পৃথিবীতে এসেছে? কে পাঠিয়েছে? তার কি করতে হবে? কি করা উচিত?

এই পৃথিবীর মেকি সৌন্দর্য ও চাকচিক্যে সারাক্ষণ ডুবেই আছে আর ডুবেই আছে। মনে রাখতে হবে এসব সৌন্দর্যের পেছনে কদর্য লুকিয়ে আছে। এসব চাকচিক্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে অনেক নোংরামি।

ভালোবাসা, ভালোলাগা, প্রেমপ্রীতি প্ররিণয়, আবেগ, অনুভূতি মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। এগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির গতিময়তা অব্যাহত রেখেছেন। এগুলো আছে বলেই পৃথিবী এতো সুন্দর ও মায়াময়, আমাদের বেঁচে থাকার এতো আকুলতা, এতো ব্যাকুলতা; কিন্তু এরও একটা গতি আছে, একটা নির্দিষ্ট সীমা-পরিসীমা আছে। যখন মানুষ তা অতিক্রম করে, তখনই ভুল করে। যে ভুল তাকে জীবনের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে।

যে ভালোবাসার সুতীব্র আর্ষণে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়, আবার সেই ভালোবাসাই মানুষকে জীবনের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ করে তোলে। বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেয়।

আত্মঘাতি প্রেম হচ্ছে– যে প্রেমে শেষ পর্যন্ত শান্তি হয় না এবং ইজ্জত সম্মান নিয়ে বাঁচাও যায় না। আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে প্রেমিক প্রেমিকা নিজের জীবনকে শেষ করে দেয়। প্রতিদিনকার জাতীয় পত্রিকার হাজারো ঘটনা থেকে দু'একটি ঘটনার উদৃতি দিচ্ছি–

ভোলা জেলার একটি ঘটনা। সুমন নামের এক ছেলে, নাসিমা নামক একমেয়র সাথে প্রেমে লিপ্ত হয়। তারা সপ্তম শ্রেণীতে থাকাকালীন তাদের মাঝে এ প্রেম গড়ে উঠে। তারা একজন আরেকজনকে জান-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। একসাথে ঘুরাফেরা, একসাথে লেখা পড়া করে। এভাবে তাদের চারটি বৎসর চলে যায়। তারা এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যখন কলেজে ভর্তি হল, তখন তাদের মধ্যে এমন গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল যে, এখন নাসিমাদের বাড়ীতে সুমন প্রায় সময় আসা যাওয়া করে। এই অবস্থা নাসিমার মা দেখে নাসিমাকে বলল, সুমন যেন আমাদের বাড়ীতে না আসে। নাসিমার মায়ের নিষেধের কারণে সুমন আর নাসিমাদের বাড়ীতে না এসে বাহির থেকে নাসিমাকে নিয়ে আগের মত ঘুরাফেরা করে। একদিন নাসিমাকে নিয়ে সুমন তার বন্ধুর বাড়ীতে গেল। তার বন্ধুর

বাড়ীতে শুধু তার বন্ধু একা, আর কেউ নেই। সুমনের বন্ধু এক রুমে ঘুমিয়ে পড়ল। আর তারা দুইজন অবৈধ প্রেমের মধুর আলাপ করতে লাগল।

নাসিমা সুমনেক বলল তুমি আমাকে বিয়ে করবে কিনা? সুমন তাকে বিয়ে করার ওয়াদা অঙ্গীকার করল। এমন সময় সুমন নাসিমাকে ধরে নাসিমার অমূল্য সম্পদ নিয়ে নিল। এরপর তারা উভয়ে বাড়ীতে চলে গেল। এভাবে তাদের অনেক দিন কেটে গেল। নাসিমা হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। নাসিমাকে যখন হাসপাতালে নেয়া হল, তখন ডাক্তার তার পিতাকে বলল, আপনার মেয়ের বাচ্চা হবে। তার মা-বাবা তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে, এই কাজ সুমন করেছে। তখন নাসিমার মা-বাবা সুমনদের বাড়ীতে গেল নাসিমার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। সুমনের পিতা-মাতা বলল নাসিমার বিবাহ সুমনের সাথে কখনো হবে না, কারণ, নাসিমা একটি নষ্টা মেয়ে। কেননা সে অন্য ছেলের সাথে আকাম করেছে। আর এখন সুমনের স্ত্রী হতে চায়। সুমনও এখন নাসিমাকে বিবাহ করবে না বলে চলে গেল।

নাসিমার মা-বাবা অপমানিত হয়ে বাড়ী ফির আসলেন। কারো সাথে কথা না বলে শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সুমন যে নাসিমাকে বিবাহ করবে না একথা নাসিমা জানতে পারে। সে গভীর রাতে ঘর থেকে বের হয়ে অনেক দূরে চলে গেল। সেখানে গিয়ে বিষপান করে আত্মহত্যা করল।

এ যুগের প্রেম পাগল উচ্ছৃংখল ছেলে- মেয়েদের সাবধান হওয়ার জন্য হাজার ঘটনা থেকে বাছাইকৃত উল্লিখিত ঘটনাটি একটা দৃষ্টান্ত। এরকম অসংখ্য ঘটনা পাঠক মহোদয়ের নিশ্চয় কর্ণগোচর হয়েছে।

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীতে কৃষক বাবার মেয়ে হেমা। স্থানীয় এক কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। পার্শ্ববর্তী গ্রামের রাশেদুলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। প্রেমের গভীরতায় যখন পৌঁছে, সমাজের আর একশ জন কামুক মজনুর মতো চরিত্রহীন রাশেদুলও বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে– কিরা, কসম, শপথ খেয়ে হেমার সাথে দৈহিক মিলন ঘটায়। তারপর যা হবার তাই হয়। হেমা হয় গর্ভবতী। রাশেদুলকে বিয়ের কথা বললে সে নানাভাবে টালবাহানা শুরু করে। হেমাকে বিয়ে করতে চায়না। এরই সূত্র ধরে হেমাকে ডেকে নিয়ে বন্ধুদেরকে সঙ্গে করে রাশেদুল হেমাকে গণধর্ষণ করে। প্রেমিকাকে তো বিয়ে করার ইচ্ছা তার নেই। তাই চরিত্রহীন বন্ধুদেরকে নিয়ে লম্পট রাশেদুল মজা করলো; কিন্তু

হেমা যখন পুলিশের কাছ বলে দিবে বললো। তখন রাশেদুল ও তার বন্ধুরা মিলে হেমাকে হত্যা করলো।

নিজের ক্যারিয়ার ঠিক রাখার জন্য ভালোবাসার মানুষটিকে হত্যা করতে একটুও হাত কাপলো না পাষণ্ড রাশেদুলের। হেমাকে হত্যা করে লাশ গোপন করার জন্য বস্তায় ভরে শহরের সিনেমা হলের পাশে একটি ড্রেনে ফেলে যায়।

আত্মঘাতি প্রেমের আলামত

(১) কারো প্রেমে পড়ে প্রেম সাগরে হাবু ডুবু খাওয়া, লজ্জা শরম বিসর্জন দেয়া, লেখা পড়া থেকে মন উঠে যাওয়া।

২) স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেট কোচিংয়ের নাম ভাঙ্গিয়ে প্রেমিকের সাথে ডিটিংয়ে কিংবা কোন বন্ধু বা বান্ধবীর বাসার গল্প গোজব করতে যাওয়া।

৩) বিয়ের পূর্বে প্রেমিকের বিয়ে করার কসম খাওয়া কিংবা কুরআন ছুয়ে শপথ করার উপর বিশ্বাস করে দৈহিক মিলনে সম্মত হওয়া।

(৪) মা-বাবকে না জানিয়ে গোপনে বিবাহ করা।

(৫) যাচাই বাচাই না করে প্রেমিকের পুরোপুরি খোঁজ খবর না নিয়ে শুধু প্রেমিকের কথায় বিয়েতে সম্মত হয়ে যাওয়া।

(৬) প্রেমিককে বড় করার জন্য মা বাবার সথে মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলা।

(৭) প্রেমিক দ্বারা ধর্ষিতা হলে ডাক্তারি পরামর্শ না নেয়া।

মিশু (ছদ্মনাম) নামের একজন সিঙ্গার। সুরের মধ্যে ডুবে থাকতেই তার ভালো লাগে; কিন্তু কখন যে মনের অজান্তে ডলি নামের এক মেয়ের ভালোবাসায় ডুবতে শুরু করেছে সে টেরও পাচ্ছিল না। যখন টের পেল তখন তার অনেক দেরি হয়ে গেছে। ততক্ষণে সে ডলিকে প্রচণ্ড ভালোবেসে ফেলে। শয়নে স্বপনে জাগরণে এমনকি গানের সুরে সুরে, হৃদয়ের তারে তারে তাকে সর্বক্ষণ আবিস্কার করতে থাকে। ভালোবাসার বয়স যখন দু'বছরে তখন মিশু ডলিকে বলেছিল এমন ভালোবাসার পরিণতি ভালো নয়। এটা সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে গ্রহনযোগ্য ও নয়। সুতরাং চলো আমরা বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে ফেলি। ডলি তার কথায় রাজি হলো না। ভালোবাসা থাকবে; কিন্তু বিয়ে করতে সম্মত নয়। ডলি বললো, আমাকে বিয়ে করতে হলে তোমাকে দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। মিশু তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে তাই তার শর্ত মেনে নিল। মিশু অপেক্ষা

করতে লাগলো তার জন্য। দীর্ঘ দশ বছর কষ্টদায়ক অপেক্ষার পর অবশেষে তাকে বিয়ে করতে পারলো।

বিয়ের পর সে মিশুকে আবারও এক কঠিন শর্ত জুড়ে দিল। বললো, আমার সঙ্গে এখনই তুমি মেলমেশা করতে পারবে না। এজন্য তোমাকে দু'বছর অপেক্ষা করতে হবে। মিশু যেন তার ভালোবাসায় বিভোরই হয়ে পড়েছিল। যে কারণে তার যে কোন কঠিন শর্তই একের পর এক মেনে নিচ্ছিল। সর্বশেষ বিয়ের পরও স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে থাকতে পারবে না, এটা নিশ্চয় এক মহা কঠিন শর্ত। যে কোন স্বামীর জন্যই কষ্টের বিষয়। মিশু তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। বধুহীন বাসরের মতো তার অবস্থা হয়েছিল। সে তার বাড়ীতে আর মিশু তার বাড়ীতে। তাদের বিয়েটা গোপনে ছিল বিধায় কেউ জানতো না। দু'বছর অপেক্ষা করতে হলো না মিশুর। তার আগেই মাত্র ছয় মাসের মাথায় ঘটে গেল মিশুর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি। যাকে ভালোবেসে এতো স্বপ্ন নির্মাণ করেছিল। যাকে ভালোবেসে দীর্ঘ সাড়ে দশ বছর অপেক্ষার প্রহর গুনেছিল, তার সেই স্বপ্নের রানী মিশুর সাথে দশ বছরের ভালোবাসাকে বলি দিয়ে একটি উগ্র আধুনিক ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক করে পালিয়ে গেল বাড়ি থেকে। তার পর আরো ন্যাক্কারজনক ঘটনার জন্ম হলো মিশুর ভালোবাসার (?) ডলিকে ঘিরে। যে উগ্র আধুনিক ছেলেটির সঙ্গে ডলি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল, সেই ছেলেটি ডলিকে ডিভোর্স দিল এবং বললো তুমি যেহেতু তোমার বৈধ স্বামীকে ছেড়ে আমার কাছে চলে আসতে পেরেছ। দু'দিন পর আমাকেও যে ছেড়ে অন্যত্র ভলো কারো দেখা পেলে তার কাছে চলে যাবে না গ্যারান্টি কোথায়? তার চেয়ে বরং সেই দিন আসার আগে তুমি এখনই চলে যাও।

এর পরের ঘটনা আরো লজ্জাজনক। ডলি ওই এক সপ্তাহের স্বামীর সঙ্গে যে গোপনলীলা করেছিল। তা গোপনে ভিডিও হয় এবং তা তার ওই এক সপ্তাহের স্বামীর মাধ্যমেই। সে অভিসারের গোপন ভিডিও ক্লিপ গুলো মুহূর্তে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। কী অপরাধ মিশুর? ডলিকে পাওয়ার জন্য দীর্ঘ সাড়ে দশ বছর অপেক্ষা করেছিল। ডলি তার ভালোবাসাকে গলা টিপে হত্যা করে, কেন সে নতুন সুখের আশায় ছুটে গিয়েছিল? সে তো ডলিকে সুখ দেয়নি, দিয়েছে তার জীবনে জুড়ে লাঞ্ছনা। তাকে পতিতার সারিতে নামিয়েছে। মধ্যখান দিয়ে মিশুকে এতাটা যন্ত্রণার আগুনে পুড়িয়ে ডলির কি লাভ হলো?

ডলি এখন এক অন্ধকার জগতের বাসিন্দা। আজকাল অধিকাংশ মেয়ের জীবন যাপনের ধরন ও প্রকৃতি সত্যিই ভাবার বিষয়। একজন মেয়ের একাধিক বয়ফ্রেন্ড, এক্স ফ্রেন্ড, স্বামী থাকতেও পরপুরুষের আসক্তি, এগুলো যেন

একেবারেই স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। এ সকল মেয়ে নিজেকে আনন্দ জগতের সম্রাজ্ঞী মনে করে। আর নিত্য নতুন সম্রাটের খোঁজে ব্যস্ত থাকে। এক একজনের সিম এমনকি মোবাইল ও থাকে একধিক। এক এক নাম্বারের মাধ্যমে তার এক এক বয়ফ্রেন্ডর সাঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। আর এ সব ব্যাপারে সে এমন চতুরতা ও বিচক্ষনতা অবলম্বন করে যে, ঘুণক্ষারেও তার বয়ফ্রেন্ডরা তার গালফ্রেণ্ডের বহুগামিতার বিষয়টি টের পায় না।

মোবাইল ফোনে পাতানো প্রেম

না দেখে শুধু মোবাইলের মাধ্যমেই কথাবর্তা, গল্প- গোজব দিয়ে যে প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে মোবাইল ফোনে পাতা প্রেম বলে। এ প্রেম কখনো রং নম্বরের মাধ্যমে সৃষ্টি, আবার কখনো কারো মাধ্যমে কোন মেয়ের বা ছেলের নম্বর সংগ্রহ করে বিভিন্ন মিথ্যা অভিনয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। এই প্রেম কেও আত্মঘাতি প্রেম বলা যায়। কেননা একজন আরেক জনকে না দেখে, না জেনে মোবাইলে শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে কিংবা ভালোবেসে ফেলা এবং পরবতীর্তে দেখা করে সবকিছু বিলিয়ে দেয়া এটাও আত্মঘাতি। যেমন জাতীয় পত্রিকা থেকে নেয়া- রাজবাড়ী জোলার গোয়ালন্দ উপজেলার পশ্চিম উজান চরের একটি ঘটনা সিরাজ প্রামাণিকের কন্যা রাজবাড়ী সরকারী আর্দশ মহিলা কলেজের ডিগ্রীর ছাত্রী হাজেরা খাতুনের (২৪) সঙ্গে, জেলা সদরের বসন্তপুর ইউনিয়নের খোকা দাসের পুত্র শ্রীরামের (৩০) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রেমের সর্ম্পক গড়ে উঠে। শুরু থেকেই শ্রীরাম নিজেকে মুসলিম হিসেবে হাজেরা খাতুনের কাছে পরিচয় দিয়ে আসছিল। প্রেমের সর্ম্পকের সূত্র ধরে হাজেরা খাতুন সন্তান সম্ভাবনা হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে হাজেরা বিয়ের জন্য শ্রীরামকে চাপ দিলে বেরিয়ে আসে তার প্রকৃত পরিচয়। শুরু হয় শ্রীরামের টালবাহানা। উপায়ন্তর না দেখে হাজেরার পরিবারের সদস্যরা ঘটনার সুষ্টুবিচার চেয়ে এলাকার চেয়ারম্যাননের নিকট অভিযোগ করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শ্রীরাম এবং তার সঙ্গীরা হাজেরাকে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে রাজবাড়ী শহরের একটি আবাসিক মেসে আটকে রাখে। এ সময় তারা হাজেরার গর্ভের সন্তান নষ্ট করতে তাকে কবিরাজি ঔষধ সহ নানা রকম ঔষধ খাওয়ায়। এতে সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা হাজেরাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। এ অবস্থায় সকালে প্রথমে গোয়ালন্দ হাসপাতাল ও পরে ফরিদপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও বিকেল ৫ টায় হাজেরা মারা যায়।

একটি জীবন ও একটি পারিবারের স্বপ্ন অংকুরেই ধ্বংস হয়ে গেল মোবাইল ফোনে পাতানো প্রেমের পরিণতিতে। এরূপ হাজারো ঘটনা পত্রিকার পাতায় দিন দিন প্রচার হচ্ছে।

চরিত্রহীন ও ভণ্ড প্রেমিকদের কাণ্ড

সস্তা প্রেমের জালে বন্দি হয়ে, আজকাল অনেক নারী তার সর্বস্ব হারাচ্ছে। এ জালে বন্দী হয়ে কারো জীবন যায়। আবার কেউ বেঁচে থাকলেও তাকে বেঁচে থাকা বলে না। স্বভাবিক জীবন যাত্রার পথটুকু তার জন্য রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এ সমাজে ভদ্রবেশী কিছু ছেলে আছে, যারা প্রেম বলতে বোঝে কেবল নারীর শরীরকে। নারীর ভালোবাসাময় হৃদয়ের কোন মূল্য এদের কাছে নেই। নারীর এই কোমল শরীরকে পাওয়ার জন্য এরা নানা কৌশল ও অভিনয়ের আশ্রয় নেয়। অবশেষে যখন কাঙ্ক্ষিত নারীর শরীরের সান্নিধ্য পাওয়া হয়ে যায়। বোঝা হয়ে যায় সে শরীরের স্বাদ কী, তখন আস্তে করে ওই নারী থেকে দুরে সরতে থাকে। যাকে এক মুহূর্তে কাছে পাওয়ার জন্য, যার সামান্য সানিধ্য পাওয়ার জন্য এক সময় তার মধ্যে থাকতো বিপুল উচ্ছ্বাস, থাকতো বাধহীন স্রোতের মত গতি অথচ সেই নারীই অবশেষে তার কাছে হয় মূলহীন স্বাদহীন পরিত্যাক্ত আবর্জনার মতো।

তাই বলতে হয় আজকালকার প্রেম কেবল শরীর নির্ভর। এই সমাজের কতিপয় পুরুষ নামধারী লম্পট ও ভণ্ড, নিত্য নতুন নারীকে ভোগ করার জন্য প্রেমের পসরা সাজিয়ে বসে থাকে। ভালোবাসার লোভনীয় ও সর্ম্পক এই শব্দ গুলোর সঙ্গে কেন যেন আরেকটি শব্দ খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। আর তা হল শারীরিক সম্পর্ক। শরীরের গন্ধ আস্বাদন করা ছাড়া কেমন যেন প্রেমপূর্ণতাই লাভ করেনা। সম্পর্ক গড়ে ওঠতে যতোটুকু দেরি। তারপর এই ডিজিটাল মজনুদের দেরি হয় না লাইলীদের শরীরের গন্ধ শুঁকতে। লাইলী আছে, মজনু আছে, শুধু খাঁটি প্রেম নেই। সব প্রেম ভালোবাসা যেন শরীর নির্ভর হয়ে পড়েছে। আর সে জন্যই ডিজিটাল যুগের চরিত্রহীন ভণ্ড মজনুরা নিত্য নতুন লাইলী পাল্টাতে ব্যস্ত। অসংখ্য ভণ্ড প্রতারক ও মুখোশধারী শয়তান সর্বস্ব কেড়ে নেচ্ছে, ধ্বংস করছে তাদের জীবন।

অবৈধ প্রেমের বলি

প্রত্যেক নারীর জীবনেই স্বপ্ন থাকে। একদিন সে বধুবেশে স্বামীর ঘরে যাবে আর সাংসারিক কাজকর্ম করবে। ভালো ব্যবহার ও আন্তরিকতা দিয়ে শ্বশুর বাড়ির সবাইকে আপন করে নেবে। তাই সে বিবাহ বন্ধনের পর, মা বাবা ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী, বান্ধবী মহল সকলের মায়ার বাধন ছিন্ন করে পদার্পণ করে স্বামীর গৃহে। সে বুক ভরা কামনা বাসনা নিয়ে, জীবন অতিবাহিত করার স্বপ্ন দেখে। সে কৈশোর থেকেই মনের গহীনে এক গুচ্ছ বৃহৎ স্বপ্নের প্রতিপালন করে থাকে।

তার সে স্বপ্নগুলো বিশাল দুনিয়ার সামনে বাস্তবে অতি ক্ষুদ্র মনে হলেও তা প্রত্যেক নারীর জীবনেই অতি বৃহৎ নিঃসন্দেহে। তারপর সে যখন কৈশোরের গণ্ডি পেরিয়ে যৌবনের পুষ্পময় আঙ্গিনায় পা রাখে, তখন তার ওই স্বপ্নগুলো বৃহৎ আকারে ডালপালা ছড়ায়ে বিকশিত হয়। নারীর সে স্বপ্নগুলো হলো তার একটি ছোট্র সংসার থাকবে, স্বামী থাকবে। সুখে দুঃখে স্বামী-স্ত্রী মিলে সংগ্রামী জীবনের কঠিন স্তরগুলো পার করবে। তার সংসারের আঙ্গিনা জুড়ে নিত্য প্রবিত্র ভালোবাসা গুলো দ্যুতি ছড়াবে; কিন্তু বাস্তব জীবনে এ স্বপ্নগুলোর নান্দনিক বুনন আর ক'জনের ভাগ্যেইবা জোটে। এই সমাজের কঠিন বাস্তবতা মানুষ নামে কিছু অমানুষের নগ্ন হস্তক্ষেপে সেই সব পুষ্পিত স্বপ্নকে প্রয়োজনহীন কাগজের মতো ছিড়ে কুটি কুটি করে আবর্জনার ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে। আর তার একমাত্র কারণ হলো প্রেম ভালোবাসার মাধ্যমে সুখী সংসারের আশা করা। কিছু দিন পূর্বে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও টিভিতে নিউজ দেখে সারা দেশে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। হৃদয়বান মানুষগুলো ভীষণভাবে আৎকে উঠেছিল।

গরীব ঘরের মেয়ে রুমি। বয়স মাত্র (১৫)। বাড়ী ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায়। মোবাইল ফোনে পরিচয় হয় ঢাকার সোনালী ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস এর মালিক সাইদুজ্জামান ওরফে বাচ্চুর সঙ্গে। পরিচয় থেকে প্রেম। তার পর .....।

প্রেমের টানে রুমি ঢাকার মিরপুরে তার বোনের বাসায় আসে। কিছুদিন আগে বাচ্চু তাকে একটি নতুন মোবাইল ফোন কিনে দেয়। বোনের বাসায় বসেও রুমি প্রায়ই দীর্ঘ সময় ধরে মোবাইলে কথা বলতো এবং বোনকে একটু বাইরে যাই বলে বাসা থেকে বেরিয়ে যেত। সকালে বের হলে বিকেলে আসতো। রুমির বড় বোন একদিন তার অস্বভাবিক চলাফেরা সম্পর্কে সর্তক করে দেয়; কিন্তু রুমি তার বড় বোনের নিকট বাচ্চুর অনেক গুণাগুণ বর্ণনা করে। বাচ্চুর মত এত ভালো মানুষ জগতে কমই আছে। বাচ্চু আসলেই একটা ভালো মানুষ, সে

তাকেই বিয়ে করবে এবং এতে তার অভাবী জীবনে সুখ আসবে। আসলে ভালোবাসা এমনই এক মায়াজাল যা থেকে বের হওয়া যায় না। যে তার প্রেমাস্পদকে অন্ধভাবে ভালোবাসে। সে কল্পনা ও বাস্তবের মাধ্য সমন্বয় ঘটাতে পারে না। তাই হয়তো তার প্রেমাস্পদকে জীবন সঙ্গীরূপে পেতে ব্যার্থ হয়, নয়তো খুন হয়।

রুমির জীবনেও সুখের স্বপ্ন একদিন হঠাৎ করেই বদলে গেল। যেটাকে সে সুখ মনে করেছিল তাই তার জন্য ধ্বংস ও অভিশাপের বার্তা বয়ে আনলো। রুমিকে সেদিন বাচ্চু তার আফিসে নিয়ে যায়। রুমি ও সরল মনে প্রেমিকের ডাকে সাড়া দেয়। রুমিকে বাচ্চু তার আফিসে বসে জোর করে ধর্ষণ করে। কিশোরী রুমির ইজ্জত বাঁচানোর করুন আর্তনাদ নিছিদ্র চার দেয়ালের মধ্যে থমকে যায়। কোনো মতে রুমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে এবং বলে, সে এ ঘটনা সবাইকে বলে দেবে। বাচ্চু ঘটনা প্রকাশ হওয়া এবং মান সম্মান নষ্ট হওয়ার ভয়ে রুমিকে বাধা দেয়। কোন মতে কক্ষের মধ্যে নিয়ে রুমিকে গলাটিপে হত্যা করে; কিন্তু এরপর রুমির লাশ সে কোথায় ফেলবে? কোথায় গুম করবে? এ চিন্তা পেরেশানিতে সে অস্থির হয়ে উঠে। তারপর সে মাথা ঠাণ্ডা করে প্রেমিক নামের কলঙ্ক খুনি বাচ্চু পরবর্তী কাজগুলো সারে।

বাচ্চুই পুলিশের কাছে লোমহর্ষক বর্ণনা দেয়। সে জানায় শ্বাসরোদ্ধ করে রুমিকে হত্যার পর তার মৃত দেহ বাথরুমে নিয়ে ছুড়ি দিয়ে প্রথমে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে। পরে দু হাতের কব্জি ও হাঁটু থেকে দু'পা কেটে ফেলে। এরপর পেটের ভুড়ি, চর্বি ও দেহের বিভিন্ন অংশের চামড়া খসিয়ে কমোড ফ্লাশ করে বের করার চেষ্টা করে। এরপর দেহের খণ্ড বিখণ্ড টুকরাগুলো পাশের চারতলা ভবনের ছাদে তার ১৩ তলায় অবস্থিত অফিসের জানালা দিয়ে ফেলে দেয়। বাচ্চু পুলিশকে আরো জানায়, রুমিকে সে হত্যা করতে চায়নি। মান সম্মানের কথা চিন্তা করে মেয়েটিকে হত্যা করতে বাধ্য হয়। সে জানায়, মেয়েটিকে তার কক্ষে আনার সময় হোটেল কর্মচারী ও লিফটম্যান দেখেছে। তারা তখনই সন্দেহ করছিল। তাই তাকে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই লাশকে এভাবে টুকরো টুকরো করা। এই হত্যাকাণ্ড সে একাই ঘটিয়েছে। লাশের সন্ধান মেলে এভাবে– সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ওই নাহার প্লাজার দক্ষিণ পাশের পিজা গলিতে একটি চারতলা বাড়ির সামনের রাস্তার মানুষের দুটি পায়ের টুকরা পড়ে থাকতে দেখেন এক পথচারী। এরপর ওই বাড়ীর মালিককে বিষয়টি জানায়। মালিক থানায় খবর দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানীয় লোকজন

সেখানে ভিড় করে। পরে পুলিশ ও ডিবি সদস্যরা এসে তল্লাশি চালান। গোয়েন্দা পুলিশ চারতলা বাড়ির বিভিন্ন ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর বাড়ির ছাদে যায়। ছাদে গিয়ে বীভৎস খণ্ড খণ্ড লাশের টুকরো দেখতে পায়। সেখানে এক তরুণীর মাথা, দুই হাতের বিচ্ছিন্ন কব্জি, বিচ্ছিন্ন স্তন, হাড় থেকে খসানো গোশত, পায়ের বিচ্ছিন্ন অংশসহ দেহের ১২ টুকরা উদ্ধার করে। পুলিশের ভাষ্যমতে তখনো ঘটনাস্থল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়নি। পরবর্তী সময়ে সন্দেহ হলে ওই চার তলা ভবন লাগোয়া নাহার প্লাজার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও একটি আবাসিক হোটেল চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ও একটি ট্রাভেলস আফিস রয়েছে। ১১ ও ১২ তলায় আবাসিক হোটেল, ১৩ তলায় একটি রুমে সোনালী ট্রাভলস ও ১৪ তলায় একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। নিচ তলা থেকে ১০ তলা পযর্ন্ত মার্কেট ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। পুলিশ সদস্যরা প্রথমে নাহার প্লাজার ১২ তলায় হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কারা হোটেলে এসেছিল তাদের খোঁজ খবর নেন। হোটেলের রেজিষ্টার খাতায় বোর্ডারদের তালিকা সংগ্রহ করেন। বিভিন্ন কক্ষে থাকা বোর্ডার হোটলের মালিক ম্যানেজার ও বয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে প্রতিটি কক্ষ তন্ন তন্ন করে খোঁজেন; কিন্তু হোটেলে হত্যাকাণ্ডের কোন সংশ্লিষ্টতা পান না পুলিশ। হোটেলের সুপার ভাইজার পুলিশকে জানায় শুক্রবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে ২০৯ নাম্বার কক্ষের বোর্ডার জাহিরুল আলম জানিয়েছিল। যে বাথারুমে গিয়ে কমোডের ভেতরে পানির সঙ্গে পঁচা নাড়ি ভুড়ির মতো দেখতে পেয়েছে। পঁচা-গলা নাড়ি ভুড়ির মতো দেখে সন্দেহ হওয়ায় জাহিরুল প্রথমে বয় মামুনকে জানায়। মামুন গিয়েও নাড়ি ভুড়ি দেখে অন্যদের জানায় এবং সবার সন্দেহ হয়। প্রথমে তারা ধারণা করেছিল ১৮ তালায় চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আনা ছাগলের নাড়িভুড়ি কোনোভাবে টয়লেটের পাইপ দিয়ে আসতে পারে। পরে হোটেলের লোকজন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এর কোন সংশ্লিষ্টতা পায়নি। পুলিশ ছাদ থেকে লাশের ১২ টুকরো, বাড়ির সামনে থেকে পায়ের ২ টুকরো এবং সোনালী ট্রাভেলসের কমোড থেকে ১২ টুকরো সহ রুমির লাশের ২৬ টুকরো উদ্ধার করে।

সামান্য আবেগ আর অবৈধ প্রেমের দরিয়ায় হাবুডুবু খেয়ে একটি ১৫ বছরের কিশোরীর কী পরিণতিটাই না হলো। প্রেমের বলি হলো রুমি, ২৬ টুকরো পরিণত হলো রুমির লাশ।

মানুষ মারা গেলে অন্ততপক্ষে স্বজনরা তার লাশটিকে দেখে কাঁদতে পারে। লাশটিকে যাথোপযুক্ত সম্মানে দাফন করতে পারে; কিন্তু রুমির মা-বাবা ও ভাই-

বোনেরা এবং আত্মীয়-স্বজনরা কী দেখে কাঁদবে? সম্মানের সাথে কী দাফন করবে? রুমির শরীরের ২৬ টুকরো?

ভয়ংকর খুনী ববর্র বাচ্চু সে মারাত্মক খারাপ করেও একটি কাজ ভালই করেছে। সে রুমির জীবনটিকে বাচিয়ে রেখে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মারেনি। তার জীবনটিকে হাজারো টুকরা করেনি। কারণ এর চেয়েও ভয়ংকর বহু প্রেমিক রয়েছে। যারা প্রেমিকাকে ২৬ টুকরা নয় বরং প্রেমিকার শরীর শত শত টুকরা করে তেলে ভেজে রান্না করেই খেয়ে ফেলেছে। ভারতের কলকাতা সি আই ডির একটি রিপোর্টে এমনই প্রকাশ পেয়েছে। হাড্ডি খাওয়া যায় না বিধায় গোশতগুলো খেয়ে, হাড্ডিগুলো ব্যাগে ভরে বাইরে ফেলে দিয়েছে।

উল্লিখিত ঘটনায়– বাচ্চুর অপরাধ তো পুরোটাই, এতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে রুমিরও বহু দোষ আছে। কেননা সে একজন মুসলিম নারী হওয়া সত্ত্বেও কেন আল্লাহর আইন ও রাসূলের (সা.) এর নিষেধজ্ঞা উপেক্ষা করে পর পুরুষের সাথে বিয়ের পূর্বে প্রেম করে আবার নির্জনে সাক্ষাত করতে গিয়েছে। এগুলো সম্পূর্ণই হারাম। আর হারাম কাজ করলে, আল্লাহর গজব নাযিল হবে এটাই স্বাভাবিক।

লিভ টুগেদার কি?

বিয়ে করা ছাড়া দাম্পত্য সম্পক তৈরি করে বসবাস করাকে লিভটুগেদার বলে। বর্তমান আধুনিক সমাজে লিভটুগেদারের প্রবণতা উদ্ধেগজনক হারে বাড়ছে। বিয়ে বিহীন স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে মাসের পর মাস বছরের পর বছর বসবাস করছে অসংখ্য নারী পুরুষ, অথচ সাধারণ লোকে এসব খবর কমই জানে।

লিভ টুগেদারদের মধ্যে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চাকরিজীবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রী, শিল্পী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জাগতের অনেকেই রয়েছেন। এছাড়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মান্তরিত না হয়ে, বিয়ে করতে সমাজে বাধা থাকায় অনেক জুটি এখন লিভ টুগেদার করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লিভটুগেদারের প্রবণতা অতি মাত্রায় লক্ষ করা যাচ্ছে। বিয়ে না করেও তারা বাসা বা ফ্লাট ভাড়া নিচ্ছে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে। ইদানিং লিভ টুগেদারের ধরণ পাল্টেছে। আগে দুজন এক সঙ্গে থাকতেন, এর বাইরে আর কোন সম্পর্ক তারা রাখত না। এখন অনেকেই একাধিক সম্পর্ক রাখছে। আবার লিভ টুগেদারও করছে। যখন যাকে ভালো লাগছে তার সঙ্গেই থাকছে। আবার অনেকে অর্থের অভাবেও বয়সের কারণে বিয়ে করতে না পেরে লিভটুগেদার করছে।

লিভটুগেদার করা জুটির মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষই সংসারের অধিকাংশ খরচ বহন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী সঙ্গীও খরচ ভাগাভাগি করে। লিভটুগেদার যারা করে তাদের বেশিরভাগই আসল পরিচয় গোপন করে স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বাসা ভাড়া নেয়। কোথায়ও ধরা পড়ার অশংকা থাকলে তারা ঐ বাসা ছেড়ে দেয় এবং অন্যত্র বাসা ভাড়া নেয়।

অশ্লীল ও অবৈধ প্রেমের বিষফল

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে যত নেয়ামত দান করেছেন, এর মধ্যে থেকে আরেকটি বিশেষ নেয়ামত হচ্ছে প্রেম ও ভালোবাসা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জন্মগতভাবেই এ নেয়ামত দান করেছেন; কিন্তু আজ এ নেয়ামতকে তার যথাস্থানে প্রয়োগ না করে অপাত্রে প্রয়োগ করার দরুন ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হতে যাচ্ছে। হারাচ্ছে নিজেদের মান সম্মান ইজ্জত ও ক্যারিয়ার। বর্তমানে প্রেম যেন এক সোনার হরিণ। স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা শিক্ষাঙ্গন, শিল্পাঙ্গন, অফিস-আদালত শহর-বন্দর গ্রামগঞ্জ সবত্রই চলছে তার সমারোহ; কিন্তু কোন্ ধরনের প্রেম বৈধ? কোন ধরনের প্রেম অবৈধ? কোনটি আসল? কোনটি নকল? তা নিয়ে তেমন কোন মাথা ব্যথা নেই বরং এ সোনার হরিণ পাওয়ার জন্য দিলমন পাগলপাড়া হয়ে আছে। কারো নিকট থেকে একটু সাড়া পেলেই হলো। বর্তমান সময়ে প্রেমের প্রভাব এতটাই বেশি যে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত প্রেম সর্ম্পকে পূর্ণ পাকা হয়ে যাচ্ছে। তারা যদি প্রকৃত প্রেম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে ফেলত, তাহলে তো কোন সমস্যা ছিল না, দুঃখের বিষয় হচ্ছে– তারা যে ধরনের প্রেম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছে, তাতে মন্দ ছাড়া ভালো কিছু নেই। আমি ঢাকায় এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গেলে, একজন প্রাইভেট টিচারের সাথে কথা হয়। তার মুখ থেকেই শুনলাম অশ্লীল প্রেমের বাজার যে কত গরম। প্রাইভেট টিচার দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, হুজুর একটি আশ্চার্য কথা শোনবেন কি? আমি বললাম বলুন, তিনি বললেন, কিছু দিন আগে এক বাসায় প্রথম শ্রেণীর একটি মেয়েকে পড়াতাম কায়েকদিন পড়ানোর পর মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলো স্যার! আপনি কি প্রেম করে বিবাহ করেছেন? আমি তো থ হয়ে গেলাম। তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলতে লাগলাম, তুমি কি গতকালের পড়া মুখস্থ করেছ? একথা বলে তার প্রশ্নের মোড় ঘুরিয়ে দিলাম।

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখুন। যদি প্রথম শ্রেণীর একটি ছোট শিশু এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারে, তাহলে তার চেয়ে বড়দের কথা আর কি বলবো। তাদের চরিত্র কতটুকু ঠিক রাখতে পারবে। সেই জন্যই তো দেখা যায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা গুলোতে অশ্লীল প্রেমের হাজারো ঘটনা ছাপা হচ্ছে। কোন কোন পত্রিকায় আসে, স্কুলের মাস্টার মশাই ছাত্রী নিয়ে উধাও, আবার শিক্ষিকার প্রেমে ছাত্র মাতাল, শিক্ষক ছাত্রীর প্রেম। বন্ধুর স্ত্রী নিয়ে বন্ধু উধাও। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রেম ভালোবাসার কেলেঙ্কারীর শত শত ঘটনা পত্রিকাগুলোতে উঠে আসছে। এখন আমাদের আসল কারণটা খোঁজে বের করা দরকার। বিশেষজ্ঞরা এর কয়েকটি কারণ খোঁজে বের করেছেন। (১) সহ শিক্ষা (২) অশ্লীল সিনেমা। (৩) ডিশ এন্টিনা। (৪) পূর্নো সিডি। (৫) ভারতীয় টিভি সিরিয়াল। (৬) অশ্লীল পত্র পত্রিকা। (৭) অবাধে চলা ফেরা। (৮) স্কুল কলেজ ভার্সিটিগুলোর পাঠ্য সূচিতে ছহীহ ইসলামী শিক্ষা না থাকা। (৯) ইন্টারনেট। (১০) ফেইসবুক। (১১) মোবাইল। (১২) যাত্রাগান। (১৩) মডেলিং ও ১৪ পর্দাহীনতা।

যতগুলো কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কারন হলো ইসলামী শিক্ষা ও শরয়ী পর্দা সমাজে না থাকা। কিছু দিন আগে আমার এক আত্মীয়ের মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যেই হাইস্কুলে পড়াশুনা করছো বোরকা পরে স্কুলে গেলে কি সমস্যা হয়? সে উত্তর দিল, মামা আমার তো মনে চায় বোরকা পড়ে স্কুলে যাওয়া-আসা করতে; কিন্তু বান্ধবীরা তিরস্কার করবে। তাই বোরকা কিনতেছি না। কারণ কিছু দিন আগে আমার এক বান্ধবী বোরকা পড়ে ক্লাসে বসলে, তার বোরকার আঁচল ধরে অন্য বান্ধবীরা টানাটানি করতে লাগল। তারপর থেকে সে আর বোরকা পড়ে স্কুলে আসেনা। তাই আমিও এ কারণে বোরকা পড়ে স্কুলে যেতে ইচ্ছুক নই। তারপর বললাম বেড়াতে গেলে তো বোরকা নেয়া যেতে পারে, ওই সময় তো কেউ অর তিরস্কার করবে না। উত্তরে সে আমাকে বলে, বেড়াতে গেলেও আত্মীয়দের কেউ কেউ তিরস্কার করবে। প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখুন, আমরা মুসলমান। আর আমরা মুসলিম সমাজের, বাসিন্দা। আমাদের শিক্ষাঙ্গন ও সমাজের কি করুণ অবস্থা।

সমকামিতা প্রেম

সমকামিতা প্রেম হচ্ছে– কোন ছেলে অন্য ছেলের প্রতি কিংবা কোন মেয়ে অন্য কোন মেয়ের প্রতি এমন ভাবে আসক্ত হওয়া বা প্রেমে পড়া যেমনি ভাবে একটি ছেলে অন্য একটি মেয়ের প্রতি কিংবা একটি মেয়ে অন্য একটি ছেলের প্রতি

আসক্ত হয়। স্বীয়কাম চরিতার্থ করার জন্যে ছেলে ছেলে কিংবা মেয়ে মেয়ে পরস্পর ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা অবৈধ। এই ভালোবাসা সম্পূর্ণ কলুষিত ও অপবিত্র। এটি অনেক প্রাচীনতম ব্যাধি, সর্বপ্রথম হযরত লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। শয়তান তাদেরকে এই অপকর্মের প্রতি উৎসাহিত করেছিল। জনৈক বুযুর্গের উক্তি আল্লাহ তা'আলা যাকে স্বীয় দরবার থেকে বঞ্চিত করতে চান তাকে দাড়ি বিহীন ছেলেদের ভালোবাসায় লিপ্ত করে দেন। দাড়িবিহীন বালকদের সথে যৌন চাহিদা পূরণ করার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বয়ং লূত সম্প্রদায়ও এই অপকর্মের উদ্ভাবক নয়। বরং শয়তানই ছিল তাদের এই অপকর্মের পথনির্দেশক। এটি এমনি একটি জঘন্যতম অপকর্ম যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে মন্দ প্রবণ হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। বরং চির অভিশপ্ত ইবলিস লূত সম্প্রদায়কে এই অপকর্মের প্রতি উৎসাহিত করেছিল। ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমূহে এই কাহিনী এভাবে উল্লেখ হয়েছে যে, একদা শয়তান সুদশর্ন বালকের আকৃতি ধারণ করে জনৈক লোকের ফলের বাগানে প্রবেশ করে আঙ্গুর ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছিল। এর থেকে বিরত রাখার জন্য বাগানের মালিক তাকে ধমক দিচ্ছিল আর প্রহার করছিল; কিন্তু সে এদিকে কোন কর্নপাতই করছিল না। বিরক্ত হয়ে মালিক তাকে একদিন বলল হতভাগা তুই আমার বাগানের পিছনে কেন লেগেছিস? আমার বাগানের সমস্ত গাছপালা কেন ধ্বংস করে দিচ্ছিস? তোর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমার কাছ থেকে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে যা। তবুও আমার বাগান ছেড়ে চলে যা। শয়তান তখন দাড়িবিহীন সুদর্শন ছেলের আকৃতি ধারণ করে মালিককে উদ্দেশ্য করে বলল, এভাবে তুমি আমাকে বাগান থেকে তাড়াতে পারবেনা বরং আমি তোমাকে একটি পরামর্শ দিচ্ছি। যদি তুমি সে মুতাবেক আমল কর তাহলেই কেবল; তোমার বাগানকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে।

মালিক প্রশ্ন করল কি ঐ পরামর্শ? তখন শয়তান উত্তরে বলল যদি তুমি আমার সাথে এই কাজ কর তাহলে আমি বাগান ছেড়ে চলে যাব। মালিক নিজের বাগান বাঁচানোর স্বার্থে তার কথা অনুসারে প্রথমবার বাধ্য হয়ে এই অপকর্মে লিপ্ত হলো। পরবর্তীতে নিজেই এর স্বাদ অনুভব করে বলতে শুরু করল, তুমি প্রতিদিন আমার বাগানে এসে ইচ্ছমত আঙ্গুর খেয়ে যাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বাগানের মালিক অন্যান্যদেরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করা শুরু করল। পরিশেষে সমাজে এই ব্যধি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে লাগল। ইবলিস তো এই অপকর্মের সূচনা করে অদৃশ্য হয়ে গেল; কিন্তু পরবর্তীতে সমাজের

অন্যান্য মানুষ বালকদের সাথে নির্বিঘ্নে এই অপকর্ম করা শুরু করে দিল। আল্লাহ তা'আলার নিকট যেহেতু এটি খুবই জঘন্যতম অপকর্ম তাই লূত (আ.)কে নির্দেশ দেয়া হলো, তিনি যেন স্বীয় সম্প্রদায়কে এই অপকর্মে লিপ্ত হতে নিষেধ করেন। অন্যথায় কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করে নিবে। লূত (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে অনেক সতর্ক করলেন; কিন্তু তারা কোন পরওয়াই করলনা। অবশেষে শাস্তি চলে আসল সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল।

হযরত জিবরাঈল (আ.) ঐ পাপিষ্ঠদের বস্তিকে পাতালের তলদেশে হইতে উৎপাটিত করে আকাশ পযর্ন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন অতঃপর সেখান থেকে এককেবারে উল্টা করে নিচে নিক্ষেপ করলেন, যার ফলে নিচের অংশ উপরে এবং উপরের অংশ নিচে চলে গেল।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন তোমরা দাড়ি– মোচহীন ছেলেদের প্রতি নজর করোনা। কারণ তাদের মধ্যে হুরের সৌন্দর্যের ঝলক বিদ্যমান। (যার ফলে মনে তাদের প্রতি আকর্ষণ ও প্রেম ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।) পারিণামে পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কারণ প্রত্যেক জাগতিক প্রেমের সর্বশেষ পরিণতিতে থাকে মিলনের বাসনা। আর ছেলেদের সাথে তো বৈধভাবে মিলন সম্ভব নয়। কোন কোন চরিত্রহীন সূফী ও মেকি দরবেশেরা দাড়িবিহীন ছেলেদের সাথে মহব্বতের আড়ালে যৌন লালসা চরিতার্থ করাকে এক আনন্দময় অধ্যায় বানিয়ে রেখেছে যা সম্পূর্ন হারাম।

ছেলেদের প্রতি অবৈধ প্রেম আল্লাহর আযাব

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, ইশকে মাজাযী অর্থাৎ রূপক প্রেম অপ্রাকৃতিক প্রেম, নকল প্রেম বা মেকি প্রেম) এটা আল্লাহ তা'আলার আযাব। এর ফলে দুনিয়াতেই আত্মা খুব পেরেশান ও অশান্তি পীড়িত থাকে। ঘুম হারাম হয়ে যায়। সর্বক্ষণই প্রেমাস্পদের বা প্রিয়জনের জল্পনা-কল্পনা হৃদয়-মনকে পীড়া দিতে থাকে। জাহান্নামবাসীদের মত 'না মৃত্যু না জীবিত, এমন এক আশান্তির অগ্নীতে সর্বদা জ্বলেপুড়ে মরেও বেঁচে থাকতে হয়।

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন– لا يموت فيها ولا يحيى জাহান্নামের মধ্যে মরবে না বাঁচবেও না। জীবন মৃত্যুর সন্দিক্ষণে টানাটানির কি এক জঘন্য ও অবর্ননীয় যিন্দিগী হবে জাহান্নামীাদের। জাহান্নামীদের আবাসস্থল জাহান্নাম এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া ও নিদের্শনাবলী অবৈধ অপ্রাকৃতিক নকল ও কামুক প্রেমে আক্রান্ত পাপীদের জীবনে আত্মীক ও মানসিক জ্বালা যন্ত্রনা, কষ্ট

পেরেশানী ও বিভিন্ন শারীরিক রোগের আকারে দুনিয়াতেই প্রকাশ পেতে শুরু করে। এর অর্থ এই যে অবৈধ পথে কাঙ্খিত মেয়ে বা ছেলের সাথে যদি মিলন হয় তাহলে লোলুপ প্রেমিক অত্যাগ্রহে এত বেশী মাত্রায় বীর্যপাত করে যে, এর ফলে এদের অধিকাংশই একেবারে নপুংষক, ধ্বজভঙ্গ বা কাপুরুষ হয়ে যায়। অতঃপর ডাক্তার হাকীমদের নিকট গিয়ে খোশামোদ তোশামোদ করতে হয়। হাকীমী দাওয়া খানার কোশতায়ে ছংখিয়া প্রভৃতি দাওয়াই সেবন করতে বাধ্য হয়। এতেও যদি ফলদায়ক না হয় তখন আত্মহত্যা করে মরে। আর যদি প্রেমাস্পদের সাথে মিলন না ঘটে তবে সর্বদা বিচ্ছেদ আর বিরহের মধ্যে থাকে। এই বিরহ ও বিচ্ছেদের আগুনেই জ্বলে পুড়ে তড়পাতে তড়পাতে কুকুরের মত মৃত্যুবরণ করে। কিংবা পাগল মাতাল বা মানসিক রোগী হিসেবে বেঁচে থাকে।

হযরত হাকিম আখতার রহ. বলেন একবার আমি এক দোকানদার সুকণ্ঠ কবিকে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখতে পেলাম। তার দোকান দেখলে মনে হয় কোন এক ধূলা মাটির আড়ত। অগুছালো। অপরিচ্ছন্ন। মালপত্রহীন। মাথার চুলগুলি পাগলদের মত এলোমেলো। অতিমাত্রায় নিদ্রাহীনতার কারণে চক্ষুদ্বয় শুষ্ক শ্রীহীন ও ভেতরে ধ্বসে গিয়েছে। আমাকে দেখে দোকানের ভেতর ডেকে আনল এবং বলল আমি অত্যন্ত পেরেশান, হতাশাগ্রস্ত দোকান পাট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কোন কাজেই মন বসেনা, রাতভর ঘুম হয় না। দোকান ধ্বংস হওয়ার কারণে ছেলে মেয়েদের ভূখা নাঙ্গা থাকতে হচ্ছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে কোন আল্লাহ ওয়ালার নিকট নিয়ে চলুন। যেখানে আমি একটু শান্তি লাভ করতে পারি।

আমি বললাম ব্যাপার কি? এত পেরেশানীর মূল কারণ আমাকে খুলে বল। সে বলল আমি ইশকে মাজাযীতে অর্থাৎ অসৎ ও অবৈধ প্রেমে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। অতঃপর আমি পাকিস্তানে চলে এসেছি। জানিনা সে বেচারা আজ কি হালে আছে। হাকীম আখতার সহেব রহ. আরেকাটি ঘটনা বর্ণনা করেন, জনৈক জমিদারের ছেলে পাগলের মত আকৃতি। ঝাড়ু খাওয়া লোকের মত চেহারায় অপমানের চিহ্ন। এই অপদস্ত চেহারায় এক দাওয়া খানায় দাওয়া চূর্ণ তৈরি করতেছিল। তার পিতাকে দেখলাম সুইপারের ন্যায় ছেড়া ও ময়লা পোশাকে ভিক্ষা করে ফিরতেছে। স্থানীয় বন্ধুরা আমাকে জানাল যে, এই পিতা এক সময় বড় আমীর ছিল। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া হতে মাল আমদানী করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। তার এই কুলাঙ্গার পুত্র, যে এখন দাওয়া চূর্ণ করার চাকুরী করতেছে সেই তাকে পথে বসিয়ে দিয়েছে। সে অবৈধ ও অসৎ প্রেমে লিপ্ত থেকে থেকে সব ধন সম্পত্তি শেষ করে দিয়েছে। একবার ধরা পড়ল, খুব জুতা

পেটা খেয়ে জেলে গেল। তাকে জেল থেকে মুক্ত করতে গিয়ে উপার্জিত সমুদয় টাকা পয়সা ও জমিদারী সব শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন উভয় বাপ বেটা ও তাদের পরিবারের লোকজন চরম অপমান ও দুর্দশার মধ্যে জীবন যাপন করতেছে।

তিনি আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন, জনৈক ডাক্তারের এক ছেলে লন্ডন হতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী লাভ করে আমার নিকট আসল এবং বলল লন্ডনে আমি কামজ প্রেমের শিকার ছিলাম। আমি সম্পূর্ণ পুরুষত্বহীন হয়ে গিয়েছি। বহু চিকিৎসা করিয়েছি, কোন উপকার হয়নি। আব্বা আমাকে বিবাহ করিয়েছে, মেয়েটি আমাকে পুরুষত্বহীন দেখে নিরাশ হয়ে তালাক দিয়ে চলে গেছে। এখন মুখ ঢেকে ঘরের মধ্যে থাকতেছি। চতুর্দিক হতে শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু দেখতেছি কিন্তু মৃত্যুও তো আসেনা।

হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন ছেলেদের অসৎ প্রেম অন্তরকে মেয়েদের প্রতি প্রেম অপেক্ষা বেশী কলুষিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। কারণ মেয়েলোক তো কখনো বিবাহের পর হালাল হতে পারে; কিন্তু পুরুষ তো কোন পুরুষের জন্য কখনো হালাল হতে পারেনা। সে কারণে পুরুষে পুরুষে অবৈধ সম্পর্কের কলুষ কালিমা খুবই জঘন্য হয়ে থাকে। মাওলানা রুমি রহ. বলেন দাড়ি মোচ বিহীন সুশ্রি বালক তরুণের সৌন্দর্য ও লাবন্যময়তার কারণে লোকদের নজরে বড় প্রিয় মনে হয় তার সৌন্দর্য প্রভাবিত হয়ে। কামজ প্রেমিক তাকে 'আমার মনিব, রূপের রাজা, সেরা সুন্দর' প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করে থাকে। যাতে এসব প্রশংসার দ্বারা প্রভাবিত করে তাকে স্বীয় কু-মতমলবের জালে আটকাতে পারে।

আমার শিক্ষা জীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়া কালীন এবং কর্ম জীবনেও স্বচক্ষে দেখেছি, একজন মেয়ের প্রতি যেমন একজন ছেলে আসক্ত হয়, তেমনি একজন ছেলেও একজন সুশ্রী ছেলের প্রতি আসক্ত হতে। তাদের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা বিনিময় হয় এবং এমন মন্তব্য করতেও শুনেছি যে, 'তুমি যদি মেয়ে হতে তাহলে তোমাকে বিয়ে করে ফেলতাম'। আবার বিভিন্ন ছাত্রী হোষ্টেলে কিংবা মহিলা মদারাসার কয়েকটি খবরও শুনতে পেলাম। তাদের মধ্যেও পরস্পর প্রেমিক প্রেমিকার মতো সম্পর্ক হয় এবং এক মেয়ে আরেক মেয়ের ভালোবাসায় আসক্ত হয়ে বলে ফেলে 'আমি যদি ছেলে হতাম তাহলে তোমাকে বিয়ে করতাম'। কিংবা তুমি যদি ছেলে হতে আমি তোমার নিকট বিয়ে বসতাম। এসব কথা বলে বলে তারা প্রেম দরিয়ায় হাবুডুবু খেতে থাকে এবং গভীরে পৌছতে থাকে। যতক্ষণ পযর্ন্ত সুদশর্ন ছেলেটির দাড়ি মোচ না গজায় তার প্রেমিকেরা তার

পিছনে ঘুর ঘুর করতে থাকে থাকে। তার সেবা যত্নের জন্য, তার আদর আপ্যায়নের জন্য প্রেমিক দল আগে পিছে কেবলই ভিড় করতে থাকে; কিন্তু যখন দাড়ি মোচ গজিয়ে চেহারার মেয়েলী রূপ পরিবর্তন হয়ে পুরুষের আকৃতি ধারণ করে। চেহারা জুড়ে কালো কালো দাড়ি দেখা যায়, তখন তার প্রেমিকদের প্রেমের বাজারও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মূলকথা হচ্ছে, চেহারা ছুরতের রঙচঙ দেখে যে ভালোবাসা হয় উহা ভালোবাসা নয় এটা মোহ। এর পরিণামে দুর্নাম, অপমান ও কলঙ্কের বোঝা বহন করতে হয়। ঐ রূপরঙ যখন শেষ হয়ে যায়, ভালোবাসা ও তখন শেষ হয়ে যায়। আর উভয়ের মধ্যে শুধু একটা লজ্জাবোধ তখন অবশিষ্ট থাকে যার ফলে মাথা নুইয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

হযরত শেখ সাদী রহ. বলেন একবার দামেস্কে সুন্দর- সুন্দরীদের প্রেম- প্রীতি ও ভালোবাসা এমন ভাবে ছাড়িয়ে পড়ল যেমন হিন্দুরা দেব দেবীর পূজা করে। সুন্দর– সুন্দরীদের রূপ লাবন্যের প্রতি মোহগ্রস্ততার ব্যাধি খুব ব্যাপক আকার ধারণ করল। এর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের উপর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ অভাব অনটন চাপিয়ে দেয়া হলো। ফলে ক্ষুধার যন্ত্রণা ও অনাহারের কষ্টে লোকজন মরণোন্মুখ হয়ে গেল। তখন কেউ কেউ ঐ প্রেমিকদেরকে বলল, বলো তোমাদের জন্য রুটি আনবো নাকি তোমাদের প্রেমাস্পদকে এনে দেব? প্রেমিকগণ বলল, প্রিয়জনদেরকে নিয়ে চুলায় পুড়ে ফেল। আল্লাহর ওয়াস্তে তাড়াতাড়ি আমাদের জন্য রুটি এনে দাও। কারণ আমাদের প্রাণ এখন ওষ্ঠাগত। শেখ সাদী রহ. বলেন দামেস্কে এমন প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়েছিল যে, সমস্ত প্রেমিকগণ প্রেম ভালোবাসা তখন একেবারেই ভুলে গেল।

দাড়িবিহীন সুশ্রী (সুদর্শন) বালক কোন কোন বিধানের ক্ষেত্রে বেগানা নারীর মত অর্থাৎ কামভাবের আশংকা থাকলে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা, তার সাথে মুসাফাহা মুয়ানাকা করা, তার সাথে নির্জনে অবস্থান করা, তার কণ্ঠে সঙ্গীত শ্রবণ করা বা তার দ্বারা শারীরিক খেদমত গ্রহণ করা, তার সাথে প্রেম ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব সুলভ কথোপকথন করা এসব কিছুই হারাম।

এশকে পেচা নামক একটি লতাযুক্ত গাছ আছে। এ গাছটি যে গাছের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, সেই তরতাজা গাছটি শুকিয়ে যায়। এমনিভাবে ইশকে মাজাযী বা অবৈধ ও অসৎ প্রেম ভালোবাসাও যে ছেলে-মেয়ের হৃদয়ে জড়িয়ে যায়। তারও দুনিয়া আখেরাত, শরীর ঈমান মন মস্তিষ্ক একেবারে ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়। ছেলেদের ভালোবাসায় আক্রান্ত লোকেরা একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়। এমন কি বিবাহের যোগ্যও থাকে না।

সুশ্রী বালক, তরুণদের সম্পর্কে সর্তক বাণী

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, শাহজাদাগণ হতে বাঁচ। অর্থাৎ সুশ্রী কিশোর তরুণ হতে। কেননা তারা কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশি মারাত্মক ফেতনা।

হযরত উমর রা. বলেন, কোন আলেমের জন্য কোন হিংস্র প্রাণীকে আমি এতটা আশঙ্কাপূর্ণ মনে করি না। যতটা সুশ্রী ছেলেদের কে অশংকাপূর্ণ মনে করি।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেন মহিলার সাথে একটি শয়তান থাকে আর সুদর্শন বালকের সাথে থাকে দুইটি শয়তান।

ইমাম গাজালী রহ. বলেন, এক বুযুর্গ বলেছেন কোন আবেদের দিকে সিংহের রোখ করাকে এতটা ভয়াবহ মনে করিনা। যতটা সুশ্রী বালকের ব্যাপারে আশঙ্কা করি।

যারা বলে যে, আমার নজর পবিত্র, আমার মন পবিত্র, আমার ভালোবাসা পবিত্র, এই সুশ্রী ও সুদর্শন মুখের সাথে আমার কোন খারাপ ইচ্ছা নেই। খারাপ ইচ্ছা জাগেনা এমনিতেই তার সাথে সময় কাটাই। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন যে, তার মনে রাখা উচিত এই সুশ্রী তরুণই যদি তার সাথে এক বিছানায় নির্জন কক্ষে রাত যাপন করে, তবে সে দেখতে পাবে যে তার নফস ভূকম্পনের মত উক্ত সুদর্শনর প্রতি (সুশ্রী বালকের প্রতি) কিরূপ লম্ফ ঝম্ফ শুরু করে দেয় এবং কিছু সময়ের মধ্যে কিভাবে তার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়ে যায়।

প্রেমিক প্রেমিকার নির্জন আলাপ

ইউরোপ আমেরিকার বা প্রাশ্চাত্য দেশসমূহের তরুণ-তরুণীর প্রেম ভালোবাসার অবস্থা হচ্ছে আমাদের দেশের ফুটপাতে বসে চা পান কিংবা শরবত পান করার মতই। তারা বিভিন্ন পার্কে গিয়ে সমুদ্রের কিনারায় কিংবা পর্যটন স্পটে গিয়ে পাশা পাশি শুয়ে শুয়ে যৌন মিলন করে থাকে এবং এ অবস্থায় এক ঝুটি অপর ঝুটির সথে নাকি বিভিন্ন আলাপ আলোচনাও করতে থাকে। আমাদের দেশে যেমন অবসর সময়ে ছেলে মেয়েরা পাশা পাশি বসে লুডু, দাবা, ষোলকটি ইত্যাদি খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

কিন্তু আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা মুসলমান হওয়ার দরুন এবং পারিবারিকভাবে এসব নোংরা প্রেমের স্বীকৃতি না থাকার দরুন তা প্রকাশ্যে এসব করার সাহস পায় না। তাই নির্জনতা অবলম্বন করে। কেউ বন্ধুর বাসায়,

কেউ আবাসিক হোটেলে, কেউ লঞ্চের কেবিনে, কেউ বান্ধবীর বাসায়, কেউ নির্জন কক্ষে গিয়ে গভীর প্রেমে লিপ্ত হয়।

অথচ ইবলিস শয়তান হযরত রাবেয়া বসরী ও হাসান বসরী রহ. সম্পর্কে বলেছিল যে, এত সুউচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এই দুই অলীও যদি কোন নির্জন স্থানে কিছুক্ষণ মাত্র অতিবাহিত করেন, তবে আমি তাদের তাকওয়া পরহেজগারী চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব। এজন্যই কোন গাইরে মাহরাম নারী পুরুষ নির্জনতায় অবস্থান হারাম। একই কারণে দাড়ি গোফ বিহীন কোন সুশ্রি ও সুদশর্ন বালকের সাথে নির্জনে অবস্থান করাও একই বিধান।

নারী-নারী সমকাম

যখন দু'জন নারী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং নিজেদের যৌন উত্তেজনা নিবৃত্ত করে তখন তাকে নারী-নারী সমকাম বলে। ইবনে কুদামা লিখেন রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

اذا اتت المراة فهما زانيتان

"যখন কোন নারী অন্য নারীর সঙ্গে মিলিত হয় তখন উভয়েই ব্যভিচারিনী।"

হযরত ওয়াসেরা বিন ইসকা বলেন রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

سِحَاقُ النِّسَاءِ زنا بينهُنَّ

"নারী-নারীর সঙ্গে পরস্পরে মিলিত হওয়া ব্যভিচার।"

যদিও এ কাজে ব্যভিচারের গোনাহ হবে, তবে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে; কিন্তু কোন দণ্ড দেয়া যাবে না।

এর দৃষ্টান্ত হলো যেমন কোন পুরুষ কোন পর নারীর সাথে মিলন ছাড়া শুধু চুমু খেয়ে, কোলাকুলি করে কিংবা হাত সঞ্চালন করে যৌনোত্তেজনা নিবৃত্ত করে।

নারী-নারী সমকাম এটাও লুত সম্প্রদায় থেকে শুরু হয়েছে।

হযরত হোজায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

"নিঃসন্দেহে লুত সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপারে একথা সত্য যে, তারা পুরুষ পুরুষে এবং নারী-নারীতে পরিতৃপ্ত ছিলো।[৩১]

---

[৩১] দুরবে মনসুর

আল্লামা আলুসি (রহ.) বলেন আবি হামজা (রহ.) মুহাম্মদ ইবনে আলীর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলা কি লুত সম্প্রদায়ের নারীদেকে পুরুষের অপরাধের কারণে শাস্তি দিয়েছেন? তখন তিনি বলেন "আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন। এ সম্প্রওদায়ের পুরুষেরা নারী থেকে এবং নারীরা পুরুষ থেকে অমুখাপেক্ষী ছিলো।[৩২]

অর্থাৎ পুরুষেরা যখন পুরুষদেরকে নিয়ে মত্ত ছিল তখন নারীরাও তাদেরকে না পেয়ে নারীদের সাথেই সমকামে লিপ্ত হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনে কাইয়িম (রহ.) লিখেছেন "তেব এর জন্য (নারী-নারী সমকাম) শরিয়ত নির্ধারিত দণ্ড প্রযোজ্য হবে না। কারণ এতে মিলিত হওয়ার বিষয় নেই। যদিও এটাকে ব্যভিচার শব্দে অভিহিত করা যায়।

এই যৌনাপূজার পথ নারীদের চোখ থেকে লজ্জা এবং অন্তর থেকে শালীনতা বোধ নিঃশেষ করে দেয়। যে নারী লজ্জা ও ভদ্রতার মূর্তপ্রতীক হওয়ার কথা, সে নারী অন্য নারী অথবা যুবতীকে বিপথে আনার কারণ হয়ে যায়। শয়তানের চাহিদা পূরণ করে দেয়। যেমনিভাবে দুঃশ্চরিত্রের পুরুষেরা পর নারী অথবা বালকদেরকে ফুসলাতে থাকে। এমনিভাবে এই নারী কোন মেয়েকে তার জালে আটকে ফেলে। অন্য মেয়েকে দেখে তার মধ্যে যৌনোত্তেজনা ধারা উত্তাল হয়ে উঠে। নিজে কামুক হয়ে উম্মাদনা মেটায়।

বালকের প্রতি প্রেম

* অনেক নেককার পরহেযগার লোক, যারা নিজেদের দৃষ্টিকে পরনারী থেকে তো সংযত করে থাকে, কেননা তারা সাধারণত পরনারীর সংস্পর্শ ও তাদের সাথে উঠা বসার সুযোগ পায় না; কিন্তু বালকদের সাথে একত্রে বাস ও তাদের সান্নিধ্য তারা পেয়েই থাকে। যার দরুন বহু মানুষ এই ফিৎনায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে। এমন মানুষ খুব কমই আছে যারা এই ফিৎনার কাছাকাছি থেকেও নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছে।

* হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

  "তোমরা রাজা-বাদশাহদের ছেলেদের সাথে বসবেনা,। কেননা, মন তাদের থেকে এমন কিছু কামনা করে যা, সুন্দরী বাদিদের থেকেও করে না।

---

[৩২] বায়হাকী ইবনে আসাকির

* বালকদের প্রতি অবৈধ প্রেম ভালোবাসা, নারীদের প্রতি প্রেম ভালোবাসা থেকেও আরো মারাত্মক।

বর্তমানে দাড়িবিহীন ছেলেদের সাথে উঠা বসা করা সমাজে স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এর পিছনে বিশেষ কয়েকটি কারণও রয়েছে–

(ক) নারীদের ইজ্জত ও আবরু সংরক্ষণের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে গুরত্বারোপ করা হয় বিধায় তাদের নিকট সহজে সুযোগ লাভ করা যায় না। কেউ যদি সুযোগ লাভ করার চেষ্টা করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়; কিন্তু বালকদের হেফাজতের প্রতি খুব একটা গুরুত্বারোপ করা হয় না এবং তাদের সাথে পর্দা করারও বিধান নেই।

খ) বালকদের বেলায় দুর্নামের আশংকা কম, তাদের মাথায় আদর- স্নেহ দয়াপরবশ হয়ে হাত বুলিয়ে দেয়া হয়, আবার কামভাব নিয়েও হাত বুলিয়ে দেয়া হয়।

যদি কেউ কোন বালককে আদর-স্নেহ করে, তাহলে অন্যান্য লোকেরা দেখে ধারণা করবে যে, ছোটদের উপর সে তো বড়ই দয়াবান। কামভাবের খবর কে আর রাখে? এসব কারণে বর্তমানে দাড়িবিহীন সুদর্শন বালকের সাথে অধিক পরিমাণে মেলামেশা হয়ে থাকে।

* ছেলেদের সাথে ছেলেদের প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন হওয়া এটা হাস্যকর কাণ্ড। বর্তমান সমাজে অন্তরের কামভাবকেই প্রেম ভালোবাসা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অনুসন্ধানে যদি হাজারে একজনের মাঝেও বৈধ প্রেম পাওয়া যায়, তাহলে তাকে তিরস্কার করা হবে না ঠিক; কিন্তু সম্পর্কের ফলে পরবর্তীতে তার দ্বারা যে সব অপকর্ম সংঘটিত হবে, সেগুলোকে অবশ্যই তিরস্কার করা হবে। কেননা, সেগুলো তো নিজের ইচ্ছাধীন বিষয়। এমনকি প্রেমস্পাদের কল্পনা করে স্বাদ গ্রহণ করা ও নিজের ইচ্ছাধীন বিষয়, যা বর্জন করা ওয়াজিব।

* ফাতাহ মুসিলি (রহ.) বলতেন, আমি ত্রিশজন মাশায়েখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি যাদেরকে অলী মনে করা হয়, প্রত্যেকেই বিদায়ের মুহূর্তে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন ছেলেদের সংশ্রব থেকে দূর থাকতে।

* ইবনে জাহের মোকাদ্দেসি বলতেন, যার যৌন উত্তেজনা কোন ছেলেকে দেখলে উতলে উঠে, তার জন্য ওই ছেলেকে দেখা হারাম।

অবৈধ প্রেমের প্রথম সিঁড়ি : কুদৃষ্টি

কোন কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতী তখনই কারো প্রেমে পড়ে, যখন সে কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করার সুযোগ পায় কিংবা তাকে দেখে। না দেখলে ইচ্ছাও জাগবেনা সুতরাং বুঝা গেলো কু-দৃষ্টি হচ্ছে অবৈধ ভালোবাসা ও ব্যভিচারের প্রথম সিঁড়ি। প্রবাদ আছে "পৃথিবীর দীর্ঘতম সফর এক পা ফেলার পর থেকেই শুরু হয়ে যায়। এমনিভাবে অবৈধ প্রেম-ভালোবাসারও ব্যভিচারের সফর কু-দৃষ্টির দ্বারা শুরু হয়ে যায়। সত্যিকার মুমিন-মুসলমানদের উচিত প্রথম সিঁড়ি আরোহণ করা থেকেই বিরত থাকা। কু-দৃষ্টি ওয়ালারা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। কু-দৃষ্টিকারী নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক, তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাজার হাজার নারী-পুরুষের দিকে দৃষ্টি দিয়েও প্রশান্তি লাভ করে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা একজনের চেয়ে আরেকজনকে বেশি সৌন্দর্য দান করেছেন। মানুষ যতো সুন্দরী কাউকেই দেখুক, ফলাফল হলো একজনকে দেখেছে তো অন্যজনকে দেখার তৃষ্ণা রয়েই যায়। এই সমুদ্রে সারাজীবন সাতার কেটেও তীরে পৌঁছতে পারবে না। কারণ এ সমুদ্র কূলহীন।

যে কুদৃষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সে কখনো তার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করতে পারে না। শয়তান তাকে অত্যন্ত কৌশলে ধোঁকা দেয় যে, তুমি তো শুধু দেখছো; কিন্তু কিছু করতেছনা। অথচ এই দেখাই করার ভূমিকা। বাহ্যত মানুষ যতো দৃঢ়পদই হোক। যদি কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে না থাকে তাহলে একদিন না একদিন পিছলে যাবে। কারণ কুদৃষ্টির কারণে মানুষের মধ্যে যৌন উন্মাদনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মানুষ এই বন্যার তীব্রতায় ভেসে যায়।

* কুদৃষ্টির কারণে মানুষের আন্তরে কল্পিত প্রিয়ার অনুভূতি জন্ম নেয়।

সুন্দর চেহারা তার মন মস্তিষ্কের উপর নিয়ন্ত্রণ নেয়। ওই ব্যক্তি জানে আমি এই সুন্দর আকৃতি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো না; কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্জনে তার ভাবনায় বিভোর থাকে। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কল্পনার জগতে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকে।

* হযরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.) তার চিঠিপত্রের সংকলনে নিখেছেন, যার দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ না তার অন্তরও নিয়ন্ত্রণে নেই। আর যার অন্তর নিয়ন্ত্রণে নেই তার লজ্জাস্থানও নিয়ন্ত্রণে নেই।

* ব্যভিচার থেকে অনেকেই বেঁচে যায়। কারণ এর জন্য অনেক কাঠখড়ি পুড়াতে হয়। প্রথমতো যার সঙ্গে ব্যভিচার করবে তার সম্মতি লাগে। দ্বিতীয়ত উপযুক্ত জায়গা ও সুযোগের দরকার। তৃতীয়ত নির্জনতার প্রয়োজন। কারণ ভয়

থাকে না জানি কে দেখে ফেলে? আর ইজ্জত-সম্মান সব ভূলুণ্ঠিত হয়। এজন্য সভ্য ও ভদ্র লোক তাতে কম নিপতিত হয়। যদি পেশাদার কোন নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করতে হয় তাহলে পানির মত পয়সা ঢালতে হয়। উপরন্তু এইডস, সিফিলিস জাতীয় জাটিল জটিল যৌন রোগের ভয় থাকে। পক্ষান্তরে কুদৃষ্টির যে গোনাহ এর জন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন পড়ে না। এতে মান-সম্মান ক্ষুণ্ন হওয়ার কোন আশঙ্কাও নেই। কারণ নিয়তের বিষয়টি তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত।

* হাফেজ ইবনুল কাইয়ূম (রহ.) লিখেছেন, দৃষ্টি যৌন চাহিদার দূত ও প্রতিনিধি হয়ে থাকে। দৃষ্টির সংরক্ষণ মূলত লজ্জাস্থান ও জৈবিক চাহিদা নিরাবরণের স্থানের সংরক্ষণ। যে দৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছে সে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। দৃষ্টিই এসব বিপদাপদের ভিত্তি যাতে মানুষ পতিত হয়।

কু-দৃষ্টি হচ্ছে সমস্ত অনর্থের মূল। সকল অশ্লীলতার উৎস। ইসলাম এই ছিদ্রপথটি সর্বাগ্রে বন্ধ করেছে। দৃষ্টিকে চোখের যিনা (ব্যভিচার) সাব্যস্ত করেছে।

প্রেম-প্রীতির সংজ্ঞাদানকারীদের মতে– প্রেম এক অদৃশ্য বস্তু- যা চোখের মধ্য দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে– কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন– দৃষ্টিপাত কামভাবের বার্তাবাহক। কবি সাহিত্যিকরা এ বিষয়টির ওপরই সর্বাধিক আলোকপাত করেছেন। তারা বলেছেন, অনেক দৃষ্টিপাত তীরের মত অন্তরে বিদ্ধ হয়। প্রাক-ইসলামী কবিরাও স্বীকার করেছেন যে, অন্তর ক্ষত বিক্ষত করতে কুদৃষ্টির ভূমিকা খুবই কার্যকর। দৃষ্টিপাতে হৃদয় ঝাঝরা হয়ে যায়।

কুদৃষ্টির বিধান

কু-দৃষ্টির পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য যথা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। পুরুষের জন্য নিছক পরনারী দেখার বিষয় নয়, যদি মাহরাম বা নিকটত্মীয় নারীদের দেখলেও কারো মনে কামনা বাসনা জাগে তার জন্য তাদেরকে দেখা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

ছোট ছোট দাড়িহীন বালক যাদের প্রতি তাকালে গোনাহের কল্পনা হয়, তার চেহারা দেখা থেকেও বিরত থাকবে। একই বিষয় মেয়েদের ক্ষেত্রেও। তাদের জন্য শুধু পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেয়াই নিষেধ নয় বরং যদি কোন বালকের চেহারা দেখে অন্তরে গোপন কামনা জাগে তাহলে তার দিকেও তাকাবে না।

এমনকি যদি কোন বালিকা, কিশোরী বা যুবতী মেয়ের প্রতি তাকালে অন্তরে কামনা বাসনা জাগে তাহলে তার দিকেও তাকানো নিষেধ।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন

لَعَنَ اللهُ الناظر والمنظور اليه۔

"আল্লাহ তা'আলা অভিশম্পাত করেন কুদৃষ্টিকারী ও কুদৃষ্টিকৃত মহিলার উপর।[৩৩]

* হযরত ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া (রহ.)কে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ব্যভিচারের শুরুটা কোথায় থেকে? তিনি বললেন, চোখ থেকে।

কুরআন-হাদীসের আলোকে কুদৃষ্টির বিধান

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ۔

"হে নবী! ঈমানদারদের বলুন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে। এতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রতা। নিশ্চয়, আল্লাহ তা'আলা অবগত ওই সম্পর্কে যা তারা করে।[৩৪]

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

غضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم۔

"তোমরা দৃষ্টিকে নত রাখো এবং তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করো।[৩৫]

রাসূলুল্লাহ সা. আরো ইরশাদ করেন–

النظرة سهم مسموم من سهام ابليس۔

"দৃষ্টি ইবলিসের তীরসমূহ থেকে বিষমিশ্রিত একটি তীর।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

يا على لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست الاخرة

---

[৩৩] বায়হাকী- মেশকাত

[৩৪] সূরা নুর, আয়াত : ৩০

[৩৫] আলজাওয়াবুল কাফি পৃষ্ঠা : ২০৪

"হে আলী! একবার দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার পর পূণরায় দৃষ্টি দিওনা কেননা তোমার জন্য প্রথম দৃষ্টি ক্ষমাযোগ্য। দ্বিতীয়টি নয়।[৩৬]

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন-

لعن الله الناظر والمنظور اليه.

"আল্লাহ তা'আলা অভিশম্পাত দেন দৃষ্টিদানকারী এবং দৃষ্টি দানের সযোগ দানকারিনীর ওপর।[৩৭]

যে সব মেয়ে সেজেগুজে রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করে এবং যেসব লোক তাদের দিকে লোভনীয় চোখে তাকায় এই উভয় শ্রেণীই আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত।

এই অভিশম্পাতের মধ্যে সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও ব্যবস্থাপকগণও পড়েন।

তাহলে যারা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার অভিশম্পাতের মধ্যে থাকে, তাদের দ্বারা তেমন কি আর ভালোর আশা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন।

অবৈধ প্রেম ভালোবাসা ও অশ্লীলতার এত ছড়াছড়ি কেন?

বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট, টেলিভিশন, ও ভিসিয়ার, ফেইসবুক, ডিশ এন্টিনা ইত্যাদির কারণ ঘরে ঘরে ফিল্ম, নাটক ছড়িয়ে গেছে। অশ্লীলতা ও নগ্নতায় সয়লাব হয়ে গেছে। যুবতীরা বুকটান করে পর্দাহীন অবস্থায় রাস্তাঘাটে ঘুরছে। বিনোদনের নামে পথেঘাটে নারীদের নগ্ন ছবির পোষ্টার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মিডিয়া ও সংবাদপত্রে নগ্নছবি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। নগ্নতা ও অশ্লীলতার ঝড়ে হায়া-লজ্জা আজ তটস্ত। এ তুফান আজ পুরো মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে ফিল্ম-নাটক ড্রামা, অ্যাকশন, কমেডি, কার্টুন, ইন্টারনেট গেমস ও পরিবার পরিকল্পনার হাত ধরে। এ অবস্থায় যুবক তো দূরের কথা, বৃদ্ধদের দৃষ্টি সংরক্ষণ করাও কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। তাই স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস আদালত গার্মেন্টস সর্বত্রই পর্দাহীনতার সয়লাবে মানুষ এখন কামনা বাসনার পূজারী হয়ে যাচ্ছে। অনেকে পশুত্বের সীমাও অতিক্রম করে ফেলছে।

---

[৩৬] মেশকাত

[৩৭] বায়হাকী, মেশকাত

বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে অধিকাংশ নারী-পুরুষেরাই মনের কামভাবকেই প্রেম ভালোবাসা হিসাবে আখ্যায়িত করছে। আর এ যৌন কামনাকে চরিতার্থ করার জন্যই প্রেমের অভিনয় করে একে অন্যের নিকট থেকে ফায়দা লুটছে। আর এভাবেই অবৈধ প্রেম-ভালোবাসাও অশ্লীলতার এত ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে।

অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার কারণসমূহ

অবৈধ প্রেমের ১ম কারণ–

পর্দাহীনতা

পর্দা মানুষের স্বভাবগত অতীব প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। রুচিশীল নারীর লাজুকতার দাবী হল, সে পর পুরুষ থেকে পর্দা করে চলবে। নিলর্জ্জতা, বেহায়পনা ও পর্দাহীনতা কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ঐতিহ্য হতে পারে না। সুস্থ, রুচিশীল, লাজুক নারীরা স্বভাবগতভাবেই পর্দার পরিবেশে থাকা পছন্দ করে। পর্দার পরিবেশকে তারা বন্দী জীবন মনে করে না। আল্লাহ তা'আলা পর্দার বিধানকে মানুষের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন। পারিবারিক অঙ্গনে পরিপূর্ণ শরয়ী পর্দার চর্চা না থাকার কারণে সমাজে যে সব ফেৎনা বিস্তার করছে তা সর্বজন বিধিত। অথচ নারী স্বাধীনতার নামে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিরা মাতৃজাতিকে নিরাপদ আশ্রয় থেকে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে সমাজে প্রতিনিয়ত নানা অপকর্ম সংঘটিত হচ্ছে। যেখানে সেখানে নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। পরকীয়া প্রেমের শিকার হয়ে বহু নারী খুন হচ্ছে। তাদের ইজ্জত আব্রু লুণ্ঠিত হচ্ছে। সেই কারণেই মহান স্রষ্টা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে মানবতাবোধের সংরক্ষাণের জন্য পর্দার বিধানকে অপরিহার্য করে দিয়েছেন। অমুসলিম সমাজে পর্দার বিধান নেই। তাই ঐ সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশায় কোন বাধাও নেই। লাগামহীন যৌনাচারের কারণে তথায় অসংখ্য মা তার সন্তানের প্রকৃত পিতা কে? তা জানে না। বিদ্যালয়গুলোতে কুমারী মাতার সংখ্যা আশংকাজনক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমাদের দেশের সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্দা না থাকার দরুন, পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে। যার কারণে শতকরা ৯৫% ভাগ ছেলে মেয়েরা এমন কি শিক্ষক– ছাত্রী পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময়ের ফলে অবৈধ প্রেমও ভালোবাসায় জাড়িয়ে পড়ছে, এটাই বাস্তবতা। যার খারাপ পরিণতি জাতীয় দৈনিক প্রত্রিকাগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই বেরিয়ে আসছে।

অনেক আধুনিক নারী-পুরুষ পর্দা নিয়ে কুটুক্তি করে বলেন যে, পর্দার পরিবেশেও তো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে পর্দার উপকারীতা কি রইল? আবার কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন, মহিলা মাদরাসার ছাত্রী বা কোন কোন শিক্ষিকারা তো পর্দার ভেতর থেকেও তো অবৈধ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত, তাহলে পর্দার উপকারীতা কি রইলো? তার উত্তর হলো– যখন প্রথম সম্পর্ক হয়েছে, তখন তো পর্দাহীনতার কারণেই হয়েছে। মহিলা, পুরুষের সামনে প্রথমে তো পর্দাই লঙ্ঘন করেছিল, ফলে অবৈধ তো সম্পর্ক হয়েছে। পর্দার প্রতি যথাযথ যত্নবান হলে কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না। যেখানে দুর্ঘটনা ঘটে, সেখানে পর্দাহীনতার কারণেই ঘটে থাকে। কোথাও অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে গেলে বুঝতে হবে সেখানে মূলত পর্দাই মেনে চলা হয়নি। হলেও নামে মাত্র হয়েছে।

বর্তমানে পর্দার বিরুদ্ধে কতিপয় নামধারী বুদ্ধিজীবিরা আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের জ্ঞানপাপী এবং অসৎ কিছু শিক্ষকেরাও পর্দার বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে নেমেছে। যার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, শতকরা ৯০% ভাগ ছাত্র-ছাত্রীদেরই চরিত্র ঠিক নেই। আর নারী সমাজ নির্লজ্জ বেহায়া হয়ে প্রকাশ্যে অশ্লীলতায় লিপ্ত হচ্ছে এবং বহু নারীরা স্বামীর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে নিজের সুখময় জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে। অনেক স্বামীরাও পরকীয়ার লিপ্ত হচ্ছে। পর্দা বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ বাজারে রয়েছে। সেখানে বিস্তারিত দেয়া আছে সংগ্রহ করে দেখে নেয়া যেতে পারে।

অবৈধ প্রেমের ২য় কারণ–

সহশিক্ষা

সহশিক্ষা সম্পর্কে লেখকের "রচিত "ইসলামী যৌন জীবন ও যৌন বিজ্ঞান" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া "পাত্র-পাত্রী নির্বাচনও বিবাহশাদী গ্রন্থে তার আলোচনা রয়েছে। তারপরও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করছি।

সহশিক্ষা অর্থ হচ্ছে– ছেলে- মেয়েরা একই সঙ্গে, একই সময়ে, একই রুমে, একই শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করার মাধ্যমে বিদ্যার্জন করা। আজকাল স্কুল-কলেজ ও অধিকাংশ আলিয়া মাদরাসায় ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়ার বিষয়টি ব্যাপক হয়ে গেছে। এর ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক ক্ষতিগুলো দিন দিন সামনে আসছে। অভিজ্ঞতার দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এর উপকারের চেয়ে ক্ষতি অনেক অনেক গুণ বেশি।

সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মৌলিক পার্থক্য এটা আসে, পরনারী-পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলার সঙ্কোচবোধ দূর হয়ে যায়।

মেয়েরা শিক্ষক ও ছেলেদের সঙ্গে অবাধে কথাবার্তা বলতে থাকে। একসময় পরস্পরে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এরপর ভালা লাগা, ভালোবাসা ও প্রেম, এমনকি দৈহিক সম্পর্কে গিয়ে পর্যন্ত পৌছায়।

মনে রাখতে হবে পরনারী-পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে সঙ্কোচবোধ করা আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নেয়ামত। এ সঙ্কোচবোধের কারণে পাপের দরজা বন্ধ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় কোন পুরুষ পরনারীর সঙ্গে কথা বললে নারীর দৃষ্টি লজ্জার কারণে নিচু হয়ে আসে।

আর সহশিক্ষায় পরপুরুষের সঙ্গে কিংবা পর নারীর সঙ্গে কথা বলার কারণে সঙ্কোচ বোধ দূর হয়ে যায়। তখন দৃষ্টি অবনত হওয়ার পরিবর্তে অন্যের চোহারার উপর গিয়ে পড়ে। আর এটাতো বাস্তব যে, যেখানে দৃষ্টি অবাধ হয়ে যায়, সেখানে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং একজন আরেকজনকে পাবার জন্য পাগলপাড়া হয়ে যায়।

দেখা যায় শিক্ষক তার ছাত্রীর সাথে, শিক্ষিকা তার ছাত্রের সাথে, আর ছাত্র-ছাত্রীদের পরস্পরের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

তারা একে অন্যের জন্য পাগল দেওয়ানা হয়ে যায়। লেখা-পড়া, ইবাদত বন্দেগী আকাশে উড়ে যায়।

সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধিকাংশ ছাত্রীরা, লেখাপড়া সুন্দর করা এবং সাজানোর পরিবর্তে নিজেদের চেহারা সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে এমনভাবে সেজে-গুজে যায় আর মনে মনে কামনা করে যে, শিক্ষক কিংবা সহপাঠি ছেলেরা আমার রূপ- সৌন্দর্য দেখে বিমুগ্ধ হোক। আমার প্রশংসা করুক। কথা বলার সময় গলার স্বর মোলায়েম এবং চলাচলের ভঙ্গিতে রাজকীয় ভাব ফুটাতে চেষ্টা করে। এধরনের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি কোন মনোযোগ থাকে না। ছেলে মেয়েদের সাজগুজ দেখে তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। সেও অনুরূপ চেষ্টা করে কি পোশাক পরিধান করলে, কিভাবে চুলের স্টাইল করলে কিভাবে কথা বললে, ঐ মেয়ের মন পাওয়া যাবে। তাই স্মার্ট থেকে আরো স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে। সর্বদা ধ্যান খেয়াল থাকে ওই নারীর ছবির দিকে। তখন আল্লাহর ভয় অন্তর থেকে চলে যায়। গোনাহের প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে গোনাহের আগ্রহই অন্ত রে সৃষ্টি হয়। তখন ছেলেরা প্রবৃত্তিপূজা, নারীপূজা এবং মনোবাসনার পূজার রাস্ত ায় চড়ে বেড়ায়। মেয়েরা ফ্যাশন পূজারী হয়ে যায়। ফলে ছেলেমেয়ে উভয়েই

আল্লাহ পূজা' থেকে দূরে সরে পড়ে।

* সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য অবৈধ সম্পর্কের ঘটনা অহরহ ঘটছে। স্কুল-কলেজ ও আলিয়া মাদরাসায় আসা যাওয়ার পথে মেলামেশার সুযোগ হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ীতে গিয়েও ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মোবাইল ফোনে পরস্পর এস এম এস বিনিময় করছে।

* ইউরোপীয় দেশগুলোতে নগ্নতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অবাধ মেলমেশা নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যৌনাচার তো অতীতের সব রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছে। ইউরোপীদের নিকট লজ্জা কোন গুণ নয় বরং এটি মানসিক অসুখ। নাউযুবিল্লহ। এ লজ্জা অসুখ দূর করার জন্য নিচের ক্লাস থেকেই ছাত্র এবং ছাত্রীকে পাশাপাশি সিটে বসানো হয়। সিট নম্বর বা রোল নম্বর এমনভাবে দেয়া হয় যাতে মেয়ের উভয় পাশে ছেলে থাকে। আমাদের সমাজের চিত্রও দিন দিন বদলিয়ে যেতে শুরু করছে। আল্লাহ পাক সহশিক্ষার এ কুফল থেকে সকলকে হেফাজত করুন এবং সু-শিক্ষা ঘরে ঘরে চালু করুন। আমীন

বর্তমান বিদ্যালয়সমূহের পশ্চিমা সহশিক্ষা আমাদের মুসলমান ছেলে-মেয়েদের জন্য অনর্থক ও অনাবশ্যক। যেসব দেশে সহশিক্ষা প্রচলিত তাদের ঘটনা প্রত্যক্ষ করুন।

আমেরিকা সম্পর্কে সেখানকার জর্জ লিওসের বর্ণনা

"হাইস্কুলের অল্পবয়স্ক চারশ পঁচানব্বই জন মেয়ে স্বয়ং আমার নিকট স্বীকার করে যে, তারা ছেলেদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে।[৩৮]

জর্জলিওসে আরো বলেন : "হাইস্কুলের কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ মেয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করার পূর্বেই খারাপ হয়ে যায়।[৩৯]

অবৈধ প্রেমের ৩য় কারণ–

ফেসবুক ও মোবাইল

ফেসবুক হচ্ছে একটি আধুনিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম। এটি মূলত বিশ্ব-সামাজিক আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থার একটি ওয়েবসাইট। বিনামূল্যে সদস্য হয়ে এটি ব্যবহার করা যায়। ব্যবহারকারীগণ এর মাধ্যমে সহজেই বন্ধু

---

[৩৮] মাওঃ মওদুদীকৃত পর্দা পৃ. ৭৯

[৩৯] ঐ পৃ. ৬৫

সংযোজন, বার্তা প্রেরণ এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী হাল নাগাদ ও আদান প্রদান করতে পারেন। সেই সাথে একজন ব্যবহারকারী শহর, কর্মস্থল, বিদ্যালয় এবং অঞ্চল-ভিত্তিক নেটওয়ার্কেও যুক্ত হতে পারেন।

* ফেসবুক যতটা না সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে অশ্লীলতা চর্চার মাধ্যম হিসেবে। এতে করে অনেক পরিবারকে তাদের ছেলেমেয়েদের নেট ব্যবহারে নিরুৎসাহী করতে দেখা যায়। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ সচেতন মা-বাবাই তাদের সন্তানের ইন্টারনেট কার্যকলাপ নিয়ে চিন্তিত। কেননা তথ্য অনুসন্ধানে প্রায় ২১ শতাংশ সন্তানের ফেসবুক প্রোফাইলে অবমাননাকর বার্তা বা মেসেজ পেয়েছেন ইদানীং ফেসবুকে যে ভাষার আধিক্য দেখা যায়, তা অশ্লীলতাকেও হার মানায়। ফেসবুকের মাধ্যমে পরকীয়া সম্পর্কটি খুব সহজেই বেড়ে যাচ্ছে। এটা রীতিমত ভয়ংঙ্কর।

সমাজ বিজ্ঞানী ও মনস্তাত্ত্বিকরা বলেছেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ফেসবুক ব্যবহার হওয়ার কথা, তা থেকে এখন সরে এসে নেতিবাচক উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার হচ্ছে। এখন অনেকের অশান্তি, দুর্ভোগ ও যন্ত্রণার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ফেসবুক। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত ফেসবুক ব্যবহার করে, তারা পরীক্ষায় খারাপ করে। সামাজিক এ যোগাযোগ মাধ্যমটির কারণে অনেক পরিবারে অশান্তি দেখা দিয়েছে। ফেসবুকে বন্ধু হতে গিয়ে অনেকের মধ্যে গড়ে উঠেছে অনৈতিক সম্পর্ক ও পরকীয়ার সম্পর্ক। আর এতে ভাঙছে অনেকের সাজানো সংসার। তরুণ-তরুণীরা প্রতারণামূলক সম্পর্কে জড়িয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। কখনো কখনো মেয়েরা প্রেমের ফাঁদে পড়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণও দিচ্ছে।

শিশু-কিশোরদের মাত্রাতিরিক্ত ফেসবুক আসক্তি থেকে পড়ালেখায় মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে। প্রেমের ফাঁদে ফেলে ভুক্তভোগীদের আপত্তিকর ছবি মোবাইলে ধারণ করে তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে অনেকেই অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যাও করছে। অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বিশেষ করে ফেসবুকের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের উচ্চপদস্থ ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের নামে এ যোগাযোগ মাধ্যম অপপ্রচার ও কুৎসা রটিয়ে এবং তাদের ভূয়া অশ্লীল ছবি তৈরি করে তা ফেসবুকে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের মানহানি করা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষাকারী এ মাধ্যমটি এখন সামাজিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

* ফেসবুকে যে কেউ নিজের বা অন্যের কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে পেজ তৈরি করতে পারেন। পেজগুলোতে দেখা যায় দেশের বিশেষ করে ঢাকার তরুণ-তরুণীদের যৌন ব্যবসার প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে। ফেসবুক যেমন ভালো কাজে ব্যবহার হচ্ছে; তেমনি খারাপ কাজেও। তবে ফেসবুকে কিছু অপরাধ এতটাই বাড়ছে যেটি এখন উদ্বেগ ও আতঙ্কে পৌঁছে গেছে। বিশেষ করে চট্টগ্রামের একটি ঘটনা সবাইকে নাড়া দিয়েছে।

অল্পবয়সী এক ছাত্রীর সাথে ফেসবুকে মধ্যবয়সী এক পুরুষ সমবয়সী সেজে সম্পর্ক গড়ে। পরে তারা দেখা করতে গিয়ে মেয়েটির ভুল ভাঙ্গলেও তাকে দেড়মাস আটকে রেখে ধর্ষণ করেছে মধ্যবসয়ী ওই পুরুষ বন্ধু।

ফেসবুক ব্যবহারের উপর নজর রাখছেন এমন একজন প্রযুক্তিবিদ বলেন, একজন নারী ফেসবুকে একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করা মাত্রই ডজনে ডজনে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পেতে শুরু করেন। এর মধ্যে এমন অনেক মুগ্ধকারী রয়েছেন। যারা নারীকে বেঁধে নেন আবেগে; ভালোবাসায় এবং শেষে শারীরিক সম্পর্কে।

অনেক নারীরা স্বামী অফিসে চলে যাওয়ার পর তার খুব একটা কাজ থাকে না।

বাসার নৈমিত্তিক কাজগুলো 'বুয়া করে থাকে। রান্নাটা তাকে করতে হয়। ফাঁকে লম্বা সময় সিরিয়াল দেখা আর ফেসবুকিং। এর মধ্যে তার সাথে একাধিক পুরুষের পরিচয় হয়। তাদের সাথে 'হট চ্যাট' হয়ে থাকে। হট চ্যাট হলো সাইবার জগতের অশ্লীল আলাপ। মাঝে মাঝে ছবি বিনিময়ও করে থাকেন।

* ফেসবুক কেন্দ্রিক অপরাধ নিয়ে গবেষণা না হলেও এখানে যে অপরাধ প্রবণতা ও বিয়ে বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক বাড়ছে; তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফেসবুকে ও বাস্তব জীবনে বন্ধুত্বের নামে যা হচ্ছে তাকে কোনভাবেই সুখকর বলা যায় না।

বর্তমানে ছেলে-মেয়েরা ফেসবুকের মাধ্যমে পরস্পর পরিচিত হয়ে অবৈধ প্রেম-ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ছে এমনকি বিবাহিতরাও পরকীয়া প্রণয়ের ফাঁদে পড়ে সুখের সংসারে অশান্তি ডেকে আনে এবং পরিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদের মত কঠিন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

যুবক-যুবতীদের অনেকেই নিজ জীবনের অনেক ব্যক্তিগত তথ্য ফেসবুকের পাতায় তুলে ধরছেন। এর ফলে অনৈতিক ও গোপন সম্পর্ক সৃষ্টির সুযোগ হচ্ছে। ইন্টারনেট জগতে ফেসবুকের আগমন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ঘটলেও তা ইতোমধ্যে ফেসবুক তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের মাদকাসক্তের ন্যায় নেশাগ্রস্ত করে দিয়েছে। সময়ের অপচয়, আড্ডাবাজি অশ্লীল

চ্যাটিং, বেগানা ছেলে-মেয়ের ছবি আদান-প্রদান এবং নাজায়েয প্রেম নিবেদনসহ যাবতীয় অনৈতিক ও বেহুদা কাজে লিপ্ত করা এখন এর বড় অবদান, বখাটে চরিত্র, বিভ্রান্ত চিন্তাধারা প্রকাশের এক অতি সহজ মাধ্যম এ ফেসবুক। এর বিষাক্ত ছোবলে অসংখ্য তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যত বিপন্ন হতে চলেছে। এসব কারণে ফেসবুক ব্যবহার করা হারাম। তবে যদি শরীয়ত বিরোধী সকল কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে ফেসবুক ব্যবহার করা যায়, তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয।

* মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি জিনিসই তৈরি হয় ইতিবাচক অর্থাৎ উপকারী দিক চিন্তা করে। ফেসবুকও সে চিন্তারই ফসল। কেউ যদি ফেসবুকের অপব্যবহার করে তবে সে-ই তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করবে।

তাছাড়া ফেসবুকে সবাই অশ্লীলতা, অপরের ইজ্জত হনন, অর্থনৈতিক ধ্বংস সাধন ও বন্ধুত্বের পরিচর্চাতেই ব্যস্ত নয়। ইদানীং ফেসবুকে একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগির পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য চর্চা, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে নেয়া মহতী উদ্যোগও চলছে।

ফেসবুকে ছেলে-মেয়েদের ফ্রেন্ডশীপ

বিনা প্রয়োজনে একজন অপরিচিত মেয়ের কাছে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আর গায়রে মহারাম বা অপরিচিত মেয়েদের কাছে ছেলের কিংবা গায়রে মাহরাম বা অপরিচিত ছেলেদের নিকট মেয়েরা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো এবং ফ্রেন্ড লিস্টে এ্যাড করে বন্ধুত্ব স্থাপন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয।

ফেসবুকের ম্যাসেজের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা করা সরাসরি আলাপ করার মতোই। তাই গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষ যেমন– সরাসরি কথা বলা নিষিদ্ধ তেমনি ম্যাসেজের মাধ্যমেও আলাপ করা নিষিদ্ধ।

ফেসবুকে ছেলে-মেয়েদের ভিডিও চ্যাটিং

চ্যাট "Chat" শব্দটি হচ্ছে ইংরেজী। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে– খোশ গল্প করা, বন্ধুত্ব পাবার জন্য বা শুধু কারো সাথে খোশগল্প করা। আর কোন কোন অভিধানে এর অর্থ হচ্ছে কারোর সাথে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে বন্ধুসুলভভাবে কথা বলা। ফেসবুকে ছেলে-মেয়ে পরস্পরে ভিডিও চ্যাটিং করা জায়েয নেই।

কেননা আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন "হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী ও সংযত করে রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ হেফাযত করে। এটাই হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম পন্থা কেননা তারা নিজেদের চোখ ও লজ্জাস্থান দিয়ে যা করে, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ ভাবে অবহিত রয়েছেন। হে নবী! আপনি মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বেড়ায়, তবে তার শরীরের যে অংশ (এমনিই) খোলা থাকে তার কথা আলাদা। তারা যেন তাদের বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে।

তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা তাদের শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর আগের ঘরের ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইয়ের ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের সচরাচর দেখা সাক্ষাতের মহিলা, নিজেদের অধিকার ভুক্ত সেবিকা দাসী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ কিংবা এমন বালক শিশু, যারা এখনো নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ। এসব মানুষ ছাড়া তারা যেন অন্য কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তাওবা করো। আশা করা যায় তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে। সূরা আন-নুর, আয়াত ৩০-৩১

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– হে নবীর স্ত্রীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও [ইহুদী খৃষ্টান] যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, তাহলে অন্য পুরুষদের সাথে কথা বলার সময় কোমলতা অবলম্বন করো না। যদি এমন করো তাহলে যার অন্তরে কোনো ব্যাধি আছে, সে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বরং তোমরা স্বাভাবিক কথা বল এবং তোমরা অবস্থান করো স্বীয় বসবাসের গৃহে জাহেলী যুগের মেয়েদের মত নিজেদের প্রকাশ করো না।[৪০]

উক্ত আয়াতসমূহে পরিষ্কার ভাষায় মেয়েদের অন্যের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে, অপ্রয়োজনে কথা বলতে, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। যা পরিষ্কার ভাষায় জানাচ্ছে যে, ফেইসবুক বা মোবাইলে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মেয়েদের সাথে কথা বলা জায়েয নেই। দ্বীনি বা ধর্মীয় কোন কথা বা মাসআলা থাকলে কম কথায় শেষ করে নিবে অযথা কথা বলা হারাম।

---

[৪০] সূরা আহযাব–৩২-৩৩

অবৈধ প্রেমের ৪র্থ কারণ–

গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান

গায়ে হলুদের পরিচয় দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এ অনুষ্ঠানটির কথা ছোট বড় প্রায় সকলেই জানে। এ অনুষ্ঠানে ইসলাম বিরোধী বহু কাজ সংঘটিত হয় যেমন–

(ক) বিবাহের আগের দিন বাড়ী থেকে হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করে একদল নারী পাত্রীর বাড়িতে আসে। তারা পাত্রীর হাতে মেহেদি এবং গায়ে হলুদ মেখে দিয়ে যায়। অনুরূপভাবে সাধারণত এর পর দিন কন্যার বাড়ি থেকে একদল নির্লজ্জ বেহায়া-বেশরম নারী পাত্রের বাড়ি আসে। তারা পাত্রের হাতে মেহেদি এবং গায়ে হলুদ মেখে দেয় এবং তা ক্যামেরা বন্দি হতে থাকে।

(খ) এ কু-প্রথাকে কেন্দ্র করে– যার বাড়িতে গায়ে হলুদের আয়োজন করা হয়, উক্ত বাড়িটিকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হয়।

বাইরে চোখ ঝলসানো লাইটের বাহার, আলোর ঝলকানি, বাড়ির সামনে রং বেরঙের কুলা ডালায় গায়ে হলুদ লেখা সম্বলিত মনোরম গেইট, গাঁদা ফুলের ঝুলানো মালার ছড়াছড়ি, সারি সারি ফুলের টপ আরো কত কী?

(গ) এ উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ স্থানে নির্মিত হয় অপরূপ শোভায় সুশোভিত একটি মঞ্চ। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য আয়োজন করা হয় বাহারী খাবার। আর এই অনুষ্ঠানের যে, মধ্যমণি (বর/কনে) তার গায়ে মাখার জন্য হলুদ ও অন্যান্য সামগ্রী প্রস্তুত থাকে আগে থেকেই। দিন গড়ানোর সাথে সাথে এ বাড়ীর লোকজনের অভাবনীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

নারীরা হলুদ শাড়ী অথবা একই রঙের শাড়ী আর পুরুষেরা একই রঙের পোশাকে সজ্জিত হয়ে নতুন অতিথিদের অভ্যর্থনায় প্রহর গুনতে থাকে। অতঃপর অতিথি এসে হাজির হন। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান কেন্দ্রের সম্মুখে শুরু হয় হৈ-হুল্লোর। অতিথি বরণ পর্বে অংশ নেয়– সাধারণত যুবক-যুবতীরা। অতিথি বরণ পর্ব শেষে উভয় পক্ষের নারী-পুরুষ বর অথবা কনের গায়ে হলুদ মাখে এবং মেহদী লাগায়। তাদেরকে মিষ্টি মুখ করায়। আর এ সময় একের পর এক ক্যামেরার আলোকচ্ছটা থাকে দেখার মতো। নানা অবস্থায় ছবি ধারণ করতে যুবক-যুবতীরা পাগলপারা হয়ে উঠে। এ ছাড়া ভিডিও তো চলতেই থাকে। অতিথি বরণের সময় হতে মূল অনুষ্ঠানটি ভিডিও ক্যামরায় বন্দি করা হয়ে থাকে। আর এর পাশাপাশি নাচ-গানে অংশ নেয়-যুবক যুবতীরা ও কিশোর-কিশোরীরা। আর লাউড স্পিকারের বদৌলতে অশ্লীল গান-বাদ্যের আওয়াজ

চলে যায় দূর-দূরান্ত পর্যন্ত। আর চলতে থাকে রং ছিটানো ও নানা রকম খেল-তামাশার মহরা। এ সময় একে অন্যের চোখাচোখি হয়, সে সময় থেকেই অনেক ছেলে মেয়েরা একে অন্যের প্রেমে পড়ে যায়।

* এছাড়াও ফাসেক মুসলমানদের বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠানে, বেপর্দার কারণে এ ধরনের অবৈধ প্রেমের সুযোগ হয়ে থাকে। অনেক ভদ্র লোকেরা নারী-পুরুষদের খাবার অনুষ্ঠান আলাদা আলাদা না করে একে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেয়। আর নারীরাও এমনভাবে সেজে গুজে দেহ প্রদর্শনী করতে যায়, মনে হয় যেন আজকের বিবাহের আয়োজন তার উদ্দেশ্যেই। এখানেও ক্যামেরা বন্দি হতে থাকে। এ সকল অনুষ্ঠান ভিডিওতে ধারণ করা হয়।

এখানেও একে অন্যের প্রেমে পড়ার সুযোগ হয়। কেননা এসকল অনুষ্ঠানে নিজেকে সেজে গুজে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। মা বাবাও কিছু বলেন না। আবার কিছু মা-বাবা এমনও আছেন, যারা ইচ্ছে করেই মেয়েকে রাণী সাজিয়ে প্রদর্শনী করার জন্য নিয়ে যান। যেন বড় ঘরের ছেলেরা তার মেয়েকে পছন্দ করে রাখতে পারে। কেউবা তার স্ত্রীকে ইচ্ছেমত সাজিয়ে নিয়ে যান যেন বন্ধু-বান্ধব ও অনুষ্ঠানের লোকজন দেখে মন্তব্য করে বাহ! অমুকে একটা সেই রকম বউ পেয়েছে। হাজারে একজন, এমন সুন্দর বউ সবার ভাগ্যে জুটেনা। তখন প্রেমের রোগীরা টার্গেট করে রাখে যে, পরবর্তীতে যেভাবেই হোক তাকে একবার পেতে হবে। তখন স্বামীর সাথে ভাব জমাতে থাকে। আস্তে আস্তে তার সাথে আত্মীয়ের মত সম্পর্ক গড়ে তুলে তারপর তার স্ত্রীর সাথে, এক কথা দুই কথা বলে সামনে অগ্রসর হয়। মোবাইলে সাংসারিক ও ব্যক্তিগত খোঁজ খবর নেয়। সংসার উন্নতির পরামর্শ দেয়। বিভিন্ন সময় উপহার পাঠায়। বাজার সদায় পাঠিয়ে দেয়। অর্থাৎ মন ভুলানোর জন্য যা কিছু লাগে কোনটিই তার তালিকা থেকে বাদ দেয় না। আর এ নারী ভাবতে থাকে, যদি এ আমার স্বামী না হয়ে সে আমার স্বামী হত কতই না ভালো হতো– এ আফসোস নিয়ে সে দিন রাত কাটাতে থাকে আর গোপনে তার সাথে পরকীয়া প্রেম চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে পুরুষ অবৈধ মিলনে নিজের যৌন স্বাদ মিটিয়ে নেয়। 'হায়! এসব মানুষগুলো যদি ইসলাম বুঝতো!!

উল্লেখিত কারণ ছাড়াও অবৈধ প্রেম সংঘটিত হওয়ার আরো অনেক কারণ রয়েছে। যেমন– নাটক-সিনেমা, নর-নারীর সহাবস্থান, যাত্রাগান, সার্কাস, গ্রুপ থিয়েটার, কনসার্ট, নারী-পুরুষের বিভিন্ন অফিস আদালত ও গার্মেন্টসে একত্রে চাকুরি, মডেলিং, ইত্যাদিতে যোগদান।

প্রেমিক-প্রেমিকারা নির্জনতা চায় কেন?

যে কোন প্রেমের ধর্মই হচ্ছে নির্জনতা। নির্জনতা ছাড়া একান্ত আলাপ হয় না। আর একান্তে আলাপ না হলে প্রেম জমে উঠে না। একান্ত নির্জনবাস বলা হয় প্রেমিক প্রেমিকা বা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর এমন নির্জন স্থানে একত্রিত হওয়া, যেখানে তাদের শারীরিক মিলনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা নেই এবং সেখানে তাদের অনুমতি ব্যতীত কেউই পৌছতে না পারে অথবা অন্ধকারের কারণে কেউই তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে না পারে।

মেয়েদের পরপুরুষের সঙ্গে নির্জনে বসা খুবই ভয়ঙ্কর বিষয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

لا يخلون رجل بامراة الا كان ثالثهما الشيطان

"যখন কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে বসে, তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান।"[৪১]

এ নির্জন অবস্থায় শয়তান উভয়পক্ষের কামভাব জাগ্রত করার প্রয়াস পায়। নারী-পুরুষ উভয়ের মনে অপকর্মের প্ররোচনা দেয়। যদি এতে সফল না হয়, তাহলে কোন তৃতীয় পক্ষকে ফুসলাতে থাকে এদের সম্পর্কে অপবাদ রটাতে। বর্তমানে প্রেমিক-প্রেমিকার ডেটিং এর নামে একান্তে নির্জনে অনেক অপকর্ম এভাবেই সংগঠিত হচ্ছে। মেয়েরা অবাধে পরপুরুষের সাথে একান্তে মেলামেশা করছে এবং কথার ফুলঝুরিতে পুরুষ নারীর ওপর স্বীয় প্রেমের অসার প্রভাব জমাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেন–

فان الشيطان يجرى من احدكم مجرى الدم۔

"কেননা শয়তান তোমাদের মধ্যে রক্ত প্রবাহের ন্যায় চলাচল করে।"[৪২]

অর্থাৎ শয়তান রক্তের মতো চলাচল করতে পারে বিধায় সে অন্তরে কামভাব জাগ্রত করে দিতে পারে।

অনেক ছেলে-মেয়েরা মনে মনে ভাবে এবং বিশ্বাসও করে থাকে যে, আমরা যেহেতু পরস্পরে বিবাহ করবো এবং অন্তরে একশত ভাগ বিবাহের নিয়ত আছে তাই আমাদের জন্য নির্জনে বসে কথাবার্তা বলা হয়তো জায়েয, আল্লাহ

---

[৪১] মেশকাত : ২৬৯

[৪২] মেশকাত পৃ. ২৬৯

তা'আলা হয়তো অনুমতি দিয়েছেন কিংবা আল্লাহ তা'আলা গুনাহ লিখবেন না। নাউযুবিল্লাহ। কেউ কেউ বিবাহ করবে এ আশায় প্রেমিককে দেহ সপে দেয় কিংবা প্রেমিকার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে যায়।

আর নিজের জীবনে অভিশাপ ডেকে আনে। মনে রাখতে হবে জিনা ব্যভিচারের ব্যাপকতার কারণে আল্লাহ তা'আলার গজব নাযিল হয়। মনে কোন শান্তি না থাকা এটাও এক প্রকার গজব।

* ইসলামে নারীদের জন্য একা অথবা পর পুরুষের সঙ্গে ভ্রমণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। নারী একা সফরে বের হলে তার সম্ভ্রম, সম্পদ ও প্রাণ তিনটিই হুমকির মুখে থাকে। ধরে নেয়া যাক, কোন কারণে ভ্রমণরত নারী অচৈতন্য, বা অজ্ঞান হয়ে গেলে অথবা তার প্রাণের আশঙ্কা দেখা দিলে কোন পর পুরুষ তার যত্ন নিতে এগিয়ে আসবে। এই অবস্থায় তার সম্ভমহানির আশঙ্কা থাকে। নারীরা সাধারণত বাইরের জগত সম্পর্কে ধারণা কম রাখে। সুতরাং কোন লম্পট পুরুষ তাকে ফুসলিয়ে ফাঁদে ফেলে সম্ভ্রম কেড়ে নিতে পারে। মালামাল বা অলঙ্কার নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যাও করতে পারে।

শারীরিক গঠনের দিক থেকেও নারীরা সাধারণত পুরুষের চেয়ে একটু দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এমনও হতে পারে, কোন পুরুষ নির্জনতার সুযোগে জোর করে তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে। অথবা তাকে অজ্ঞান করে নিয়ে যেতে পারে।

অনেক অভিভাবক তার যুবতী মেয়েকে পুরুষ শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়তে পাঠান। অথবা কোন শিক্ষককে বাসায় ডেকে আনেন। উভয় অবস্থায় ফলাফল খারাপ আসে। এখানে নির্জন আলাপের প্রচুর সুযোগ পায়। শরীয়তের নির্দেশের প্রতি উদাসীনতার ফল, সবসময় খারাপ হয়।

ছাত্রী, শিক্ষকের পাশে বসে কথা বলার সুযোগ পেলে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় যে, পড়ালেখার পাশাপাশি পরস্পরকে জেনে নাও। যখন ব্যক্তিগত জীবনের কথাবার্তা শুরু হয়ে যায়, তখন অবৈধ কাজের দরজা খুলে যায়।

অনেক মেয়েরা পরিস্থিতিকে বাহানা বানিয়ে অফিসে বা কারখানায় পুরুষদের পাশাপাশি বসে চাকুরি করে। এমন মেয়েদের পাপে লিপ্ত করানো শয়তানের জন্য বাম হাতের খেলা মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে তো অফিসার নিজেই ইজ্জত লুটে নেয়। না হলে সহকর্মী পুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ খুঁজে বেড়ায়। পুরুষেরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যাতে মেয়েরা গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। প্রথমতো এই কঠোরতা করা হয় যে, তুমি ভালো কাজ করছো না। তোমাকে

বিদায় করে দেবো। এতে মেয়েরা ঘাবড়ে যায়। দ্বিতীয়তো, লোভ দেখায় তোমায় সাহায্য করবো। তোমার কিছু হতে দেবো না। কিছুদিন পর দেখা যায়, মেয়ে ওই লোকের ফাঁদে পড়ে গেছে। অফিসে যেসব মেয়ে কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রে কম-বেশি এ ধরনের ঘটনা ঘটে। তবে হাতে গুনা কিছু এমন মেয়েও পাওয়া যারা চাকরি ছেড়ে দেয় তবু তাদের ইজ্জত লুন্টনের সুযোগ দেয় না এসব হয় নারীর-পুরুষের নির্জনতার সুযোগে। আবার এমন মেয়েও আছে, যারা এ ধরনের সুযোগের সন্ধানেই থাকে। তারা স্বেচ্ছায় অফিসার বা বসকে মন ভুলানোর চেষ্টা করে থাকে।

প্রেমের ফাঁদে নারী কাঁদে

মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এমন ভুল করে বসে, যা তার পুরো জীবনের দুঃখ-পেরেশানী ও গ্লানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যে একটি হলো নারী তার একান্ত গোপন সিক্রেট বিষয় পরপুরুষের নিকট ব্যক্ত বা ফাঁস করে দেয়া। এর শুরুটা যতই দৃঢ় অনুরাগ, আস্থা, বিশ্বাস কিংবা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে হোক না কেনো এর পরিণতি হয় খুবই মন্দ।

অনেক মেয়ে তার মা-বাবার নিকট কোনো বিষয় বলতে সঙ্কোচবোধ করে। আর এমন কোন বোনও থাকে না যার নিকট সে গোপন কোনো বিষয় শেয়ার করতে পারে। অথচ সে তার কোনো কাজিনের নিকট অথবা প্রতিবেশী কোন ভাইয়ের নিকট, মহল্লার কোনো ছেলের নিকট অথবা সহপাঠির সঙ্গে সে কথা বলে বসে। ছেলেরা অনেক উদার মনে তাদের কথা শুনে। তার সাহায্যও করে। তবে এর পাশাপাশি ওই মেয়েকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালায়।

শুরুতে উভয়ের এ ধরনের কথাবার্তায় মন্দ কিছু চোখে পড়ে না; কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা অবৈধ সম্পর্কে গড়ায়।

বর্তমান সময়ের যুবক ছেলেরা মেয়েদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলার কলা-কৌশল ভালো ভাবেই রপ্ত করে নিয়েছে এবং প্রেমে ফেলার টোপ দেয়ার বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে নিয়েছে। সাধারণত মেয়েরা হয় সহজ সরল ও এসব বিষয়ে অনোভিজ্ঞ। এজন্য প্রত্যেক নতুন মেয়েকে সে এমনভাবে কৌশলে কাছে ভেড়ায় যে, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ছেলেটি যদি বুঝতে পারে মেয়েটি বেশ ধার্মিক, তখন তার সঙ্গে নামায রোযার আলোচনা শুরু করে দেয়। ওই মেয়েকে বলে, তোমার কারণে আমার মনে ভালো হওয়ার প্রেরণা জন্মিয়েছে। মেয়ের মধ্যে যদি কোমলতা ও দয়ার গুণ দেখে, তাহলে তার সামনে নিজের মায়ের কঠোরতা ও

বাড়াবাড়ি অথবা নিজের স্ত্রীর তিক্ত কথাগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করে যে, তার ওপর ওই মেয়ের দয়া চলে আসে। মেয়েটি ভাবে যে, আমি যদি এই ছেলের সাথে কথা না বলি তাহলে সে আত্মহত্যা করে বসতে পারে।

মেয়ে যদি দরিদ্র হয় তাহলে তাকে চাকুরির প্রলোভন অথবা নিজের পায়ে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। মেয়ে যদি ফ্যাশনধারী হয়, তাহলে তার জুতা-কাপড়ের প্রশংসা জুড়ে দেয়। তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হলেও বলে, আহ! গোলাপের কী সুবাস! কালার মেচিংয়ের প্রশংসা করে তাকে কাছে টানে। যে মেয়ে দেখতে অতি সাধারণ তাকে বলে– তোমার চেহারা অসাধারণ। যে মেয়ে বয়সে বড়, তাকে বলে– তোমার চেহারায় নিষ্পাপতার ছাপ দেখা যাচ্ছে। যে মেয়েকে দেখতে বোকা বোকা মনে হয় তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে থাকে। যে মেয়ে দেখতে মোটা, তাকে বলে আপনার সু-স্বাস্থ্যের রহস্য কী? আমাকে বলে দিন। আপনি কোন্ ভিটামিন সেবন করেন? যদি অন্য কিছু মনে না আসে, তাহলে বলতে থাকে– আমার হৃদয়ে আপনার প্রতি খুবই সম্মান। আপনার ভদ্রতা আমার ভালো লেগেছে। মোটকথা কোন না কোন এমন কথা বলে যাতে মেয়েরা মনে করতে থাকে আমাকে অনুভব করার মত লোকও আছে। পাশাপাশি এই বিশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করে যে, আমি সাধারণ ছেলেদের মত নই। আমি তো কারো সঙ্গে কথাই বলিনা। জানিনা আমার ভেতর আপনার আসন এতো বড় কেনো। মেয়ে যখন কথাবার্তা শুরু করে দেয় তখন তাকে আস্তে আস্তে আসক্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকে। তার জন্ম তারিখ লিখে রাখে, যাতে ওই দিন শুভেচ্ছা জানাতে পারে। পত্র মারফত যোগাযোগ হলে, এমন এমন পংক্তি লিখে দিবে যেন মেয়ের মন আকৃষ্ট হয়ে যায়। কখনও বলে, আমার খাওয়ার সময় তোমার কথা মনে পড়ে, ঘুমুতে গেলে মনে পড়ে, পড়তে বসলে মনে পড়ে, নামাযের সময় তোমাকে মনে পড়ে। মেয়ে নামাযি হলে বলে, তুমি আমার জন্য দোয়া করো, আমার এটা বিশ্বাস আছে– তুমি দোয়া করলে তা কবুল হবে। মেয়ে কুরআন শরীফ পড়া জানলে বলে, তুমি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করার চেষ্টা করবে। উদ্দেশ্য হলো, এমন কোন কথা বলা যা মেয়ের ভালো লেগে যায় এবং তার সঙ্গেও কথা বলে। আর কথায় কথা বাড়ে। মেয়ে যখন কথাবার্তায় নিঃসঙ্কোচ হয়ে যায় তখন একপর্যায়ে বলে, আচ্ছা বলো তো তোমাকে আমার এতো ভালো লাগে কেনো? এটা শুনে মেয়ে যখন মুচকি হেসে দেয় তখন বলে, প্লিজ তুমি আমাকে স্মরণ করো না। আমার নিয়ত ভালো, এমন যেনো না হয় তোমাকে ভুলা আমার জন্য কঠিন হয়ে যায়। কোন কোন সময় বলে, তুমি বেশ বুদ্ধিমতি, তোমার অমুক পরামর্শ আমার অনেক উপকারে এসেছে। কখনো কখনো কথাবার্তার এক পর্যায়ে বলে আচ্ছা- রঙের মধ্যে তোমার কোন রঙটি বেশি পছন্দনীয়? খাবারের মধ্যে

তোমার কোন খাবার বেশি পছন্দনীয়? কোন ফুল তুমি বেশি পছন্দ করো? কোন ফল তোমার কাছে বেশি পছন্দ? কোন মাছ তুমি বেশি পছন্দ কর? এসব কথা শুনে ছেলেটি বলে, আশ্চর্যের বিষয় হলো, তোমার আমার পছন্দ-অপছন্দ অনেক ক্ষেত্রে এক। চতুর ছেলেরা প্রথমেই ভালোবাসার কথা বলতে যায় না। অঙ্গভঙ্গি বা ইশারায় প্রেম নিবেদন থেকেও বিরত থাকে। আগে নিজেকে সংযত রেখে মেয়েটির সঙ্গে শুভাকাঙ্ক্ষি বা কল্যাণকামী হিসেবে সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে নিজেকে প্রেমিক রূপে নয়, বন্ধু রূপে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে, যেন তাকে বাচাল, বাটপার বা অন্য কিছু না ভাবে। অতঃপর আসে উপহারের পালা। প্রায় সব মানুষ উপহারের প্রতি দুর্বল হয়। প্রিয় মানুষের কাছ থেকে উপহার পেতে কে না চায়? তাই প্রেমের প্রস্তাব দেয়ার আগে বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে উপহার দিয়ে মন আকৃষ্ট করে থাকে। এসব কূটকৌশলের মূল টার্গেট হলো, মেয়েটি যেনো তার সাথে কথাবার্তা বলে, গল্প-গুজব করে, রঙ-তামাশা করে, নিজের জীবনের একান্ত বিষয়গুলো তার সাথে শেয়ার করে। যখন মেয়েটি কথাবার্তা শুরু করে দেয় তখন ধরে নেয়, এবার পাখি ফাঁদে পা দিয়েছে।

এক পর্যায়ে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়– আমি তোমাকে আপন করে কাছে পেতে চাই। ওই মেয়েকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে যে, আমার কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা জন্ম নিয়েছে– মুখে বলে, 'আইলাভ ইউ' (তোমাকে আমি ভালোবাসি); কিন্তু মনে মনে বলে, 'আই নিউ ইউ' (তোমাকে আমার প্রয়োজন)। এভাবে সে আস্তে আস্তে আরো সামনে অগ্রসর হয়ে মেয়েকে কৃত্রিম ও মিথ্যা ভালোবাসার কাল্পনিক কাহিনী শুনাতে থাকে, আর মিথ্যা স্বপ্ন ও মিথ্যা আশ্বাস দিতে থাকে। মাঝে মাঝে বলে আজ রাতে আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। আরেকদিন বলে অমুক মেয়েকে স্বপ্নে দেখেছি, এই করেছি সেই করেছি ইত্যাদি। মেয়ে যদি একথাও মনোযোগ দিয়ে শুনে, তখন বিভিন্ন নাটক ও ছবির ব্যাপারে মত বিনিময় শুরু করে। বলতে থাকে তোমার কোন গান পছন্দ? মেয়ে বলে, আমার অমুক গান পছন্দ। তোমার কোন ছবি পছন্দ? মেয়ে বলে আমার অমুক ছবি পছন্দ? মোটকথা, এ ধরনের অশ্লীল কথাবার্তা যখন স্বাভাবিক হয়ে যায় তখন বুঝে নেয় সফলতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

তারপরের ধাপে– ওই মেয়েকে বলে, আমার মন চাচ্ছে– তোমার কাছে বসে সামনা সামনি মন ভরে কথা বলতে। তোমার মায়াবী চেহারাটা একবার মন ভরে দেখতে। আমার জন্য সামান্য সময় বের করো। চলো আমরা যাদুঘর দেখে আসি, চিড়িয়াখানায় ঘুরতে যাই, সমুদ্রসৈকতে ঘুরতে যাই। অমুক পার্কে যাই, অমুক শহর থেকে ঘুরে আসি। মন চায় তোমার বুকে মাথা রেখে গল্প করি।

মেয়ে যদি এসব কথা আনন্দচিত্তে শুনে তাহলে মনে করে গন্তব্য অতি কাছে। এরপরের ধাপে– ওই মেয়ের সঙ্গে একান্তে নির্জনে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা দেখায়। তারপর একান্তে নির্জনে বসে কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর বলে, এসো একটু গলায় গলা মিশিয়ে নিই। তোমার চোখে একবার চুমো খেতে দাও! যদি অনুমতি মিলে, তাহলে প্রত্যেক সাক্ষাতে খুলতে খুলতে একপর্যায়ে অবৈধ কাজে অর্থাৎ যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়। FM রেডিও ৮৯.২ প্রোগ্রাম থেকে শোনার সুযোগ হয়েছে। কোন কোন যুবক স্বীকার করেছে যে, তার একসঙ্গে পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো। একজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফোন রাখার সঙ্গে সঙ্গে অন্যজনের কাছে করুনভাবে বলতো। আমার জান! আমি আজ তোমার জন্য খুবই ব্যাকুল। তার সঙ্গে কথা বলে ফোন রাখার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয়জন ফোন করলে বলতো, হায়! আজ তো আমি তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। এভাবে সে প্রতিটি মেয়ের সাথে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে তাদের মন জয় করে রাখে। আর এ শয়তানি কাজকে মজবুত করার জন্য প্রতি কথায় কথায় কিরা-কসম-শপথ ইত্যাদি খেতে থাকে। কোন মেয়ের মন জয় করার জন্য এবং তাকে বিশ্বাস করানোর জন্য কুরআন শরীফে ছুয়ে পর্যন্ত মিথ্যা কসম করে থাকে। আর মেয়ে মনে করে যেহেতু কুরআন শরীফ মাথায় নিয়েছে বা হাতে ধরে শপথ করেছে তাহলে অবশ্যই আমাকে বিয়ে করবে। আমাকে ছেড়ে কখনো কোথাও যাবে না। এ বিশ্বাসেই অনেক মেয়েরা নির্জনে উক্ত প্রতারক প্রেমিকের নিকট নিজের সব কিছু বিলিয়ে দেয়। আর মনে মনে ভাবে যেহেতু কুরআন শরীফ ধরে শপথ করেছে তাহলে শপথ ভাঙ্গলে সে সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে; কিন্তু মনে রাখতে হবে। ছেলেটির এসব মন ভোলানো কথা আর মিথ্যা কসম খাওয়ার উদ্দেশ্য একটাই, মেয়ের সঙ্গে নিজের যৌন উত্তেজনা নিবারণ করা; কিন্তু যে মেয়ের সাথে একবার সে যৌন মিলন ঘটিয়ে তার স্বাদ অনুভব করে নিয়েছে, তাকে আর সে বিয়ে করতে প্রস্তুত নয়। সে মনে মনে একথা ভাবতে থাকে যে, যে মেয়ে কুমারী অবস্থায় মা-বাবা-ভাই-বোন সবাইকে ফাঁকি দিয়ে আমার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে, সে যে বিয়ের পর অন্য ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে না এর কি নিশ্চয়তা আছে? সুতরাং আস্তে আস্তে তার ভালোবাসাও খতম হয়ে যায়।

ফাঁদের ১ম স্তর : মেয়েকে অবৈধ কাজে ব্যবহার করা

ছেলের কসম, কিরা ইত্যাদি বিশ্বাস করে যখন, মেয়ে মনে মনে বিয়ে হবেই হবে একথা হৃদয়ে পাকাপোক্ত করে দৈহিক মিলন ঘটিয়ে ফেলে, তখন মেয়ে অগ্রসর

হয়, ছেলে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে বিয়ে করে নেয়। কেননা প্রেমের ঘনিষ্ঠতা ঢুকে গেছে মেয়ের পেটের ভেতর, প্রাইভেট ক্লিনিকে গিয়ে বিসর্জন দেয়া এক দুরূহ ব্যাপার। মান-সম্মান চলে যাওয়ার ভয়। তাই সে বাধ্য করতে থাকে বিয়ের জন্য। বলতে থাকে তুমি বিয়ের জন্য আমার বাড়িতে প্রস্তাব পাঠাও তখন নানান বাহানা বানায় যে, আমি তো এ মুহূর্তে বিয়ের জন্য কোন প্রস্তুতি নেইনি। আচ্ছা অনাকাঙ্খিত সমস্যাটা তো সমাধান করতে হবে। তখন ছেলেটি ওই মেয়েকে নিয়ে যায় স্বামী পরিচয়ে দূরের কোন এক ক্লিনিকে। সেখানে গিয়ে তা খালাস করিয়ে নিয়ে আসে এবং চিকিৎসা বাবদ ও ঔষধপত্রে কিছু টাকা খরচ করে। অতঃপর মেয়েটি যদি বুদ্ধিমতী হয় তখন সে পেছনে ফিরে যেতে থাকে। ছেলের কথায় আর সাড়া দিতে চায় না। এদিকে ছেলেও তার সাথে মেলামেশা ছাড়া থাকতে পারছে না। এখন চিন্তা করতে থাকে এবং কৌশল আটতে থাকে কিভাবে মেয়েটাকে নিজের আয়ত্বে রাখা যায় এবং মন্দ কাজের জন্য বাধ্য করা যায়, তখন শুরু হয় ফাঁদের ২য় স্তর।

ফাঁদের ২য় স্তর : মেয়েকে অবৈধ কাজের জন্য বাধ্য করা

প্রথমে যতই বিয়ের কথা বলে, সে ততই বিভিন্ন বাহানায় বিভিন্ন অজুহাত বা সমস্যা দাড় করিয়ে বিয়ে পিছাতে থাকে। কখনো বলে, তুমি যদি আমার সাথে দেখা সাক্ষাত না করো, তাহলে আমি ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিবো, বিষ পান করবো, ফাঁসিতে ঝুলবো, কিংবা পকেটে তোমার নামে পত্র লিখে ছাদ থেকে ঝাপ দিয়ে মরবো। তখন মেয়ে চিন্তা করে হায়! হায় একি বলে!! সত্যিই সত্যিই যদি আমার নামে পত্র লিখে মরে যায়, তাহলে সবাই আমাকে দোষী বানাবে, সবাই আমাকে বকবে, পুলিশ আমাকে ধরবে, তাছাড়া যাকে আমি আমার সব কিছুই দিয়ে ফেলছি, এখন যদি সে মরেই যায় তাহলে আমি তাকে ইচ্ছা করলেও কখনো পাবো না হায়! হায়! তখন ওই মেয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, আচ্ছা ঠিক আছে কপালে যা হবার তা হবেই। আমি তার সাথে দেখা সাক্ষাত করবোই। এভাবে সে প্রেমের ফাঁদে ফেলে মেয়েটিকে বাধ্য করে তার সাথে যৌন কর্ম চালিয়ে যেতে। তার পর শুরু হয় ফাঁদের ৩য় স্তর।

ফাঁদের ৩য় স্তর : মেয়েকে বিভ্রান্তে ফেলে দেয়া

এদিকে মেয়ের বয়সও হয়ে যাচ্ছে, তাছাড়া তার চাল-চলন কথাবার্তা ও মানসিক অবস্থা যখন অভিভাবকরা এবং আত্মীয়-স্বজনরা বুঝতে পারে, তখন

অভিভাবকরা তার বিয়ের জন্য অন্যকোন সম্বন্ধ খুঁজতে থাকে এবং যখন ভালো কোন পাত্রের সন্ধান পেয়ে যায় এবং তাকে শুনায় তখন সে ওই ছেলেকে জানায়। তখন ছেলেটি নাটকীয় ভাব প্রকাশ করে। আবেগের কথা শুনায়। হায়! হায়! তোমার অন্যখানে বিবাহ হয়ে গেলে আমি কিভাবে বাঁচবো। আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো। তুমিই আমার প্রথম প্রেম, তুমিই আমার শেষ। তোমাকে পাবার পর আমি আর কোন মেয়ের দিকে ফিরেও তাকায়নি। হে আমার জান! আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। তুমি আমার শান্তি কেড়ে নিয়েছো। তোমার কারণে আমার পড়াশুনায় মন বসে না, এজন্য আমি ফেল করেছি। আমাকে যদি তুমি বিয়ে না করো তাহলে সত্যি সত্যিই আমি আত্মহত্যা করবো। মনে রাখবে, আমাকে বিয়ে না করলে তোমার হবু স্বামীর নিকট সবকিছু বলে দেবো, ফাঁস করে দেবো তোমার আমার সম্পর্ক। আমি তোমার স্বামীকে তোমার চিঠি, তোমার ছবি, তোমার রেকর্ড করা কথা এবং গোপনে তুলে রাখা একান্ত মুহূর্তের ভিডিও দেখাবো এবং ফেসবুকেও ছেড়ে দেবো।

তোমাকে তালাক দেওয়াবো। তুমি শুধু আমার। আমার স্ত্রী হিসেবেই শান্তিতে থাকতে পারবে। তুমি ছাড়া আর কোন মেয়েকে আমি আমার দেহ দিতে চাই না। তুমি আমার শুরু, তুমিই আমার শেষ।

মেয়েটি এসব মিথ্যার ফুলঝুড়িতে প্রভাবিত হয়ে ভালো-ভালো পাত্রের সঙ্গেও বিয়ের ব্যাপারে সম্মত হয় না। মা-বাবার সামনে অপমান সহ্য করে; কিন্তু জেদ ধরে বসে, আমার বিয়ে অমুকের সঙ্গেই হতে হবে। না হয় আমি আত্মহত্যা করবো, অজানা পথে পাড়ি জমাবো। সবার নাক কেটে দেবো। যদি মা-বাবা কিংবা ভাইয়েরা সম্মত হয়ে যায় যে, এই লম্পট ছেলের সঙ্গেই তোমাকে বিয়ে দেবো আর মেয়েটি গিয়ে ছেলেকে বলে, তোমার অভিভাবকদের বলো আমাদের বাড়িতে বিয়ের আলাপ নিয়ে যেতে। তখন শুরু হয় ফাঁদের ৪র্থ স্তর :

ফাঁদের ৪র্থ স্তর : মেয়েকে অকেজো করে দেয়া

চরিত্রহীন, পথভ্রষ্ট লম্পট ছেলেটি যখন দেখে মেয়েটি সবদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার জন্য হয়ে গেছে, তখন তার সাথে শারীরিক অবৈধ সম্পর্ক নিয়মিত চালিয়ে যেতে থাকে। আর বিয়ের জন্য অভিভাবক পাঠানোর ব্যাপারে গড়িমসি করে। কখনো বলে, আর কয়েকটি দিন পরেই আমার একটি ভালো চাকুরির ব্যবস্থা হচ্ছে। কখনো বলে আম্মু এখন অসুস্থ, অসুখ ভালো হয়ে নিক, কখনো বলে, আব্বু একটি সমস্যায় পড়ে গেছে, সমস্যাটি দূর হোক। কখনো বলে আমার একমাত্র মামা বিদেশ থেকে কিছুদিন পরে আসছে, তিনি বলছেন বিদেশ

থেকে এসেই ধূমধামের সাথে বিবাহ অনুষ্ঠান করবে। কখনো বলে অমুক বিষয়টি ঘটে গেছে। এখন বাড়িতে একথা কিভাবে বলি। মেয়েটি যখন বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয় তখন ছেলেটি বলে, আমার আম্মু মানবেন না কী করবো? আমার বাবা মানবেন না। এভাবে বিভিন্ন বাহানায় সময় কাটাতে থাকে। মেয়েটিকে একটি বিপদে ফেলে দেয়। তার আগেও যায় না পিছেও না।

এই পর্যায়ে এসে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করে বসে। নতুবা অনেক তদবির করতে থাকে, যাতে ছেলেটি তার মাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠায়। এজন্য তাবিজ-কবজের পেছনে দৌড়ায়। আমার নিকটও তাবিজের জন্য এ ধরনের ২-৪ জন প্রেমিক প্রেমিকা এসেছিল। আমি তাদের পূর্ণ কাহিনী শুনেছিলাম। ঐ গুলোতে আরো জঘন্য ধরনের কাজ কারবার ঘটেছিল। যা লিখতে আমার কলম অপারগ। অতঃপর যখন তাবিজ কবজে কাজ না হয়। তখন সে তার নিজের ভুল স্বীকার না করে নামায-কালাম পড়া ছেড়ে দেয় যে, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেননি। অতঃপর আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করা শুরু করে দেয় এবং অনেকে ঈমান হারা হয়ে যায়। অথচ ভুল তো নিজেরই হয়েছে। ছেলেটি এই মেয়ের সঙ্গে যৌনকামনা পূরণ করে নিয়েছে তাই এবার ওই লম্পট চরিত্রহীন ছেলের নিকট মেয়েটি ব্যবহৃত টয়লেট পেপারের চেয়ে বেশি কিছু নয়। সুতরাং সে টালবাহানা করে মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। মেয়েটি যখন চিৎকার চেচামেচি বা পাগলামী শুরু করে দেয়, তখন ছেলেটি নিজের মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য মেয়েটিকে আবার আদর সোহাগ দিয়ে বিয়ে করবে বলে কাজী অফিসের কথা বলে বের করে কোন অন্ধ গলিতে বিক্রি করে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কিংবা বিদেশে পাড়ি জমায়। অথবা কোন আবাসিক হোটেলে আটকিয়ে রেখে নিজেই এর দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে টাকা কামিয়ে নেয়।

জানা উচিত যে, গোপনীয় সম্পর্ক তথা শারীরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই বিয়ে হয় না, আর হলেও এ সংসারে শান্তি বিরাজ করে না। কারণ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আস্থা থাকে না, যদিও এর জন্য স্বামীই দায়ী। স্বামী তার স্ত্রীর ব্যাপারে কর্কশ স্বভাবের হয়। এমনকি স্ত্রীকে নিজের আপন ভাইয়ের সঙ্গে মুচকি হেসে কথা বলতে দেখলেও অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারে সন্দেহ করতে থাকে। স্ত্রী যদি মা-বাবাকে দেখতে যেতে অনুমতি চায়, তখন তাতেও অনুমতি দেয় না। না জানি সেখানে গিয়ে কোন পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলে!

কিছু কিছু দম্পতির ক্ষেত্রে শোনা যায়। স্বামী অফিসে যাবার সময় স্ত্রীকে ভেতরে রেখে বাইরে দিয়ে তালা ঝুলিয়ে যেতে "হায়া আওর পাকদামানি" গ্রন্থে একটি

ঘটনা পাঠ করে ছিলাম–

এক শিক্ষিত যুবক প্রেম করে বিয়ে করার পর অফিসে যাওয়ার পথে স্ত্রীকে ভেতরে রেখে বাইরে দিয়ে তালা ঝুলিয়ে যেতো। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো, ঘর থেকে কখনো জরুরী প্রয়োজনে তোমার স্ত্রীকে বাইরে বের হওয়া লাগতে পারে। তুমি তালা মেরে যাচ্ছো কেন? সে জবাব দিলো, যে মেয়ে জন্মদাতা মা-বাবাকে লুকিয়ে পরপুরুষের সাথে প্রেম ভালোবাসা করতে পারে, সে আমাকে লুকিয়ে কোন প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রেম করবে না এর কী নিশ্চয়তা আছে?

এর দ্বারা অনুমান করা উচিত, গোপনে যেসব মেয়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে, তারা আজীবনের জন্য নিজের উপর বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলে। আবার এ ধরনের স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আস্থাও কমে যায়। কারণ সে মনে করে আমার সাথে যেভাবে সে চুটিয়ে গোপনে মন ভুলোনো কথা দিয়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। হয়তো আমাকে ফাঁকি দিয়ে সে অন্য কোন মেয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে থাকতে পারে। এ কারণে সংসারে অশান্তি বিরাজ করতে থাকে।

কোন ধরনের নারীরা প্রেমের ফাঁদে পা বাড়ায় :

এটা বাস্তব সত্য কথা যে, যে মেয়েদের ঘরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ভালো থাকে না। তারাই কোন পর পুরুষের পাতা ফাঁদে পা দেয়। যেমন :

১. মা মারা গেলে, সৎ মা যখন মেয়ের কোন খোঁজ-খবর নেয় না।

২. যে পরিবার সচেতন নয়। মা-বাবা একেবারেই নিরক্ষর।

৩. যারা মেয়ের অবস্থার খোঁজ-খবর রাখতে পারে না।

৪. সংসারে যখন অভাব অনটন মারাত্মক আকার ধারণ করে।

৫. মা-বাবা যদি পরস্পরে ঝগড়া-ঝাটিতে লিপ্ত থাকে। তাহলে ছেলে-মেয়েদের নিকট তখন মা-বাবার কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকে না, তখন সন্তানেরা বিপথগামী হয়।

৬. যে সংসারে পর্দার গুরুত্ব নেই সেই সংসারের মেয়েরা।

৭. অর্থ-সম্পদশালী লোকের মেয়েরা, যারা তাদের মেয়েদেরকে অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা দিয়ে রাখে। অনেক অশিক্ষিত মা-বাবা মেয়েদের অনেক শাসায়; কিন্তু ছেলেদের কিছুই বলে না অথবা মেয়ের সামান্য ভুলেও মা তাকে টুকতে থাকে, তখন মেয়ে নিজের কোন ভুলের কথা মায়ের সাথে শেয়ার করতে চায় না। অথবা মেয়েকে ঘরে একা রেখে মা বাইরে চলে গেলেন আর মেয়েকে পরপুরুষের সঙ্গে ফোনে বা সরাসরি আলাপ করার

সুযোগ করে দিয়ে গেলেন অথবা নিকটাত্মীয় গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে অবাধে মিশতে দিয়ে প্রেম করার সুযোগ করে দিলেন।

৮. এ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ লেগে থাকলে। স্বামী-স্ত্রীকে ভালোবাসা না দিলে– ভালোবাসা প্রত্যাশী স্ত্রী পর পুরুষের আওয়াজ শুনে তো উৎসর্গ হবেই।

৯. অথবা স্বামী দেশের বাইরে কোন দেশে অবস্থান করে, আর স্ত্রী দীর্ঘ দিনের যৌন ক্ষুধায় পর পুরুষের ফাঁদে আটকা পড়ে গেলো। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত রুক্ষ ব্যবহার করেন স্বামী। এখন যেখানে একটু কোমলতা পাবে সেদিকে ছুটবেই। মেয়েরা স্কুলে-কলেজে একা একা যায় অথবা কোন সাথীর সঙ্গে যায়। পথে ঘাটে ছেলেরা বেপর্দা পেয়ে তাকে আকৃষ্ট করবেই।

এ জাতীয় অবস্থায় প্রথম তো ত্রুটি হলো বাড়ীর কর্তা ব্যক্তিদের তারা কেন তাদের স্ত্রী ও মেয়েদের পরপুরুষের প্রতি দুর্বল হওয়ার সুযোগটুকু করে দেন? দ্বিতীয়তঃ দোষ হলো পুরুষদের তারা নানা কূটচালে নারীদের ফাঁদে ফেলে। তৃতীয়তঃ দোষ স্ত্রী অথবা মেয়েদের, যারা এই অবস্থায় পর পুরুষের নিকট কেন আসে? তারা নিজেরাই নিজেদের সম্ভ্রমের দাফনের ব্যবস্থা করে আর সারা জীবনের জন্য বদনামের আঁচর লাগায় নিজেদের চরিত্রের উপর।

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন– আমীন।

অবৈধ সম্পর্ক বা যিনা ব্যভিচারের পরিচয় :

যিনা (زنا) : এটি আরবী শব্দ, এর আভিধান অর্থ হচ্ছে, অবৈধ যৌনকর্ম, ব্যভিচার, ধর্ষণ।

ব্যভিচার : অর্থ অন্যায় ব্যবহার, গর্হিত আচরণ কদাচার, নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্ক।

পরিভাষায় : যিনা, ব্যভিচার বলা হয়, বিবাহ বহির্ভূত বা ধর্মীয় আইনসম্মত বিবাহ ছাড়া নারী-পুরুষের যৌন সঙ্গমকে। মোটকথা নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া কিংবা নিজ বাদী ছাড়া এমন কোন নারীর সাথে যৌন মিলনকে যিনা বা ব্যভিচার বলে।

ধর্মীয় সামাজিক ও আদর্শিক সকল মাপকাঠিতেই এটি একটি জঘন্য অপরাধ। প্রাগৈতিহাসিক (যে যুগ থেকে ইতিহাস জানা যায় তার পূর্বকাল) কাল থেকেই সকল ধর্ম ও সকল দেশে এটি অন্যায় বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে।

ইসলাম যৌন কাজকে নিষিদ্ধ করেনি বরং প্রাকৃতিক এ কাজকে একটি নিয়মের ভেতর ফেলে দিয়েছে। নির্দেশিত সে পথে যৌনাচার করলে তা সিদ্ধ এবং সে নির্দেশনার বাইরে যৌনাচার করলে তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসলাম। এমনকি অবৈধ যৌনাচারের ধারে কাছে যেতেও নিষেধ করেছে ইসলাম।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۔

"তোমরা যিনার ধারে কাছেও যেও না, কেননা এটি অত্যন্ত অশ্লীল ও মন্দ পথ।

সূরা : বনী ইসরাঈল, আয়াত-৩২

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۔

"নির্লজ্জতার কাছে ও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য।" সূরা আনআম : আয়াত-১৫১

এখানে নির্লজ্জতা বলতে যিনা-ব্যভিচার, অবৈধভাবে কাউকে চুমো, কু-দৃষ্টিতে কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং কাউকে অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করা ইত্যাদি অপকর্ম বুঝানো হয়েছে। ইসলামী শরীয়তে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মিলিত হওয়াকে সদকা ও ইবাদতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, আর যিনা ব্যভিচারকে হারাম করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন যিনাকে শুধু হারামই করেনি; বরং যিনার নিকটবর্তী হওয়াকেও লজ্জাহীনতা ও গোমরাহী আখ্যায়িত করেছে।[৪৩]

যিনা ব্যভিচারের প্রকার

(ক) কোন পর পুরুষ. পর নারীর প্রতি যৌনোউত্তেজনার সঙ্গে তাকালে এটাকে চোখের ব্যভিচার বলে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

العينان تزنيان وزناهما النظر ۔

"চোখও ব্যভিচার করে, আর এর ব্যভিচার হলো তাকানো অর্থাৎ দৃষ্টির মাধ্যমে সৌন্দর্য রূপ উপভোগ করে।[৪৪]

والاذنان زناهما الاستماع ۔

---

[৪৩] সূরা, আল-ইসরা-আয়াত-৪

[৪৪] বোখারী, মুসলিম

(খ) "আর কানের ব্যভিচার হলো শোনা।" পর নারী-পুরুষ পরস্পরে যৌন আলোচনা করা অথবা হাসি-তামাশা করা কানের ব্যভিচার।

(গ) পরস্পরে স্পর্শ করা হাতের ব্যভিচার।

(ঘ) পা ব্যভিচার করে– তার ব্যভিচার হচ্ছে হেটে যাওয়া।

(ঙ) মুখ ব্যভিচার করে, তার ব্যভিচার হল চুম্বন করা।

(চ) আর অন্তরের ব্যভিচার হচ্ছে, ব্যভিচারমূলক চিন্তা-কল্পনা ও কামনা করা।

(ছ) তবে লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গ তা সত্যায়িত করে (ব্যভিচারে লিপ্ত হয় অথবা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বিরত থাকে।

(জ) কাপড়ের ওপর দিয়ে পর নারী-পুরুষ পরস্পরে বাহুবদ্ধ হওয়া, চুমু খাওয়া, পরস্পরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হাত বুলানো, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক সবকিছুই ব্যভিচারের অংশ।[৪৫]

উল্লেখ্য যে, দৈহিক মিলন অর্থাৎ লজ্জাস্থান ব্যবহার ব্যতীত প্রকৃত ব্যভিচার সাব্যস্ত হয় না; কিন্তু নৈতিকতার ক্ষেত্রে এগুলো ছাড়াও ব্যভিচার হয়ে থাকে। দুনিয়ার আইন-আদালত এটা ধরতে পারে না। নিজের স্ত্রী ব্যতীত অপর নারীর রূপ সৌন্দর্য দর্শনে তৃপ্তি লাভ, তার সুমধুর কণ্ঠস্বর ও কমনীয় বাকভঙ্গিতে আনন্দ উপভোগ, হস্তে তাকে স্পর্শ করা, পদ-সঞ্চালনে তার দিকে গমন, তার সাথে সম্ভোগের কথোপকথন এবং মনের গোপন কোণে কু-বাসনার উদ্রেক, এসব গুলোই নৈতিকতার দিক দিয়ে ব্যভিচার।

মোটকথা, যেসব জিনিস ব্যভিচারে উৎসাহিত করে, ব্যভিচারের দিকে আকৃষ্ট করে, ব্যভিচারের দিকে ইঙ্গিত করে, আহ্বান জানায়, সে সব উপায়-উপকরণ এবং আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি ব্যভিচারের ন্যায় কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত।

মানব সমাজে যিনা ব্যভিচার এক ঘৃণ্য ফৌজদারী অপরাধ এবং মহাপাপ। মানব সমাজকে মিশ্র প্রজাতি থেকে মুক্ত রেখে পূত-পবিত্র ও নির্ভেজাল বংশীয় ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আল্লাহ ব্যভিচারকে হারাম করেছেন। আর এ ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামী শরীয়ত পর্দা নামক এ প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষামূলক বিধান প্রদান করেছেন। এ বিধান অনুযায়ী নারীদেরকে সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে খোলামেলাভাবে ঘরের বাইরে বিচরণ, পুরুষদের সাথে বেপর্দাভাবে একত্রে শিক্ষাগ্রহণ ও কাজ করা, স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কোন দু'জনপ্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীর একত্রে নির্জনে অবস্থান করা, নারীদের গলার আওয়াজ বিনা

---

[৪৫] মুসলিম শরীফ হা: ৬৬৪৭

প্রয়োজনে ভিন্ন পুরুষকে শুনতে দেয়া, অশ্লীল গান, বাজনা ও অশ্লীল সাহিত্য, নাটক ও সিনেমা, নৈশ ক্লাব, ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হযরত লোকমান (আ.) স্বীয় পুত্রকে অতি মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন যে, সর্বপ্রথম আমি তোমাকে তোমার নফস ও প্রবৃত্তি থেকে ভয় দেখাচ্ছি এবং হুঁশিয়ার করছি যে, মানুষ মাত্রেরই নফস ও প্রবৃত্তি রয়েছে এবং তার প্রচুর খাহেশ ও চাহিদা রয়েছে। তুমি যদি তার চাহিদা মুতাবেক খোরাক দাও, তাহলে সে তোমার সাথে অবাধ্যতা শুরু করবে। সে তৃপ্তি লাভ করবে না, উপরন্তু সে তোমার নিকট আরো দাবী করবে। কেননা, মানুষের অন্তরাত্মায় নফস এমনভাবে লুকায়িত রয়েছে, যেমন পাথরের মধ্যে আগুন। পাথরের উপর আঘাত করলে তা জ্বলে উঠে; আগুনের ফুলকি বের হয়। আর যদি আঘাত না করে এমনিতেই রাখা হয় তবে আগুন সুপ্ত ও লুকায়িত থাকে। জ্ঞানীজনরা বলেন– তুমি যদি নফসের প্রতিটি আহ্বানে সারা দাও, তবে তোমাকে সে মারাত্মক হারাম এবং জঘন্য ও নিকৃষ্ট কাজের দিকে আহ্বান করবে এবং এমন অন্যায়-অশ্লীল কর্মের দিকে টেনে নিয়ে যাবে যার ফলে তোমার উপর আপত্তি উঠবে।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত না হলে এর পরিণতি অত্যন্ত খারাপ হতে পারে। দৃষ্টি পর নারী ও পর পুরুষের প্রতি আসক্তি জন্মে এবং নানাবিধ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। মানুষের দৃষ্টিতে অনেক কামনা-বাসনা প্রচ্ছন্ন থাকে এবং পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় থেকেই বিপর্যয়ের সূচনা হয়ে থাকে। নারীদের রসালাপে অনেক আপদের সৃষ্টি হয়। এ জন্যই দাম্পত্য জীবনের গোপন কথা অপরের নিকট বর্ণনা করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে অশ্লীলতার প্রচার হয় এবং মনে প্রেমাসক্তির সঞ্চার হয়ে উঠে।

প্রশ্নঃ ইসলামী শরীয়তে এসব বিধি-নিষেধ কেন?

উত্তরঃ এজন্য যেন চূড়ান্ত ঘৃণিত কাজের দিকে মানুষ ধাবিত না হয়। দৃষ্টির বিষ সীমাবদ্ধ থাকে না, এ বিষ সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে, প্রথমে দৃষ্টির তীর অন্তরে গেঁথে যায়। ফলে অন্তরে আগুন লাগে। অতঃপর মুখ লজ্জাশীলতাকে বিসর্জন দেয়, অতঃপর গোপন বা নির্জন সাক্ষাৎ বিশৃঙ্খলার আগুনকে আরো তীব্র করে। সাজ-সজ্জা আর সৌন্দর্য প্রদর্শন সেই আগুনকে কারো অন্তরকে প্রজ্জ্বলিত করে। অতঃপর সুযোগ মত মানুষ সর্বশেষ পর্যায়ের গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে নারীদের শরীর থেকে যদি একবার লজ্জার চাদর খুলে যায়, তাহলে তার চাহিদা ও বিকৃত মানসিকতা পুনরায় আর সেই চাদর পরিধান করতে প্রস্তুত থাকে না। যে মেয়েটি পূর্বে দৃষ্টি নত রাখতো, যার মুখ দিয়ে কথা বের হত না,

আজ নাচ– গানের আসরে নেচে-গেয়ে নিজ বন্ধুদের খুশি করতে সে ব্যস্ত। এজন্যই ইসলামী শরীয়ত চূড়ান্ত গোনাহে পৌছার পূর্বেই এর অনুষঙ্গগুলো নির্মূল করার ব্যবস্থা করেছে। তাই ইসলাম আগুনের স্ফূলিঙ্গকে বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ দেয়নি বিরাট অগ্নিকুণ্ডে রূপান্তরিত হওয়ার আগেই তা নিভিয়ে ফেলার বিধান দিয়েছে।

যিনা-ব্যভিচারের ক্ষতিসমূহ

অপকর্মের পরিণতি সবসময় খারাপ হয় বরং অপকর্ম যতো বড় হবে এর পরিণতি ততো ভয়াবহ হবে। ব্যভিচারী মানুষেরা যেহেতু অনেক মারাত্মক অপকর্মে লিপ্ত হয় সুতরাং তাদের কয়েক ধরনের ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়।

মুকাশাফাতুল কুলুব গ্রন্থে হযরত ইমাম গাজালী (রহ.) এক সাহাবীর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন,

জনৈক সাহাবী বলেন ঃ তোমরা সর্বদা যিনা ব্যভিচার থেকে পরহেয কর এবং এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন কর। কেননা, জেনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তি ছয় প্রকার আপদ ও ক্ষতিতে পতিত হয়। তন্মধ্যে তিন প্রকার দুনিয়াতে এবং অপর তিন প্রকার আখেরাতে। দুনিয়াতে তিন প্রকার হচ্ছে–

(১) রুজি-রোজগারে অভাব দেখা দেয়

(২) আয়ূ কমে যায় অথবা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তওবা নসীব হয় না।

(৩) চেহারা কালো হয়ে যায়।

আখেরাতে তিন প্রকার হচ্ছে–

(৪) আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত থাকবেন

(৫) হিসাব-নিকাশে কঠোরতা করা হবে।

(৬) সে ব্যক্তি জাহান্নামী হবে।

হযরত মুসা (আ.) আরজ করেছিলেন– হে আল্লাহ! ব্যভিচারী ব্যক্তির শাস্তি কি? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ তাকে আগুনের এমন একটি পোশাক পরিয়ে দেয়া হবে, যদি সেই পোশাক কোন বিরাটকায় পর্বতের উপর রাখা হয়, তাহলে সেই পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।[৪৬]

* ব্যভিচারের আরেকটি ক্ষতি–

---

[৪৬] মুকাশাফাতুল কুলুব–পৃ. ১৭৭

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزنى زانٍ حين يزنى وهو مؤمن-

"চোর যখন চুরি করে সেই সময় সে মুমিন থাকে না এবং ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে সেই সময় সে মুমিন থাকে না"।[৪৭]

মুকাশাফাতুল কুলুব গ্রন্থে ইমাম গাজালী (রহ.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইরশাদ নকল করেন– "যখন কোন বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে, তখন তার অন্তর হতে ঈমান বের হয়ে আসে এবং তার মাথার উপর ছাতার ন্যায় অবস্থিত থাকে; অতঃপর যখন সে উক্ত অপকর্ম হতে বিরত হয়, তখন ঈমান তার নিকট প্রত্যাবর্তন করে।[৪৮]

যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে রিজিকে বরকত কমে যায়। সে পানির মত সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার পরও তার কাজ সম্পন্ন হয় না। এ ধরনের লোক কোটিপতি হওয়া সত্ত্বেও ঋণগ্রস্ত থেকে যায়। কখনো দায়ের ঋণ শোধ করতে হয়। আবার কখনো ব্যাংকের ঋণ শোধ করতে হয়। লাখ টাকার রোজগার করার পরও তারা বুঝতে পারে না তাদের টাকা কোথায় যাচ্ছে। সম্পদ আসাটা দেখা যায়; কিন্তু যাওয়াটা দেখা যায় না। সবকিছু সত্ত্বেও খরচ আর শেষ হয় না। খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সংগ্রামই তাকে করে যেতে হয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

"এই জনপদের মানুষেরা যদি ঈমান আনতো এবং আল্লাহকে ভয় করতো তাহলে আমি তাদের উপর আসমান-জমিনের বরকত খুলে দিতাম।[৪৯]

* আয়-উপার্জনে সঙ্কীর্ণতা দেখা দেয়।

* সফলতার যাবতীয় পথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

* ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে তাহলে একের পর এক বিপদাপদ বর্ষিত হতে তাকে।

* কোন জনবসতিতে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে সমাজে এর কু-প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে– রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

---

[৪৭] বুখারী, মুসলিম

[৪৮] মুকাশাফাতুল কু: ১৭৭

[৪৯] সূরা : আরাফ, আয়াত : ৯৪

ما من قوم يظهر فيهم الزنا الا اخذوا بالسنة۔

"যখন কোনো জাতিতে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তখন তাদেরকে দুর্ভিক্ষের শাস্তি দেয়া হয়।"[৫০]

কখনো বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়, কখনো পানির স্তর নিচে নেমে আসে, মাটিতে ফসল ও সবজি হলেও এতে বিভিন্ন উৎপাত এতো বেড়ে যায় যে, ফসল আর ধরে না।

* মানুষের প্রতি বিরূপভাব।

* আবাদ সংসার ধ্বংস।

* অপমান ও অপদস্ততা।

অবৈধ সন্তান

ব্যভিচারের ফলে নারী যদি গর্ভবর্তী হয়ে যায় তাহলে অবৈধ সন্তান জন্ম দেয়ায় শুধু এক পরিবারের নয় বরং পুরো বংশের মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এই অপমান থেকে বাঁচার জন্য অনেক ক্ষেত্রে অকাল গর্ভপাত ঘটায়। এভাবে নারী ব্যভিচারিণী তো আগেই ছিলো, এখন হত্যাকারী ও অত্যাচারী হিসেবেও সাব্যস্ত হলো। আবার কেউ কেউ সন্তান প্রসবও করে এতে সে জারজ সন্তান জন্ম দেয়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন

যখন আত্মীয়ের মধ্যে পরস্পরে নারী-পুরুষ প্রেম করে একপর্যায়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং তা প্রকাশ হয়ে যায় এতে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়। এ অবস্থায় ব্যভিচারের পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যও অভিযুক্ত হবে। আর বিবাহিত নারীর ব্যভিচারের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে দু'টি পরিবারের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়।

যদি দেবর-ভাবির মধ্যে ব্যভিচারের সম্পর্ক হয় তাহলে দুই সহোদর পরস্পরের চেহারা দেখতে পারে না।

---

[৫০] আহমদ, মেশকাত

ঝগড়া-বিবাদ

যিনা ব্যভিচারের ফলে অনেক সময় দুই পরিবারের অথবা দুই বংশে ঝগড়া-বিবাদ লাগে এবং একপর্যায়ে তা হত্যা পর্যন্ত গড়ায়। নারীকে কখনও তার নিজের পরিবারের লোকেরা হত্যা করে ফেলে অথবা নারীর পরিবারের লোকেরা পুরুষকে হত্যা করে। অনেক সময় নারী তার প্রেমিকের সঙ্গে মিলে স্বামীকে খুন করে বসে। আবার কোন সময় ব্যভিচারের অপদস্থতার ভয়ে ব্যভিচারী নারী-পুরুষ আত্মহত্যা পর্যন্ত করে বসে।

মানসিক প্রশান্তি দূর হয়ে যাওয়া

ব্যভিচারীর ব্যভিচার কেউ যদি নাও জানে কিংবা নাও দেখে, তার পরও এর কুপ্রভাবে তার মানসিক প্রশান্তি চলে যায়। এক ধরনের দুশ্চিন্তা তার মনকে ছেয়ে নেয়ে লোকালয়ে বসে থেকেও ভাবনার জগতে বিচরণ করে। নির্জনে বসলে নিজের মনের কারাগারে বন্দি হয়ে যায়। দিনরাত কখনো স্বস্তিবোধ করে না। পড়া-লেখায় মন বসে না। আর পড়া মুখস্ত করলে মনে থাকে না।

মানসিক দুর্বলতা

ব্যভিচারী লোকের অন্তরে অজানা এক আশঙ্কা বাসা বাঁধে। এ কারণে সাহস ও উদ্যমের গুণ থেকে বঞ্চিত হয়, কাপুরুষতা, হীনমন্যতা তার ভাগ্যে জুটে।

* চেহারার লাবণ্যতা দূর হয়ে যাওয়া।

* মৃত্যুহার বেড়ে যাওয়া।

কোন সমাজে যখন ব্যভিচারের সংখ্যা বেড়ে যায়। তখন এতে মৃত্যু হারও বেড়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

ولا فشا الزنا فى قوم الا كثر فيهم الموت۔

"কোন সম্প্রদায়ের ব্যভিচার বেড়ে গেলে তাদের মধ্যে মৃতের সংখ্যাও বেড়ে যায়।"[৫১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

---

[৫১] মেশকাত

ما ظهر الربا والزنا في قرية الا اذن الله باهلاكها

"কোন সমাজে ব্যভিচার ও সুদ ব্যাপক আকার ধারণ করলে আল্লাহ ধ্বংসের ঘোষণা দেন।"[৫২]

মহামারির বিস্তার

রাসূলুল্লাহ (সা.) এক দীর্ঘ হাদীসে পাঁচটি গোনাহ এবং এর অশুভ প্রভাবের কথা বলেছেন। এর মধ্য থেকে একটি হলো, যখন কোন সম্প্রদায়ের ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ প্রকাশ্যে ব্যভিচার হয় তখন আল্লাহ ওই জাতিকে মহামারিতে আক্রান্ত করেন। আর এমন সব ব্যাধি দেন যা তার পূর্ব পুরুষেরা কখনো দেখেনি।

মন্দের অনুভূতি অন্তর থেকে চলে যাওয়া

ব্যভিচারকারী পুরুষ কিংবা নারীর অন্তর থেকে আস্তে আস্তে ব্যভিচারের অনুভূতি দূর হয়ে যায়, নিজেরা তো ব্যভিচার করেই, এসব পাপের কথা বন্ধু-বান্ধবীদের সাথেও শেয়ার করে। তাদের নিকট ব্যক্ত করে বেড়ায়, এমনকি রাস্তা-ঘাটে, যানবাহনে পর্যন্ত প্রকাশ্যে লোকজনের সামনে ঠাট্টা-বিদ্রূপের মাধ্যমে যৌনোউত্তেজনা কথাবার্তা বলে বেড়ায়।

আত্মমর্যাদাবোধের বিলুপ্তি

ব্যভিচারীর অন্তর থেকে ঈমানী মর্যাদাবোধ হ্রাস পেতে পেতে একসময় আত্মমর্যাদাবোধও নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যভিচারী পুরুষ তার স্ত্রী-সন্তানকে বিপথে চলতে দেখলে কিছু বলার সাহস করে না। ব্যভিচারী নারী তার স্বামী সন্তানকে অসৎপথে চলতে দেখলে বলার সাহস করে না। ব্যভিচারী পুরুষতো অনেক সময় বিবাহ হারাম এমন নারীদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যভিচারিণী মা তার মেয়েকে, ব্যভিচারিণী বোন তার বোনকে, ব্যভিচারিণী বান্ধবী তার বান্ধবীকে, ব্যভিচারি বন্ধু তার বন্ধুকে নিজ-নিজ প্রেমিক প্রেমিকা, কিংবা অন্য কোন নারী-পুরুষের সাথে দু'জনের পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

---

[৫২] আল-জাওয়াবুল কাফি পৃষ্ঠা : ২২০

আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া

ব্যভিচারীর অন্তর এমন অন্ধকারে ছেয়ে যায় যে, সে সামান্য বিষয়ে আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ নৈরাশ হয়ে যায়। ভেতরে-ভেতরে চরম হতাশায় ভুগতে থাকে।

ব্যভিচারের সময় ঈমানদার না থাকা

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فوق رأسه كالظلة فاذا خرج من ذالك العمل يرجع اليه الايمان۔

"যখন বান্দা ব্যভিচার করে তখন তার থেকে ঈমান বেরিয়ে যায়। পরে তা তার মাথার উপর ছায়ার মতো ঝুলে থাকে। যখন সে এই অপকর্ম থেকে বেরিয়ে আসে তখন ঈমান আবার ফিরে আসে।"

অন্য হাদীসে আছে–

لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن۔

"ব্যভিচারকারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে আর ঈমানদার থাকে না।"[৫৩]

উল্লেখ্য যে, সমকামিতাও উক্ত হাদীসের অন্তর্ভূক্ত।

আজকাল মেয়েদের স্কুল-কলেজ ও আলীয়া মাদরাসা ও কওমী মাদরাসায় শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কারণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদি বুঝে জীবন-সংগ্রামে তাদেরকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় তাদেরকে প্রতিবেশী জাতিসমূহের পেছনে পড়ে থাকতে হবে। এই অজুহাতে কেউ কেউ হয়তো নারী শালীনতার ইসলামী বিধান কিছুটা লাঘব করার আবশ্যক মনে করতে পারেন। মেয়েদেরকে উপযোগী শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে। তাদের দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি দুনিয়াবী প্রয়োজনীয় শিক্ষাও দিতে হবে। কিংবা দুনিয়াবী শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষাও দিতে হবে।

এটা কেউই অস্বীকার করে না; কিন্তু ইসলামী বিধান রক্ষা করেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা অনায়াসেই করা চলে। তাদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়। নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশার পথও রুদ্ধ হয়। বর্তমানে নারী-পুরুষের জন্য যে আলাদা আলাদা কয়েকটি স্কুল-কলেজ দেখা

---

[৫৩] মেশকাত : কবিরাগুনাহ অধ্যায়

যায় সেগুলো পর্যাপ্ত নয়। আর কিছু কিছু আলীয়া মাদরাসাগুলোতে ছেলে-মেয়েদের পৃথক ক্লাশ না হওয়ায় সেগুলো ও ফেতনা মুক্ত নয়। কিছু কিছু আলীয়া মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা তো স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে বেহাপনায় কয়েক ধাপ এগিয়ে আছে। আর কওমী মাদরাসাগুলো সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা হওয়ার কারণে এ সকল ফেতনা থেকে মুক্ত।

তবে একেবারে নির্দোষ বলা যাবে না, কেননা এসব প্রতিষ্ঠান থেকেও মাঝে মাঝে দু'একটি ঘটনা বেরিয়ে আসে। যেমন ছাত্রী-শিক্ষকের প্রেম, শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রেম। ছাত্রীর অন্য কোন ছেলের সাথে প্রেম, শিক্ষিকার অন্য কোন পুরুষের সাথে প্রেম। এগুলো হয়ে থাকে। মাদরাসার পরিচালক অসতর্ক হওয়ার কারণে সাধারণত মাদরাসার ভিতরগত ব্যবস্থাপনা ভালো না থাকার কারণে কিংবা মেয়েদের স্কুলে পড়াকালীন কিংবা বাড়ীর পরিবেশে ছুটির সময় অথবা কোন আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে প্রেমের সম্পর্ক হয়েছে তাই। যখন মাদরাসা পরিবেশে এসেও সবাইকে ফাঁকি দিয়ে প্রেম চালিয়ে যায়। কিংবা মোবাইলে কথা বলে কোন ছেলের সাথে পালিয়ে যায় তখন অভিভাবকেরা বা বাইরের কেউ এ মাদরাসাগুলোকে দোষারোপ করে থাকেন। তাই পুরুষ কাউমী মাদরাসা ও মহিলা কাউমী মাদরাসার পরিচালকগণও উস্তাদগণকে এ ব্যাপারে ১০০% সতর্ক থাকতে হবে।

* আমরা এ গ্রন্থের অন্য এক স্থানে লক্ষ্য করেছি ব্যভিচারের ক্ষতির মধ্যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে তাদেরক দূর্ভিক্ষের মাধ্যমে পাকড়াও করা হয়।

অধুনা বিধর্মী সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং জাহিলিয়াত গোটা দুনিয়া আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অনৈসলামী ও অনৈতিক জীবন পদ্ধতি এবং ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা পৃথিবীর আবহাওয়াকে একেবারে বিষাক্ত করে তুলেছে। অশ্লীল ও নগ্ন ছবি, পর্ণোগ্রাফি বা ব্লু ফ্লিম, অশ্লীল গান, নাটক, সিনেমা, নৃত্য-গীতি, প্রেমিক-প্রেমিকার অবাধ মিলন এবং প্রেম-নিবেদনের দৃশ্য এখন সমাজে প্রায় সকলের নিকটই সহনীয় ও উপভোগ্য হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক পৃথিবীতে ব্যভিচার এবং এর আবেদনগুলো শিল্পকলায় পরিণত হয়ে গেছে। ফ্যাশন ও স্টাইলের অংশে রূপান্তরিত হয়ে সাধারণ রেওয়াজ হিসাবে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। এ ছাড়া উভয়পক্ষ স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করলে তাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না। যদি বর্তমান যুগের লোকদের ব্যাপারে হালকাভাবেও জরিপ করা যায়, তাহলে জানা যাবে, ব্যভিচারের বাজার অত্যন্ত জমজমাট। পতিতালয়ে যে ব্যভিচার হয় তা তো প্রায় সবারই জানা। এ ছাড়া বিভিন্ন শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক

কেন্দ্রগুলোতে যেসব ব্যভিচার হয় সেগুলো সম্পর্কে যাদের জানার তারা জানে। সুতরাং প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টায় সারা পৃথিবীতে কি পরিমাণ নারী-পুরুষ কতবার ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে, তার অনুমান করার পর ভেবে দেখুন, পৃথিবীর এই জনসংখ্যা বেঁচে থাকার যোগ্য কিনা? এটা আল্লাহ তা'আলার একান্ত করুণা যে, তিনি গোটা বিশ্বকে বিলীন করে দেয়ার পরিবর্তে এলাকাভিত্তিক দুর্ভিক্ষ দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে থাকেন।

যিনা ব্যভিচারের শাস্তি

যিনা ব্যভিচারের পরিচয়, যিনা ব্যভিচারের ক্ষতি, যিনা ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনার ইচ্ছা ছিল না। কারণ এ বিষয়ে কলম ধরতে গেলে নতুন আরেকটি গ্রন্থই হয়ে যাবে। তারপরও এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এজন্য করতে হয়েছে, যেহেতু বর্তমানে খাঁটি প্রেম-ভালোবাসার অকাল মৃত্যু ঘটেছে। দু'একটি খুঁজে পাওয়া গেলেও তা জাদুঘরে রাখার মতো হয়ে গেছে। বর্তমানে বেশির ভাগ প্রেম ভালোবাসা মানেই হচ্ছে অবৈধ যৌন সম্পর্ক তথা বিয়ের আগেই দৈহিক মিলন– আর বিবাহ পূর্ব দৈহিক মিলনের নামই হচ্ছে– যিনা কিংবা ব্যভিচার। যেহেতু বর্তমানে অধিকাংশ ছেলে-মেয়েদের প্রেমের সঙ্গে যিনা ব্যভিচারের বিষয়টি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এ বিষয়ে আলোচনা করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখেনা, নারীর গুপ্তাঙ্গের হেফাযত ও খেয়ানতের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা। নারীর গর্ভেই জন্ম নেয়– রাজা-বাদশা, ফকীর দরবেশ, অলী-বুজর্গ, গবেষক-পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক থেকে শুরু করে যুগ শ্রেষ্ঠ সকল মনীষী। নারীর এ গর্ভ কিংবা তার গুপ্তাঙ্গ সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সুরক্ষিত পবিত্র ক্ষেত্র। যে ক্ষেত্র চাষ করার একমাত্র বৈধ অধিকার শুধুই স্বামীর। উদ্দেশ্য, অনাগত প্রজন্ম যেন একটি সুরক্ষিত ও সম্মানজনক পরিচয় নিয়ে পৃথিবীতে আসতে পারে। অধিকন্তু সকলের তরে উন্মুক্ত নয় বলেই এই ক্ষেত্র অর্জনের মানসে চলবে জীবনযুদ্ধ। নারী পাবে পূজনীয় মর্যাদা। পুরুষ নিবেদিত হবে অলৌকিক আকর্ষণে। সু-নির্ধারিত পিতা-মাতার শাসন-স্নেহে সন্তান মানুষ হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। মানব বংশের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য এ এক কুদরতী ব্যবস্থাপনা। পক্ষান্তরে ব্যভিচার নারীকে মর্যাদার সোপান থেকে পতিত ভাগারে নিক্ষিপ্ত করে 'যুবসমাজ'। অনাগত প্রজন্ম পৃথিবীতে পা রাখে পিতৃ পরিচয়হীন করুণার পাত্র হয়ে– কিংবা ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয় যথার্থ সময়ের পূর্বে মৃত লাশ হয়ে এবং

এভাবে মানুষের সমাজ এক গলিত পশুসমাজের রূপ নেয় যা কিনা সভ্য মানুষের পক্ষে কল্পনা করাটাও প্রচণ্ড বেদনাদায়ক। আর পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার বদৌলতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নির্দোষ ও প্রশংসনীয় এবং ব্যভিচার এক প্রকার চিত্ত বিনোদন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালন অসহনীয় বন্ধন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং স্ত্রী হওয়াটাই বিপদ ও স্বামীর আনুগত্য বর্বর যুগের দাসত্ব বলে পরিগণিত হয়েছে। সন্তান জন্মদানে সাধারণত অনীহার সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রেমিক-প্রেমিকা সেজে থাকাই জীবনের পরম সার্থকতা বলে মনে করা হচ্ছে।

* নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণের অন্যতম প্রধান উৎস যৌনক্ষুধা। দেখা গেছে, যে কোন সমাজে যখন ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যভিচারকে মানুষ সহজ করে দেখতে শুরু করেছে, যৌন মিলন ও সুখ তখন পরিণত হয়েছে সস্তা বেসাতিতে (দোকানদারিতে)। স্বাভাবিক কারণেই তখন নারীর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। নারীর আকর্ষণ কমে এসেছে। কমে এসেছে নারীকে পাওয়ার স্পৃহা ধীরে ধীর দূর্বল হয়ে পড়েছে স্বামী-স্ত্রীর বাঁধন। ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে পারিবারিক ভিত্তি। আর পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার বদৌলতে বিবাহকে একটি সেকেলে প্রথা ভাবতে শুরু করেছে। সমাজ হারাতে শুরু করেছে জন্মের ঠিকানা পুষ্ঠ মানবজাতি নবতর শুদ্ধ প্রজন্ম। যে কোন জাতির জন্য যা খুবই বেদনাদায়ক। বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্বের উচ্ছৃঙ্খকল যৌন প্রবাহ। কামতারল্যে মাতাল সেখানকার যুব সমাজ যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মূলত এমন একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই ব্যভিচার রোধে কঠিন শাস্তি বিধান করেছে ইসলাম।

* অবিবাহিত স্বাধীন নর-নারীরা যদি যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّ لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ۔

"ব্যভিচারিণী নারী, ব্যভিচারী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক।[৫৪]

---

[৫৪] সূরা : নূর, আয়াত : ২

বিবাহিত স্বাধীন নর-নারীরা যদি যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.

"বিবাহিত নারী ও পুরুষ যখন ব্যভিচার করে তাদেরকে অবশ্যই প্রস্তারাঘাত কর– আল্লাহর থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিস্বরূপ। আর আল্লাহ তো পরাক্রমশীল প্রজ্ঞাময়। এটিও কুরআনের একটি আয়াত। তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে। বলবৎ রয়েছে এর বিধান।[৫৫]

অবশ্য এই শাস্তি প্রমাণিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উপযুক্ত সাক্ষী অথবা অপরাধীর স্বীকারোক্তিমূলক স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যেতে হবে। সাক্ষী কমপক্ষে চারজন হতে হবে। স্পষ্ট ভাষায় ঘটনার বিবরণ দিতে হবে। কোথায় কখন কার সাথে কিভাবে ব্যভিচার হতে দেখেছে তা খোলাসা করে বলতে হবে। 'সুরমাদানির কাঠি সুরমাদানির মধ্যে যেভাবে প্রবিষ্ট করে সেভাবে প্রবিষ্ট করতে দেখেছি'– এই জাতীয় স্পষ্ট বক্তব্য দিতে হবে সকল সাক্ষীকে।

এই বিধান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হবে খোলা ময়দানে লোকজনের উপস্থিতিতে। নারী হলে বক্ষ পর্যন্ত গভীর গর্ত খনন করে। তাকে এই গর্তে নামিয়ে। আর পুরুষ হলে গর্ত না করে ভূমির উপর ফেলে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হবে।

প্রথমে সাক্ষীদেরকে পাথর মারতে বলা হবে। তারা অস্বীকার করলে পুরো শাস্তি রই রদ বলে বিবেচিত হবে। সাক্ষীর পর বিচারক অতঃপর অন্যান্য মানুষ তার উপর পাথর নিক্ষেপ করবে। উল্লেখ্য, প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার জন্য বিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আরো কিছু শর্ত রয়েছে– যেমন বিবেকবান হওয়া, স্বাধীন হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্কও হওয়া, মুসলমান হওয়া। বিবাহিত স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনে আস্বাদিত হওয়া।[৫৬]

উল্লেখ্য শাস্তিটি অত্যন্ত কঠিন বিধায়ই তার বাস্তবায়নে এতটা সতর্কতা ও শর্তসাপেক্ষতা অবলম্বন করা হয়েছে।

* যদি কোনো নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়, তাহলে উক্ত নারী দণ্ডিত হবে না বরং ধর্ষককে শাস্তি দেয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময়ের একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। এক মহিলা নামাযের জন্য বের হলেন। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হলো।

---

[৫৫] হিদায়া ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯ টীকা : ৬

[৫৬] হিদায়া ২য় খণ্ড, ৪৮৯ পৃ.

লোকটি তাকে ধরে জবরদস্তি ব্যভিচার করলো। মহিলা চিৎকার করতে লাগলেন। আশপাশের লোকজন ছুটে এল ব্যভিচারীকে গ্রেফতার করলো। এরপর তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে হাযির করা হলো। লোকটি তার অপরাধ স্বীকার করলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) মহিলাটিকে বললেন :

اذهبي فقد غفر الله لك

"তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ব্যভিচারীকে পাথর মারার নির্দেশ দিলেন।[৫৭]

* যে ব্যক্তি চাপে পড়ে ব্যভিচার করেছে, তার সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, সে দণ্ডিত হবে। তবে চাপ প্রয়োগকারী যদি বাদশা হন, তাহলে দণ্ডিত হবে না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে, যে-কারো চাপে পড়ে সে ব্যভিচার করুন না কেনো, সে দণ্ডিত হবে না।[৫৮]

সমাজবিরোধী মারাত্মক অপরাধ না করা পর্যন্ত ইসলাম কাউকেও আইনে আবদ্ধ করতে চায় না। এজন্যই ইসলামী আইনে অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলী নিতান্ত কঠিন। অকাট্যভাবে অপরাধ প্রমাণিত না হলে ইসলাম কাউকেও শাস্তি দিতে রাযি নয়। বরং ইসলামের নীতি হল, শাস্তি প্রদানে ভুল করা অপেক্ষা মুক্তি প্রদানে ভুল করা শ্রেয়। ব্যভিচার ব্যতীত সাধারণত সকল অপরাধেই ইসলাম দুইজন বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীকে যথেষ্ট বলে মনে করে; কিন্তু ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজনের শর্তারোপ করা হয়েছে।

অবিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি কেবল একশত বেত্রাঘাতই ইসলামে যথেষ্ট বলে মনে করা হয়নি; বরং তাদেরকে এক বৎসরের জন্য সমাজ হতে নির্বাসিত করার আদেশও ইসলাম প্রদান করেছে।

ইসলামী দণ্ডবিধান প্রয়োগে সতর্কতা

কোন দেশে ইসলামী দণ্ডবিধান প্রয়োগ করতে চাইলে, তার পূর্বশর্ত হল– ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত থাকা। উল্লিখিত শর্ত না পাওয়াতে বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে করা যাবে না। এর একমাত্র অধিকার হলো– ইসলামী সরকার।

---

[৫৭] জামউল ফাওয়ায়িদ, ১ম খণ্ড পৃ. ২৮৭

[৫৮] আহকামুল কুরআন ৩য় খণ্ড পৃ. ৩১৭ জাস্‌সাসকৃত

তবে যতটুকুর মধ্যে কারো কর্তৃত্ব আছে, ততটুকুর মধ্যে তিনি তাযীর বা হালকা শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন। যেমন– পিতা সন্তানকে, শিক্ষক ছাত্রকে, স্বামী স্ত্রীকে, নাহী আনিল মুনকার হিসেবে হাতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

মুসলিম শাসকদের অনুমতি ছাড়া সাধারণ মানুষ যদি শাস্তি প্রয়োগ করে, তাহলে সমাজ ফিতনা-ফাসাদে ভরে যাবে। এজন্য আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার জনগণকে দেয়া হয়নি।

* যিনা ব্যভিচারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই সমাপরিমাণ দোষী। যেহেতু আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে শরীয়ত অনুযায়ী ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই, তাই শরীয়তের উল্লেখিত দণ্ড কার্যকর করা যাবে না। তবে তাযীর বা সাধারণ শাস্তি হিসেবে শর'য়ী পঞ্চায়েত সালিস বা স্থানীয় মুরুব্বী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হক্কানী মুফতী আলেমগণের তত্ত্বাবধানে ৩৯টি বেত্রাঘাত বা জুতা ইত্যাদি মেরে শাস্তি দিতে পারেন।

পক্ষান্তরে স্থানীয় মুরুব্বী বা চেয়ারম্যানগণ এ ধরনের উদ্যোগ না নিলে এলাকার সর্বশ্রেণীর মুসলমানগণ অন্যায়কারীদের তাওবা ও ইস্তিগফার না করা পর্যন্ত তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে বয়কট করবে। তারপর তাওবা করে চলাফেরা ইসলাম সম্মত হলে তখন তাদের সাথে সালাম-কালাম সহ সকল সম্পর্ক জারী করতে পারবে।

ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি

অপবাদের পরিচয় : কোন মুসলমানের এমন দোষের কথা বলা, যার শরীয়ত সমর্থিত সাক্ষ্য নেই, এটাকেই বলে অপবাদ। শরীয়তের নির্দেশনায় এমন আচরণের জন্য সাজা নির্ধারিত আছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۔

"আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসেনা, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসেক।[৫৯]

---

[৫৯] সূরা নূর, আয়াত : ৪

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, অপবাদ আরোপকারীর জন্য তিন দফা শাস্তি–

(ক) তাদের বেত্রাঘাত করো।

(খ) ভবিষ্যতে কখনো তাদের সাক্ষ্যগ্রহণ করো না।

(গ) এ ধরনের লোককে ফাসেক বা পাপাচারী মনে করো।

উল্লেখ্য যে, ৪ জন সাক্ষীর একত্রিত প্রমাণ ছাড়া শুধু ১ জন ২ জন কিংবা শুধুমাত্র ৩ জন সাক্ষীর কথার উপর ভিত্তি করে যদি কেউ কোন নারী অথবা পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাহলে অভিযোগকারীকে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির আবেদন সাপেক্ষে ইসলামী আদালত ৮০টি বেত্রাঘাত করবে। আর ৪ জন সাক্ষী হতে হবে আকেল ও বালেগ তথা বুদ্ধিমান। কেউ একা দেখে বা ২-৩জন মিলে দেখলেও ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ৪ জন মিলে সরাসরি দেখবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে যেন কেউ সমাজে বিপর্যয়ের সৃষ্টি না করে এবং মানুষের মান সম্মান, সতীত্ব, নৈতিকতা ও ইজ্জত-আবরু নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। কেননা মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে যে ক্ষতি করা হয়, তা ব্যভিচারের মাধ্যমে কৃত ক্ষতির সমান। কোন ভদ্র সত্বী নারীকে ব্যভিচারের অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে তা শুধুমাত্র তার সম্মানেরই ক্ষতি করে না বরং তা পরিবারের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে। এটা পিতৃত্বকে সন্দেহপূর্ণ করে, দাম্পত্য সম্পর্ককে ধ্বংস করে এবং অগণিত মানুষের মানসিক শান্তি বহুদিন যাবত ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে কঠিন শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

* তাই যে ব্যক্তি অভিযোগ আনে, তাকে তার অভিযোগ প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে হয়। তা করতে ব্যর্থ হলে তাকে চিরতরে সাক্ষ্য দেবার ক্ষমা হতে বঞ্চিত করতে হবে এবং তাকে আশিটি বেত্রাঘাত দেয়া হবে।

* হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাতটি বড় (কবীরা) গুনাহ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন এবং এ সাতটির অন্যতম একটি হচ্ছে সতী ও সরলমনা মুসলিম নারীদের বিরুদ্ধে ধারণার (বশবর্তী) হয়ে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

قذف المحصنات المؤمنات الغافلات.

"এমন সতী-সাধ্বী ঈমানদার নারীদের উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা, যাদের অন্তরে কখনই এইভাবের উদ্রেকও হয়নি।[৬০]

---

[৬০] বোখারী

* সূরা নূর-এর ২৩-২৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "যারা সতী-সাধ্বী নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। যে দিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা অবগত হবে, আল্লাহই স্পষ্ট সত্য প্রকাশক।[৬১]

* অপবাদ দেওয়ার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে, যেমন কোন নির্দোষ মুসলিম নারীকে এরূপ সম্বোধন করা "ওহে ব্যভিচারিণী, ওহে বেশ্যা, পতিতা, ওহে অসতী, অথবা তার স্বামীকে সম্বোধন করা "ওহে ব্যভিচারিণীর স্বামী, অথবা তার সন্তানকে বলা "ওহে হারামজাদা, হারামজাদী। ওহে বেশ্যার সন্তান, ব্যভিচারিনীর সন্তান। অথবা কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির পিতৃত্ব অস্বীকার করে অর্থাৎ সে যদি বলে যে, 'তুমি তোমার পরিচয়দানকারী পিতার পুত্র নও, ইত্যাদি। অথবা কোন মহিলা বা পুরুষ যদি দুর্নাম রটানোর জন্য তার বিরুদ্ধে সাক্ষীবিহীন ব্যভিচারের অপবাদ ছড়াতে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

* অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সাধারণত মূর্খ মুসলমানেরা এ ধরনের অশ্লীল কথাবার্তা অহরহ বলে বলে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত হয় এবং শাস্তি ভোগ করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষের জিহ্বাকে সংযত রাখতে বলেছেন।

* আজকাল তো সামান্য কিছু পেলে লোকেরা তাতে রঙ ছিটাতে পারঙ্গম। এটাকেই বলে কথার বিকৃতি। শরীয়ত এটাকে অপছন্দ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ۔

"তোমরা অধিক মন্দ ধারণা পোষণ থেকে বেঁচে থাকো। নিঃসন্দেহে কিছু কিছু মন্দ ধারণা পাপ।[৬২]

সতর্কতা

* মুসলিম নর-নারীর উচিত, যে সব কাজে চরিত্রের ওপর কাদা লাগতে পারে, সে সব কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং যে সব স্থানে বসলে বা অবস্থান করলে অপবাদ লাগতে পারে, সে সব স্থানে না বসা ও অবস্থান না করা।

---

[৬১] সুরা: নূর-আয়াত : ২৩-২৫

[৬২] সূরা : হুজরাত, আয়াত : ১২

যিনা ব্যভিচারের শাস্তিতে পাথর মারার উপকারিতা

(ক) পাথর মারার উপকারিতা হচ্ছে, এর দ্বারা কোন পুরুষ কোন নারীকে দুর্বল মনে করে নির্জনে একা পেয়ে অথবা দারিদ্র্যের সুযোগে তার সম্ভ্রম কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে না।

(খ) কোন নারী কোন পুরুষকে ফাঁসানোর জন্য প্রতারণার আশ্রয় নেবে না। পর্দাহীনতায় থাকবে না।

(গ) কোন নারীদেহকে ব্যবসায়িক পণ্য বানাবে না। যুবক ছেলেদের বিপথগামী করবে না। রূপ-ঢংয়ের বাজার যেমন চলবে না অভিজাত এলাকার বড় বড় মহলে মদও নারীর আড্ডাও চলবে না।

(ঘ) পুরুষ তার স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ বেশি দেবে। পথে-ঘাটে পর্দাহীন নারীরা পাপাচারের দাওয়াত দেবে না। মডেল কন্যাদের দেখে পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের আকর্ষণহীনতাও বোধ করবে না।

(ঙ) গোপনে চুটিয়ে প্রেম করার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলে-মেয়ের বন্ধুত্ব থাকবে না। ইন্টারনেটে চ্যাটিং বন্ধ হয়ে যাবে। যুবক-যুবতীদের অযথা সময় ব্যয় হবে না।

(চ) স্বামী বাইরে কোন কাজে বা চাকুরীতে গেলে তার স্ত্রীকে ঘরে একা পেয়ে কেউ তার সম্ভ্রম কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে না। স্ত্রীরও কোন ভয় থাকবে না এবং স্বামীর কোন চিন্তা থাকবে না।

(ছ) সম্পদশালী লোকেরা গরীব লোকদের স্ত্রী-মেয়েদের প্রতি কু-দৃষ্টি দেবে না।

(জ) পয়সাওয়ালা লোকেরা এক স্ত্রীর সঙ্গে কয়েকজন উপ-স্ত্রী রাখবে না।

(ঝ) নারীরা ঘরে-বাইরে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করবে। কেউ তার প্রাণ, সম্পদ, সম্ভ্রমের দিকে হাত বাড়ানোর সাহস করবে না।

আল্লাহ পাক সকলকে ব্যভিচারের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকেও রক্ষা করুন। আমীন

সমকামিতার শাস্তি

সমকামিতা সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। "তাছাড়া লেখকের ইসলামী যৌন জীবন ও যৌন বিজ্ঞান" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআনে কারীমে সমকামিতায় লিপ্তদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

واللذان يأتيانها منكم فاذوهما۔

"তোমাদের মধ্যে যখন দু'জন পুরুষ অপকর্ম (সমকাম) করে তাদের কঠোর সাজা দাও।"

* রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به.

"লূত সম্প্রদায়ের অপকর্মে লিপ্ত কাউকে দেখো তখন সমকামী দু'জনকেই মেরে ফেলো।"[৬৩]

সমকামীদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কেরাম এবং সকল মাযহাবের ইমামগণ একমত যে, সমকামে রতো দু'জনকেই মেরে ফেলা হবে। তবে মারার পদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন আগুনে পুড়িয়ে মারার জন্য। আবার কেউ কেউ বলেছেন পোড়ানোর পরিবর্তে পাথর ছুড়ে মারার জন্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, "এলাকার সবচেয়ে উঁচু বাড়ির ছাদের ওপর থেকে তাদেরকে ফেলে দিতে হবে এবং ফেলে দেয়ার সাথে সাথে তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে হবে, যেমন লুত জাতির ওপর নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

* হযরত উমর ফারুক (রাযি.) বলেন : যে ব্যক্তি হযরত লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ের মত অনুরূপ মন্দ কাজ করবে, তাকে হত্যা করে দেবে।
* বিভিন্ন ইমামগণ বলেছেন– সমকামীকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে, চাই সে বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত।"
* হযরত ইবরাহীম (নাখঈ) হযরত কাতাদা, হযরত আতা ও হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন : ব্যভিচারী নারী এবং পুরুষের যে সাজা, সমকামে ব্যক্তিদ্বয়েরও একই সাজা। অর্থাৎ বিবাহিত হলে পাথর মেরে হত্যা আর অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত।

  উক্ত মতের সাথে সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, ইমাম আওজায়ি, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) প্রমূহ এ মত পোষণ করেন।
* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের, খালেদ ইবনে জায়েদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মার্মার জুহরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) প্রমূখ এই মত পোষণ করেন যে, সমকামীর সাজা ব্যভিচারকারীর চেয়ে কঠোর হওয়া চাই।

---

[৬৩] আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে, ব্যভিচার ও সমকামের মধ্যে অনেক পার্থক্য। ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারিত; কিন্তু সমকামের শাস্তি নির্ধারিত নয়। এজন্য সমকামীকে অত্যন্ত কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সমকালীন শাসনকর্তা যে শাস্তি উপযুক্ত বিবেচনা করবেন, তাই দিয়ে তাকে শায়েস্তা করবেন।

সমকামের শাস্তির ক্ষেত্রে সতর্কতা

১। কোন দেশে ইসলামী দণ্ডবিধান প্রয়োগ করতে চাইলে, তার পূর্বশর্ত হল ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকা। উল্লিখিত শর্ত পাওয়া না গেলে ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর করা যাবে না। পূর্বে যিনা ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করেছি।

তবে, সাধারণ শাস্তি হিসেবে শরয়ী পঞ্চায়েত সালিস বা স্থানীয় মুরব্বী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হক্কানী মুফতী আলেমগণের তত্ত্বাবধানে ৩৯টি বেত্রাঘাত বা জুতা ইত্যাদি মেরে শাস্তি দিতে পারেন।

২। সমকামে লিপ্ত ব্যক্তিগণ আকেল, বালেগ, মুসলমান হতে হবে। নাবালকের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না।

৩। যিনা ব্যভিচারের ক্ষেত্রে যেমন ৪ জন সাক্ষী একান্ত প্রয়োজন। সমকামের শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ৪ জন সাক্ষীর একান্ত প্রয়োজন। শুধু ধারণা করে বা ১-২ বা ৩ জনের সাক্ষীতেও কার্যকর হবে না।

৪। সমকামিতার অপবাদ আরোপ করার ক্ষেত্রেও ৪ জন সাক্ষী নিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় অপবাদ আরোপকারী ৮০টি বেত্রাঘাত খেতে হবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করা হবে না।

৫। সাক্ষীগণ স্পষ্ট ভাষায় ঘটনার বিবরণ দিতে হবে। কোথায় কখন কার সাথে কিভাবে সমকাম হতে দেখেছে তা খোলাসা করে বলতে হবে। সুরমাদানির কাঠি সুরমাদানির মধ্যে যেভাবে প্রবিষ্ট করে সেভাবে প্রবিষ্ট করতে দেখেছি' অন্যথায় সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সাক্ষীদের সবার বর্ণনা এক রকম না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন হলেও চলবে না।

৬। যদি প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেকে জোরপূর্বক বলাৎকার (ধর্ষণ) করা হয়। তাহলে উক্ত ছেলে দণ্ডিত হবে না বরং যৌন নির্যাতনকারী সমকামী ধর্ষককে শাস্তি দেয়া হবে।

যিনা ব্যভিচার থেকে বাঁচার উপায়

* প্রেমালাপ, গোপন যোগাযোগ, পর নারী বা পর পুরুষের সাথে নির্জন বাস করা থেকে বেঁচে থাকা।
* জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করা।
* একথা স্মরণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই দেখেন, আমার এ অবস্থা ও তিনি দেখতেছেন।
* যে নারী বা পুরুষের সাথে ব্যভিচারের কামনা জাগে বা যে পরিবেশে ব্যভিচারের সুযোগ সৃষ্টি হয় সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়া।
* যে সব কথা শুনলে, যেখানে গেলে বা যা দেখলে কিংবা যা পাঠ করলে অথবা যা চিন্তা করলে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং ব্যভিচারের মনোভাব জাগ্রত হয় তা থেকে বিরত থাকা এবং কথাবার্তা, দেখা, শুনা, আসা-যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া।
* সর্বদা কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা।
* কাজিনদের সাথে পর্দা করা।
* বন্ধুদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কিত হাসি-ঠাট্টা করা থেকে বিরত থাকা।
* ডিসলাইনে বিভিন্ন দেশের অসামাজিক কালচার দেখা থেকে বিরত থাকা। প্রয়োজনে টিভিতে খবর নাটক দেখা থেকে বিরত থাকা।
* প্রেম ভালোবাসার নগ্ন উপন্যাস পাঠ করা থেকে বিরত থাকা।
* ইন্টারনেটে চ্যাটিং অথবা যৌন ছবি দেখা থেকে বিরত থাকা
* ফোনে কারো সাথে যৌনো আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা।
* বিয়ে না করে থাকলে বিয়ে করে নেয়া, সামর্থ বা সুযোগ না থাকলে বেশি বেশি রোযা রাখা।

বিবাহপূর্ব প্রেম কেন হারাম?

১। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরে যে, কথাবার্তা ও খোশগল্প করে এতে মুখের যিনা হয়।

২। প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরকে যে কল্পনা করে এতে অন্তরের যিনা হয়।

৩। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরে দেখা-সাক্ষাত করে। এতে ফরজ পর্দা লঙ্ঘন করা হয়, যা সম্পূর্ণ হারাম ও কবিরা গুনাহ।

৪। প্রেমিক-প্রেমিকা একজন অন্যজনকে গভীর দৃষ্টিতে প্রাণভরে দেখে এতে চোখের যিনা হয়।

৫। প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরের কথা প্রাণ ভরে শ্রবণ করে। এতে কানের যিনা হয়।

৬। প্রেমিক-প্রেমিকা একজন অন্য জনের ঠোঁটে ঠোঁট মিলায় চুমু খায় এতে ঠোঁটের যিনা হয়।

৭। প্রেমিক-প্রেমিকা একজন অন্যজনকে হাত দ্বারা স্পর্শ করে এতে হাতের যিনা হয়।

৮। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরে পায়ে হেটে দেখা করতে যায়। এতে পায়ের যিনা হয়।

৯। প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরের গায়ে গা লাগিয়ে বসে কিংবা কোলাকুলি করে অথবা ঢলাঢলি করে এতে শরীরের যিনা হয়।

১০। প্রেমিক-প্রেমিকা বিয়ে হবে এই আশায় মাঝে মাঝে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয়। এতে লজ্জাস্থানের যিনা হয় এবং প্রকৃত যিনাকে বাস্তবায়ন করা হয় যা সম্পূর্ণ হারাম ও কবিরা গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১১। বারবার মুঠোফোনে কথা বলতে হয় এবং ডেটিং এর জন্য যায়, বেহুদা খরচ করে অপচয়ের গোনাহে লিপ্ত হয়।

১২। প্রেমিক-প্রেমিকা, অনেক সময় নিজেদের মধ্যে মিথ্যা কথা বলতে হয় এবং মা-বাবাকে ফাঁকী দিয়ে থাকে, তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলে থাকে যা সম্পূর্ণ হারাম।

১৩। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে অনেক সময় প্রেমিক-প্রেমিকা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, আর আত্মহত্যা করা সম্পূর্ণ হারাম।

১৪। প্রেমিক-প্রেমিকার এ অবৈধ প্রেমের কারণে প্রেমিক-প্রেমিকার আত্মীয়দের মধ্যে কিংবা উভয়ের গোত্রের মাঝে বিশাল দাঙ্গা হাঙ্গামা ও খুন খারাবীর মতো ঘটনা পর্যন্ত ঘটে যায়, যা সম্পূর্ণ হারাম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়। প্রেমিক/প্রেমিকার প্রেম, তাদের মা-বাবা মেনে না নেয়ার কারণে হয়তো মেয়ে ছেলের মা-বাবা অথবা তার ভাই কিংবা কোন আত্মীয় মামা-চাচা তারা খুন হয়।

১৫। প্রেমিক-প্রেমিকার মন-দিল, হৃদয়-অন্তর সর্বদা আখেরাত থেকে গাফেল থাকে এবং শয়তান তার অন্তরে সর্বদা বিরাজ করে তার গজবের কারণ

হয় এবং সে কোন কাজে উন্নতি করতে পারে না। আর পারলে তা ধরে রাখতে পারে না।

এছাড়াও অবৈধ প্রেমের দরুন আরো বহু পাপ ও অন্যায় সংঘটিত হয়ে থাকে। সেগুলো আর কাগজে আনার প্রয়োজনবোধ করছি না। প্রাপ্ত বয়স্করা তা নিজ জ্ঞানে বুঝে নেবেন।

পরিশেষে মুসলমান ছেলে-মেয়েদেরকে বলছি। বিবাহপূর্ব প্রেম-ভালোবাসা কিংবা পরকীয়া প্রেম থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখুন। ইতিপূর্বে কারো সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে থাকলে আজই তা ছিন্ন করুন এবং খাঁটি অন্তরে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা ইস্তিগফার করুন। আর যারা প্রেম করে একেবারে বিয়েই করে ফেলেছেন। তারা পূর্বের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করুন। আশা করা যায় আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন।

লাইলী-মজনু, শিরিন-ফরহাদ, ইউসুফ-জুলায়খার প্রেম

* লাইলী মজনু- শিরিন- ফরহাদ, ইউসুফ-জুলায়খা, রোমিও- জুলিয়েট, রজকিনী- চন্ডিদাস, রাধা-কৃষ্ণ, দেবদাস-পার্বতী প্রমূহের উদ্ধৃতি ও দলিল পেশ করে অনেক ছেলে-মেয়েরাই প্রেম সাগরে ঝাপিয়ে পড়ে। আর মনে করে যে ঐ সকল প্রেমিক যুগলেরা তাদের পবিত্র প্রেমের কারণেই পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন! প্রেম যদি অপরাধ হতো, তবে কি আর তারা প্রেম করতেন?

প্রিয় পাঠক! আমরা যারা মুসলমানের সন্তান। তাদের জন্য রোমিও- জুলিয়েট, রজকিনী- চন্ডিদাস রাধা-কৃষ্ণ, দেবদাস-পার্বতী এদের প্রেম আলোচনার বিষয় নয়। লাইলী- মজনু, শিরিন-ফরহাদ, এরাও কোন অলী আওলিয়া বা গাউস কুতুব নয় যে, তারা কোন মুসলমানের আদর্শ হতে পারে। এখন বাকী রইল ইউসুফ-জুলায়খার প্রেম।

বর্তমান সমাজের অনেক অজ্ঞ মুসলমানের মধ্যেই একটি ভুল ধারণা রয়েছে। তা হলো- অনেকেই মনে করে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) ও জুলায়খার মধ্যে পারস্পরিক প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এটা সম্পূর্ণই গাজাখোরী কথা এ ধারণা সম্পূর্ণই ভুল; কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এ গাজাখোরী মিথ্যা অপবাদটা এতোটাই প্রচার-প্রসার লাভ করেছে যে, এ ভুলের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে বহু কবিতা ও গান।

যেমন একটা গানের কলি এমন আছে-

"প্রেম করেছে ইউসুফ নবী,

তার প্রেমেতে জুলায়খা বিবি গো...।

এ ছাড়াও ভুলটির ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে অনেক বই-উপন্যাস, গল্প-ছন্দ। এমনকি বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান-এর ২৩০ পৃষ্ঠার ২নং কলামে জুলায়খা শব্দের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে– "মিশরের মন্ত্রী আজিজ মিশরীর স্ত্রীর নাম; ইউসুফ নবীর প্রেমিকা"। এখানে আল্লাহ তা'আলার একজন পুত পবিত্র নবী হযরত ইউসুফ (আ.)কে কথিত প্রেমিক লাইলী মজনু ও শিরিন-ফরহাদের কাতারে দাঁড় করানো হয়েছে। কী চরম ধৃষ্টতা। নাউযুবিল্লাহ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! একটু ভেবে দেখুন! কী ভয়ানক অবস্থা! মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আ.) কে কথিত প্রেমিকদের কাতারে দাঁড় করানো হচ্ছে!! যারা তার পায়ের ধুলার সমানও হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা। তাদের নামের সঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখ করা হচ্ছে; এর চেয়ে চরম ধৃষ্টতা আর কী হতে পারে? অথচ ইউসুফ (আ.) আল্লাহ পাকের একজন নিস্পাপ নবী। একজন বিখ্যাত নবী, যার নামে পবিত্র কুরআন মাজীদের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাকের ইরশাদ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– "হযরত ইউসুফ (আ.), জুলায়খার সাথে প্রেম করেনি বরং জুলায়খার আকর্ষণ ছিলো ইউসুফ আ. এর প্রতি, আর জুলায়খার প্রেম ছিল একতরফা এবং জুলায়খা প্রেমের নামে ইউসুফ (আ.) এর সাথে যৌন কামনা বা যৌন সম্পর্ক করতে চেয়েছিল। জুলায়খা মিশরের মন্ত্রী আজিজের স্ত্রী ছিল। ইউসুফ (আ.) জুলায়খা ও আজিজের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হয়েছিলেন। জুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.) কে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। জুলায়খার ভালোবাসা ভেতরে ভেতরে সীমা অতিক্রম করে ফেলেছিল। তাই সে প্রাসাদের সকল গেট ও দরজা জানালা বন্ধ করে যৌন বাসনার জন্য যখন আহ্বান করলো, তখন ইউসুফ (আ.) এক মুহূর্তের জন্যও জুলায়খার প্রতি দূর্বল হননি; বরং তিনি সর্বক্ষণ জুলায়খার অবৈধ প্রেম প্রস্তাবকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেছেন এবং কঠোরভাবে তার সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন কি দৌড়িয়ে গেট দিয়ে বের হতে চাইলে পেছন থেকে জুলায়খা তার জামাকে টেনে ধরার কারণে পেছন দিক থেকে জামা ছিড়েও গেল। জুলায়খার অবৈধ প্রেমের কবল থেকে বাঁচার জন্য তিনি সবসময় মরিয়া ছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্বামীর নিকট ইউসুফ (আ.) এর নামে অপবাদ দিয়ে তাকে জেলে পাঠিয়েছেন। শুধু তার অবৈধ প্রেমে রাজি না হওয়ার দরুন। ইউসুফ (আ.) যে, জুলায়খার সাথে অবৈধ প্রেমে জড়াননি তার পবিত্রতা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন নিজে সুরায়ে ইউসুফের ২৩-৩০ পর্যন্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন; কিন্তু মূর্খ ও অজ্ঞ প্রেমিক-প্রেমিকরা কুরআন পাঠ

না করার দরুন এবং তার অর্থ না বুঝার দরুন তার নামে অপবাধ রটাচ্ছে।

বড়ই দুঃখজনক ব্যাপার যেখানে স্বয়ং আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে হযরত ইউসুফ (আ.) এর উত্তম ও পবিত্র চরিত্রের ঘোষণা দিয়েছেন, সেখানে নির্লজ্জ-বে-শরম, বেহায়া প্রেমিক-প্রেমিকেরা এবং গাজা খোরেরা তাঁর নামে প্রেমের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জুলায়খাকে তাঁর প্রেমিকা বলা এবং কথিত প্রেমিকযুগলদের নামের সঙ্গে তার নাম ও জুলায়খার নাম উল্লেখ করা যে কতো বড় অপরাধ ও ধৃষ্টতা; তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উল্লেখ্য জুলায়খা পরবর্তীতে ইউসুফ (আ.) এর স্ত্রী হতে পেরেছিলেন কিনা এ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। কারো কারো মতে যদিও জুলায়খা প্রাথমিকভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) এর প্রতি অবৈধভাবে আসক্ত ছিলেন; কিন্তু পরবর্তীতে মিশরের আজিজের ইন্তেকালের পর ইউসুফ (আ.) এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এরপর বাকী জীবন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে কাটিয়েছেন। তবুও ইউসুফ (আ.) প্রেম করে বিবাহ করেননি। বিবাহ হয়ে থাকলে সামাজিকভাবেই বিবাহ হয়েছিল। তাই একজন সম্মানিত নবীর স্ত্রী হিসেবে এখন তিনি একজন সম্মানিতা মহীয়সী। অতএব তার সম্পর্কে আরো ভালো ধারণা রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সকলে সহীহ বুঝ দান করুন আমীন।

প্রেমিকা কেন পতিতা হয়?

অনেকের মনেই একটা প্রশ্ন উঁকি ঝুকি মারে। আর সেটা হচ্ছে– মেয়েরা কেন পতিতা হয়? আমি একটু সামনে অগ্রসর হয়ে বলবো– প্রেমিকারা কেন পতিতা হয়? তার প্রাথমিক উত্তর হচ্ছে, প্রেমের ফাঁদে পড়ে প্রেমিকা শিকার হওয়া।

গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরিব ঘরের মেয়েদেরকে ছেলেদের প্রলোভন সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। এ সকল মেয়েদেরকে সহজেই ভণ্ড প্রেমিকেরা প্রেমের ফাঁদে ফেলে দেয় এবং তারা প্রতারণার শিকার হয়। তাদেরকে শহরে নিয়ে এসে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ৮০ ভাগ পতিতাই একদিন ভালবেসে ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল।

নারীকে ঘর বাধার লোভ দেখিয়ে, ভালবাসার প্রলোভন দেখিয়ে, সে সব প্রতারক প্রেমিকেরা ঘর থেকে বের করে এনে পতিতা পল্লীতে বিক্রি করে দেয় তাদের খোঁজে ফেরে না পুলিশ বরং পতিতা বৃত্তির অভিযোগে দেহ ব্যবসায়ী নারীদের হল্লা গাড়িতে করে রোজ তুলে নিয়ে যায় তারা। অতঃপর কিছু পুলিশ নিজেরাই পতিত হয়ে যায়।

* পুরুষ ব্যভিচার করবে, রেপ করবে, তাতে সে জনরোষের শিকার হবেনা; কিন্তু নারী 'কুলটা' হলেই সমাজে তার স্থান হবে না। তাকে চলে যেতে হবে পতিতা পল্লীতে।

জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রায়ই খবর পাওয়া যায়, প্রতারক প্রেমিকেরা তাদের প্রেমিকাদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিক্রি করে দিতে। দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ১২ আগস্ট ২০১১ এর খবর–

"প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মুন্সীগঞ্জের মাতবারকান্দি গ্রাম থেকে ১৬ বছর বয়সী এক তরুণীকে মাদারীপুর নিয়ে আসে আকাশ ওরফে রনি নামের এক প্রতারক প্রেমিক। সেখানে চার দিন পর্যন্ত একটি বাড়িতে রাখা হয় তরুণীকে। ওই চার দিনই তরুণীর সঙ্গে দৈহিক মিলন করে প্রতারক প্রেমিক।

পরে তরুণীকে পতিতালয়ে বিক্রি করতে যায়। পতিতালয়ে বিক্রির সময় টের পেয়ে তাকে উদ্ধার করে র‍্যাব-৮ মাদারীপুর ক্যাম্পের সদস্যরা। প্রতারক প্রেমিক র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়।

'নবীগঞ্জের স্কুল ছাত্রী রাইমার সাথে মোবাইল ফোনে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে শাওন নামের এক ছেলে। দীর্ঘদিন চলে তাদের মাঝে প্রেমের নামে ফস্টিনস্টি। রাইমা যখন প্রেমের ফাঁদে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে ফুসলিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে পটুয়াখালী পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয় লম্পট প্রেমিক শাওন। বাংলাদেশ প্রতিদিন– ৩ জুন ২০১১

বিবিসির এক সংবাদে শুনছিলাম ভারতের সবচে বড় পতিতালয়ের কিছু পতিতা মেয়ের দুঃখ-কষ্টের কথা। সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এক মেয়ে বললো– 'আমার বাড়ি বাংলাদেশে। আমি কলেজের ছাত্রী ছিলাম। একদিন আমরা পাঁচ/ছয়জন বান্ধবী কক্সবাজার ঘুরতে এসেছিলাম। সঙ্গে ছিলো আমাদের প্রেমিক। প্রেমিকরা আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করলো। পতিতালয়ে আমাদের বিক্রি করে দিলো। এরপর আমরা ছাত্রী থেকে বেশ্যা হয়ে গেলাম, পতিতা হয়ে গেলাম। আমাদের জীবন ধ্বংস হয়ে গেলো। এখান থেকে পালাতে চাই কিন্তু পারিনা। এখানে যে সব মেয়ে আছে, তাদের অধিকাংশই প্রেমের ফাঁদে পড়ে কিংবা প্রতারণার শিকার হয়ে এসেছে।

প্রেম বাণিজ্য

বর্তমান সমাজটা যতোই আধুনিক হচ্ছে, মানুষ যতোই শিল্পকলা ও প্রযুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে, ততোই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ সময়কার অবস্থা

সত্যিই নাজুক; কিন্তু আমাদের সমাজপতিদের এ বিষয়ে কোন কিছু সঠিকভাবে ভাবার ও পদক্ষেপ নেওয়ার যেন সুযোগই নেই। কেউ কেউ ভাবেন, শংকিত হন; কিন্তু তাদের সেই ভাবনাগুলোর সঠিক প্রয়োগস্থল নেই। আর বেশিরভাগ সমাজপতি ও তথাকথিত বিবেকবান এই সমাজ ও বর্তমান প্রজন্ম নিয়ে ভাবার ফুরসত পাচ্ছেন না। তারা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। তাদের চোখের সামনে তরুণ প্রজন্ম ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কলুষিত হচ্ছে সমাজ, অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে জাতি।

বর্তমান মোবাইল, প্রেম প্রতারণা, পরকীয়া ধর্ষণ, খুন-গুম ইত্যাদি জঘন্য নীতিহীনতাগুলোই আমাদের সমাজনাট্যে বারবার দৃশ্যায়িত হচ্ছে। ছেলেরা যেমনিভাবে মেয়েদেরকে প্রেমের নামে প্রতারিত করছে। ঠিক তেমনিভাবে মেয়েরাও ছেলেদেরকে প্রতারিত করছে। দৈনিক আমার দেশ : ৭ আগস্ট ২০১০-এ প্রকাশিত হয়েছে।

মিষ্টি কথায় প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে ছেলেদের আকৃষ্ট করেন নিগার সুলতানা প্রেমা নামক এ প্রেমিকা। ভালোবাসা, মন দেওয়া-নেওয়া পর্ব শেষ হওয়ার পর চলে যান লং ড্রাইভে। এখানে তিনি প্রেমিককে করেন অপহরণ। প্রস্তাব দেন বিয়ের। কথিত বিয়ের দেনমোহরের নামে আদায় করেন দেড় লাখ থেকে দুই লাখ টাকা। নিগার সুলতানার অবশ্য নিজেরই গাড়ি রয়েছে। আর প্রেমিক প্রবরকে তিনি তার গাড়িতেই উঠতে বাধ্য করেন। এ বাণিজ্যে আপন দুলাভাই শওকত নেপথ্যে কলকাঠি নাড়েন। এ কাজে ১০/১২ জনের সিন্ডিকেট রয়েছে তার। শোনা যায় নিগার সুলতানার ভ্যানিটি ব্যাগে সব সময় থাকে ফাইভ স্টার পিস্তল। প্রয়োজন হলে তিনি তা ব্যবহারের ভয় দেখান। তার মূল টার্গেট প্রেমের নামে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি ছেলেদের চাহিদা মিটিয়ে দেন বলে অধিকাংশ যুবকের টাকা না দিয়ে কোনও উপায় থাকে না। পাত্র বড়লোক পরিবারের হলে, নিগার সুলতানা কিছু দৃশ্য ভিডিও রেকর্ডিং করে রাখেন। পরে যুবকটিকে ব্লাকমেইল করার জন্য তিনি এই ভিডিও ব্যবহার করেন। নিগার সুলতানা প্রেমাকে পুলিশ এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি। অভিযোগ রয়েছে, পুলিশ প্রশাসনের লোকজনকে ম্যানেজ করে চালিয়ে যাচ্ছেন তার বাণিজ্য। তার বিরুদ্ধে একাধিক প্রতারণা মামলা রয়েছে মিরপুর ও পল্লবী থানায়।

জিন-পরীর সাথে মানুষের প্রেম

মানুষের মধ্যে যেমন প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং তাদের কামোত্তেজনা আছে। তেমনি জিন-পরীদের মধ্যেও প্রেম ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তাদেরও

কামোত্তেজনা রয়েছে। মানুষের মধ্যে যেমন বিয়ে শাদী ও বংশধারা রয়েছে। তাদের মধ্যে বিয়ে শাদী এবং বংশধারা রয়েছে। মানুষের মধ্যে যেমন যুবক-যুবতীরা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলে। জিন পরীদের মধ্যেও অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠে। জিনদের পারস্পরিক বিয়ে শাদীর বিষয়ে নিচের আয়াতগুলো এর প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۔

'তোমরা কি তাকে এবং তার বংশধরদের আমার বদলে তোমাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ ওরা তো তোমাদের দুশমন– (কাহাফ : ৫০)

উল্লেখিত আয়াত প্রমাণ করে যে, জিন শয়তানরা বংশধর পাওয়ার জন্য পরস্পর বিয়ে শাদী করে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَآنٌّ ۔

"তথায় থাকবে আনত নয়না রমণীগণ, কোন মানুষ কিংবা কোন জ্বিন যাদের ব্যবহার করেনি।[৬৪]

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, জ্বিনরা যৌনমিলনও করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের তাফসীরে (বিখ্যাত মুফাস্‌সির তাবিঈ) হযরত কাতাদাহ (রহ.) বলেছেন, জ্বিনদের বংশধারা সেভাবেই চালু আছে, যেভাবে মানুষের। তবে জ্বিনদের জন্মহার অনেক বেশি।

জ্বিনের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে জ্বিনের বিয়ে সম্ভব। এর সম্ভবনাও সঠিক। ইমাম সাআলাবী (রহ.) বলেছেন ঃ মানুষের ধারণা, বিয়ে এবং গর্ভ হওয়া জ্বিন ও মানুষ উভয়ের মধ্যে ঘটতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন–

وَ شَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَ عِدْهُمْ ۔

"তুই মানুষদের অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে।[৬৫]

হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন : কোন মানুষ আপন স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলন শুরু করার সময় 'বিসমিল্লাহ' না বললে জ্বিন তার যৌনাঙ্গের ছিদ্রপথে জড়িয়ে যায় এবং সঙ্গমরত পুরুষের সাথে সেও যৌনসঙ্গমে শরীক হয়।

---

[৬৪] সূরা আর রাহমান–৫৬

[৬৫] বনী ইসরাঈল–৬৪

আল্লামা সাআলাবী (রহ.) বলেছেন : মানুষ ও জ্বিনের যৌথ মিলনজাত বাচ্চাকে বলা হয় "খুন্নাস"।[৬৬]

আবুল মাআলী ইবনুল মানজা হামবালী (রহ.) বলেছেন : যদি কোন নারী বলে যে, তার নিকট জ্বিন আসে যেমন স্বামী আসে তার স্ত্রীর কাছে, তবে তার পক্ষে গোসল করা আবশ্যিক হয় না। কোন কোন হানাফী আলেমও এরকম বলেন, কেননা এক্ষেত্রে গোসল আবশ্যিক হওয়ার শর্ত অনুপস্থিত। আর তা হল লিঙ্গ প্রবেশ ও বীর্যস্খলন।

আল্লামা বদরুদ্দীন শিবলী (রহ.) বলেছেন কথাটা আপত্তিকর। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারীর প্রতি গোসল জরুরী হওয়া উচিত। কেননা 'লিঙ্গ প্রবেশ' না ঘটলে উক্ত নারী জানতে পারত না যে, জ্বিন তার সাথে স্বামীর মতো সহবাস করেছে। শারহুল হিদায়া, আবুল মা'আলী ইবনুল মানজা হাম্বলী (রহ.)।

কথিত আছে ঃ বিলকীসের মা-বাবার মধ্যে একজন ছিল জ্বিন। ইবনুল কালবী বলেছেন, বিলকীসের পিতা জ্বিনদের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। যার নাম ছিল রেহানা বিনতে সুকুন। এরই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়।

হযরত মুজাহিদ (রহ.) যুবাইর বিন মুহাম্মদ (রহ.) জুরাইজ (রহ.) উসমান বিন হাযির (রহ.) প্রমুখ বলেন বিলকীসের মা ছিল জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত।[৬৭]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেছেন ঃ মানুষের উপর জ্বিনেরা বিভিন্ন কারণে হামলা করে থাকে এর মধ্যে বেশির ভাগ সময় কামোত্তেজনা ও প্রেম-ভালোবাসার কারণে হয়ে থাকে। কখনো শত্রুতা বা বদলা নেবার জন্যও মানুষের উপর আক্রমণ করে। এক্ষেত্রে জিনদের নিকট মানুষের দোষ হল জ্বিনের গায়ে পেশাব করা, গায়ে পানি ফেলা কিংবা মেরে ফেলা, যদিও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মানুষ জেনে শুনে জ্বিনকে কষ্ট দেয় না। আবার কখনো কখনো শুধু খেল-তামাশা ও কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যেও দুষ্ট জ্বিনেরা মানুষকে ধরে। প্রেম-ভালোবাসা ও যৌন উত্তেজনার জন্য যখন মানুষকে ধরে, তখন জ্বিনেরা কথা বলে তখন এর কারণ জানা যায়; কিন্তু প্রতিশোধ নেবার ক্ষেত্রে, মানুষ খুব কমই জেনে থাকে।

কোন পুরুষ মানুষ যেমন কোন নারীর প্রেমে পড়ে, উদ্দেশ্য তাকে বিয়ে করা কিংবা যৌন বাসনা পূরণ করা। অথবা কোন মেয়ে মানুষ যেমন কোন পুরুষের প্রেমে পড়ে। উদ্দেশ্য তাকে বিয়ে করা কিংবা যৌন বাসনা পূরণ করা। ঠিক তেমনিভাবে জ্বিনও মানুষের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করার জন্য কিংবা তার

---

[৬৬] কিফাতুল লুগাহ, আস্-সাআলাবী

[৬৭] ইবনে আবী শাঈবা, ইবনে আবী হাতিম, হাকীম, তিরমিযী নাওয়াদিরুল উসূল ইত্যাদি

সাথে যৌন বাসনা পূরণ করার জন্য। এক্ষেত্রে পুরুষ জ্বিন প্রেমে পড়ে মানুষ নারীর উপর। আর নারী জ্বিন অর্থাৎ পরীরা প্রেমে পড়ে পুরুষ মানুষের উপর।

হযরত কাতাদাহ (রহ.) হযরত হাসান বাসরী (রহ.) হযরত উকবাহ আররূমী (রহ.) বলেছেন। জ্বিনের সাথে মানুষের বিবাহ মাকরূহ।

হযরত হারব বলেছেন : আমি হযরত ইসহাক বিন রাহূইয়াহ (রহ.) কে জিজ্ঞেস করছি। এক ব্যক্তি সামদ্রিক সফর করছিল। সফরকালে তার জাহাজ ভেঙ্গে যায় এবং ঘটনাক্রমে সে এক জ্বিন নারীকে বিবাহ করে– এ বিষয়ে আপনার মতামত কি? তিনি বলেন, 'জ্বিনকে বিয়ে করা মাকরূহ।

কাযীউল কুয্যাহ শারফুদ্দীন বারিযী হানাফী রহ. বলেন সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যদি কোন মানুষ জ্বিন নারীকে বিয়ে করার সঙ্কল্প করে। তবে কাজটি তার জন্য বৈধ হবে না নিষিদ্ধ হবে? কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

"এবং তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে– তিনি তোমাদের শান্তির জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন।[৬৮]

অতঃপর শারফুদ্দীন বারিযী হানাফী (রহ.) সৌজন্যস্বরূপ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকেই সৃষ্টির করেছেন, যাতে মানুষ শান্তি পায়। সুতরাং আমরা যদি জ্বিন-মানুষের বিয়েকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিই, যেমনটি ইবনে ইউনুসের বরাত দিয়ে 'শারহুল ওয়াজাইয' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিবে। যেমন :

(১) মানুষ স্বামীর, স্ত্রী জ্বিনকে কিংবা মানুষ স্ত্রীর, পুরুষ জ্বিনকে বাড়িতে থাকতে অভ্যস্ত করে তোলা যাবে কি না?

(২) মানুষ স্বামীর পক্ষে আকৃতি বদলাতে সক্ষম এমন জ্বিন স্ত্রীকে মানুষের আকৃতি ছাড়া অন্য আকৃতি অবলম্বনে বাধা দেওয়া কি বৈধ হবে? কেননা বাধা দিলে স্ত্রীর অধিকার নষ্ট হবে এবং বাধা না দিলে স্বামীর মনে ঘৃণা জন্মাবে।

(৩) বিয়ে শুদ্ধ হবার শর্তাবলীর মধ্যে অলী বা অভিভাবকের অনুমতি সম্পর্কে এবং বিয়ে অশুদ্ধ হবার বিষয়াবলী থেকে মুক্ত হবার ক্ষেত্রে জ্বিন মহিলার প্রতি আস্থা রাখা যেতে পারে কিনা?

(৪) মানুষের সাথে বিয়ে শুদ্ধ হবার বিষয়ে জ্বিনদের কাযীর অনুমোদন আছে কি-না?

---

[৬৮] আর রূম,–২১

(৫) মানুষ যদি তার জ্বিন স্ত্রীকে অপছন্দনীয় আকৃতিতে বা অন্য কোন রূপে দেখে এবং সেই স্ত্রী দাবি করে যে সে তারই স্ত্রী– তাহলে তখন সেই মহিলার কথা বিশ্বাস করা এবং তার সাথে যৌন মিলন করা বৈধ হবে কিনা?

(৬) মানুষ স্বামীর ঘাড়ে এই দায়িত্ব কি চাপবে যে, তাকে তার জ্বিন স্ত্রীর খোরাক, যেমন হাড় প্রভৃতি সম্ভব হোক বা না হোক যোগাড় করে দিতে হবে?

(৭) আরো কিছু সমস্যা রয়েছে– যেমন সন্তান হলে এটাকে জ্বিন জাতি থেকে ধরা হবে? নাকি মানুষ জাতি থেকে ধরা হবে? আরো বহু সমস্যা ইমাম আ'মাশ (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, বাজীলাহ গোত্রের এক বৃদ্ধ আমাদের বলেছেন যে, এক যুবক জ্বিন আমাদের এক মেয়ের প্রেমে পড়ে। তারপর সে আমাদের নিকট মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং বলে, 'আমি বিয়ে না করে ওর সাথে যৌন মিলন করবো না। বিয়ে না করে ওর সাথে অবৈধ যৌনক্রিয়া অপছন্দ করি'। বাজীলা গোত্রের ঐ বৃদ্ধ বলেন– আমরা ঐ যুবক জ্বিনের কাকুতি মিনতির কারণে তার সাথে আমাদের মেয়েটির বিয়ে দেই। সে আমাদের সামনে আসত। আমাদের সাথে কথা বলত। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি 'তোমরা কি? সে বলে 'আমরা আপনার মতই উম্মত। আমাদের মধ্যেও আপনাদের মত বংশ-গোত্র রয়েছে। বৃদ্ধ বলেন ঐ জ্বিন যুবককে প্রশ্ন করলাম 'আচ্ছা তোমাদের জ্বিনদের মধ্যেও কি ফিরকা আছে? সে বলে, হ্যাঁ আমাদের মধ্যে মানুষদের মতো আকীদা-বিশ্বাস ও ফিরকা রয়েছে। যেমন মুসলমান, অমুসলমান, শিয়া, সুন্নী, কাদরিয়া, মারজিয়া, খারেজি রাফেজি প্রভৃতি সব রকমের ফিরকা রয়েছে। আমরা তাকে প্রশ্ন করি– তুমি কোন ফিরকার সাথে সম্পর্ক রাখো? সে বলে আমি মারজিয়া ফিরকার অন্তর্ভুক্ত।[৬৯]

ইমাম আ'মাশ (রহ.) আরো বলেন– আমি এক জ্বিনের বিয়েতে 'কুই' নামক এক স্থানে উপস্থিত ছিলাম। বিয়েটি ছিল জ্বিনের সাথে এক মানুষের। জ্বিনদের জিজ্ঞেস করা হল' কোন খাদ্য তোমাদের বেশি পছন্দনীয়? ওরা বলল, ভাত।

তো লোকেরা জ্বিনদের কাছে ভাতের খাঞ্চা আনতে থাকছিল আর ভাত শেষ হতে থাকছিল; কিন্তু খানে ওয়ালাদের হাত দেখা যাচ্ছিল না।[৭০]

---

[৬৯] ইত্তিবাউস সুনান-অল-আসীর, ইমাম দারিমী

[৭০] হাওয়াতিফুল জান-ইমাম আবু বকর খরায়িত্বী

আকামুল মারজানের গ্রন্থকার আল্লামা বদরুদ্দীন শিবলী (রহ.) বর্ণনা করেছেন : কাযী হিসামুদ্দীন রাযী (রহ.) আপন পরিবার পরিজনবর্গকে প্রাচ্য থেকে নিয়ে আসার জন্য তার ছেলে কাযী জালালুদ্দীন আহমদকে সফরে পাঠান। কাযী জালালুদ্দীন বলেন ঃ আমি 'বীরাহ' নামক এলাকা পার হলাম, তো বৃষ্টি আমাদেরকে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। আমি এক যাত্রী দলের সাথে ছিলাম। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখি, কেউ আমাদের জাগাচ্ছে। জেগে উঠে দেখলাম, আমার নিকট মাঝারি উচ্চতার এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ ছিল একটা লম্বালম্বি ফাটলের মত, যা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম! সে বলল, 'তুমি ভয় পেওনা, আমি তোমার সাথে আমার চাঁদের মতো মেয়েকে বিয়ে দিতে এসেছি। আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'আল্লাহ ভালো করুন। 'তারপর দেখলাম কিছু মানুষ আমার দিকে আসছে। তাদের আকৃতিও ওই মহিলার মতো। তাদের সাথে এক কাযীও ছিল এবং ছিল সাক্ষীও সুতরাং কাযী বিয়ে পয়গাম দিল এবং বিয়ে পড়িয়ে দিল, যা আমি বাধ্য হয়ে কবুল করলাম। এরপর ওরা চলে গেল এবং সেই মহিলা ফের আমার কাছে এল। এবার তার সাথে এক সুন্দরী মেয়েও ছিল। তার চোখও ছিল তার মায়ের মতো। মেয়েটির মা মেয়েটিকে আমার কাছে রেখে চলে গেল।

ফলে আমার ভয়-ভীতি আর আশঙ্কা আরো বেড়ে গেল। আমি আমার সঙ্গীদের জাগানোর উদ্দেশ্যে কাঁকর ছুঁড়ে মারতে লাগলাম; কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ জাগ্রত হল না। তখন অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর দরবারে দু'আ-প্রার্থনা করতে লাগলাম। পরে ওখান থেকে বেড়িয়ে পড়ার সময় এল। আমরা রওয়ানা দিলাম; কিন্তু সে মেয়েটি আমাকে ছাড়ছিল না সেও সঙ্গে রইল।

এই অবস্থায় তিন দিন কেটে গেল। চারদিনের মাথায় সেই আগের মহিলাটি এল এবং বলল, সম্ভবত এই মেয়েকে তোমার পছন্দ হয়নি। মনে হয়, তুমি এর থেকে বিচ্ছেদ চাইছ।' আমি বললাম হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! সে বলল, তবে একে তালাক দিয়ে দাও। আমি তাকে তালাক দিলে সে চলে গেল। পরে আমি তাকে কখনো দেখিনি। এই ঘটনা সম্পর্কে কাযী শিহাব বিন ফাযলুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয় যে, কাযী জালালুদ্দিন আহমাদ কি ঐ জ্বিন স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছিলেন? 'উনি বলেন, না।[৭১]

ঢাকা লালবাগ এলাকায় অবস্থিত এক মহিলা মাদরাসার ছাত্রী হাজেরার প্রেমে এক যুবক জ্বিন পাগল পারা হয়ে গিয়েছিল। যুবক জ্বিনটি ছিল এক বাদশার

---

[৭১] আকামুল মারজান পৃষ্ঠা ৬ লাক্বতুল মারজানি ফী আহকামিল জ্বান্ন পৃ: ৬০

ছেলে। হাজেরাকে একদিন সে বাড়ি থেকে থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল জ্বিনদের দেশে। হাজেরা যা যা পছন্দ করতো সবকিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছিল সেই যুবক জ্বিন প্রেমিকটি। তাকে তিন দিন পর্যন্ত আটকে রেখেছিল বিয়েতে রাজি করানোর জন্য এবং সে বিভিন্ন ধরনের খাবারের আয়োজনও করেছিল; কিন্তু কোন খাবার সে খায়নি এবং বিয়ে বসতেও রাজি হয়নি। বাদশা তার জ্বিন ছেলেকে খুব করে শাসিয়েছে যেন হাজেরাকে যেখান থেকে এনেছে সেখানে দিয়ে আসে এবং বাদশা বলেছেন, জোর করে কেন তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও। এটাতো তোমার জন্য একেবারে ঠিক নয়। তাছাড়া আমার মান সম্মানেরও তো একটা প্রশ্ন আছে। তুমি যদি তাকে দিয়ে না এসো তাহলে তোমাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে এবং দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। অতঃপর সেই প্রেমিক যুবক জ্বিনটি তাকে বাড়িতে এনে রেখে যায়। পরে হাজেরা তার সহপাঠীদের নিকট এ ঘটনাটি বিস্তারিত বলে। সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হলো।

আমার এক সহপাঠী ওমর ফারুক। কুমিল্লা দেবীদ্বার থানায় ওদের বাড়ী। তখন আমরা মাদরাসায় ৩য় শ্রেণীতে পড়ি। সে তার নিজ বোনের ঘটনা বর্ণনা করল। তার বোনকে এক নেককার জ্বিন ভালোবাসতো এবং তার প্রেমে পড়েগিয়েছিল। সে কুরআন পড়াও জানতো। যুবক জ্বিনটি তার বোনের প্রেমে এমন মাতোয়ারা হয়ে গেল যে, তাকে না দেখে এক মুহূর্তও ভালো লাগতো না। প্রতিদিন সে তাকে দেখতে আসতো। তার বোন কুরআন পড়া জানতো না। যুবক জ্বিনটি একেবারে কায়দা থেকে শুরু করে ছহীহ শুদ্ধ করে কুরআন তেলাওয়াত পর্যন্ত শিখিয়েছে। যেহেতু তাকে বিবাহ করবে, সে আশায় তাকে আরো অনেক জ্ঞান-বুদ্ধি শিখিয়েছে। প্রেমিক জ্বিনটি তাদের বাড়ী আসতো একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কামরায় এবং তাকে আওয়াজ দিয়ে। মেয়েটি অজু করে পড়তে বসতো। মেয়েটিকে যখন পড়াতো পাশের রুম থেকে পড়ার আওয়াজ সবাই শুনতে পেত; কিন্তু যুবক জ্বিনটিকে কেউ দেখতে পেত না। কুরআন শরীফ শিখানোর পর যখন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। তখন সে মা-বাবার সাথে পরামর্শ করে বলবে বলে উঠে এলো। পরে মা-বাবাকে যখন বিয়ের প্রস্তাবের কথা বললো। তখন মা-বাবা আলেম-ওলামাদের নিকট বিয়ে বৈধ কিনা এ ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে, আলেম ওলামাগণ জ্বিন জাতির সাথে মানুষ জাতির বিবাহ বৈধ নয় বলে ফতোয়া দিলেন। তখন মেয়েটি পরবর্তী সাক্ষাতে ফতোয়াটি ব্যক্ত করার পর। নেককার প্রেমিক যুবক জ্বিনটি নিজ দেশে চলে গেল। তাকে কখনো ক্ষতি করেনি। তার সাথে কখনো মন্দ কাজের চিন্তাও করেনি। মূলত সেই যুবক

জ্বিনের মাসআলা জানা ছিল না যে, জ্বিন জাতির সাথে মানুষ জাতির বিবাহ যে জায়েয নেই। যখন জানতে পারল তখন সে এচিন্তা থেকে ফিরে এলো। ইচ্ছা করলে প্রেমিক জ্বিনটি তার ইজ্জত নষ্ট করতে পারত, জাগ্রত বা ঘুমন্ত যে কোন অবস্থায়; কিন্তু সে তা করেনি। সে যে মেয়েটিকে কুরআন পড়া শিখিয়েছে তার জন্য সে আজীবন সাওয়ার পেতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রেমিক জ্বিনকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। কারণ সে তার প্রেমের মর্যাদা রেখেছে।

জ্বিন-পরীর সাথে মানুষের বিবাহের বিধান

আমি "পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ও বিবাহশাদী" গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে এতটুকুই উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করছি যে, জ্বিন-পরীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কিনা এ সম্পর্কে পরিষ্কার কোন হাদীস পাওয়া যায়নি। তবে ফিকাহবিদদের মাঝে মত বিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বৈধ বলেছেন, কেউ কেউ ভিন্ন জাতি হওয়ায় হারাম বলেছেন, যেহেতু ওরা মানুষের কুফু হতে পারেনা।

তাছাড়া এদের সাথে যৌন মিলনের দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্যহানী ঘটার খবরও ইতিহাসে আছে। কেননা ওরা আগুন জাতীয় পদার্থ দ্বারা তৈরি। আর মানুষ মাটি জাতীয় পদার্থ থেকে। যে কারণে মানুষের শরীর শুকিয়ে যায়। সুতরাং সতর্কতার দাবী এটাই যে, এ ধরনের বিবাহ পরিহার করা। কারণ কোন কিছু বৈধ হলেই সেটা করা জরুরী নয়।[৭২]

প্রেমের কারসাজি

মানুষ চলতে ফিরতে কথা বলতে হঠাৎ কারো সৌন্দর্য, বা কথা, বাচনভঙ্গী, বুদ্ধিমত্তা দেখে আকর্ষণবোধ করে। আর সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে প্রেমে পড়ে থাকে। এক ধরনের হরমোন বার্তা বেজে উঠলেই আকর্ষণবোধ হয়। ছেলেটি বা মেয়েটি যাকে ভালোবাসলো হয়তো সে জানে না তার আচার ব্যবহার সম্পর্কে, তার পরিসর সমাজ সম্পর্কেও তেমন কোন ধারণা নেই; কিন্তু সে তাকেই মন প্রাণ দিয়ে বসেছে। এখন ঐ মেয়েকে কিংবা ঐ ছেলেকে কিভাবে আপন করে পাবে সে চিন্তায় সে থাকে অস্থির। তাকে আপন করে পাওয়া বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। এখানে প্রেমিকের কারো হেল্প নিয়ে ঐ মেয়ের লেবেল

---

[৭২] তাফসীরে মারেফুল কুরআন, ছোট সৌদি মুদ্রণ ৯৯৩-৯৯৮

অনুসারে চলতে হবে? গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে? নাটকীয় চাল প্রয়োগ করতে হবে এবং কিভাবে ঐ মেয়েটির সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিতে হবে এ চিন্তায় প্রেমিক থাকে অস্থির। চতুর প্রেমিক প্রথম দিনই প্রেমের কথা বলতে যায় না। পরিচয় হবার পর থেকে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে সু-সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। কৌশলে কথা, তার সঙ্গে মেশা, সময় ব্যয় ও অর্থ ব্যয় করতে থাকে। নিজেকে স্মার্ট হিসেবে প্রদর্শন করার চেষ্টা করে। নানা অজুহাতে তার সঙ্গে সুন্দর সুন্দর কথা বলতে থাকে। কথাগুলো হয় বিনয়ীভাবে। কোনভাবেই বুঝতে দেয় না যে, সে তাকে ভালোবাসে। যখন সময় হয়েছে বুঝতে পারে তখনই প্রস্তাব দেয়।

কোন অনুষ্ঠানে বা কোন অডিশনে যদি কোন একটি মেয়েকে তার পছন্দ হয়ে যায়, আর সে তার সঙ্গে প্রেম করতে চায়, তখন সে নিজে সেধে কথা বলতে থাকে। কথার কৌশলে তার পরিবার সমাজ সম্পর্কে জেনে নেয়। কথায় রস দিয়ে আকৃষ্ট করে নেয় ঐ মেয়েকে। অল্প সময়ে অল্প কথায় এবং আচরণে তার সামনে বিশ্বাসী ছেলে হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। তারপর সে কথা বলার চান্স খোঁজে, মনে মনে ভয়ও পায়, নার্ভাস ফিল করে, তারপর ঠাণ্ডা মাথায় শুরু করে এই তুমি তাছলিমা না? বা ইউকিউসমি তুমি তো তাছলিমা তাই না? বা এই তাছলিমা কেমন আছ? অথবা এই তুমি তো হাসান আংকেলের ভাগ্নি তাই না? এই তুমি তো ইডেন কলেজে পড় তাই না? অথবা সেই চতুর প্রেমিক কারো নিকট থেকে ঐ মেয়েটির নাম পরিচয় এবং সে কি করে তা জেনে নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। কথার মধ্যে প্রসঙ্গ পাল্টায়, রসিকতা করে।

মেয়েটি যখন হাসিমুখে না হয় বিরক্তিচিহ্ন একে বলল জি না। তখন ছেলেটি আবার বলে ও সরি আমার এক ভাগ্নির এক বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার নাম তাছলিমা আমি সেই মেয়ে ভেবেছি। আপনি বিশ্বাস করুন সে মেয়েটি হুবহু আপনার মত। থাক, তো আপনি কি করেন? মেয়েটি কি ধরনের উত্তর দিল তার উপর নির্ভর করে কথা বাড়িয়ে যাওয়া, চালিয়ে যায় অনুষ্ঠানের কথা, খাওয়া-দাওয়ার কথাসহ বিভিন্ন সাইড তুলে ধরে কথা বলা। আর কৌশলে তার প্রশংসা করা।

বর্তমানে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই প্রেমের ক্ষেত্রে প্রথমে সরাসরি প্রেম বা ভালোবাসা ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার না করে বন্ধুত্ব শব্দ ব্যবহার করে। বন্ধুত্বের নামে সম্পর্ক গড়ে তুলে। চতুর প্রেমিকেরা বুঝতেই দেয়না যে সে তাকে গভীর ভাবে ভালোবাসে। তাকে একান্তে পেতে চায় বরং বন্ধু বন্ধু এসব শব্দগুলো মুখে বারবার আউড়াতে থাকে। প্রেমিক যদি লুচ্চা, বদমাইশ বা

বখাটেও হয় তবু তা ঘুনাক্ষরেও প্রকাশ করে না। বরং সে নির্জনে নির্বেদনে উৎফুল্ল পরিবেশে নিজের কথা ধীর মস্তিষ্কে সুন্দর এবং স্পষ্ট ভাষায় হৃদয়ে দোলা লাগে বা মনের গভীরে পৌঁছায় এমন ধরনের রোমান্টিক কথা ব্যক্ত করে। তার কথা বচনভঙ্গি স্মার্টনেস সহ সব কিছুতেই যেন প্রিয় মানুষটিকে আকৃষ্ট করে এমন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে।

প্রয়োজনে চোখের জল নির্গত করে, রক্ত দিয়ে চিঠি লেখে, যদিও তা মুরগীর রক্ত হয়। আবার বিনয়ী কথার যাদুতে আটকায় এবং মোবাইলে ফ্লাক্সিতে কিংবা বিকাশে টাকা পাঠিয়ে কিংবা বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে তার মনকে আকৃষ্ট করে নেয়। কেউ কেউ নিজের কোলে ঝোলটানা কথাগুলো একেবারে সোজাসুজি না বলে একটু ঘুরিয়ে বলে। নিজের মনের কথাগুলো অন্য কারো মন্তব্য হিসেবে চালিয়ে দেয়– যেমন ছেলেটি মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বলে– আমার এক ভাবী কয়েকদিন আগে তোমাকে দেখে বলছিল তোমার মত একজন মেয়েকে তাদের দেবর বউ বানাবে। তোমাকে তার এতো পছন্দ হয়েছে যে, বারবার তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তোমার মত সুন্দরী তার চোখে নাকি আর পড়েনি। যে কারণে বার বার তোমার খোঁজ নিতে বলে। কথা বলতে বলে, এজন্যই তোমাকে ডিস্টার্ব করে থাকি। কি করবো বলো, তুমি যদি এতো সুন্দর এবং স্মার্ট না হতে তবে তো আর কারও নজরে পড়তে হতো না। আর আমিও জ্বালাতন করতে আসতাম না। ভাবী বলেছে তোমাকে ভালোবেসে ঘরের বউ বানাতে তাই তো ভালোবেসে ফেলেছি। এরকম ধরনের কথা কিংবা এর চেয়ে সুন্দর যুযোপযোগী কথা বলে বলে মেয়েটির হৃদয়টিকে তার কব্জায় নিয়ে নেয়।

তবে প্রেম করার জন্য এ যুগে কারো হেল্প না নিলেও চলে। কারণ বিজ্ঞান মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা সহজ করে দিয়েছে।

কোন কোন প্রেমিক যার ঘরে ঠিকমত খানাও জুটেনা সেও কোটিপতির সুদর্শন স্মার্ট মেয়েকে কথার যাদুতে বশ করে ফেলে। কারণ চতুর ছেলেরা সুযোগ বুঝে, সাহস করে সুন্দর ভাষায় পরীক্ষামূলক প্রস্তাব দিয়ে দেখে পরিশেষে কী হয়? সে ভাবে প্রেমে পড়েও যেতে পারে। প্রেম তো আর অর্থ ক্ষমতা যোগ্যতা দেখে হয় না। প্রেম হয় অনুভূতির কারণে। যদি মেয়েটির হৃদয়ের অনুভূতিগুলো একবার জাগরিত হয়ে যায় তবে তো আর কথাই নেই কারণ প্রবাদ রয়েছে–

ক্ষুধা মানেনা পান্তা ভাত

প্রেম মানেনা জাত বে-জাত।

তখন সে তার কোন একটি গুণ বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করে এবং সময় ব্যয় ও ধৈর্য্য ধারণ করে। অতঃপর দেখা যায় মেয়েটি ঐ হাবাগোবা ছেলেটির প্রেমে পড়ে গেছে। তখন সে খেয়াল রাখে মেয়েটি কোন দিকে বেশি ইন্টারেস্ট এবং আগ্রহী? কোন কাজ করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে? তা জেনে নিয়ে সে কাজের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যায়, পারুক আর না পারুক হাত বাড়ায়। সরল প্রকৃতির ছেলে হিসেবে প্রকাশ করে। বোকা এবং সরল ছেলেদের এক শ্রেণীর মেয়ে আছে, যাকে তারা খুব পছন্দ করে। ছেলেটি রোমান্টিক কথা বলে, মনের দরজায় নাড়া দেয়, কথার কৌশলে প্রশংসা করে। মনের সুখই প্রকৃত সুখ এসব বুঝাতে থাকে। সে জানে অর্থশালীদের কখনো অর্থ দিয়ে কব্জা করা যায় না। তাই সে তাদেরকে আয়ত্ত্বে আনতে অর্থের পাশাপাশি নীতি, আদর্শবান, সৎ চরিত্রবান হিসেবে নিজেকে জাহির করতে থাকে। সে বুঝাতে চায় অর্থশালী মানুষ খুবই অহংকারী হয়, খারাপ হয়। বিভিন্ন রাজা জমিদারদের উদাহরণ দিয়ে সে এসব বলতে থাকে। আর বলতে থাকে যে, অর্থ দিয়ে মানুষকে বিচার করতে হয় না। বিচার করতে হয় তার আদর্শ ও মানবতার মূল্যায়ণে। এসব কথা শুনে যখন মেয়েটি কাবু হয়ে যায়, তখন প্রেম সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে এবং চিন্তা করে, আমি হলাম গরীব। এত বড় ধনী লোকের মেয়েকে প্রকাশ্য বিয়ে করা আমার জন্য কখনো সম্ভব নয় বরং বিয়ের প্রস্তাব দিতে গেলে মেয়ের বাপ-ভাইয়ের কিল ঘুষিও জুতা পেটা খেয়ে নিজের মান ইজ্জত ও জান হারাতে হবে। তাই এখন কৌশলে মেয়েকে ভুলিয়ে বালিয়ে কাজি অফিসে নিয়ে গোপনে বিয়ের কাজটি সেরে নিই। পরে যা হবার হবে। বিয়ে হয়ে গেলে তো সে আমার হয়ে গেল। প্রকাশ হয়ে গেলে তার বাপ ভাই যদি জোর করে তালাক নিতে চায় তালাক দিয়ে দেব এতে তেমন ক্ষতি কি? কিছুকাল তো ভোগ করে দিলাম; কিন্তু পরে শুরু হয় মেয়েটির জীবনে নানা অঘটন। ভালো জায়গায় বিয়ে দেয়াও কষ্ট হয়ে যায়। আবার ধনীর মেয়ে যেখানে সেখানে বিয়ে দেয়াও ক্যারিয়ারে আঘাত লাগে। আগের বিয়ের কথা গোপন রেখে বিবাহ দিলে পরে ঐ স্বামীও তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে দ্বিধা করে না। আরো নানান ঝামেলায় পড়ে ভদ্র ঘরের সে মেয়েটি। এসব পরিণতির একমাত্র কারণ হল অবৈধ প্রেম। এই হলো প্রেমের কারসাজি।

ভালোবাসা মানে ভোগ করা নয় ত্যাগ করাও বটে

আমরা মানবজাতি ভালোবাসাকে টেনে এনে ভোগের পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছি। তাই ভালবেসে কাউকে কাছে না পেলে মনে হয় ব্যর্থ হয়ে গেছি। পৃথিবীতে

এমন অনেক মানুষ এসেছেন যারা শুধু নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা রেখে গিয়েছেন, ভালোবাসা পাননি। তবে গৌরবের সাথে বলা যায়, ভালোবাসা পাওয়ার চেয়ে ভালোবেসে ভালোবাসার মানুষটির ভাল চাওয়া কিন্তু এক ধরনের মহৎ অর্জন। ভালোবেসে ভালোবাসার মানুষটিকে কাছে পেলেন কিনা? বা যাকে ভালোবেসেছেন সে আপনাকে ভালোবাসে কিনা? তার চেয়ে বড় কথা আপনি সত্যি করে পবিত্র হৃদয়ে ভালবাসতে পেরেছেন কিনা? মানবসৃষ্টির স্তর থেকে এ পর্যন্ত কত মহাপুরষ, মহামনিষী ও সাধারণ মানুষেরা তার ভালোবাসার জন্য জীবন দিয়েছেন তা কয়জন হিসাব রাখে?

অনেকেই বলে ভালোবেসে ভালোবাসা না পাওয়ার মধ্যেও নাকি সুখ রয়েছে। তা কতটুকু সত্য যারা ভালোবেসে এই স্তরে এসেছেন তারাই ভাল বলতে পারবেন। তবে আপনি যদি সত্যিই কাউকে ভালোবেসে থাকেন? কারো জন্য সত্যিই যদি অনেক কিছু ত্যাগ করে থাকেন? ধরে নিলাম করেছেনই। তবে এই মহাজগতের মহাকালে কোন এক তিথিতে সে আপনাকে মনে করবেই। এখানেই তো আপনার স্বার্থকতা। কারণ, ভালোবাসা মানে শুধু ভোগ করা নয় ত্যাগ করাও বটে। ভালোবেসে ভালোবাসা না পাওয়া এটি অবশ্যই কষ্টের বিষয়; কিন্তু যাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন, তাকে আপন করে কাছে পাননি এতে দুঃখ করার তেমন কিছু নেই। কারণ পৃথিবীতে আপনিই প্রথম মানুষ নন যিনি ভালবেসে ঠকেছেন কিংবা ভালোবেসে ভালোবাসা পাননি। ভালোবাসা আত্মিক আধ্যাত্মিক একটি পবিত্র বিষয়। সুতরাং তাকে কাছে এনে মনের কোটায় বন্দী করাতেই কিন্তু সর্বসুখ ও সর্বধর্ম হয় না। তাকে মহাকালের বিশ্ব সভ্যতার মাঝে মুক্ত করে দেওয়াতেও কিন্তু সুখ রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔

"পক্ষান্তরে তোমাদের নিকট হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত: আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।[৭৩] জ্ঞানীদের শান্তনার জন্য উল্লিখিত আয়াতই যথেষ্ট।

[৭৩] বাকারা–২১৬

প্রেমের নামে টাইম পাস!

প্রেম-ভালোবাসার নামে কতভাবেই না ছেলে মেয়েরা বিসর্জন দিচ্ছে তাদের চরিত্র। এটা ভাবলে ভীষণ খারাপ লাগে। আরো খারাপ লাগে, যখন দেখি প্রেম ভালোবাসার এই সুন্দর সমাজের ভবিষ্যৎ দিন দিন নষ্টামির চরম সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে। আপনারা একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবেন যে, কলেজ লেবেলের শিক্ষার্থীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বুঝে না বুঝে প্রেমে জড়িয়ে যায়। মানুষের জীবনে প্রেম আসাটা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক; কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, তিন বা চার বছর ধরে প্রেম করার পরেও অবশেষে কেউ কাউকে বিয়ে করছে না। কলেজ পড়ুয়া বা সহপাঠীদের সাথে প্রেমের নিবিড় সম্পর্কে থাকলেও পরস্পর পরস্পকে বিয়ে করছে এমন সংখ্যা কিন্তু খুবই কম। অনেক ছেলেমেয়ে রয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে বলে, না! প্রেম করি না জাষ্ট টাইম পাস! এই টাইম পাসের রহস্য আমি আদৌ ভাল করে বুঝি না। জাষ্ট ইনজয় ও টাইম পাসের হাত থেকে যদি রক্ষা না পাওয়া যায় তাহলে উত্তম ও ভাল চরিত্রের বিষয়টি কি প্রশ্নবিদ্ধ হয় না? একটি মেয়ে একটি ছেলে কিংবা একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, আবেগ আপ্লুত হয়ে উত্তাল যৌবনের ভার সহ্য করতে না পেরে যে নোংরামির পথ বেছে নেয়, তাতে কি সমাজ ও পরিবারের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না? আমাদের সমাজের বহু মেয়েরা নিত্য প্রয়োজনীয় পোশাকের মত তাদের কথিত বয়ফ্রেন্ড পরিবর্তন করে, আদর্শ সভ্য সমাজের ব্যানারে জীবন যাপন করছে। ছেলেদের কথা তো আগেই বললাম। এক জরিপে দেখা গিয়েছে, ভালো ছেলেমেয়েরা বেশি প্রতারিত হয়। ভাল ছেলেমেয়েরা তো আর নষ্ট লোকদের মত ঢং করতে জানেনা। তারা মনে করে তার ভালোবাসা যেমন পবিত্র, তার প্রেমিক পুরুষ কিংবা প্রেমিক নারীটও বুঝি তাকে সত্যি করে ভালোবাসে। তার ভালোবাসা বুঝি পবিত্র। অথচ খারাপ ছেলে-মেয়েরা টাইম পাস করার জন্যই প্রেম করে। কিছু কিছু মেয়ে-ছেলেরা একাধিক মোবাইল ব্যবহার করে। একটা থাকে বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের জন্য। একটা আব্বু আম্মুর জন্য। আর একটি থাকে অমুক বন্ধুর জন্য। আরেকটি তমুক বন্ধুর জন্য এভাবে ৫-৬টি পর্যন্ত মোবাইল থাকে। একবার মাঠের কোণে বসে তিন বন্ধুর কথোপকথন শুনে মনে হল বুঝি বাংলা সিনেমা চলছে। কিরে স্কুলের সনিয়ার কি খবর? আগে দেখতাম তুই পিছু পড়তি না প্রেম তো বেশ চলছে তাই না?

নারে এক মেয়ে নিয়ে আর কতদিন টাইম পাস করা যায়। এক বছর হয়েই গেল এখন আর ভাল লাগে না।

কলেজের ডিপার্টমেন্টে নতুন এক মেয়ে বদলি হয়ে এসেছে দেখতে হেব্বি। কয়েক দিনেই তার সাথে খুব ভাব হয়ে গেল। মেয়েটি প্রেমে পড়ে গেছে।

তো সনিয়ার কি হবে? হবে আর কি? এখনও ফোন দেয়, সিম চেঞ্জ করে ফেলেছি।

সনিয়া কি দোষ করেছে? কি অপরাধ করেছে সে? তবে মনে রেখ! তুমি তাকে ঠকিয়েছো তাই ভেবো না তুমি অনেক চালাক ও বুদ্ধিমান আর মেয়েটি বোকা। সবাই এ কথাই বলবে যে, তুমি মেয়েটিকে ঠকিয়েছ। মেয়েটি তোমাকে খুব ভালবেসেছিল, তোমাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করেছিল, যার যোগ্য তুমি কখনো ছিলো না।

প্রিয় পাঠক! আমাদের সমাজের অনেক যুবকদের নিকট এখন এটি একটি সাধারণ ঘটনা মাত্র। এখন পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। জগৎ সংসার জুড়েই চলছে ভালোবাসার নামে নষ্টামি ও মিথ্যা অভিনয়। ফলে আমাদের সমাজ থেকে সততা, সরলতা, পবিত্র ভালোবাসা কেঁদে মরার মত অবস্থা।

ভালোবাসা ভাইরাস

ভালোবাসা একটি পবিত্র ও শক্তিশালী আত্মিকশক্তি হলেও আমাদের বর্তমান সমাজে বিশেষ করে ছাত্র সমাজে তা একটি আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ এখন যুবক-যুবতীরা যাকে ভালোবাসা মনে করে তাতো ভালোবাসা নয়ই বরং অশ্লীলতা ও চরম নষ্টামি। বিশেষ করে কলেজ পর্যায়ের ছেলেমেয়েদের মধ্য এই ভালোবাসা (!) ভাইরাসের ছড়াছড়ি দিন দিন বেড়েই চলেছে। মানুষ মাত্রই কৌতুহল প্রবণ। নিষিদ্ধ বিষয়ে মানুষের আগ্রহ সুপ্রাচীন। আজ থেকে প্রায় পনের, বিশ বছর আগে যুবক-যুবতীরা যে গোপন রহস্য জানতে পারতো না ভার্চুয়াল জগতে বিচরণের ফলে তা জানা মোটেও কোন কঠিন বিষয় নয়। মামা, বাবা, ভাই, কিংবা দুলাভাই বিদেশ থেকে দামী ভিডিও মোবাইল সেট পাঠিয়েছে। আর সে দোকানে গিয়ে সহজেই সংগ্রহ করছে তার মনের মতো ভিডিও। অনেক দোকানিরা টাকার বিনিময়ে বয়স ও মানসিকতা বিবেচনা না করেই বিক্রি করছে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভিডিও। বেশ আর ধরে কে? একজন ছাত্র পেয়েছে তো ব্লুটুথ ও ডাটা শেয়ারের মাধ্যমে সবার মোবাইলে তা ছড়াতে বেশি সময় লাগে না। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা পেয়ে গেল শিক্ষা অবস্থায় সর্বনাশা ভাইরাসের ঝুলি। এখন তো শুধু ফোটানের অপেক্ষা মাত্র। এখন অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে প্রাইমারী থেকেই বেশিরভাগ ছেলে-

মেয়েরা পেঁকে যায়। তাদের কলেজ জীবন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না। আর অষ্টম নবম ও দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই যারা পেঁকে যাওয়ার তারা পেঁকে যায়! এক সময় মা-বাবা তাদেরকে ফরমালিন দিয়েও রাখতে পারে না। হয় কাউকে নিয়ে পালিয়ে যায় নতুবা হয় চরিত্রভ্রষ্ট। এর জন্য কে দায়ী? প্রত্যেকটি শিশুই নিষ্পাপ ও অসীম সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহন করে। তাহলে তাদের এ ভুল ও অন্ধকার পথে পা বাড়ানোর জন্য কি শুধুমাত্র তারাই দায়ী? যাদের আমরা বখাটে বলি? না তারা সম্পূর্ণ দায়ী নয়। এই সর্বনাশা দুর্ঘটনার পেছনে দায়ী আমাদেরই পরিবেশ, সমাজ। অনেক টেলিভিশন চ্যানেলে আজকালকার সাধারণ সিনেমায়ও দেখা যায় আপত্তিকর চিত্র। দশম শ্রেণী থেকে এস,এস,সি পরীক্ষা দেওয়ার সময় পর্যন্ত ভালোবাসা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৪০% থেকে ৬০% এ উত্তীর্ণ হয়

এস.এস.সি পরীক্ষা দিয়ে প্রায় তিন মাস অবসর। তাই মামার বাড়ি, বোনের বাড়ি, খালার বাড়ি, ফুফুর বাড়ি, বন্ধুর বাড়ি ও বিভিন্ন আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ষোড়শী বয়সের আবেগের উত্তাল ঢেউ কাউকে কাউকে ডুবিয়ে দেয় সর্বনাশা সাগরের অতল গভীরে। আর এর সাথে সংযুক্ত হয় মোহ। যার পরিণতি হতাশা আর মোহকে নরকে যাওয়ার সরাসরি সদর দরজা ও রাস্তা বলা যায় নির্দ্বিধায়। মোহ এক প্রকার অশুভ আকর্ষণ যা পবিত্র হৃদয়কেও ঘোলাটে করে দেয়।

একে অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া মোবাইল ফোন তো এখন যুবক-যুবতীদের প্রেম সহায়ক ডিজিটাল যন্ত্র হয়ে গেছে। মোবাইল ও প্রেমের সাথে তৈরি হয়েছে এক নিবিড় সেতুবন্ধন। এস.এস.সির পর আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে প্রতিবেশির মোবাইল নাম্বারে ফোন দেওয়া বিপরীত লিঙ্গের সহপাঠির সাথে খুনসুটি ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমেই তারা কথিত ভালোবাসা ও মোহের সাগরে হাতরে বেড়ায়। বয়ঃসন্ধিকাল বড় ভয়ংকর ও সংবেদনশীল সময়। বয়ঃসন্ধিকালে বা টিন এজ বয়সের ছেলেমেয়েরা এমনিতেই হরমোন গঠিত কারণে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রবল আকর্ষণবোধ করে। তার মধ্যে যদি হাতে থাকে মোবাইল নামক প্রেম সহায়ক যন্ত্র তাহলে তো কথাই নেই। বিষয়টি এমন যেন শেয়ালের কাছে মুরগী আমানত দেওয়া। আমাদের সমাজের মধ্যে যারা সচেতন অভিভাবক, তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে অবাধে মোবাইল ব্যবহার করতে দেয় না এবং ভাল করে তাদের মন, চিন্তা ও গতিবিধি বুঝতে চেষ্টা করে। তাদের ছেলে-মেয়েরা সহজে বিপথে যেতে পারে না। এস.এস.সির রেজাল্টের পর যখন ভাল মানের কলেজে ভর্তির জন্য গ্রাম ছেড়ে

শহরে আসে। তখন প্রথম ভাললাগা মানুষের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করাটাকে তারা একটি দায়িত্ব মনে করে। ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়ে ক্লাস শুরু করার তিনমাসের মধ্যে ভালোবাসা! ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশের কোটায় এসে পৌছে। তাহলে ভাইরাসে আক্রান্ত হয় না এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১০ শতাংশ।

সত্যি করে বলতে গেলে বলা যায় এই ১০ শতাংশের মধ্যে কিছু হলো আবেগ প্রতিবন্দী আর কিছু সত্যিই ভাল ও ভালমনের অধিকারী। যারা বংশীয় ঐতিহ্য ও পারিবারিক বিদ্যালয় থেকে আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে নিজেদেরকে ধরে রাখার সংযম ও ইচ্ছাশক্তি পেয়েছে, ভাল ও আদর্শ হওয়ার শিক্ষা পেয়েছে; কিন্তু যারা বংশীয় ঐতিহ্য ও পারিবারিক বিদ্যালয় থেকে ভাল ও আদর্শ হওয়ার শিক্ষা পায়নি ঐ সকল ছেলে মেয়েরা কোন না কোন কারণে মানসিক বিকৃত ও ভালোবাসা! ভাইরাসে আক্রান্ত। তারা বিভিন্ন উৎসবের দিনগুলোতে যেমন– থার্টি ফাষ্ট নাইট, ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিন, পহেলা বৈশাখ, ভ্যালেন্টাইন্স ডে, ইত্যাদি দিনগুলোতে অধিকাংশ কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। এই অসামাজিকতা ও নষ্টামির জন্য পুলিশ অনেককে গ্রেফতার করে। যা বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়।

ভ্যালেন্টাইন ডে! দিনটি মানেই হলো রাস্তায় রাস্তায় লাল গোলাপের হাট। বখাটে যুবকদের মোটর সাইকেল টহল ও মেয়েদের উতোক্ত করা। জরিপ করলে হয়তো দেখা যাবে যে, বছরের মধ্যে যতগুলো অপ্রীতিকর, নোংরা ও আপত্তিকর ঘটনা ঘটে তার মধ্যে এ দিনটি সেরা হবে। কোন পবিত্র ভালোবাসার আদর্শ কী এই? ভালোবাসা কি মানুষকে এভাবে সস্তা দরের ভোগ্যপণ্যের মত নিজেদের বিবেক, দেহ ও মনকে বিলিয়ে দিতে শিখায়?

প্রিয় পাঠক! আপনার এখন কি মন্তব্য? আপনি কি একথা বলবেন না যে, তারা যাকে ভালোবাসা মনে করে তা ভালোবাসা নয় বরং তা হল চরম নোংরামি, নষ্টামি ও এক প্রকার মানসিক ব্যাধি!

আমি এক মাদরাসার শিক্ষকের মেয়ের কথা জানি, দশম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় মেয়েটি প্রতিবেশী এক মাছ বিক্রেতার ছেলের হাত ধরে পালিয়ে যায়। বেশ! শিক্ষক মশায়ের মান-সম্মান কি আর থাকে? তিনি হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। অপরদিকে পালিয়ে যাওয়ার পরের দিন বিকেলে লালবাগের এক আত্মীয়ের বাসা থেকে তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। শিক্ষক মশায় সুস্থ হয়ে ছেলের পরিবারের নামে পুলিশকে অভিযোগ করলে মেয়েটি আদালতে বলে, আমাকে জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে, আমি পালিয়ে

যেতে চাইনি। বেশতো! তার এক কথায় ছেলেটির জেল হয়ে গেল। ঘটনার চার মাস পর অন্য একটি ছেলের সাথে মেয়েটির বিয়ে হয়, সে এখন দু'টি সন্তানের মা। দিব্যি গ্রাম মাতিয়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রিয় পাঠক! এর নামই কি ভালোবাসা? এর নামই কি প্রেম? পুরোটাই মিথ্যা মোহ-মায়া ও আবেগ। আমি বলি এটি প্রেম ভালোবাসা নয় এটি নোংরামি। মেয়েটি যদি ছেলেটিকে সত্যিকারে ভালোবাসত তাহলে, শত অত্যাচার ও মানসিক চাপে থাকলেও কখনোই নতুন কাউকে বিয়ে করতো না। আদালতে মিথ্যা স্বাক্ষী দিতো না। প্রিয় পাঠক! এই ধরনের দূর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। আসলে অভিভাবকদের অসচেতনতা। ভালোবাসা! ভাইরাসের আক্রমণ, আবেগও বয়ঃসন্ধিকালের প্রভাবের ফলে অনেক ছেলেমেয়েরাই এ ধরনের দূর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। অভিভাবকদের সচেতনতা, ছেলে মেয়েদেরকে ভাল-মন্দ বুঝাতে চেষ্টা করা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করার মাধ্যমে বিপথগামীতা থেকে অনেকটা রক্ষা করতে পারে।

ভালোবাসা এক রহস্যময় মহাজাগতিক ব্যাপার

ভালোবাসা এক রহস্যময় মহাজাগতিক ব্যাপার। এর সাথে রয়েছে মহাজগতের মহাকালের আদি-অন্তের মিলন মেলা, প্রলয়লীলা।

ভালোবাসা একটি উত্তম ইবাদত। ভালোবাসা মানে পবিত্র আকর্ষণ, ভাল থাকতে চাওয়া ভাল কিছু পাওয়া। ভালোবাসা মানে ত্যাগ, ভালোবাসা মানে সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া। ভালোবাসার ত্যাগের আকর্ষণ এতই পবিত্র ও প্রবল হয় যেখানে স্বার্থ ও ভালোবাসায় বিলীন হয়ে শুভশক্তি রূপে বিরাজ করে। ভালোবাসা স্বর্গীয়। সৃষ্টিকর্তাও চায় মানুষ তাকে ভালোবাসুক। আসলেই সৃষ্টিজগতের সবকিছুই ভালোবাসার জন্য, ভাল থাকার জন্য। সাধারণ মানুষ হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পবিত্র ভালোবাসার নিগুঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে না।

'আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে মানুষকে ভালোবাস।" এই অমূল্য বাণীটি আমাদের প্রায় সকলেরই জানা; কিন্তু ভালোবাসা বলতে অধিকাংশ যুবক-যুবতীরা রোমান্টিক আবেগ আপ্লুত প্রেম-টেমকেই মনে করে থাকে। ভালোবাসা কোন সীমাবদ্ধ শব্দ নয়। এর ব্যাখ্যা তাৎপর্য ও গভীরতা সৃষ্টি জগতব্যাপি। ইচ্ছা করলেই একে সংকীর্ণতার খোলসে আবদ্ধ করা যায় না। মায়া মমতা, ত্যাগ আদর পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের ত্যাগ-ও ভালোবাসা, ভাইবোনের প্রতি ভালোবাসা, আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশী, শিক্ষার্থী, সহকর্মী ও সহপাঠীদের সাথে

সৌহার্দ্যপূর্ণ মায়া-মমতা সবই পবিত্র ভালোবাসারই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত। সৃষ্টিজগত এইরূপ ভালোবাসার টানেই পরিচালিত হয়। অনাথ শিশুদেরকে আশ্রয় দেওয়া, দুঃখির সেবা করা, জ্ঞানীকে সম্মান করাও ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। এসবই হচ্ছে নিষ্কাম ভালোবাসা। আর নিষ্কাম ভালোবাসা হচ্ছে ত্যাগের, কামময় ভালোবাসা হচ্ছে ভোগের। উভয় ভালোবাসাই মহা জাগতিক রহস্য। কারণ কামময় ভালোবাসা না থাকলে জীব জগতের সৃষ্টিও হতো না কামময় ভালোবাসা সত্যিই মধুর, স্বর্গীয়। আল্লাহ পাক সত্যিই মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞানী সর্বশক্তিমান। যার সাথে কোন কিছুর তুলনা হয় না। যে ভালোবাসার আকর্ষণের ফলে জীবের প্রতি জীবের প্রাকৃতিক আবেগ ও দৈহিক মিলনের স্পৃহা সৃষ্টি হয় তাই কামময় ভালোবাসা। এটি মানবজাতির মধ্যে শুধুমাত্র বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীর জন্যই বৈধ ও রহমত স্বরূপ। বিয়ে বন্ধনের মাধ্যমে এই ভালোবাসার উন্নতি সাধিত হয়। বিয়ে ছাড়া কিংবা সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া কোন ছেলে-মেয়ের মিলন যেহেতু বৈধ হয় না, সেহেতু বিয়ে ছাড়া এ ধরনের মিলনকে ব্যভিচার বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারকারীকে পছন্দ করেন না। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় ব্যভিচারের জন্য পূর্বে অনেক জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের সমাজের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালে অনেক ছেলেমেয়ের নিষ্কাম ও কামময় ভালোবাসার গুরুত্ব ভালোভাবে জানা না থাকার কারণে কামস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য গোপনে দৈহিকভাবে মিলিত হয়। এর নাম কিন্তু ভালোবাসা নয় বরং এটি একটি জঘন্যতম মহাপাপ।

মনের মত মানুষ পাওয়া এত কঠিন কেন?

এ ধরণীতে মানুষ পাওয়া সহজ; কিন্তু মনের মত মানুষ পাওয়া অনেক কঠিন। প্রশ্ন হতে পারে, মনের মত মানুষ পাওয়া এত কঠিন কেন? আপনি অনেক সময় লক্ষ্য করে দেখবেন, এমন কিছু পরিচিত বা অপরিচিত মানুষ রয়েছে যাদের উপস্থিতিতে আপনি আনন্দ পেয়ে থাকেন, ভালো লাগে। আবার এমন কেউ কেউ আছে যাদের উপস্থিতি আপনাকে অস্বস্থির মধ্যে ফেলে দেয়, বড় খারাপ লাগে। এটি অবচেতন মনের ব্যাপার। এই ভালোলাগা ও খারাপ লাগার কারণ ও রহস্য কি? আপনি কি কখনো ভেবেছেন যে, এই ভাল ও মন্দ অনুভূতির পেছনে কোন সূত্র কাজ করেছে কিনা? অবশ্যই এই ধরনের অনুভূতির মধ্যে রয়েছে মহাজাগতিক নিয়ম-নিগুঢ় স্থিতি, সৃষ্টির এক অনবদ্য রহস্য। আসলে বিষয়টি পুরোটাই আত্মিক ও আধ্যাত্মিক। এটি আল্লাহ পাকের কুদরত।

আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবো যে, সবাইকে সবার কাছে ভালো লাগেনা। সবাইকে সবাই আপন মনে করে না। কেন এমন হয়? আপনি একটু ভেবে দেখুন, যদি আপনি আপনার বিয়ের জন্য কোন পাত্রী খুঁজতে থাকেন, তবে তা পেতে অনেক কষ্ট হয়, অনেক দেরী হয়। আবার এমনও হয় মুহূর্তেই হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। এর সম্ভাবনা খুবই কম। যে যাই বলুন না কেন, এটি মহান আল্লাহ তা'আলারই একমাত্র লীলা। যার সাথে যার মিলন হওয়ার কথা তাকে দেখলে, আপনার মনে হতে পারে আপনি এই সৃষ্টিজগতে অনেক কিছু পেয়ে গেছেন। যদিও তাকে আপনি হয়তো বিয়ে করতে পারছেন না। এটাকেই অনেকেই বলে থাকে ভাগ্য বা তাকদির। এই ভাগ্যলিপির মধ্যেও রয়েছে এক অজানা রহস্য। আসলেই এই সৃষ্টি জগতটাই রহস্যময়। মনের মানুষ পাওয়া কঠিন হওয়ার কারণ হয়তো আপনি যাকে চান তা সচেতনভাবে চান; কিন্তু বন্ধন, ভালোবাসা, প্রেম ইত্যাদি অসীম অবচেতন মনের ব্যাপার। অংক কষে ১০০% ভাগ সচেতন ভাবে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক হয় না। প্রেম-ভালোবাসায় যখন আইন-কানুন, হিসাব-নিকাশ, বিধি-নিষেধ চলে আসে, তখন প্রেম ভালোবাসা গভীরে পৌঁছায় না। কারণ, আইন ও প্রেম কখনো একসাথে চলে না। আইন থাকলে প্রেম থাকে না আর প্রেম থাকলে আইন থাকে না। মনে রাখতে হবে– এই সৃষ্টি জগতের সকল সৃষ্টিই সুন্দর; কিন্তু তারপরও সবাইকে সবার কাছে ভাল লাগেনা। আপনার চোখে যাকে ভালো লাগে অন্য কারো চোখে তাকে ভালো নাও লাগতে পারে। এই ভালো লাগা না লাগার মধ্যে যে রহস্য রয়েছে, পবিত্র ভালোবাসার অতিচেতন স্তরে পৌঁছে তা অনেকটা জানা যায়; কিন্তু বিষয়টি অতি প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক হওয়ায় ভাষায় সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। মনের মানুষ বলতে অনেকেই প্রিয়তমা, প্রিয়তম ইত্যাদিকে বুঝে থাকে; কিন্তু মনের মানুষ প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়াও হতে পারে। আধ্যাত্মিক গুরু, পীর-মুর্শিদ উস্তাদ, শিক্ষক, মাষ্টার যারা আত্মসিদ্ধি লাভের পর মানুষের অবচেতন মনে শক্তির যোগান দিতে পারে তাকেও মনের মানুষ বলে। যে বন্ধনে, যে প্রেমে, যে ভালোবাসায়, যে ধ্যানে জ্ঞানে মনের মানুষের সাথে মিশে অতিচেতনায় একাকার হয়ে যাওয়া হয়, সেই মনের মানুষকে খুঁজে পাওয়া তো বড় কঠিন ব্যাপার হবেই।

প্রেমের স্তর

বুঝে হোক আর না বুঝেই হোক, অনেক ছেলেমেয়েরাই প্রেমে পড়ে, ভালোবাসে; কিন্তু, ভালোবাসার পূর্ণতার স্বাধ অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে পারে

কয়জন? এই সংখ্যাটি খুবই নগণ্য। কারণ অধিকাংশ প্রেমিক-প্রেমিকারাই সাধারণ স্তরের প্রেম করে। কারণ প্রথম স্তরের জুটির মধ্যে প্রথমে থাকে মোহ আবেগ, উত্তেজনা, উন্মাদনা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় স্তরের প্রেমে থাকে আবেগ ও ভালোবাসা। প্রেম ভালোবাসার এ স্তরের মানুষের মন সকল প্রকার মোহ থেকে মুক্তি পায়। কেননা একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বাসর রাতে নবদুলহা তার স্ত্রীকে বলে, তুমি এমন একজন পুরুষকে বিয়ে করলে, যার তেমন কোন ধন-সম্পদ নেই। আমি তোমাকে হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে ভালো বাসলেও অন্যান্য ধনী স্বামীদের মত তোমাকে নিয়ে আর হানিমুনে যেতে পারবো না। তিন বেলার খাবার যোগার করতেই তো আমার দিন শেষ। তোমাকে হয়তো প্রতিমাসে নতুন নতুন শাড়ি কিনে দিতে পারবো না। তবে হৃদয় খোলে গভীরভাবে ভালোবাসতে পারবো। নববধূ তার একথা শুনে গভীর আবেগে আপ্লুত হয়ে চোখে জল নিয়ে বলে, আমি আপনাকে বিয়ে করেছি, আপনাকে ভালোবাসি, আপনি আমার স্বামী। আমার হানিমুন চাই না। আমি টাকা পয়সা ও ধন-দৌলত চাই না। আমি তো চাই যে আমার স্বামী শুধু আমাকে মন থেকে ভালোবাসবে, আদর করবে।

কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের প্রেম

বয়ঃসন্ধিকালের প্রভাব ও হরমোনের কারণে কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা ফুটফুটে হয়। অর্থাৎ সদ্য ফোটা একটি ফুল; কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, সেই সকল ফুলের সৌরভ ও সৌন্দর্য অনেকেই যেখানে সেখানে বিলিয়ে দেয়। তারা মোহে পড়ে বুঝতে পারেনা আসলে তাদের কি করা উচিত? ভালো করে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আমাদের দেশের প্রায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীরাই পজিটিভ চিন্তা করার শিক্ষা পায় না। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের প্রেম, ভালোবাসার মোহে আচ্ছন্ন থাকে বিধায় মোহ কেটে গেলে তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। খুব কমই রয়েছে যে, কলেজের সহপাঠিদের মধ্যে বিয়ে হয়েছে। যদিও হয়ে থাকে তবে, তার সংখ্যা খুবই কম। তার কারণ হচ্ছে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই বাসর রাতের কাজটি সময় সুযোগে বন্ধুর বাড়িতে বা আবাসিক হোস্টেলে কিংবা অন্য কোন নির্জন পরিবেশে সেরে নেয়। আমি কয়েকটি কলেজ ও আলিয়া মাদরাসার উপর ব্যক্তিগতভাবে জরিপ চালিয়ে দেখছি যে, প্রায় ৮৫% শিক্ষার্থীরাই প্রেম করে; কিন্তু তারা বিয়ে করে না।

অনেকেই বলে থাকে কলেজ জীবনই নাকি প্রেম করার জন্য উপযুক্ত ও উত্তম সময়; কিন্তু, যারা এইরূপ বলে থাকে তাদের অনেকেই জানেনা আসলে প্রেম কি? কলেজ পড়ুয়া অনেক শিক্ষার্থীরা সঠিক সময়ে সঠিক দিক নির্দেশনা না পাওয়ায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে ভুল পথে পা বাড়ায়। যে পথে রয়েছে অন্ধকার ও হতাশা। কয়জন আর নিজেকে ধরে রাখার সংযত থাকার জ্ঞান পায়? অনেকেই পায় না। ফলে তারা আবেগে পড়ে, মিথ্যে মোহের জালে আবদ্ধ হয়ে নিজের ভবিষ্যতের অনেক ক্ষতি করে ফেলে অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, যদি কলেজ জীবনে প্রেমই না করলাম তবে প্রেম করবো কখন, বুড়ো কালে? মনে রাখতে হবে, কলেজ জীবনে যারা প্রেমের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, সেই সকল শিক্ষার্থীদের বলছি, আগে তো জানতে হবে প্রেম কী? What is Love?

যদি মোহকে প্রেম আর প্রেমকে মোহ ভাবেন, তবে তো জীবনে অনেক কিছু পেলেও দামী কিছু হারাতে পারেন। যদিও প্রেম ভালোবাসা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তথাপি তা সমাজ জীবনে খুবই প্রভাব ফেলে। আমাদের সমাজে টিন এজ বয়সের ছেলেমেয়েরা যেটাকে প্রেম মনে করে, তার অধিকাংশ প্রেম নয় বরং মোহ।

আসলে কোনটি সঠিক? কোনটি বেঠিক? কোনটি ভাল? কোনটি মন্দ? তাদের কি করা উচিত? বা কি করা উচিত নয়? বয়ঃসন্ধি কালের ছেলেমেয়েরা তা একেবারেই বুঝতে নারাজ। যদি কেউ ভুল করে মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে পড়ে যায়, তবে তা থেকে বের হয়ে আসতে অনেক সময় লেগে যায়। ততক্ষণে হয়তো তার জীবন থেকে অনেক কিছু হারিয়ে যায়। প্রেমের কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই। তবে নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। অসময়ের কোন কাজই ভাল হয় না। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মা-বাবার মতামত নিয়ে বিয়ের মাধ্যমে যে প্রেম শুরু হয় তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

সর্বনাশা প্রেম

সর্বনাশা প্রেম হচ্ছে– যে প্রেম মানুষের চরিত্রকে কুলষিত করে। যে প্রেম মা-বাবা থেকে ছেলেমেয়েকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। যে প্রেম ভাই থেকে বোনকে বা বোন থেকে ভাইকে ছিন্ন করে দেয়, যে প্রেম পরিবারের কেউ মেনে নেয় না, যে প্রেমকে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশি ভালো চোখে দেখে না, যে প্রেম মানুষকে চরিত্রহীনতার পাশাপাশি দুর্নীতি ও অন্যায় কাজ করতে শেখায়।

একটি ছেলে একটি মেয়েকে বালোবাসতে পারে কিংবা একটি মেয়ে একটি ছেলেকে ভালোবাসতে পারে। কারণ ভালোবাসা বলে কয়ে আসে না। ভালোবাসা খোদার দান। এ সম্পর্কে পূর্বে বহু আলোচনা হয়েছে। কারো গুণ জ্ঞান শুনে বা দেখে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া দোষের কিছু নেই। তবে একথা মনে রাখতে হবে, কারো প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হলেই যে তাকে পেতে হবে, তার সাথে ঘর সংসার করতেই হবে এমন হওয়া উচিত নয়। তাকে না পেলেই আত্মহত্যা করতে হবে, বা অমানুষে পরিণত হতে হবে, এমন কোন কথা নেই, জোর করে ভালোবাসা হয় না। ছাত্র জীবনে কাউকে ভালো লাগতেই পারে, এটা স্বাভাবিক। আর ভালো লাগার পর তাকে পেতে চাওয়া এটাও স্বাভাবিক। একটু খুলেই বলছি– যদি একটি মেয়ে একটি ছেলেকে ভালোবাসে, তবে তারা পরস্পর একত্রে থাকতে চাইবে, বিয়ে করতে চাইবে, সংসার করতে চাইবে এটাই তো স্বাভাবিক তাই না? কিন্তু এই পছন্দ যদি মোহগ্রস্থ প্রেমে রূপান্তরিত হয়, তবেই ভয়ানক বিপদ। আর এটাই হবে সর্বনাশা প্রেম।

সর্বনাশা প্রেমের আরো পরিচয় হচ্ছে– যে প্রেম ছেলেমেয়ের লেখা পড়া খাওয়া দাওয়াকে ধ্বংস করে দেয়। এছাড়াও অনৈতিক মোহগ্রস্থ ভালোবাসার সাথে সমাজের দুর্নীতির একটি পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের সমাজে মারামারি, কাটাকাটি, হত্যা, ধর্ষণ, ঘুষ ও দুর্নীতির মতো জঘন্যতম অপরাধ দিন দিন বেড়েই চলছে। ধরুন কোন এক ইঞ্জিনিয়ার, সে যদি ছাত্র বয়সেই একাধিক মেয়ের সাথে রিলেশনে জড়িয়ে টাইম পাস বাহানা দিয়ে অপকর্মে লিপ্ত হয় তাহলে তো যুবক বয়সেই তারা তাদের চরিত্র বিসর্জন দিল। তারা যদি কোন প্রজেক্ট বা বিল্ডিং তৈরি করে, তবে সেখানে নীতি ও আদর্শের কথা চিন্তায় আসে কি করে? যারা একাধিক নারীর সঙ্গে জড়িত, তাদের সুনাম থাকলেও ব্যক্তিত্ব নেই। যারা ভালোবাসাকে শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী অথবা নারী পুরুষের মিলন আকর্ষণ মনে করে তারা ভালোবাসার সুন্দর অতিপ্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক নিদর্শনগুলো বুঝতে পারেনা।

প্রেমের সর্বনাশ কারা বেশী করে? যারা ভালোবাসা বুঝতে পারেনা, যাদের মনে রয়েছে নিষ্ঠুরতা। যে নিজের মাকে ভালোবাসে সে অন্য কারো মাকে কষ্ট দিতে পারে না। যে নিজের ভাইকে ভালোবাসে সে অন্য কারো মাথায় আঘাত করতে পারে না। যে নিজের বোনকে ভালোবাসে, সে অন্যের বোনকে নিয়ে প্রেমের নামে ছিনিমিনি খেলতে পারেনা। সে ভালোবাসার ভান করে কাউকে ঠকাতে পারেনা, তার জীবন যৌবন নিয়ে তামাশা করতে পারেনা। আসলে এই জগতে যত অঘটন, অপরাধ ও অন্যায় হয়েছে বা হচ্ছে সবকিছুর মূলে রয়েছে

ভালোবাসার অভাব। ভালোবাসা কোন সীমাবদ্ধ বিষয় নয়। এর শক্তি ও অনুভূতি এতই বিশাল ও গভীর যে, খুব কম মানুষই তা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে। তারপরও তারা সর্বনাশা প্রেমে লিপ্ত হয়।

পবিত্র ও অমর প্রেম-ভালোবাসা

অতিশয় পবিত্র ও অমর প্রেম ভালোবাসা হচ্ছে– যা সকল মোহ-মায়া ও সংশয়ের উর্ধ্বে। যেমন সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা নিষ্কাম, সফল সংশয় ও মোহ-মায়ার উর্ধ্বে, তা অতিশয় পবিত্র। এটি হচ্ছে কামনায় থেকেও নিষ্কাম সাধনা। তেমনিভাবে গুরু-শিষ্যের পবিত্র ভালোবাসাও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এটি হয়ে থাকে অতিচেতনা থেকে। কারণ খাঁটি প্রেম ও পবিত্র ভালোবাসা বলতে যা বুঝায়, তা এক মহাকালের পথ বেয়ে অতিচেতনার সাথে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া। অতিচেতনার সর্বশেষ স্তরে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি মিলে একাকার হয়ে যাওয়া রহমত ও আশীর্বাদে পরিপূর্ণ হয় মানব আত্মা এরই একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে–

মনসুর হাল্লাজের "আনাল হক"। অতিচেতনার ক্ষেত্রে আরো কিছু ব্যাপার রয়েছে। অর্থাৎ একজন অন্যজনের প্রেম-ভালোবাসায় এমনভাবে বিলীন হয়ে যাওয়া যেন তারা দুই দেহে একই প্রাণ। এ ধরনের প্রেমের সংখ্যা এ জগতে বিরল। যার প্রেম অতিচেতনার সত্যের আলোতে আলোকিত হয়েছে, সে সাধারণ মানুষ নয় মহামানব।

পবিত্র প্রেম হয়ে থাকে সকল সংশয়ের উর্ধ্বে। সংশয় থাকলে তা প্রেমই হয় না। অবশ্য সকল প্রেমের শুরুতেই সংশয় থাকে, পরে ভালোলাগার শক্তির কাছে তা পরাজিত হয়ে যায়। যারা ভালোবেসে অতিচেতনার স্তরে পৌঁছাতে পেরেছে তারা অতিশয় ভাগ্যবান। সবার ভাগ্যে তা জুটেনা। ভালোবাসা যেহেতু আত্মিক, সেহেতু নির্দ্বিধায় বলা যায়, অতিচেতনার মহাজাগতিক শক্তি পবিত্র আত্মিক চেতনার বিষয়; কিন্তু বড় দুঃখের কথা, যারা প্রেম করে তাদের মধ্যে অনেকেই তা বুঝতে পারে না। প্রেম পুরোটাই একটা ধ্যান, মনের মানুষের সন্ধান ও খেয়াল। সংসারেই সব সুখ, সংসার ত্যাগে সুখ নেই। সাধকদের মধ্যে অনেকেই মনে করে, স্রষ্টাকে পেতে হলে বৈরাগ্য হতে হয়। এটি পুরোপুরি সত্য নয়। সাধনার জন্য সংসার ছাড়তে হয় না। ছাড়তে হয় জাগতিক মোহ-মায়া। একজন সাধক যখন সকল কামনা বাসনা ও মোহ মায়ার উর্ধ্বে ওঠে, একনিষ্ঠ হয়ে গভীরভাবে কাউকে ভালোবাসে, তখন তা আত্মিক ভালোবাসায় রূপান্তর হয়ে

একাকার হয়ে যায়। যেমন স্বামী কেমন আছে? স্ত্রী কেমন আছে, তা দূরে থেকেও আত্মিক যোগাযোগের মাধ্যমে অনুভব করতে পারে। যে দম্পতি মোহ মায়ার উর্ধ্বে উঠে ভালোবাসে তা পবিত্র ও অমর হয়ে থাকে এবং এটাকে নিষ্পাপ প্রেম ও ভালোবাসা ধরা যায়। প্রেম-ভালোবাসা মূলত একটি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ বন্ধন তার কোন ক্ষয় নেই লয় নেই, তা অমর।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই ভালোবাসার এ স্তরে পৌছতে পারেনা। সেই জন্য আগে ভালোবাসার রহস্য বুঝা উচিত।

ছেলে-মেয়ের ভুল প্রেম ও অভিভাবকের ভুল সিদ্ধান্ত

বর্তমান মোবাইলের যুগে বেশিরভাগ ছেলে-মেয়েরা নতুন বন্ধন কিংবা রোমান্টিক সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে কিংবা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, যে কাজ কাজটি একেবারেই ভাল করে না তা হচ্ছে গভীরভাবে সংশয় ও মোহমুক্ত না হয়ে এবং অভিভাবকদের না জানিয়ে বিশেষ করে মা, দাদী, নানী অথবা বড় বোন, খালা ফুফুদেরকে না জানিয়ে শুধুমাত্র আবেগ দিয়ে এবং বাস্তবতা, যুক্তি ও নীতির মাধ্যমে বিচার না করে আর সামাজিক রীতি-নীতি ভুলে গিয়ে, সিনেমার নায়েক-নায়িকাদের অভিনয় দেখে গভীর প্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে বিয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলে। তখন তারা অতিশয় আবেগের কারণে বিবেকের কথা ভুলে যায়। অর্থাৎ বিবেকের চেয়ে আবেগ বেশি কাজ করে।

মনে রাখতে হবে আবেগ দিয়ে সম্পর্ক তৈরি হলেও তার ভিত্তি মজবুত হয় বিবেকের মাধ্যমে। যুবক-যুবতীর ভাবনায় প্রতিটি পরতে পরতে থাকে মোহ ও সংশয়, ফলে তৈরি হয় ভুল সিদ্ধান্ত।

ভালোবাসা বিয়ে এগুলো পবিত্র, সত্য ও শাশ্বত এবং শক্তিশালী বন্ধন। একে কখনো সাধারণভাবে বা তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ নেই। আমাদের সমাজের অধিকাংশ যুবক-যুবতীরা প্রেমের প্রস্তাব পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফিয়ে উঠে। জীবনের প্রথম যৌবনে, বিপরীত লিঙ্গের কাছ থেকে পাওয়া এরকম রোমান্টিক প্রস্তাব পেয়ে অনেকেই হয়তো সুযোগটি হাত ছাড়া করতে চায় না।

আবার কেউ কেউ দুষ্টুমীচ্ছলে কিংবা টেষ্ট করে দেখি, পরীক্ষা করে দেখি কেমন লাগে। এসব কারণেও প্রেমের প্রস্তাব দেয় কিংবা প্রেম প্রস্তাব গ্রহণ করে; কিন্তু ভেবেও দেখে না যে, আগুন নিয়ে খেলা করা মানে জীবন নিয়ে খেলা করা।

মনে রাখতে হবে- জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ের মত এটিও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত; কিন্তু অধিকাংশরাই আবেগ প্রবণ হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে। ফলে জীবনে নেমে আসে ঘোর কালো অন্ধকার এবং তলিয়ে যায় হতাশা ও সর্বনাশার অতল গহ্বরে। মানুষের জীবন পরম আয়ূর একটি নির্দিষ্ট সময়। তাই যুবক-যুবতীরা যদি তাদের ব্যক্তিগত জীবনে কোন বড় ধরনের ভুল করে থাকে তবে তা পুরোপুরি শুধরানোর সময়টা ঠিক পায় না। শেষ জীবনেও থেকে যায় না পাওয়ার হাহাকার কিংবা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য অনুতাপ। আমি একটি ছেলের কথা জানতাম, যে কিনা মাসে মাসে তার প্রেমিকা বদল করে। আবার একটি মেয়ের কথাও জানি, যে কিনা মাসে মাসে তার প্রেমিক বদল করে। এভাবে তার দু'বছর কাটল। দু'বছরে তার কথিত তিন প্রেমিকের হাত ধরে তিন বার পালিয়ে গেল। এদিকে মা-বাবা ও পরিবারের মুখে চুনকালি পড়ল। মেয়েটি মনে করে, সে অনেক স্মার্ট ও সুন্দরী। তাই একজনের সাথে নয় বিভিন্ন ছেলেদের সাথে প্রেম করবে! কোন ফলের কি স্বাদ তা গ্রহণ করবে। সুন্দরী নারীর কদর সবখানেই আছে। অতঃপর মা-বাবার জোর-জবরদস্তি ও পীড়াপীড়িতে একদিন বিয়ের পিঁড়িতে বসলো। বিয়ের তিন মাস পর দেখা গেল, তার স্বামী তাকে ছেড়ে আরেকজনকে বিয়ে করেছে। ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে তার দেহের সৌন্দর্যের অহংকার। বাধ্য হয়েই তার সতীনের ঘর করতে হচ্ছে। মেয়েটির অতীত তেমন ভাল ছিল না, তাই বর্তমানে এই বিপদ ও দুঃখের সময় কার কাছে সান্তনা আশা করবে? যেমন কর্ম তেমন ফল। যদি মেয়েটির অতীত ভাল হতো, সতী ও আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হতো তবে সকল দুঃখের মাঝেও সুখ পাওয়া যেত। এবার আসি আসল কথায়, যে জীবনে প্রেম নেই, যে জীবনে ভালোবাসা ও আবেগ নেই, সে জীবন যন্ত্রের মত। আর আবেগ ও ভালোবাসার সাথে রয়েছে মানব জীবনের দৃঢ় সম্পর্ক; কিন্তু; এই আবেগ যদি সুস্থ্য ও সুন্দর জীবনের গতিবেগ কেড়ে নেয়, তবে তা কি অতি কষ্টের নয়? হিসাব নিকাশ বা অংক করে প্রেম ভালোবাসা হয় না কথাটি ধ্রুব সত্য। তাই বলে জীবনে কাউকে কথা দেয়ার আগে, কাউকে জীবন সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করার আগে কিংবা কারো হাতটি ধরার আগে কিংবা কাউকে হাতটি ধরতে দেওয়ার আগে? জন্মদাতা মাতা-পিতাকে জানাবে না? কিংবা তাদের মুখে চুনকালি মারার কথা ভাববে না? ভবিষ্যত জীবনের অশান্তির কথা ভাববে না? পরবর্তী বিপদ ও দুঃখের সময় মা-বাবার ছায়াতলেই আসতে হবে একথা কি ভাববে না? যে কোন ধর্মেই প্রেম ভালোবাসার মাধ্যমে বিবাহশাদীকে কেউ ভালো চোখে দেখে না এটি পূর্বে বহুবারই আলোচনা করা হয়েছে।

সামাজিকভাবে প্রেম ভালোবাসার মাধ্যমে যারা বিবাহশাদী করে, তারা যতই সুখী বলে দাবী করুন সামাজিকভাবে এটাকে কেউ ভালো চোখে দেখে না, প্রেমের সংসারে অশান্তি হলে শান্তনা দেয়ার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনা। মা-বাবাও তখন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে থাকেন। আত্মীয়-স্বজনতো বটেই, আর এটাই স্বাভাবিক।

কারণ এ প্রেম পদ্ধতিটাই নাজায়েয ও হারাম। তাই, প্রেমের বিয়েতে আল্লাহর কোন রহমত থাকে না। মা-বাবা সন্তুষ্ট থাকেন না, তারা ইচ্ছাকৃত রাজী-খুশী থাকেন না। বাধ্য হয়ে তাদেরকে রাজী খুশী করানো হয়। হাদীস শরীফে আছে মা-বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলাও সন্তুষ্ট হন, আর মা-বাবার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলাও অসন্তুষ্ট হন। এজন্য প্রেম করা কিংবা প্রেম করে বিবাহ করাটাই অন্যায়-অপরাধ এবং জীবনের একটি মারাত্মক ভুল।

অভিভাবকের ভুল সিদ্ধান্ত

যখন কোন ছেলে-মেয়েকে পূর্ব থেকে প্রেম ভালোবাসার পরিবেশ অর্থাৎ সহশিক্ষা কিংবা পর্দাহীনতা থেকে রক্ষা করা গেল না, তখন তাদেরকে প্রেমের সম্পর্কের দরুন কিংবা প্রেম করে চুপিচুপি বিয়ের করার দরুণ তাদেরকে গালমন্দ করা একটি মারাত্মক অন্যায় ও অপরাধ। কেননা ছেলে-মেয়েরাতো প্রেম করতে চায়নি তাদেরকে মা-বাবাই প্রেম করার জন্য সহযোগিতা করেছেন এবং প্রেম করার পরিবেশে ঠেলে দিয়েছেন। কেননা সহশিক্ষার পরিবেশটাই হলো প্রেমের সম্পর্ক হওয়ার পরিবেশ। পর্দাহীনতাটাই প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠার পরিবেশ। তাই ছেলে-মেয়েকে প্রেম থেকে তাওবা করানোর পূর্বে নিজেরাই তাওবা করা উচিত। কারণ এর জন্য নিজেরাই দায়ী। কারণ আগুনের নিকট কাউকে ঠেলে দিয়ে যদি বলা হয় সাবধান! শরীরে যেন তাপ না লাগে, শরীর যেন গরম না হয় সে দিকে কিন্তু খেয়াল রাখবে। শরীরে তাপ লাগলে কিংবা জামায় আগুন লাগলে কিন্তু তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে, এ ধরনের কথা বলা যেমন বোকামী; ঠিক তেমনি ধর্মহীন শিক্ষা কিংবা সহশিক্ষার পরিবেশে ঠেলে দিয়ে যদি মেয়েকে বলা হয় খবরদার কোন ছেলের সাথে যেন প্রেমের সম্পর্ক না হয় কিংবা কোন ছেলেকে যদি বলা হয় সাবধান! কোন মেয়ের সাথে যেন প্রেমের সম্পর্ক না হয়। কারো সাথে প্রেম করলে কিন্তু তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে এ ধরনের কথা বলাটাও বোকামী।

আমাদের সমাজে বিয়ের পাত্রী দেখতে গেলে পছন্দ হোক আর না হোক পাত্রী দেখার পর তাকে কিছু গিফট বা উপহার হিসেবে টাকা-পয়সা কিংবা দামী কোন

বস্তু দেয়া হয়। আর মেয়ে পক্ষরাও ছেলে পক্ষকে খুশী করার জন্য নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করার জন্য মেহমানদারী খুব মজবুতভাবে করে থাকেন। তারপর ছেলে-মেয়েকে আলাদা ঘরে বা কামরায় রেখে তাদেরকে পরস্পরে ভালোভাবে দেখে নিয়ে পছন্দ করার সুযোগ করে দিয়ে থাকেন। এখানে উভয় পক্ষেরই খরচ হয়ে থাকে।

পাত্র-পাত্রী দেখা অনেকটা ঝামেলার বিষয়ও বটে। অনেক অপেক্ষার পর মেয়ের ঘোমটা খুলে কিংবা উড়না সরিয়ে মুখটি দেখানো হয়। আর সহ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে কিংবা পর্দাহীন পরিবেশে বিনা পয়সায় বিনা ঝামেলায় গিফট-উপহার সামগ্রী ইত্যাদি ছাড়াই প্রতিদিন একে অপরকে দেখার সুযোগ পেয়ে থাকে। এমনকি স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এবং মা-বাবাকে ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন পার্কে, বা নির্জন স্থানে কিংবা কোন হোটেলে গিয়ে সব কিছু দেখে নেয়ারও সুযোগ হয়। তাহলে তাদেরকে এ কথা বলাটা বোকামী নয় কি যে– "বাবা! মা! তুমি কিন্তু কারো সাথে প্রেম করবে না কিংবা সম্পর্ক গড়বে না। ভাল করে মন দিয়ে লেখা পড়া করবে"।

মা-বাবার পরবর্তী ভুল হলো– কোন ছেলে কিংবা মেয়ের যখন কারো সাথে প্রেমের সম্পর্ক হয়েই গেল তখন তাদের বিয়েতে বাধা দেওয়া। ঐ ছেলে বা মেয়েকে নিজের সন্তানের জন্য অযোগ্য মনে করে বিয়েতে অমত করা। এ সব কিছুই ভুল।

প্রীতি ও সোহাগ নামের একটি ছেলেও একটি মেয়ের কথা জানি। তারা একই ক্লাসে পড়াশুনা করে। আস্তে আস্তে তাদের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে। অতঃপর তা অনেক গভীরে পৌঁছায় পরে তা প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্কে গড়ায়। তারপর একে অপরকে মন দেয়া নেয়া। একে অপরকে মনপ্রাণ উজার করে দেয়া। প্রতিদিন একজন আরেকজনকে দেখতে না পেলে বা মোবাইলে কথা না বললে অস্থির লাগা, মন ছটফট করা, পড়ায় মনযোগ না হওয়া, কোন কাজকর্ম ভাল না লাগা ইত্যাদি সবই চলতে থাকে। এক পর্যায়ে মেয়ের মা-বাবা জানতে পেরে তার কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে নেয়। কথা বলা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়; কিন্তু প্রেমের জোয়ার কি আর বাধ মানে? আবার প্রথম প্রেম বলে কথা। এক পথ বন্ধ হয়েছে তাই কি হয়েছে? মোবাইলের এ যুগে আরো শত পথ চালু আছে। শুরু হলো বান্ধবীদের মোবাইলে প্রেমিকের সাথে চুপি চুপি কথা। বান্ধবীরাও সহযোগীতা করে যাচ্ছে আন্তরিকভাবে। কারণ বান্ধবী যদি এ মুহূর্তে হেল্প না করে, এ বিপদের সময় যদি সহযোগীতা না করে, তাহলে এ বান্ধবীরাও তো তাদের বিপদের সময় হেল্প পাবে না, বান্ধবী বলে কথা। মা-বাবার

অগোচরে প্রেমিকের সাথে যোগাযোগ ঠিকমত রক্ষা করেই চললো। "প্রবাদ আছে" চলন্ত পানিতে বাধা পড়লে তা ফুসে উঠে, এক সময় বাঁধ ভেঙ্গে সব কিছু তলিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি মেয়েটির অবস্থাও তাই হলো। একে একে বাধাগ্রস্থ হওয়ার দরুণ তার প্রেম এবং যৌবনের পানিও জমতে জমতে মা-বাবার সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করে প্রথমে ছেলের সাথে গোপনে ভ্রমণে চলে যায়। বিয়ের পূর্বেই ফিজিকেল সম্পর্ক গড়ে উঠে। তারপর কোর্ট মেরেজ, অতঃপর সংসার। কিছুদন পর বাবা ষ্টোক করেছে একথা বলে মেয়েটিকে বাড়ী এনে ঘরে নিয়ে আটকিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক বুঝানোর পর মেয়েটি চুপ করেছিল এবং চাপের মুখে মেয়ের দ্বারা স্বাক্ষর করিয়ে ডিভোর্স লেটার পাঠানো হলো। ১ সপ্তাহ পর যখন প্রেমের আগুন উতলিয়ে উঠলো, তখন সে তার প্রেমিকের সাথে অর্থাৎ স্বামীর সাথে গোপনে যোগাযোগ করে একেবারে ছেলের বাড়ী চলে আসলো। অতঃপর তাকে ছেলের অভিভাবক জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি সত্যিই ঘর-সংসার করতে চাও, নাকি অভিনয় করার জন্য এসেছ? মেয়ে বললো, আমি সত্যিই ঘর-সংসার করতে চাই। তখন ছেলের অভিভাবকগণ মেয়ের অভিভাবকদেরকে ফোন করলে তারা কেউ আসেনি শুধু মেয়ের মা এসেছেন। মেয়ের বাবা ছিলেন এক স্কুলের হেড মাস্টার। তিনি নিজের মান-সম্মান ঠিক রাখতে গিয়ে ছেলের বাড়িতে আসেননি এবং এক পর্যায়ে মেয়েকে অস্বীকার করে বসলেন যে, প্রীতি নামে আমার কোন মেয়েই নেই। যাই হোক ছেলের বাড়ীতে কাজীর মাধ্যমে আবারো বিয়ে পড়ানো হলো। তাদের ঘর সংসার চলতে থাকলো। কিছুদিন পর মেয়ে পক্ষ থেকে জানানো হলো, মেয়েকে বাবার বাড়ীতে বেড়ানোর জন্য তার বাবার বাড়ী থেকে লোকজন নিতে আসবে। মেয়ে বললো আমি একা যাব না আমার স্বামীর সঙ্গে যাব। অতঃপর স্বামীর সাথে সে বাবার বাড়ি গেল; কিন্তু তাদেরকে বাবার বাড়িতে না উঠিয়ে উঠানো হলো মেয়ের চাচার বাড়িতে। কয়েকদিন বেড়ানোর পর সবাই বাবাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাবার বাড়িতে উঠালেন; কিন্তু বাবা তা মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। তারপরও উভয়কে এক ঘরে থাকতে দেয়া হলো। ছেলে এবং মেয়ে আশংকা করতেছিলো যে, যদি ছেলেকে প্রহার করা হয়! তাই তাকে ঘর থেকে কোথাও যেতে দেয়নি মেয়েটি। মেয়ের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীগণ বলতে শুরু করলেন তাদের বিয়ে পড়ানো হোক। ছেলে মেয়ে বললো পূর্বে আমাদের আরো ২ বার বিয়ে পড়ানো হয়েছে। প্রথমবার কোর্টে দ্বিতীয়বার কাজীর মাধ্যমে বাড়িতে। মেয়ের বাড়ির আশপাশের লোকজন বলাবলি শুরু করে দিল আমরা তোমাদের বিয়ে দেখিনি, তাই পূর্বের বিয়ে মানিনা।

এখন আমাদের সামনে বিয়ে হতে হবে। তারা কাজি এনে বেকার ছেলের উপর ৫ লাখ টাকা মহর ধার্য করে আবারো বিয়ে পড়াতে চাইলেন ছেলে ৩ লাখ টাকায় রাজি হলো। অতঃপর ৩ লাখ টাকা মহর ধার্য করেই বিয়ে পড়ানো হলো।

অতঃপর ছেলেকে বলা হলো, এখন তুমি বাড়িতে যাও। ১ সপ্তাহ পর তোমার অভিভাবকদেরকে নিয়ে এসে মেয়ে নিয়ে যাবে। অন্যথায় মেয়ে দেয়া হবে না। তারপর ছেলে বাড়ি গেল তার বাবা ও আত্মীয়-স্বজনদের ২ একজনকে বলার জন্য, তারা যেন মেয়েকে আনতে যায়। ছেলের বাবাকে বলার পর বাবা যেতে রাজি হননি, আত্মীয়-স্বজনের কেউও যাবে না। অতঃপর ছেলে একাই তার স্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্য রাজি হয়, তাই একদিন পর ছেলে তার শ্বশুর বাড়িতে চলে যায়। শ্বশুর বাড়ির লোকজনের কথা ছিলো ১ সপ্তাহ পর এসে নিয়ে যেতে; কিন্তু চলে গেছে একদিন পরই তাই তারা চিন্তা করলো, রাতে ছেলেকে মেরে লাশ গুম করে ফেলবে। মেয়ের মামার বাড়ীর কেউ একজন ছেলেকে গোপনে বলে দিলো রাতে তোমাকে মেরে ফেলবে তুমি যদি জীবন বাঁচাতে চাও তাহলে যে কোন উপায়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পালিয়ে নিজ বাড়িতে চলে যাও। অতঃপর ছেলে সাধের শ্বশুর বাড়ি থেকে পালিয়ে জান রক্ষা করলো। তারপর থেকে মেয়েকে গৃহবন্দী করে রাখলো এবং ছেলের সাথে অর্থাৎ তার স্বামীর সাথে একেবারেই যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। অতঃপর মেয়েকে একে একে কয়েকমাস যাবত বুঝাতে বুঝাতে প্রস্তুত করে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দিলো এবং ছেলের নিকট ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিলো। ৩ মাস পর ছেলে শুনতে পেলো মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়েছে এখন সে নতুন স্বামীর ঘর করছে। মেয়ের বাড়ি হল নেত্রকোণা জেলার আর ছেলের বাড়ি হলো নরসিংদী জেলায়।

প্রিয় পাঠক! এ বিয়ে ছেলে পক্ষ মেনে নিলেও মেয়ে পক্ষ মেনে না নেয়ার কারণ হলো মেয়ে যথেষ্ট সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এবং সম্পদশালী। মেয়ে ছিল স্মার্ট শিক্ষিতা, আই এ পাশ আর ছেলে ছিলো কম শিক্ষিত মাত্র মেট্রিক পাশ এবং বেকার। তাই ছেলে-মেয়েরা যদি এসব ঝামেলার কথা পূর্ব থেকে ভাবতো তাহলে কখনো প্রেমের সম্পর্কই করতো না। এখানে প্রথম ভুল করেছে মা-বাবা কিংবা তার অভিভাবকগণ। তারাই তাদেরকে সহশিক্ষার মাধ্যমে বন্ধুত্ব সম্পর্ক ধীরে ধীরে প্রেম-ভালোবাসা গড়ে তোলার পরিবেশ করে দিয়েছেন। অতঃপর ভুল করেছে ছেলে মেয়েরা। ছেলে মেয়েরা তো ভুল করবেই। এ বয়সটা ভুল করারই বয়স। মেয়ের মা-বাবার এখানে আরো কিছু ভুল রয়ে গেছে। তারা যখন দেখলো মেয়ে ছেলের সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেই ফেলছে তখন এ বিয়ে চুপচাপ মেনে নেয়া। কারণ ছেলেটি কম শিক্ষিত হলেও মানুষ। সে বেকার হলেও মানুষ, অর্থ-

সম্পদ কম থাকলেও মানুষ, সে আদমেরই সন্তান, সে পশু নয়। মেয়ের বাবা শিক্ষিত হয়েও অশিক্ষিতের মত কাজ করেছেন। ইচ্ছা করলে ছেলে-মেয়ের বিবাহ মেনে নিয়ে তাদেরকে লেখাপড়া করার ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন। ছেলের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন। আর ধনী গরীব হওয়া এটা মানুষের আয়ত্বাধীন নয়। যদি হতো তাহলে মূর্খ মালিকের আন্ডারে শত শত শিক্ষিত মানুষ চাকরী করতো না। এখানে মেয়ের মা-বাবার আরেকটি ভুল হলো মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেয়া। হয়তো পরবর্তী স্বামীকে মেয়ের পূর্বের কার্যকলাপ না জানিয়েই তার কাছে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে অথবা জানিয়েই দিয়েছে; কিন্তু মেয়ে একদিন দ্বিতীয় স্বামীর ঘর থেকে অবশ্যই পালিয়ে চলে আসবে এবং ঐ ছেলেটির জীবনও শেষ করে দিবে আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রথম প্রেম, প্রথম স্বামী বলে কথা। যে মেয়ে জন্মদাতা মা-বাবাকে না বলে তাদের আদর স্নেহ-মায়া মহব্বত ইত্যাদি সব ভুলে গিয়ে অপর ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে সে মেয়ে যে অবৈধ স্বামীকে ফেলে দিয়ে তার বৈধ স্বামীর নিকট চলে আসবেনা এটা বুকে হাত দিয়ে কেউ বলতে পারবে না। ৯৯% ভাগ প্রেমিক-প্রেমিকার জীবন তালাশ করলে এমনই পাওয়া যায়। তাই জোরপূর্বক যেমন প্রেম হয় না, তেমনি জোরপূর্বক বিয়ে দিলেও তা টিকে না। তাই ছেলে-মেয়ের ভুল হলো এভাবে প্রেম ও বিয়ে না করা। আর মা-মামার ভুল হলো এ ধরনের বিয়ে মেনে না নেয়া। যদি আপনারা সন্তানের এ ধরনের প্রেম বা বিয়ে মেনে নিতে না পারেন, তাহলে তাদেরকে কেন সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করালেন? কেন মোবাইল হাতে দিলেন? কেন ধর্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে গেলেন? এসব কি আপনাদের ভুল নয়?

মা-বাবা, বন্ধু, কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকার দাবি সবগুলোই বেঁচে থাকার সঙ্গে সম্পর্কিত। এ সম্পর্কগুলোর বাইরে গিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারি না। আমরা চাইলেও এখন সবকিছু ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করতে পারব না। তাই সকল প্রকার সংশয় ও মোহ-মায়ার উর্ধ্বে উঠে বিবেকের মাপকাঠিতে ছেলে-মেয়ে এবং অভিভাবক সকলের ভাবা উচিত কোনটি বেশি শক্তিশালী আবেগ না বিবেক? যদি আবেগ বেশি শক্তিশালী হয় তাহলে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে নিন। কারণ আবেগ ও মোহ সবসময় থাকে না। এটি একটি মায়াজাল, এটি একটি অলীক আকর্ষণ মাত্র। আপনার মনের অবস্থা যদি মোহগ্রস্থ হয়ে থাকে, তবে বাস্তবতার সঠিক লব্ধজ্ঞান উপলব্ধি করে বের হয়ে আসুন সেই সর্বনাশা বৃত্ত থেকে। ফেলুন স্বস্তির নিঃশ্বাস। জীবনকে গড়ে তুলুন সত্য ও সুন্দরকে অনুসরণ করে, দেখবেন জীবনে ফুল ফুটবেই ইনশাআল্লাহ।

প্রেমের বিয়েতে অভিভাবকের করণীয়

বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে–

"ক্ষুধা মানেনা পান্তা ভাত– প্রেম মানেনা জাত-বেজাত।"

প্রেম ভালোবাসার শক্তি এতই শক্তিশালী যে, তা ব্যাখ্যা করা কোন কালেই কখনো সম্ভব নয়। ভালোবাসার শক্তিকে পাপমুক্ত হৃদয় দিয়ে নীরবে অনুভব করতে হয়। সন্তানের মুখে হাসি ফুটাবে বলে যে বাবা রৌদ্রে পুড়ে কঠোর পরিশ্রম করে, সে বাবার এই কষ্ট ভালবাসার শক্তিরই একটি রূপ। যে নারী তার হৃদয়ের মানুষের জন্য তার পরিচিতজনদের নিমিষেই ছেড়ে চলে আসতে পারে সেই শক্তিই ভালোবাসার শক্তি। যে শক্তির বলে একজন যুবক তার প্রিয়তমাকে বাঁচানোর জন্য নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তার এইটা রণশক্তি ও ভালোবাসার শক্তি। ভালোবাসার শক্তি কখনো সাধারণ দৃষ্টি ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা যায় না। তাকে আত্মা ও মন দ্বারা উপলব্ধি করতে হয়। এই সৃষ্টি জগতের যত আকর্ষণ যত লীলা-খেলা সব কিছুর মূলেই রয়েছে ভালোবাসার শক্তি। মানুষ হলো শ্রেষ্ঠ জাতি, অতি সুন্দর তার গঠন। সে কথা আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনেই ঘোষণা দিয়েছেন। তাই সুন্দরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ হওয়া এটাই চিরসত্য। তবে একেক বয়সে একেক ধরনের ভালোবাসা হৃদয়ে জাগ্রত হয়। ভিন্ন জনের প্রতি ভিন্ন ধরনের ভালোবাসা জাগ্রত হয়।

সংসারে ভাই-বোন একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তা না হলে ভাই-বোন হলো কিভাবে? মা-ছেলে, বাবা-মেয়ে একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তা না হলে মা- ছেলে কিংবা বাবা মেয়ে হলো কিভাবে? বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, বান্ধবীর প্রতি বান্ধবীর ভালোবাসা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তা না হলে বন্ধু হলো কিভাবে? তেমনিভাবে একজন যুবতীর প্রতি যুবেকর, একজন যুবকের প্রতি যুবতীর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এটাই স্বাভাবিক। তা না হলে যুবক-যুবতী হলো কিভাবে? এই আকর্ষণ খোদা প্রদত্ত এটাকে বাঁধ দিয়ে ফিরিয়ে রাখার শক্তি কারো নেই। তবে সবার প্রতি সবার ভালোবাসা এক ধরনের নয়। কোন মেয়ে কিংবা কোন ছেলে কাউকে প্রতিবেশি হিসেবে ভালোবাসবে কাউকে মামাত, চাচাত, খালাত ফুফাত ভাই/বোন হিসেবে ভালোবাসবে। কাউকে সহপাঠি হিসেবে ভালবাসবে, আবার কাউকে জীবন সঙ্গীনী কল্পনা করে ভালবাসবে এটাই স্বাভাবিক। জোর করে যেমন ভালোবাসা হয় না। আবার জোর করেও ভালোবাসা ছাড়ানো যায় না। আমি এক যুবতীর কথা জানি, যে কিনা একটি ছেলেকে গভীরভাবে ভালোবাসে। যুবতী ঠিক করল

মা-বাবা যেহেতু তার প্রেমিকের সাথে বিয়েতে মত দিচ্ছে না সেহেতু তারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। তাদের সিদ্ধান্ত ও সকল প্রস্তুতি ফাইনাল; কিন্তু এর একদিন পড়েই তাদের বান্ধবীর সেটেল ম্যারেজ হবে অর্থাৎ পারিবারিকভাবে তাদের বিয়ে হতে যাচ্ছে তাই নিমন্ত্রণ কার্ড এসেছে। যুবতী মেয়েটি তার প্রেমিক পুরুষের হাত ধরে, তার বান্ধবীর বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করল। শুরু থেকে অনুষ্ঠানের প্রায় সকল ধরনের আনন্দ উপভোগ করার সাথে সাথে মেয়েটির নতুন একটি উপলব্ধি ও জ্ঞান লাভ হলো। বিষয়টি এমন যে, যখন বর উপস্থিত হয়েছে, তখন বাড়ির যত ছোট-বড় মানুষ ছিল সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে লাগলো এবং ছোট ছোট শিশুরা আনন্দে নেচে গেয়ে বলতে লাগলো আপুর বিয়ে হচ্ছে, কি মজা! কি মজা! যুবতী মেয়েটি তখন ভাল করে উপলব্ধি করতে পারল যে, বিয়ে শুধুমাত্র একটি নারী ও একটি পুরুষের জন্যই নয় বরং এতে সবার আনন্দ করার অধিকার রয়েছে। তারপর মেয়েটি তার প্রেমিক পুরুষটির হাত ধরে চোখে চোখ রেখে বলে "আমরা পালিয়ে বিয়ে করবো না" কারণ বিয়েতে অনেকের দু'আ ও আশীর্বাদের প্রয়োজন, সেই সাথে বিয়েতে সবার আনন্দ করার অধিকার রয়েছে। যেই চিন্তা সেই কাজ, তারা আর পালিয়ে গেল না। অবশেষে যখন দুই পরিবারের কর্তাগণ বুঝতে পেরেছেন যে, তারা পরস্পর পরস্পরকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তখন তারা পারিবারিকভাবে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং অনেক আনন্দের সাথে সবার দু'আও অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হলো। দু'টি পরিবার পালিয়ে বিয়ে করার দুর্নাম থেকে মুক্তি পেল।

প্রিয় পাঠক! এমন যদি কেউ থাকে যে, পালিয়ে বিয়ে করার সংকল্প করেছে। তবে তার ভাল করে অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিষয়ে ভেবে নেওয়া উচিত। কারণ একবার যদি কেউ কলংকিত হয় তবে সেই দাগ আর কখনোই ওঠে না। যা পরবর্তীতে জীবনটাকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দেয়। সেটেল ম্যারেজে জীবন সুন্দর হয়। কারণ এ বিবাহে সবাই আনন্দ করার সুযোগ থাকে। সবার দু'আ, আশীর্বাদ ও অংশগ্রহণ থাকে; কিন্তু সেটেল ম্যারেজ করতে গিয়ে যেন কেউ কখনো নিজের অপছন্দের কাউকে চাপে পড়ে বিয়ে না করে। এরূপ করলে জীবনে সুখী হওয়ার আশা ছেড়ে দেওয়াই উচিত। পছন্দ হওয়া না হওয়া, ভাল লাগা না লাগার বিষয়টি আপেক্ষিক। আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে খুব সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

خَلَقَ الانسان فی احسن تقویم۔

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতিশয় সুন্দর গঠনে।"[৭৪]

অতএব সুন্দর অসুন্দর বলার বিষয়টি থাকে না। যেমন– যাদের নাক বোচা, চাকমাদের বা চীনাদের কাছে তাদের হয়তো বেশি ভালো লাগে। আমাদের নিকট তা ভালো নাও লাগতে পারে। যাদের ঠোঁট মোটা ও কাল নিগ্রোদের কাছে হয়তো তাকে বেশি ভাল লাগে। আমাদের নিকট ভালো নাও লাগতে পারে। যাদের চোখের মনি সাদা, চুল সাদা, চামড়া সাদা– আমেরিকাবাসীদের কাছে হয়তো তাকে বেশি ভালো লাগে। আমাদের নিকট ভালো নাও লাগতে পারে। ভালোলাগা না লাগার বিষয়টি আপেক্ষিক। তবে বিয়ের পাত্রীর ক্ষেত্রে ভালোবাসার ভাললাগা বা পছন্দ বলতে কি বুঝায়? এটি হলো এক ধরনের অনুভূতি। বিয়ের পাত্রী দেখতে গিয়েছেন, মেয়ের চোখের দিকে তাকালে যদি আপনার মধ্যে ভালোলাগার অনুভূতি না হয়, তবে তাকে বিয়ে করা ঠিক হবে কি? অথবা বিয়ের পাত্র দেখেছেন ছেলের চেহারার দিকে তাকালে যদি আপনার মধ্যে ভালো লাগার অনুভূতি না হয়, তবে তাকে বিয়ে করা ঠিক হবে কি? অনেক সময় দেখা যায়। মা-বাবা সন্তানদের ভাল করতে গিয়ে খারাপ করে ফেলেন! বিষয়টি একটু খুলেই বলছি। মা-বাবা দেখলেন যে, পাত্র বড় ব্যবসায়ী, অনেক টাকা পয়সা আছে। তাই তারা সন্তানের মন মানসিকতা ও ভালমন্দের দিকটি বিবেচনা না করে জোর করে বিয়ে দিতে চান। বাধ্য হয়ে পরিস্থিতির চাপে পড়ে হয়তো অনেকেই নিজের মনের ভালোবাসা বা ভালো লাগাকে বিসর্জন দিয়ে মা-বাবার নির্বাচিত পাত্র বা পাত্রীকে বিয়ে করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ধরনের বিয়ে টেকসই হয় কি? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় না।

একজন নারী বা পুরুষ বালেগ হওয়ার পর থেকেই স্বপ্ন দেখতে থাকে তার এমন একজন সঙ্গী থাকবে যে হবে তার কল্প জগতের নায়ক/নায়িকা, স্বপ্নের রাজপুত্র/রাজকন্যা; কিন্তু বিয়ের পর যদি সেই স্বপ্নের রাজকন্যা বা রাজপুত্র পুরো রাজ্য দখল করে সমস্ত ভালোবাসাকে কালো কুঠুরিতে বন্দি করে হৃদয়টিকে ছিনিয়ে নিয়ে পর নারী/পর পুরুষের সাথে মিলন করে, তবে কি বলে শান্তনা দিবেন বেচারা স্বামী বা স্ত্রীকে?

যে পুরুষ পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সততার সাথে নারী সুখ পেয়েছে কিংবা যে নারী পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সততার সাথে স্বামী সুখ পেয়েছে সে বড় সৌভাগ্যবান/সৌভাগ্যবতী। অন্যদেশের কথা বাদ দিলাম, আমাদের দেশের কিছু কিছু মানুষ এমনও রয়েছে যারা বিয়ের বিষয়টিকে তেমন একটা গুরুত্ব

[৭৪] সূরা-তীন আয়াত : ৪

দিতে চায় না। কুরআন-হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সঠিক সময়ে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ হয়ে যাওয়া ভাল। আমি এমন অনেক অনার্স, মাস্টার্স, ফাজিল কামিল পাশ করা মেয়েদের সম্পর্কে জানি, তারা তাদের মা-বাবা কিংবা বড় ভাইদের প্রতি অনেক বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। যদিও তারা তা জনসমাজে প্রকাশ করে না। হয়তো একাকি নিঃসঙ্গ জীবনের কষ্টের ভার হালকা করার জন্য জানালার গ্রিল ধরে নিরবে অশ্রু ফেলে, আর অপেক্ষা করতে থাকে। আবার অনেকে হয়তো যৌবনের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কোন অসৎ সঙ্গীর পুলকে পুলকিত হয়ে অন্ধকারে পা রাখে।

যে যাই করুক না কেন, সন্তান বড় হলে তাদেরকে সঠিক বয়সে সঠিক সময়ে বিয়ে করানো বা বিয়ে দেওয়া কি মা-বাবার অন্যসব দায়িত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নয়? অনেক অভিভাবকরাই এ বিষয়ে তেমন সচেতন জ্ঞান রাখেন না। আমি বিভিন্ন স্থানের কয়েকটি পরিবারের কথা জানি। ঐ পরিবারের মেয়েদের কারো বয়স ৩৫ কারো বয়স ৪০ পার হতে চলেছে তারপরও তাদের বিয়ে হচ্ছে না অথচ মেয়েরা সুন্দরে, রূপ লাবণ্যে কম ছিল না। মাস্টার্স পাশ করে বিভিন্ন কোম্পানী বা স্কুলে চাকুরী করে বয়স এবং কাজের চাপে তাদের রূপ লাবণ্য প্রায় তিন বছর আগেই বিদায় নিয়েছে বলা যায়। এখনো তাদের বিয়ে হয়নি। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, তাদের কারো পরিবার হলো জগতের ব্যতিক্রম চিন্তাধারার অধিকারী। এক পরিবারের কথা জানি, বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে অভিভাবকের নিকট আলাপ আলোচনা করতে আসলেই লম্বা চওড়া একটি তালিকা ধরিয়ে দেন। তাতে লেখা রয়েছে তার আত্মীয়দের কে কোন উচ্চ পর্যায়ে আছে, কেউ মন্ত্রী, কেউ সচিব, কেউ এ্যাডভোকেট, কেউ চেয়ারম্যান কেউ পাইলট, কেউ এম,পি ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি পাত্র কিংবা পাত্র পক্ষের আত্মীয় স্বজন এ পর্যায়ের হন তাহলে তারা মেয়েকে এমন পরিবারে বিয়ে দেবেন। অন্যথায় বিয়ে দেবেন না এমন করতে করতে মেয়ের বয়স ৪০ পার হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত মেয়ে চাকুরী করবে বলে ফ্রি সেক্সের দেশ আমেরিকায় চলে গেছে। এখন তো আর তার কোন বিয়ের প্রয়োজনই নেই। আরেক পরিবারের কথা জানি, মেয়ের বাবা মারা গেছে বড় ভাই এখন সংসারের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছে; কিন্তু বড় ভাইয়ের বয়স ৪৫ পার হয়ে গেছে। সে তার জন্য বাংলাদেশে কোন পাত্রীই খুঁজে পাচ্ছে না। তাই ছোট ভাইয়েরা বড় ভাইকে ফেলে বিয়েও করতে পারছে না। এক ছোট ভাই শেষমেশ ৩৫ বছর বয়সে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলছে। আর বোনদের অবস্থা হলো তাদের কারো বয়সে ৩৮ কারো বয়স ৩০। কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেই তার হাতে ধরিয়ে

দেয় আত্মীয়-স্বজনের এক লম্বা তালিকা। যারা সরকারী বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। যদি ছেলে বা ছেলের আত্মীয়স্বজনরা এমন হয় তাহলে বিয়ে দেবে অন্যথায় নয়। আরেক মেয়ের কথা জানি সে রসায়ন থেকে মাস্টার্স পাশ করে দুই বছর ধরে একটি কোম্পানিতে কাজ করছে। বয়স ও কাজের চাপে তার রূপ লাবণ্য ২ বছর আগেই প্রায় বিদায় নিয়েছে। এখনো তার বিয়ে হয়নি। একদিন লোক পাঠিয়ে জানতে পেরেছি, তাদের পরিবার হলো জগতের ব্যতিক্রম চিন্ত াধারার অধিকারী। কলেজ লেভেলে কঠিন শাসন করতো তাই ভয়ে প্রেম ভালোবাসা ও আবেগকে প্রশ্রয় দেয়নি। আর এখন যখন তার রূপ লাবণ্য শেষ, দেখতে ছেলে না মেয়ে তেমন বুঝা যায় না, তখন মা-বাবা উঠে পড়ে লেগেছে। এ পর্যন্ত শ'খানিক ছেলে এসে দেখে গেছে কেউ পছন্দ করেনি। জগতে রূপসী, সুন্দরী, নবযৌবনা কন্যা থাকতে কোন সুস্থ সচেতন পুরুষ রূপলাবণ্যহীন মেয়েকে সহজে বিয়ে করতে চাইবে কেন?

এখন মেয়েটির মা-বাবার কথা হলো, যে ছেলে তার মেয়েকে বিবাহ করবে তাকে যৌতুক হিসেবে শহরে একটি ফ্ল্যাট বাসা দিবে। অনেক ছেলে হয়তো আছে যারা শহরের ফ্ল্যাট পাওয়ার আশায় বিয়ে করবে। ঠিক আছে বিয়ে না হয় হলো, মেয়ে না হয় স্বামী পেল; কিন্তু সব পেয়েও কি যেন অপূর্ণ থেকে গেল তাই না? মেয়েটি প্রায়ই মা-বাবাকে লক্ষ্য করে মনের দুঃখে গালি-গালাজ করতো। প্রায় সময় মনমরা হয়ে থাকতো। অপরদিকে আমাদের সমাজের এমন অনেক যুবক রয়েছেন যারা বিয়ের বয়স পার হয়ে যাওয়ার শেষ লগ্নে এসেও বলে তার বিয়ের বয়স হয়নি। মূলত বিয়ের বয়স ও বিয়ের সময় হওয়া এক বিষয় নয়। কে কোন বয়সে বিয়ে করবে এটা একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার তবুও সময় সচেতনতা বলতে একটি বিষয় রয়েছে। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক বেকার যুবক ভাবে সে, চাকরি পেলে বিয়ে করবে। চাকরিরত যুবক ভাবে প্রমোশন হলে বিয়ে করবে, ছোট-খাট মুদির ব্যবসায়ী হয়তো ভাবে দোকানটি আরেকটু বড় করে বিয়ে করবে। যে বিদেশে থাকে সে ভাবে বাড়িতে বড় একখানা ঘর করে বিয়ে করবে, যে বাড়িতে থাকে সেভাবে ছোট বোনটাকে বিয়ে দিয়ে তারপর বিয়ে করবে। তাই বিয়ের বয়স হলেও কে কখন বিয়ে করবে সেটি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক বিষয়। যে যখনই বিয়ে করুক না কেন তা যেন জীবনের মধুর লগ্নেই হয়। নয়তো অতীতে হারিয়ে যাওয়া সোনালী দিনগুলোর জন্য খুব বেশি আফসোস করতে হবে। তাই বয়সের সঠিক বয়সেই বিয়ে করা উচিত দেরী করে বিয়ে করা উচিত নয়। রোমান্টিকতার অভাব, শারিরীক ও মানসিক দুর্বলতা, সন্তান লালন পালনে অসুবিধা ইত্যাদি সমস্যার সম্ভাবনা থাকার কারণে

সঠিক সময়ে বিবাহ করাই যুক্তিযুক্ত। এতে করে শরীর ও মন দুটোই ভাল থাকে, ফলে সংসার সুখের হয়। আমি একজন শিক্ষিত লোকের কথা জানি, তিনি প্রায় ৪৫ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন। বিয়ে করার পরমুহূর্তে তিনি একদিন আফসোস করে বলেছিলেন, জীবনে বড় ভুল করেছি, লেট করে বিয়ে করে।

অন্য একটি মেয়ের কথা জানি, মা-বাবা যতই বিয়ের জন্য চাপ দেয় সে ততই দূরে থাকতে চায়। সে বলে আমি লেখাপড়া শেষ করে নেই। শেষ পর্যন্ত মেয়ে রাজি হলো, মেয়ের বয়স তখন ৩০। একদিন এক পাত্র তাকে দেখতে আসে। ছেলেটির বয়স তখন ৪০। মেয়েটি যখন জানতে পারলো পাত্রের বয়স ৪০ তখন মেয়ে আর এ পাত্রকে পছন্দ করে না। ছেলেটি চলে যাওয়ার পর আত্মীয়-স্বজন মেয়েটিকে বিয়েতে রাজি না হবার কারণ জিজ্ঞেস করলে, সে উত্তরে বলল, আমি কিভাবে এত অধিক বয়সী ছেলের নিকট বিবাহ বসবো? এখনই তার বয়স হচ্ছে চল্লিশ। সে বাঁচবেই বা আর কয়দিন। তারপর আমার কী অবস্থা হবে? তাই আমি এ ছেলেকে পছন্দ করিনি। যাই হোক বিয়ের বয়স হলে সামর্থ থাকলে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলা উচিত নতুবা প্রাকৃতিক অভিশাপ আসে! যথা সময়ে যদি বিয়ে না হওয়ার দরুন যুবক-যুবতির আচার-আচরণ খিটখিটে মেজাজের হতে পারে। অনেক যুবক রয়েছেন যারা বিয়ে করে তাদের জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করতে পেরেছেন। যথা সময়ে বিবাহ করলে আত্মিক ও চরিত্রগত উন্নতির পাশাপাশি আর্থিক উন্নতিও হয়। তাই আমাদের জীবনের সোনালী দিনগুলোকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা উচিত।

ভালোবাসার যাদুমন্ত্র– I Love You

I Love You বা "আমি তোমাকে ভালোবাসি।" এ বাক্যটিতে যাদু রয়েছে। এটি একটি মুগ্ধকারী মন্ত্র, যা একজন আবেগপ্রবণ যুবতীর মনে এনে দিতে পারে স্বপ্নীল মধুর স্বপ্ন। একজন যুবককে করতে পারে নির্ভর, নির্ভীক। যেহেতু এটি একট মুগ্ধকারী মন্ত্র। সেহেতু এটি যেমন একজন মানুষের উপকার করতে পারে তেমনি অপকারও করতে পারে অনেক। এদেশে এমন অনেক সাদা মনের কোমলমতি যুবক-যুবতীরা রয়েছেন, যারা এই কথাটির ফাঁদে পড়ে চাঁদে বাসর করার স্বপ্ন দেখেন, ফলে যখন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হন, তখন তাদের জীবনে নেমে আসে অতিশয় দুঃখ ও ঘনকালো অন্ধকার। এটি এমন একটি বাক্য যেখানে সেখানে যেমন ব্যবহার করা যায় না, ঠিক তেমন এই বাক্যটি কেউ সত্যি করে মন থেকে বলছে কিনা? সহজে তাও যাচাই করা যায় না। যারা

যাচাই করতে পারে তারা ভাগ্যবান। কারো কারো জীবনে হয়তো এই কথাটি শুনার ভাগ্যই হয় না। এই সৃষ্টিজগতে এমন একটি মাত্র কথাই আছে, যা শুধুমাত্র দুই জনের জন্যই তৈরি হয়েছে, যেখানে তৃতীয় পক্ষের কোন স্থান নেই। "আমি তোমাকে ভালোবাসি" I Love You এখানে যে বন্ধন, মায়া বা ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র আমি এবং তুমি এই দু'য়ের জন্যই। এ বাক্যটি যদিও অতি ছোট এবং সহজ সরল তবুও এটি বলা সহজ নয়। এ ধরণীতে এমন অনেক বীর পুরুষ এসেছেন, যারা উচ্চস্বরে বিপ্লব করেছেন, যুদ্ধ করেছেন; কিন্তু প্রিয়তমাকে বা যাকে ভাল লেগেছে তাকে এই কথাটি বলার সময় কণ্ঠস্বর প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এই বাক্যটিতে যাদু রয়েছে। এই কথাটি শোনার জন্য একটি নারী আপন মনে অপেক্ষা করতে থাকেন। একজন পুরুষও ছটফট করতে থাকে কখন কিভাবে বলা যায় মনের মানুষকে এই কথাটি। তবে সমস্যা হচ্ছে– এ জগতের এমন অনেক নারী-পুরুষ রয়েছেন যারা ভুল সময়ে, ভুল স্থানে এ বাক্যটি উচ্চারণ করে ফেসে যান। কেউ হয়তো বা মুক্তি পান, কেউ হয়তো বা জিতে যান, কেউ হয়তো ঠকে যান। কেউ হয়তো অপমানিত হন। সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে, সঠিক পদ্ধতিতে যদি কথাটি না বলে এর বিপরীত হয় তাহলে উভয়েরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এ কথাটিতে এমনই যাদু রয়েছে যারা এখনো এই সহজ সরল বিষয়টির জটিল ও রহস্যের গোলক ধাঁধাঁয় না পড়েছেন তারা এই কথাটির স্বার্থকতা উপলব্ধি করতে পারেন না। এ বাক্যটি এমনই একটি মন্ত্র যা বলতে অনেকেরই বুকে সাহস থাকে না। কোমল গোলাপী ঠোঁটগুলো শুকিয়ে যায়, চোখে গভীর মায়া, বুকে গভীর আবেগের ঘনঘটা। এক যুবক সারাদিন চর্চা করে, এই সহজ কথাটি তার ভালোলাগার মানুষকে বলবে বলে; কিন্তু, যখনই সে তার ভালোবাসার মানুষের সামনে দাঁড়ায়, অমনিতেই শুরু হয় হাড় কাঁপুনি। শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ বলেই ফেলে। তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো। একজন আরেকজনের জ্ঞানে গুণে মুগ্ধ হয়ে তার ভালোলাগার কথা বলতেই পারে এটা স্বাভাবিক। মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালোবাসার ও ভালো লাগর কথাটি বলার অধিকার সবারই আছে। তাই বলে যখন তখন, যেখানে সেখানে, যেভাবে সেভাবে গভীর চিন্তা ভাবনা ও পরিবারের সাথে পরামর্শ না করে কাউকে I Love You "আমি তোমাকে ভালোবাসি" এ মন্ত্রটি মুখ থেকে বের করা উচিত নয়। অথবা কেউ আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলে ফেললেও তাতে হ্যাঁ বা I Love You to "আমিও তোমাকে ভালোবাসি" বলে প্রতিউত্তর দেওয়ার আগে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা ও পরিবারের সাথে পরামর্শ করে বলা উচিত। কারণ এ

বাক্যটিতে যাদু আছে, এটি ভালোবাসার মন্ত্র। অধিকাংশ যুবক-যুবতীরাই এ যাদু মন্ত্রে কাবু হয়ে জীবনকে ধ্বংসের হাতে তুলে দিয়েছে। লেখাপড়া, কাম-কাজ, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, গোসল ইত্যাদি সব ভুলে গিয়ে আজ মাদকাসক্ত। এ মন্ত্রের জালে ফেসে তারা আজ মানুষের কাতার থেকে বেরিয়ে গেছে। কেউবা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। কেউবা পশুত্বের কাতারে শামিল হয়েছে।

প্রেমের পরিচয় ও প্রেমিকের হাহাকার

প্রেম বলতে বুঝায়, যা দুই দিক থেকে সমান হারে, সমান সম্মতিতে, সমান আত্মিকশক্তি মিলে মহাজাগতিক শক্তিতে মিলিত হওয়াকে। শুধু একজনের পক্ষ থেকে কাউকে খুব পছন্দ করলেই এটাকে প্রেম বলেনা, এটাকে বলা যায় আত্ম-আবেগ প্রবণতা। অথবা এটাকে বলা যায় একদিক থেকে পবিত্র ভাললাগার এক আকর্ষণ শক্তি। প্রেম-ভালোবাসা বিয়ের আগেই হোক, আর বিয়ের পরেই হোক, ভালো তো সবাই চায়; কিন্তু একথা ভালো করেই মনে রাখতে হবে যে, শত চেষ্টা করেও যদি অন্যের ভালোবাসা না পাওয়া যায়, কিংবা সে আপনার ভালোবাসা না বুঝে তাহলে তার কথা মনে করে বালিশ ভেজানোর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ যে গভীরভাবে ভালবাসতে জানে সে প্রয়োজনে ত্যাগ করতেও জানে। প্রকৃত প্রেমের সাথে পাপের কোন সম্পর্ক নেই, যেখানে পাপ থাকে তা আদৌ কোন প্রেম নয়।

এক যুবতীর কথা জানি, এক যুবককে সে খুব ভালোবাসতো। খুব পছন্দ করতো। তাকে ভুলে এক মুহূর্তও সে থাকতে পারতো না। মেয়েটি ছেলেটিকে অনেক ভাবেই বুঝাতে চেয়েছে এটি। ছেলেটি সবকিছু বুঝেও যেন, না বুঝার ভান করল।

"মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না"।

তবে আধুনিক যুগে সকল মেয়ের ক্ষেত্রে প্রাচীন এ প্রবাদটি সঠিক কিনা? তা প্রিয় পাঠকেরাই আমার চেয়ে ভাল জানেন। উক্ত মেয়েটি সকল প্রকার লজ্জা, জড়তা ও ভয় কাটিয়ে মনস্থির করল, আজকে যেভাবেই হোক তার স্বপ্নের পুরুষকে ভালোবাসার কথা বলবেই। যেই ভাবা সেই কাজ। পড়ন্ত বিকেলে যখন আকাশের সোনালী রৌদ্র চারদিকে প্রকৃতির ছন্দে তাল মিলিয়েছে। তখন হাতে একটি ফুটন্ত লাল গোলাপ নিয়ে ইতস্তত করে ছেলেটিকে বলল, তোমাকে একটি কথা বলব বলে আজ থেকে তিন বছর যাবত অপেক্ষা করে আসছি। তোমাকে কিভাবে বলব? ভেবে পাচ্ছি না। তাই এতোদিন বলিনি আজ বলবো।

তোমাকে আমি ভালোবাসি- I Love You. আমি তোমাকে খুব খুব খুব....ভালবাসি। হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি। হৃদয়ের গহিন থেকে ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। চোখে অশ্রু, বুকে উত্তাল আবেগের ঢেউ, কে জানে আল্লাহ ছাড়া আর কি দেখেছে কেউ? ছেলে শান্ত স্বরে বলে- তুমি এটি আমাকে আগে বললে পারতে। আমার তো একজনের সাথে রিলেশন হয়ে গেছে। আমি সিঙ্গেল নই। তুমি যেমন আমাকে খুব ভালোবাস, আমিও আমার প্রিয়তমাকে খুব ভালোবাসি। ছেলেটির এমন কথা শুনে মেয়েটির পা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। মাথায় বিনা মেঘের বজ্রপাতের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে সে। মনে হয় জীবনের কোন এক নিষ্ঠুর মরুভূমির চোরা বালিতে আটকা পড়েছে তার সকল স্বপ্ন, সকল আশা। মেয়েটি একপর্যায়ে কান্না করতে করতে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো।

অপর দিকে আরেক যুবকের কথা আমি জানি। সে এক মেয়েকে প্রচণ্ড ভালোবাসত। সহজ কথায় বলতে গেলে প্রতি মুহূর্তে তাকে মিস করত। মেয়েটিকে অনেক বারই বুঝাতে চেয়েছে তার হৃদয়ের ভালোবাসার কথা। মেয়েটিকে সে আড়াই বছর ধরে পছন্দ করে আসছে। অনেক বার মেয়েটিকে তার ভালোবাসার কথা ভালো লাগার কথা বলতেও চেয়েছে। মেয়েটি বুঝেও না বুঝার ভান করে তাকে সর্বদা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। একদিন যুবকটি জানতে পারে, মেয়েটি গত তিন মাস আগে তার পাড়ার অন্য ছেলের প্রেমে পড়েছে। এই কথা জানতে পেরে ছেলেটির মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থা। ছেলেটি প্রচণ্ড কান্না করে। এলোমেলো হয়ে যায় তার জীবনের স্বপ্নগুলো। সে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। তার অবস্থা এখন বড়ই মারাত্মক। ঘুমের ঔষধ খেয়ে এক সপ্তাহ হসপিটালের বেডে শুয়েছিল। তার বড় ভাইয়ের এক বন্ধু তাকে হাসপাতালে দেখতে গেলে তাকে পেয়ে সে সকল জড়তা ভেঙ্গে জড়িয়ে ধরে বাচ্চার মত কান্না করতে লাগল। বিস্তারিত শুনতে চাইলে সে তার সমস্ত আবেগ ভাল লাগা ও ভালোবাসার কথা একের পর এক বলতে লাগল। সব শুনার পর শেষপর্যন্ত একটি প্রশ্ন করল প্রেমিকটি

বলুন তো ভাইজান, মানুষ প্রেমে ব্যর্থ হয় কেন?

আমি কেন প্রেমে সফল হতে পারিনি?

প্রিয় পাঠক! এখন এর উত্তর আপনি কী দেবেন? এখানে দু'জন প্রেমিকের না পাওয়ার হাহাকার আমরা দেখতে পেলাম। দু'জনের দুঃখ এবং চোখের পানি দেখেও না পাওয়ার হাহাকার দেখে আমরাও হয়তো দুঃখ প্রকাশ করবো, বা বলে ফেলব আহারে বেচারী-বেচারার মনে কত দুঃখ!

এখানে আমি তাদের প্রেমের ক্ষেত্রে যা বলবো তা হচ্ছে– আসলে এটা তাদের প্রেম ছিল না, আমার এ কথায় হয়তো প্রেমিকদ্বয় হতাশ হয়ে উঠবে। হয়তোবা বলবে আমি আসলে প্রেমই বুঝি না। আমার হৃদয়ে কোন প্রেমই নেই। আমার নিকট থেকে তারা এ ধরনের কথা আশাও করেনি।

আমি প্রেমিকদ্বয়কে বলছি– প্রেমিকের এ উক্তি "আমি তাকে খুব পছন্দ করি" এটাকে প্রেম বলে না, এটাকে বলা যায় আত্ম আবেগ প্রবণতা (Self-emotion)॥ মূলত প্রেম বলতে তাই বুঝায় যা দুইদিক থেকে সমান হারে, সমান সম্মতিতে সমান আত্মিকতা মিলে মহাজাগতিক শক্তিতে মিলিত হয়। যেহেতু শুধুমাত্র একটি ছেলে অন্য একটি মেয়েকে পছন্দ করত কিংবা একটি মেয়ে অন্য একটি ছেলেকে পছন্দ করতো এটাকে প্রেম বলে না, এটাকে বলা যায় একদিক থেকে পবিত্র ভাল লাগার এক আকর্ষণ শক্তি।

আমার পক্ষ থেকে উভয়ের জন্য শান্ত্বনার বাণী হচ্ছে– যেহেতু সে মেয়েটি তোমার পবিত্র ভালবাসাটি বুঝতে পারল না, সেহেতু তার কথা মনে করে বালিশ ভেজানোর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ যে গভীরভাবে ভালবাসতে জানে সে প্রয়োজনে ত্যাগ করতেও জানে। কঠিনভাবে নিমিষে চোখের জল মুছে ফেলতেও জানে। প্রয়োজনে হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিতেও পারে। পুরুষেরা সব সময়ই পুরুষ। আর কাপুরুষেরা শুধুমাত্র দেখতেই পুরুষ, বাস্তবে নয়। অপরদিকে নারী প্রেমিকের জন্য শান্ত্বনার বাণী হচ্ছে– তোমার কোন দোষ নেই। মানব জনমটাই এমন পাওয়া না পাওয়ার গোলক ধাঁধায় আটকানো। চাওয়া-পাওয়া কারো কাছে সাধনা, কারো কাছে আবার তুচ্ছজ্ঞান মাত্র। এটিকে কেউ বলে ভাগ্য। সবই আল্লাহর ইচ্ছা, সবই তার মায়া। সবই তার লীলা খেলা। প্রেমিকের চোখের জল শোভা পায় না। শুনে রাখ অবুঝ বালিকা! যা হারিয়েছ তা তোমার ছিল না, যে চলে গেছে সে তোমার নয়। যে তোমাকে ভালবেসে তোমার জীবনে আসবে, সেই তোমার। আর যে তোমার তাকে কেউ তোমার কাছ থেকে আলাদা করতে পারবে না।

বিয়ে-বন্ধন, প্রেম-ভালোবাসা, পবিত্র, সত্য, শাশ্বত। আমি কি ভুল কিছু বলে সান্ত্বনা দিচ্ছি? যদি আমার বলা সত্যিই হয়ে থাকে, তাহলে যুবক-যুবতীরা কি সচেতনতা ও বাস্তবতার সিঁড়ি বেয়ে এক অজানা রহস্যময় জগতে ঘুরপাক খাচ্ছে না? তাহলে কি সেই রহস্যময় জগৎ? সেটি আধ্যাত্মিক, মহাজাগতিক সাধারণ জ্ঞানে ও যুক্তি-তর্কে মীমাংসায় পৌঁছানোর বিষয় নয়। এদিকে আবার কিছু প্রেমাস্পদ প্রেমের প্রস্তাব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কারো কারো প্রেমপ্রস্তাব গ্রহণ করা কিংবা প্রত্যাখ্যান করার বিচারের মাপকাঠি

থাকে ভিন্ন কিছু। অনেকে চোখে চোখ রেখে বুঝে নেন, কেউ কেউ ফ্যাশন ও স্মার্টনেস দেখে মনের মানুষ খুঁজে বেড়ান। অনেকে আবার টাকা আছে কিনা? সেটাকে প্রেমের বাটখারা বানিয়ে ভালোবাসা পরিমাপ করার চেষ্টা করে। এ যে মিথ্যা, মোহ ও ছলনাময় কথিত ভালোবাসা!

মানুষকে নির্বাচন করুন তার দ্বীন ধার্মিকতা বংশ মর্যাদা, সুন্দর এবং সম্পদশালী দেখে, নিজের স্তর অনুযায়ী। শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহার, নীতি, বোধশক্তি, আখলাক চরিত্র ও সাহসিকতা দেখে। অন্যথায় যদি শুধুমাত্র টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, ফ্যাশন ও বাইরের চাকচিক্য দেখেই তাকে ভালোবাসেন, বিয়ে করেন, তবে আপনি নিশ্চিত মনে করতে পারেন আপনি জীবনে বড় ধরনের ভুল করেছেন। টাকা পয়সার চেয়ে একজন আদর্শ মানুষ অনেক বড়। যারা মূল্যবোধ, বিবেকবোধ, চেতনাবোধ, মানবতাবোধ ও আদর্শবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া শুধুমাত্র টাকা-পয়সার লোভে অন্ধ হয়ে কাউকে বিয়ে করল, তারা যেন একটি ভেড়ার পালের সাথে সংসার করার সিদ্ধান্ত নিল। পরবর্তী জীবনে নেমে আসবে শুধু হাহাকার আর হাহাকার।

প্রেমের ফাঁদ হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ফাঁদ

ছলনা, প্রতারণা একটি প্রাচীনতম অশুভ প্রক্রিয়া। সভ্যতা ও জীবন যাত্রা বিকাশের পাশাপাশি মানুষকে ঠকানোর মাত্রা কিন্তু দিন দিন বেড়েই চলছে। বিজ্ঞান ও জীবন যাপন যত উন্নত হচ্ছে, মানুষের মনও ততই জটিল হয়ে উঠেছে। ছলনা, প্রতারণা, মানুষকে ঠকানো যাদের কাজ, তারা কখনও সুখী হতে পারেনা। এটা প্রকৃতির বিধানে নেই। আমাদের দেশে প্রায়ই বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখা যায় মলম পার্টি, অজ্ঞান পার্টি, চকলেট পার্টির মতো নানা ছলনা ও প্রতারণার ফাঁদে ফেলে মানুষকে নিঃস্ব করা হচ্ছে। কিছু কিছু জানা শোনা লোকও এমন রয়েছে, যারা মানুষকে বা আপনজনকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এটি একটি ঘৃণ্যতম জঘন্য সামাজিক অপরাধ; কিন্তু এই ধরনের ফাঁদের চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর ফাঁদ রয়েছে, সেটি হচ্ছে প্রেমের ফাঁদ। যদি প্রতারণা করে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তা উপার্জন করা সম্ভব, এই কষ্টটি সাময়িক; কিন্তু, কেউ একজন যদি ভালোবাসার অভিনয় করে আপনার সকল তথ্য ও সহজ সরল মনটাকে চুরি করে নিয়ে যায়, তবে এই কষ্টটি ভোলা যায় কি? এটি এমন একটি ছলনার ফাঁদ, যাকে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারার সাথে তুলনা করা যায়! বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ,

আলীয়া মাদরাসা ও ভার্সিটিতে পড়ুয়া আবেগপ্রবণ সহজ-সরল ছেলেমেয়েরাই এই প্রতারণার ফাঁদে পড়ে থাকেন বেশি। প্রেমের ফাঁদের পরিচালকটি আপনার পরিচিত কিংবা অপরিচিতও হতে পারে। যেমন ধরুন, আপনার সহপাঠি আপনার সাথে প্রেমের অভিনয় করে কিছুদিন পর আরেকজনের সাথে চটপটি খায়, ফুচকা খায়, কিচেন খায়, বিছানা গরম করে, আপনার ফোন রিসিভ না করে কেমন লাগবে আপনার কাছে? যারা মানুষের সাথে ছলনা ও প্রতারণা করে তারা কি জানে যে, এই ছলনা ও প্রতারণার প্রত্যেকটি কাজের কর্মফল শুধুমাত্র পরজগতেই নয় ইহজগতেও ভোগ করতে হয়? মানুষের মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় কোথায়? চরিত্র, মনুষ্যত্ব ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বললেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝায়। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাদের গৌরবের মূলেই রয়েছে এই চরিত্র-শক্তি।

দুনিয়ার মহব্বত ও ভালোবাসার পরিচয়

দুনিয়ার মহব্বত ও ভালোবাসা বলতে– দুনিয়ার কাজ-কারবার, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, জীব-জন্তু ইত্যাদি যে কোন বস্তুর সঙ্গে আত্মাকে আবদ্ধ করার নাম, "দুনিয়ার মহব্বত বা ভালোবাসা। অবশ্য ইলম কালাম এবং যাবতীয় নেক কাজ দুনিয়ার মধ্যে সংঘটিত হলেও এ বিষয়গুলি পরকালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ এগুলির প্রতি ভালোবাসাকে দুনিয়ার মহব্বত বলা যায় না বরং এই ভালোবাসাকে আখেরাতের প্রতি ভালোবাসাই বলতে হয়।

ধন সম্পদের মত মানুষের স্থাবর সম্পতির প্রতিও ভালোবাসা হয়ে থাকে। যেমন– বাড়ি-ঘর তৈরি করব, জমি-জমা, খেত-খামার করব ইত্যাদি। উদ্ভিদের সঙ্গেও ভালোবাসা হয়। যেমন– বৃক্ষরোপণ করবো, গাছ-গাছড়া ঔষধে ব্যবহার করবো। ফল-মূল খেয়ে আনন্দ উপভোগ করব" ইত্যাদি। খনিজ পদার্থের প্রতিও ভালোবাসা হয়। যেমন– থালা-বাসন, ঘটি-বাটি ইত্যাদি বানাবো। অলঙ্কার প্রস্তুত করবো ও জমা করে রাখবো, ইত্যাদি। জীব জন্তুর প্রতিও ভালোবাসার উদ্রেক হয়, যেমন– হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল, উট, মহিষ, ভেড়া, দুম্বা, গাধা, ঘোড়া, হাতি লালন-পালন করে লোকদেরকে দেখিয়ে গৌরবান্বিত হবো, গোশত খাব ইত্যাদি। আর মানুষের প্রতি যে মানুষের মন আকৃষ্ট হয়ে থাকে, তা তো বলাই নিষ্প্রয়োজন।

প্রিয় পাঠক! এ দুনিয়ার লীলা খেলা দুই দিনের তামাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়। দুনিয়ার প্রতি মহব্বত ভালোবাসা থেকেই অহঙ্কার, শত্রুতা, শঠতা প্রভৃতি আত্মার রোগসমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে। দুনিয়ার রূপ সৌন্দর্যের গোলাক ধাঁধায় পড়ে মানুষ এমনি আত্মহারা হয়ে যায় যে, কোথা হতে এসেছে এবং কোথা যেতে হবে, একথার খেয়াল তার মোটেই থাকে না। এমনকি দেহ মন সবকিছুই দুনিয়ার জন্য উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করে না। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দুনিয়া পরকালের পথের সম্বল বা পাথেয় মাত্র। যাতে মানুষ এই সম্বলের উপর নির্ভর করে পরকালের পথে মহাযাত্রা করতে সক্ষম হয়। এই উদ্দেশ্যেই দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে। একদিন দুনিয়াকে ছেড়ে চলে যেতেই হবে সুতরাং এটা আয়ত্বে আসলে আনন্দিত হওয়া এবং আয়ত্তে না আসলে চিন্তিত হওয়া নিতান্ত বোকামী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ, বাড়ি গাড়ি ইত্যাদিকে শান্তির উপকরণ বলে মনে করাও নির্বুদ্ধিতা। দুই দিনের মধ্যে যে স্থান পরিত্যাগ করতে হবে, সেখানে কি কখনও শান্তি হতে পারে?

আল্লাহর মহব্বত ব্যতীত পরকালে স্থায়ী নেয়ামত লাভ হতে পারেনা। আগুন ও পানি যেমন এক পাত্রে থাকতে পারে না। আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসার সঙ্গে তেমনি দুনিয়ার মহব্বত একত্রিত থাকতে পারে না।

যখন মানুষ দুনিয়াকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারে এবং দরকার মত আসবাব পত্রের উপর ধৈর্যাবলম্বন করতঃ শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন তথা আল্লাহর ধ্যানে মনোনিবেশ করতে পারে, তখনই তার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা উদিত হয়ে থাকে। মনে রাখা উচিত, যারা দুনিয়াকে আসল মকসূদ বা উদ্দেশ্য মনে করে তা লাভ করতে চেষ্টা করে, তারা সর্বদা অশান্তি ভোগ করতে থাকে। তাদের চিন্তার সীমা নেই, আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই, তাদের অনুতাপেরও উপশম নেই। দরকারের অতিরিক্ত দুনিয়া লাভ করার প্রয়োজন নেই। লাভ করতে গেলে নিশ্চয় নানা কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। এতে নেক আমলে বিভিন্ন বাধা আসতে থাকে।

দুনিয়ার মহব্বত অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে, যদি নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি খেয়াল করে পাঠ করা হয়। যেমন ধরুন– আপনি একশত বৎসর হায়াত পাবেন এবং আপনি সারা পৃথিবীর বাদশা হবেন; কিন্তু এর শেষ কি হবে? নিশ্চয় একদিন আপনার অস্তিত্ব দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাবে। তখন আপনিও থাকবেন না, আপনার রাজত্বও থাকবে না। এ সবকিছু তো যাবেই, অধিকন্তু এগুলির প্রতি আসক্ত থাকার কারণে পরকালের স্থায়ী রাজত্বও আপনার হাতছাড়া হবে। পরকালের জীবন অনন্ত। সুতরাং সেখানকার রাজত্ব লাভই প্রকৃত সৌভাগ্য। অনন্ত বলে

যার শেষ নেই, কোটি কোটি বৎসর কেটে গেলেও যার এক তিল কম হয় না।

হযরত আবু বকর (রাযি.) বলেন : 'যে একবার আল্লাহর মহব্বতের স্বাদ পেয়েছে, দুনিয়ার প্রতি তার মহব্বত ভালোবাসা থাকতেই পারে না।"

প্রেম রোগের চিকিৎসা

বেগানা নারী, যাদের সাথে বিবাহ বৈধ, কিংবা যাদের সাথে পর্দা করার কথা শরীয়তে বলা হয়েছে। তাদের সাথে নির্জনে বসা কিংবা হাস্য রসিকতা করা একটি বিপজ্জনক বিষয়। যা এক সময় অপ্রত্যাশিত দূর্ঘটনার জন্ম দেয়। অনেকেই এটাকে দোষণীয় মনে করেন না বরং নির্জনে বসা ও কথা বলা সত্ত্বেও যিনা/ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার আত্মবিশ্বাস রাখে। তারা কেবল দেখা এবং কথাবার্তা বলে। অথচ এ বিষয়টির অভ্যন্তরে কাজ করে, যখন তারা অসতর্ক থাকে। অবশেষে ধ্বংসের দ্বারে উপনীত হয়। এ ধরনের লোকদের ভুল হয় মূলত দু'টি কারণে–

(১) শরীয়তের বিরোধিতা (বেগানা নারী-পুরুষের দেখা-সাক্ষাত ও কথাবার্তা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

২। কাঙ্ক্ষিত অথচ নিষিদ্ধ কাজের সামনে নিজেকে পেশ করা (ফলে ক্রমশ কামনা-বাসনার বৃদ্ধি ঘটতেই থাকে এবং এক সময় তা প্রবল হয়ে ব্যক্তিকে পাপে লিপ্ত করিয়ে দেয়া।

সুতরাং প্রেম-রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা এর চূড়ান্ত চিকিৎসার মতো নয়। এই রোগ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে অজ্ঞতা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করে। তাই রোগ সারানোর চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই সব থেকে উত্তম। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের করণীয় হলো–

(ক) বিবাহ বহির্ভূত দুইজন নারী-পুরুষের নির্জনে দেখা-সাক্ষাৎ না করা ও কথাবার্তা না বলা।

(খ) সাধারণত রূপ-সৌন্দর্য দেখার মাধ্যমে প্রেমের নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়– অর্থাৎ কোন সুন্দর রমণীর দিকে যখন চোখ যায়, অন্তর তখন জবরদস্তি তার দিকে আকৃষ্ট হতে চায়। ওই সময় চোখ সরিয়ে নিলে মন চঞ্চল হয়ে উঠে। এজন্য কোন নারীর প্রতি প্রথম থেকেই দৃষ্টি না দেয়া উচিত।

(গ) অত্যন্ত গভীরভাবে ও সুক্ষ্ম নজরে বারবার দৃষ্টিপাত করতে থাকলে রোগও ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং এরই মাধ্যমে গভীর প্রেমও জন্ম নিয়ে থাকে। এমন ব্যক্তির পক্ষে জরুরী হল– যখন কেউ কোনো সুন্দরী নারীর দিকে

দৃষ্টিপাত করবে এবং নিজের অন্তরে সেই দৃষ্টিপাতের স্বাদ অনুভব করবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেবে এবং আল্লাহ তা'আলার আযাবের ভয় করবে।

(ঘ) যদি বার বার দেখার কারণে, প্রেমাস্পদের চেহারা রূপ লাবণ্য অন্তরে অঙ্কিত হয়ে যায়, যার লক্ষণ অন্তরে সকল সময় প্রেমাস্পদের উপস্থিতি অনুভূত হওয়া, ঘুমের মধ্যেও তার সান্নিধ্য পাওয়া, একা একা থাকা অবস্থাতে কিংবা শয়নে-স্বপনে, জাগরণে, সদা-সর্বদা প্রেমাস্পদের চিন্তা মন-মগজে জেকে বসে থাকা। এমন পর্যায়ে কেউ পৌঁছে গেলে তার চিকিৎসা হলো প্রেমাস্পদের নিকট থেকে দূরে সরে যাওয়ার কিংবা দূরে থাকার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া। তাকে না দেখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা, তাকে পাওয়ার কামনা-বাসনাকে নিজের মন থেকে বের করে দেওয়া এবং অন্তরে নিরাশকে জাগিয়ে রাখা।

(ঙ) প্রেমাস্পদের চেহারা, রূপ-লাবণ্য যদি মন-মগজে কিংবা ধ্যান খেয়ালে গভীরভাবে বিবেচনার ক্ষমতা কমে যায় এবং যৌন উত্তেজনা প্রবলভাবে বেড়ে যায়। আর হৃদয়-অন্তর অস্থির হয়ে যায়, তাহলে এসবের মূল কারণ হলো কামনা বাসনা ও চিন্তা কল্পনা বেশি হওয়া। প্রেম হচ্ছে বৃক্ষের মতো, আর দৃষ্টি হলো সেই পানির মতো যা ওই দিকে গড়িয়ে যায়। সুতরাং বৃক্ষে পানি সেচ দেওয়া হলে বৃক্ষ প্রাণবন্ত ও সজীব হয়ে ওঠে। আর এ সকল দূর্যোগের মূলে থাকে অবাধ দৃষ্টিপাত, যা কুরআন-হাদীসে ও আল্লাহর আইনে নিষিদ্ধ। এ অবৈধ দৃষ্টির কারণে কু-কামনা অন্তরে প্রবল হয়, বিপর্যয়ের বন্যা প্রেম রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং অনেকের রোগ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে, তখন আর না কোন নিন্দুকের নিন্দা তাদের কানে বাজে, আর না কারও মারপিট তখন গায়ে লাগে।

তাই এই ধরনের রোগীকে প্রেমাস্পদের নিকট থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে যেন অন্তর থেকে তার চেহারা ছবি ক্রমশ উঠে যায় এবং সময়ের সাথে সাথে মন থেকে দুঃখ-কষ্টের অনুভূতিও ক্রমশ মিটে যায়।

(চ) কারো কারো অন্তরে প্রেমাস্পদের ছবি খোদাই হয়ে যায় এবং সকল সময় তার চিন্তায় অস্থির হয়ে থাকে এবং মনে করে যে, প্রেমাস্পদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও দৃষ্টি বিনিময় করলে তার কষ্ট কম হয়; কিন্তু যখনই সে এমনটা করে, তার পরক্ষণেই তার মন-মগজে প্রেমাস্পদের প্রতি আকর্ষণ আরও তীব্র হয়ে ওঠে এবং তাকে এ মুহূর্ত না দেখে থাকার মত ধৈর্য্য শক্তি তার থাকে না।

তার চিকিৎসা হচ্ছে– সে প্রেমাস্পদ থেকে একেবারেই দূরে চলে যাবে। প্রেমাস্পদ যে প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে সে প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে গিয়ে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে। প্রেমাস্পদ যে প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে সে প্রতিষ্ঠান থেকে অন্যত্র চলে যাবে। আর বেশি বেশি মৃত্যু চিন্তা করবে। আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার কথা ভাববে। আর যদি প্রেমাস্পদ এমন হয় যার সাথে বিবাহ হতে পারে এবং প্রেমিক তার সাথে বিবাহের ক্ষমতাও রাখে। তাহলে উভয়ের মাঝে বিবাহ হয়ে যাওয়াটাই উত্তম। এই রোগের এর চাইতে সেরা কোন চিকিৎসা নেই। কেননা বহু মানুষ এমন ছিল, প্রেম যাদেরকে অকর্মণ্য ও রোগা করে ছেড়েছিল; কিন্তু আপন প্রেমাস্পদের সাথে তাদের মিলন হওয়ার পর অতি দ্রুতই তারা আরোগ্য লাভ করেছে এবং চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কারণ বিবাহ প্রেমের কষ্টকে কমিয়ে দেয়। আবার বিয়ের পূর্বে প্রেম না করে থাকলে বিয়ের পর দিন দিন প্রেম বাড়তেই থাকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– হযরত জাবির (রা:) বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বলেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমার নিকট এক ইয়াতীম মেয়ে থাকে, যাকে বিয়ে করার জন্য এক ধনী ও এক গরিব প্রস্তাব পাঠিয়েছে, অথচ মেয়েটি গরিব ছেলেটির প্রতি আকর্ষণ বোধ করে আর আমি ধনী পাত্রের ব্যাপারে আগ্রহী (এখন করণীয় কি)?

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন–

لَمْ يَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ۔

"দুই প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিবাহের উত্তম কিছু নেই।[৭৫]

(ছ) প্রেম রোগের আরেকটি চিকিৎসা হলো– প্রেমিক বা প্রেমিকার যদি অন্য কোথাও বিবাহ হয়ে যায় আর এ কারণে হায় হুতাশ করতে থাকে। কোন কাজেই তাদের মন না বসে তাহলে প্রেমিককে অথবা প্রেমিকাকে যথশীঘ্র সম্ভব বিয়ের বন্দোবস্ত করা এবং বিয়ের জন্য সম্ভাব্য পাত্র/পাত্রীদের কথা তার সামনে উল্লেখ করা। এভাবেও তার অন্তর থেকে পূর্ব প্রেম চলে যেতে পারে।

(জ) প্রেমের জ্বালা যন্ত্রণা কমানোর আরও একটি চিকিৎসা হলো– হাসপাতালে অথবা কারো বাড়িতে রোগী দেখতে যাওয়া। মৃতদের জানাযা কাফন-দাফনে অংশ নেয়া, কবরস্থান দেখতে যাওয়া। মৃতদের দেখা। মৃত ও তার পরের অবস্থাগুলোর কথা চিন্তা করা প্রভৃতি। এসব কাজ কামনা বাসনার আগুন নিভিয়ে

---

[৭৫] ইবনে মাজা, মুসতাদরাকে হাকেম।

দেয়। আর গানবাদ্য তা বাড়িয়ে দেয়। এমনিভাবে আল্লাহর যিকরের মজলিস, দুনিয়া-বিমুখ মানুষদের সাহচর্য এবং পূণ্যবান মনীষীদের জীবনী ও ওয়াজ-নসিহতের দ্বারাও প্রেম রোগের প্রতিকার পাওয়া যায়।

প্রেম রোগের আধ্যাত্মিক চিকিৎসা

প্রেম রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ভাবা উচিত যে, তোমার প্রেমাস্পদ এমন নয় যেমনটা তুমি অন্তরে পোষণ কর। প্রেমাস্পদের দোষ-ত্রুটির বিষয়ে তোমার চিন্ত া ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। তাহলে তুমি শান্ত্বনা পাবে। কেননা মানুষ অপবিত্রতা ও ময়লা-মাটির সাথে লেপ্টে থাকে; কিন্তু প্রেমিক তার প্রেমিকাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর অবস্থায় দেখে এবং তার মনের কামনা-কল্পনা প্রেমিকার কোন দোষ দেখতে দেয় না। অথচ প্রকৃত অবস্থা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রকাশ পায়; কিন্তু মনের কামনা হলো এমন জালিম শাসক যে, মনের মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন করে দেয়। এ কারণে প্রেমিক তার প্রেমিকার খারাপ বিষয়গুলোকে ভালো মনে করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কারও যখন কোন নারীকে ভালো লাগবে, তখন সে যেন তার নোংরা ও দূর্গন্ধময় জিনিসগুলোর কথা চিন্তা করে।" এ ধরনের ভালোবাসা থেকে মুক্তি পেতে হলে নির্জনে বসে চিন্তা কর যে, এদিকে মন আকৃষ্ট হওয়ার এবং আখেরাতের প্রতি অবজ্ঞার কারণ কি? নির্জনে বসে এ বিষয়ে চিন্তা করলে সহজে বুঝা যাবে যে, এর কারণ হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা ও গাফলতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রেম করাটা কর্মহীন মানুষের কাজ, যে বেকার সময়ে এবং একা একা থাকা অবস্থায় চিন্তা-কল্পনার মাধ্যমে প্রেমাস্পদের চেহারাকে লক্ষ্যস্থলে রাখে এবং প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের ছবিকে নিজের অন্তরে এঁকে নেয় তাই প্রেমাস্পদ ছাড়া অন্যান্য বিষয় ও ব্যক্তির সাথে মন-মগজ ব্যস্ত থাকলে প্রেম ক্রমশ কমতে থাকে এবং এভাবে এক সময় মন থেকে তা মুছে যায়।

অবৈধ প্রেম প্রত্যাখ্যান ও সংযম অবলম্বনের নগদ পুরস্কার

এক সুন্দর সুশ্রী যুবক। নাম তার ইউসুফ ইবনে হুসাইন। জন্মস্থান "রা" প্রদেশে হওয়ায় সকলেই তাকে ইউসুফ ইবনে রায়ী বলে ডাকতো। মাথায় কোঁকড়ানো একরাশ চুল। প্রশস্ত ললাট। দীপ্তময় চেহারা। সমস্ত চেহারায় ছড়িয়ে আছে অপূর্ব এক প্রতিভা। যেন শিশির স্নিগ্ধ একটি ফুল। লাবণ্যময় ও মায়াবী তার

চেহারা। কালের পরিক্রমায় তিনি হয়েছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় কামেল বুযুর্গ, ইবাদত, মুজাহাদা ও মারফতের সাধনায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাধকদের অন্যতম একজন।

ইউসুফ রায়ী (রহ.) তখন বয়সে তরুণ। সবেমাত্র যুবকে পদার্পণ করলেন। একদিন কোন এক কাফেলার সহযাত্রী হয়ে সফরে বের হলেন। কাফেলার সাথে দীর্ঘদিন চলার পর এক সময় তিনি আরবের এক গোত্রের বাসভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানকার পরিবেশ, আবহাওয়া অত্যন্ত মনঃপুত হওয়ায় সঙ্গীদের সাথে সেখানেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন।

এদিকে আরব গোত্রপতির ছিলো এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা। তার রূপ লাবণ্য বাস্তবিকই ছিল অপরূপ অতুলনীয়। এমনি মনোহারিণী রূপ এবং নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে বিরল।

আরব গোত্রপতির কন্যা অত্যধিক সুন্দরী হওয়ার কারণে তার রূপের খ্যাতি খুব অল্প দিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল দিক-দিগন্তে। ফলে আরব ভূখণ্ডে এমন সম্ভ্রান্ত ধনীর দুলাল খুব কমই ছিলো, যারা তাকে একান্ত করে কাছে পেতে অতি উৎসাহী ছিলো না।

ঘটনাক্রমে একদিন আরবের এ অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা, সুশ্রী যুবক ইউসুফ রায়ীকে দেখে ফেলে। ফলে প্রথম দৃষ্টিতেই তার হৃদয়ে বেজে উঠে নতুন প্রেমের মধুর সুর। যুবকের রূপ সৌন্দর্য গোত্রপতির কন্যাকে পাগল করে তোলে। সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে প্রবলভাবে। শয়নে-স্বপনে, উঠা-বসায়, খাওয়া-দাওয়ায় সে কেবল তারই ধ্যান করে। আস্তে আস্তে প্রেম-ভালোবাসা তার হৃদয় রাজ্যকে দখল করে নেয় সম্পূর্ণরূপে। সে কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। অবশেষে একদিন গভীর রাতে সুযোগ পেয়ে সে নিজেই উপস্থিত হয় ইউসুফ (রায়ী (রহ.)-এর নিকট। অতঃপর ধীরে ধীরে ব্যক্ত করে হৃদয়ে পুঞ্জীভূত সমস্ত প্রেম-ভালোবাসা আর ইশক-মহব্বতের কথা। নিজেকে সমর্পণ করে দিতে প্রস্তুত হয় তাঁরই চরণ তলে।

কী আশ্চর্য! যে নারীকে একান্ত করে কাছে পেতে উৎসাহী ছিলো সম্ভ্রান্ত ধনীর দুলালেরা। যার রূপ সৌন্দর্যের কথা আলোচনা হতো বিভিন্ন অলিতে গলিতে যুবকদের মুখে মুখে। যে নারীকে তুলনা করা হয় বেহেশতের হুরদের সাথে। এমন একজন মনোমুগ্ধকর, রূপলাবণ্যে ভরা অনিন্দ্য সুন্দরীর দিকে একবার চোখ তুলেও তাকালেন না, পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রায়ী (রহ.)!! গভীর রাত। নির্জন প্রহর। দু'জন মাত্র লোক। একজন যুবক

আরেকজন যুবতী। বিভিন্ন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে যুবতী নিজেকে বড় আকর্ষণীয় করে পেশ করেছে যুবকের নিকট। হৃদয়ের গহীনে জমে থাকা কথাটি নিবেদন করেছে বড় চমৎকার ভঙ্গিমায়। যুবতী বলল– 'হে যুবক তুমি আমার দিকে একটি বার চোখ তুলে তাকাও। দেখো, কতো রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারী আমি। আমাকে পাওয়ার জন্য কতো সম্ভ্রান্ত ধনীর দুলালেরা উদগ্রীব। সব কিছুর বিনিময়ে হলেও তারা আমাকে কাছে পেতে চায়; কিন্তু আমি সবাইকে উপেক্ষা করে আজকের গভীর রাতে তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি। নিবেদন করছি আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় দীর্ঘদিন যাবৎ লালিত সমস্ত প্রেম-ভালোবাসা। আর তুমি কিনা আমার দিকে একটিবারের জন্যেও চোখ তুলে তাকাচ্ছো না! হে যুবক! আমার মনে হয় তুমি আমায় চিনতে পারোনি।

হযরত ইউসুফ রায়ী. (রহ.) মেয়েটির কথা শুনলেন। তার মস্তক নিম্নগামী। মেয়েটির কথা শেষ হলে তিনি বললেন– 'আমি তোমাকে ভালো করেই চিনতে পেরেছি। তুমি এই অঞ্চলের গোত্রপতির কন্যা, তা আমার অজানা নয়। তোমার রূপের প্রশংসা আরবের বিভিন্ন স্থানে হয়ে থাকে তাও আমি জানি; কিন্তু... ...।

যুবতী বললো– কিন্তু কী? একটু বুঝিয়ে না বললে আমি বুঝবো কী করে? ইউসুফ রায়ী (রহ.) বললেন– 'হে যুবতী! তুমি হয়তো জানো না, জানার কথাও নয়। তুমি আমার কক্ষে প্রবেশ করার সাথে সাথে আল্লাহর ভয়ে আমার হৃদয়ে যে কম্পন শুরু হয়েছে তা এখনো থামেনি। তুমি যতোক্ষণ এখানে থাকবে ততোক্ষণ তা থামবে বলেও মনে হয় না। হে রূপসী! আমি জানি, আমার অজান্তেই তুমি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছো। স্থান দিয়েছো হৃদয়ের অতি গভীরে; কিন্তু আমি যে আল্লাহকে ভয় করি এখন আমি তোমার খাহেশ পূর্ণ করলে দুনিয়ার কেউ হয়তো জানবে না; কিন্তু সেই আল্লাহর দৃষ্টি থেকে আমি কিভাবে বাঁচবো? যিনি সমুদ্রের তলদেশে একটি প্রস্তর খণ্ডের ভেতরে ছোট পিপীলিকা সম্পর্কেও সম্যক অবহিত। তাকে তিনি যেমন দেখেন তেমনি তার চলার আওয়াজও তিনি শুনেন। সুতরাং যদি আমরা পরস্পর এখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ি তাহলে তার কাছে আমরা কী জবাব দেবো? যদি তিনি হাশরের ময়দানে লক্ষ কোটি মানুষের সামনে আমাকে জিজ্ঞেস করে বসেন, হে ইউসুফ! তোমাকে তো আমি অপরূপ সৌন্দর্য আর ভরা যৌবন এজন্য দান করিনি যে, তুমি তাকে অসৎ পথে ব্যবহার করবে! ব্যয় করবে অবৈধ পন্থায়। তখন আমি কী জবাব দেবো? কিভাবে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে মুখ দেখাবো? এতটুকু বলে হযরত ইউসুফ রায়ী (রহ.) থামলেন। এরপর যুবতী নিজের মনোবাসনা

পূরণের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলো; কিন্তু যখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো– কোন অবস্থাতেই এই যুবককে রাজি করানো সম্ভব হবে না, তখন সে নিরাশ হয়ে আপন স্থানে চলে গেলো।

আরব কন্যা চলে যাওয়ার পর ইউসুফ রায়ী (রহ.) স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সর্বান্তঃকরণে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।

বেগম জুলায়খার যৌন আবেদন উপেক্ষা করে হযরত ইউসুফ (আ.) যেমন দরজার দিকে দৌড়ে গিয়েছিলেন, তেমনি তিনিও গোত্রপতির রূপসী কন্যার প্রেম নিবেদন প্রত্যাখ্যান করে উক্ত এলাকা ছেড়ে সাথে সাথে অন্য এক অচেনা এলাকায় চলে গেলেন।

রাত এখনো শেষ হয়নি। রাতে ক্ষণিকের জন্যও ঘুমুতে না পারায় এবং দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসায় স্বাভাবিক কারণেই যুবক ইউসুফ রায়ী (রহ.)-এর দেহে একটু ক্লান্তিভাব এসে পড়েছিল। ফলে বহু চেষ্টা করেও নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁটুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। ওই সময় তিনি স্বপ্নে দেখলেন– মনোরম স্থানে তিনি উপস্থিত। অসাধারণ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এমন সুন্দর ও হৃদয় কাড়া দৃশ্য জীবনে তিনি দেখেন নি। তিনি আরো দেখলেন, একদল লোক সবুজ রংয়ের পোশাক পরিহিত। তাদের মাঝে একজন অতি সুন্দর সুপুরুষ একটি কারুকার্য খচিত আসনে উপবিষ্ট। এই সুন্দর দৃশ্যটি যুবক ইউসুফ রায়ী (রহ.)-এর হৃদয় কেড়ে নিলো। তিনি কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর চরম বিস্ময়ের সাথে ওইসব লোক ও অতি সুন্দর পুরুষটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে একজন বললেন, ভাই! যাদেরকে সবুজ কাপড় পরিহিত দেখছেন, তাদের সবাই ফিরিশতা। আর যিনি সুন্দর আসনে নজর কাড়া রূপ নিয়ে বসে আছেন। তিনি হলেন আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আ.)।

যুবক ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাযী জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কী? জবাবে লোকটি জানালো, আমরা এখানে ইউসুফ রায়ীর সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি।

এরই মধ্যে হঠাৎ দেখলাম স্বয়ং আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আ.) আপন আসন থেকে উঠে এসে আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর তার পার্শ্বে স্থাপিত আসনটিতে হাত ধরে আমাকে বসিয়ে দিলেন। তাঁর এসব আচরণ দেখে আমার বিস্ময়ের মাত্রা আরও বহুগুণে বেড়ে গেলো। আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে

কেঁদে ফেললাম এবং মনে মনে ভাবলাম, আহা! আমি কতো অধম ও নগণ্য ব্যক্তি। দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে কতো ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে আমার। অথচ আমারই সাথে কিনা হযরত ইউসুফ (আ.) এর ন্যায় মহান নবী সাক্ষাত করতে এসেছেন। আমি এসব কথা চিন্তা করে ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলাম। আমি তাকে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! আপনার মতো মহান পুরুষ আমার মতো সাধারণ ও অধম ব্যক্তিকে কেন এত বেশি সম্মান প্রদর্শন করছেন তা কিছুতেই আমার বুঝে আসছে না।

হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন– 'আপনার এই বিরল সম্মান লাভের পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে। আর তা হলো আরবের সেই রূপসী আমীর কন্যা, যখন রাতের নির্জন আঁধারে আপনার দ্বারা অবৈধ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিলো। আর আপনি তখন আল্লাহর ভয়ে তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিজেকে পাপ থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে দ্রুত সেখান থেকে বের হয়ে গিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ পাক এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সমস্ত ফিরিশতা ও আমাকে ডেকে বললেন, হে ইউসুফ! যুলাইখা যেমন নির্জন কক্ষে তোমাকে পাপ কর্মে আহ্বান করায় তুমি আমার ভয়ে ছুটে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলে, তেমনি তোমার নামের আরেক ইউসুফ, আরবের এক সুন্দরী কন্যার প্রেম নিবেদন উপেক্ষা করে নিজেকে পাপ থেকে বিরত রেখেছে। তার এই কর্মে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। সুতরাং তুমি একদল ফেরেশতাসহ তাকে এই সুসংবাদ জানিয়ে এসো যে, আল্লাহ তা'আলা আজকের আচরণে সীমাহীন খুশি হয়ে তোমাকে তার খাছ ওলীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। আল্লাহ পাকের এই নির্দেশ পালনের জন্যেই আমি তোমার নিকট এসেছি। সুবহানাল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি প্রেম ভালোবাসা

রাসূলে পাক (সা.)-এর প্রতি মহব্বত, ভালোবাসা ও ঈমান আনা, তার অনুসরণ ও অনুকরণ করা ফরজ। তার প্রতি মহব্বত ভালোবাসা ঈমান লাভের পূর্বশর্ত, নাজাত লাভের উসিলা। সমগ্র সৃষ্টিজগত তার স্রষ্টাকে ভালোবাসে, আর স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সর্বোত্তম সৃষ্টি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে ভালোবাসেন। শুধু তাই নয়, বরং প্রিয় নবী (সা.)-এর অনুকরণকে আল্লাহপাকের ভালোবাসা বা মহব্বত লাভের পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস (ভালোবাসার দাবী কর) তাহলে আমার (আমি নবীর) অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের সকলগুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।[৭৬]

উক্ত আয়াতে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবীদারকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইত্তেবা ও অনুসরণ, অনুকরণ করার হুকুম করা হয়েছে এবং রাসূলু (সা.)-এর ইত্তেবা ও অনুসরণ অনুকরণকে আল্লাহর মহব্বতের নির্দর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যারা রাসূল (সা.)-এর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসার দাবী করে অথচ তার অনুসরণ করে না, তারা মহব্বতের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করে না।

উক্ত আয়াতে যেন একথা বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর মহব্বতের দাবী করে, হে রাসূল আপনি তাকে পরীক্ষা করে নিন, যদি তার কার্যক্রম আপনার আদর্শ মোতাবেক হয় তাহলে সে, আমি আল্লাহর মহব্বত লাভ করবে এবং মাগফিরাত হাসিল করবে। অন্যথায় নয়।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

اَنَّ رَسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন– তোমাদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সমগ্র মানুষ হতে অধিক প্রিয় হব"।[৭৭]

উক্ত হাদীসে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ঈমান প্রমাণিত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভালোবাসা থাকা একান্তই অপরিহার্য।

---

[৭৬] সূরা আল ইমরান, আয়াত ৩১

[৭৭] বোখারী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠ-১০

অবশ্য মহব্বতের স্তরের মধ্যে কম-বেশী হতে পারে। যার দ্বারা ঈমানের স্তরের মধ্যেও প্রভেদ এবং পার্থক্য হবে। তবে হৃদয়ে রসুল (সা.)-এর পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভালোবাসা দৃঢ়মূল হয়ে যাওয়াই আসল উদ্দেশ্য। মোটকথা তার প্রতি ইশক, মহব্বত, প্রেম-ভালোবাসা এবং ভক্তি, শ্রদ্ধা তার অনুসরণ-অনুকরণ আমাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

আর শুধু ভালোবাসা রাখলেই চলবে না; বরং সে ভালোবাসা হতে হবে সবচেয়ে বেশি। এই হাদীস শ্রবণ করে হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন–

انه قال للنبى صلى الله عليه وسلم لانت احب الى من كل شئ الا من نفسى التى بين جنبى

তিনি (ওমর রা.) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার নিকট আমি ব্যতীত আর সব কিছু থেক অধিক প্রিয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন–

لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه۔

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ না তার নিকট তার নিজ হতেও আমি অধিক প্রিয় হই। অতঃপর হযরত ওমর (রাযি.) বললেন–

والذى انزل عليك الكتاب لَأَنْتَ احب الى من نفسى التى بين جنبى

"কসম সেই মহান সত্তর যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, এখন আপনি আমার নিকট আমার নিজ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। অতঃপর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

اَلْاٰنَ يَا عُمَرُ۔

হে ওমর! হ্যাঁ, এখন (তোমার ঈমান) পরিপূর্ণ হয়েছে।

হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত–

قَالَ النبى صلى الله عليه وسلم مَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ معى فى الجنة۔

"রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করবে ভালোবাসবে, সে আমার সাথেই জান্নাতে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)কে ভালো না বাসলে শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন–

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيْرًا۔

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং তার রাসূলের উপর ঈমান আনবে না (অর্থাৎ ভালোবাসবে না) আমি (এ সকল কাফেরদের জন্য দোযখ তৈরী করে রেখেছি।"[৭৮]

উক্ত আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, রাসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনা ফরয। আর ঈমান তো তার উপর ঐ মানুষ আনবে, যে তাকে বিশ্বাস করবে এবং ভালোবাসবে। উক্ত আয়াতে এটাও জানা গেল যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান বিষয়টিও ঐ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান না আনা হবে। অতএব, এরূপ ব্যক্তি কাফের হিসেবেই পরিগণত হবে এবং এদের জন্যই উল্লিখিত আয়াতে দোযখের কঠিন শাস্তির কথা বালা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন

مَّنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ۔

"যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করেছে, সে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করলো।[৭৯]

রাসূলুল্লাহ সা.) ইরশাদ করেন–

من احبنى فقد احب الله ومن اطاعنى فقد اطاع الله۔

"যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করলো, ভালোবাসলো সে আল্লাহ তা'আলাকে মুহব্বত করলো, ভালোবাসলো। আর যে আমার অনুগত হয়ে চললো, সে আল্লাহ পাকের অনুগত হয়ে চললো।[৮০]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ হবে প্রেম-ভালোবাসার সাথে

বস্তুতঃ অনুসরণ ও অনুকরণ যখন মহব্বতের সাথে হবে, তখন এই ইত্তেবার স্বাদ ও মজাই হবে ভিন্ন। আইনগতভাবে অনুসরণ করার মধ্যে আসমান-

---

[৭৮] সূরা ফাতহ
[৭৯] সূরা নিসা
[৮০] বোখারী

যমীনের তফাৎ ও ব্যবধান হয়ে থাকে। চাকর বা কর্মচারীও তার মালিকের অনুসরণ করে, আর প্রেমিকও তার প্রেমাস্পদের অনুসরণ করে; কিন্তু এ দুইয়ের মাঝে কতবড় পার্থক্য বিদ্যমান। রাসূল (সা.)-এর যে ইত্তেবা, অনুসরণ ও অনুকরণ উদ্দেশ্য, তা হল মহব্বত ও ভালাবাসার সাথে ইত্তেবা ও অনুসরণ। যেমন একজন আশেক বা প্রেমিক তার মাশুক বা প্রেমাস্পদের অনুকরণ করে এবং অনুসরণ করতে গিয়ে তার এক নৈসর্গিক আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও এক অবর্ণনীয় ও আশ্চর্য স্বাদ অনুভব করে।

সাধারণত মানুষ কারো গুণাবলী দেখে তাকে ভালোবাসে এবং এমন কাউকে ভালোবাসে যার দ্বারা তার ফায়দা হয়, উপকার হয়।

আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুণাবলী হচ্ছে পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর তার ইন্তেকালের পরও তার অনুসরণ এবং অনুকরণের মধ্যে রয়েছে জান্নাতের ওয়াদা।

উত্তম আদর্শবান বা নমুনার অধিকারী ঐ ব্যক্তিই হতে পারে, যার মধ্যে থাকে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী।

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা নিজেই তার গুণাবলী সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا۔

"তোমাদের জন্য অর্থাৎ এমন লোক যারা আল্লাহকে এবং কিয়ামত দিবসকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা ও আদর্শ।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ ও নমুনা রয়েছে একথার অর্থ কি?

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে এ কথার অর্থ হচ্ছে– ইসলাম ও শরীয়তের বিষয়াবলীতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করা এবং তার সুন্নতের অনুসরণ করা। কথায় ও কাজে রাসূল (সা)-এর সামগ্রিক জীবনের কোন অবস্থারই বিপরীত পথ ও পন্থা অবলম্বন না করা। "তার মধ্যে এক উত্তম নমুনা ও আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র হালাত, কথা, বাণী ও কাজ মোটকথা, তার সবকিছুই

অনুসরণযোগ্য আর প্রতিটি কাজ ও অবস্থায় তাঁর অনুসরণ করা তার প্রতি পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভালোবাসা ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারাও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি পরিপূর্ণ মুহব্বত রাখা একান্ত জরুরী হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা মুহব্বত ও ভালোবাসার জন্য ইত্তেবা অনুসরণ অপরিহার্য।

জনৈক কবি কত সুন্দর বলেছেন–

تعصى الرسول وانت تظهر حبه + هذا العمرى فى الفعال بديع

لو كان حبك صادقا لا طعته + ان المحب لمن يحب مطيع.

"তুমি রাসূলের নাফরমানীও করেছ আবার তার মহব্বতেরও দাবী করছ। আমি শপথ করে বলছি, তোমার এই পন্থা খুবই আশ্চর্যজনক। অর্থাৎ এটা আকল ও বুদ্ধির পরিপন্থী এবং অকল্পনীয়। তোমার মহব্বত ও ভালোবাসা যদি সত্য হত তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর অনুসরণ করতে। নিঃসন্দেহে প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের অনুগত হয়ে থাকে। সূরা তাওবার ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় রাসূল (সা.)-এর প্রতি পরিপূর্ণ মহব্বত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। তার প্রতি এই মুহব্বত ভালোবাসা নিজের সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা পরিবার-বংশ, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর-বাড়ী সব কিছুর উপর প্রবল ও শক্তিমান হতে হবে। যদি কারো মধ্যে তার প্রতি এই মহব্বত ও ভালাবাসা পরিপূর্ণ না থাকে বরং অন্য কোন কিছুর মহব্বত বেশি ও প্রবল হয়ে যায়। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় কঠিন শাস্তি দেওয়ার সংবাদ দিয়েছেন এবং এরূপ ব্যক্তিকে ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, গুনাহগার ও ফাসেক বলে অভিহিত করেছেন।

রাসূল (সা.)এর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা ও মহব্বতের সওয়াব বা ফযীলত

হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত তিনি বলেন–

ان رجلا اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله.

এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর এর দরবারে এসে আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ কিয়ামত কবে হবে?

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন-

قال ما اعدت لها قال ما اعددتُ لها من كثير صلوةٍ ولا صوم ولا صدقة ولكنى احب الله ورسوله قال انت مع من احببتَ.

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কিয়ামতের জন্য তুমি কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছ? (যে এর জন্য তুমি এত আগ্রহ প্রকাশ করছ?) লোকটি আরয করল, এইজন্য আমি নামায, রোযা ও সদকা খয়রাতের কোন সমৃদ্ধ ভাণ্ডার তো গড়ে তুলতে পারিনি, তবে হ্যাঁ, আমার একটি সম্পদ আছে তা হল, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, তুমি (দুনিয়াও আখেরাতে) তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালোবাস মহব্বত কর।"[৮১]

সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গ ও সাহচর্য অর্জন কত ভালোবাসার বস্তু! হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আমরা কোন জিনিসের দ্বারা এত অধিক আনন্দিত হইনি, যত অধিক আনন্দিত হয়েছি রাসূলে করীম (সা.) একথা "তুমি তার সঙ্গেই থাকবে যাকে তুমি ভালাবাস" এই উক্তির দ্বারা।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেম-ভালোবাসায় পাগলপারা এক সাহাবীর ঘটনা

তাবরানী শরীফের একটি হাদীস- হযরত আনাস, আবু যর, আবু মূসা আশআরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হতে বর্ণিত "এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে আমার পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ হতে অধিক ভালোবাসি। আর আপনার সম্মুখে না থাকা অবস্থায় যখন আপনার কথা মনে পড়ে, তখন আপনার খেদমতে এসে দুচোখ ভরে আপনার পবিত্র সৌন্দর্য না দেখা পর্যন্ত আমি স্থির থাকতে পারি না। আর আমি যখন আমার এবং আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি, তখন আমার মানসপটে ভেসে উঠে যে, আপনি অন্যান্য নবীগণের সঙ্গে বেহেশতের সুউচ্চ স্থানে অবস্থান করবেন। আর আমি বেহেশতে প্রবেশ করেও নিম্নস্তরে অবস্থান করার কারণে আপনার অনুপম সৌন্দর্য দেখতে পারব না। এমতাবস্থায় কিভাবে ধৈর্যধারণ করবো? আর সে জান্নাতেই বা কি মজা হবে?

---

[৮১] জমউল ফাওয়ায়েদ খণ্ড-২ পৃ. : ১৪০

তখন আল্লাহপাক এ আয়াত নাযিল করেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا۔

"যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা সেসব লোকদের সঙ্গে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কেরাম, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালেহীনদের সঙ্গে। এইসব লোক কতইনা উত্তম সঙ্গী হবেন।[৮২]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) সে ব্যক্তিকে ডেকে আনলেন এবং এই আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিলেন।

অন্য এক হাদীসে উক্ত আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত হয়েছে–

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সে সারাক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে কেবল রাসূলে পাক (সা.)-এর প্রতি তাকিয়ে ছিল। এক মুহূর্তের জন্য সে তার দৃষ্টি এদিক-সেদিক করছিল না। লোকটির এই অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন– তোমার কি হলো! অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? লোকটি আরয করল, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন। আমি প্রাণভরে আপনার অনুপম সৌন্দর্য দেখে হৃদয় মন শীতল করছি। কেননা আল্লাহ পাক আপনাকে সকল সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কিয়ামতের ময়দানে তিনি আপনাকে সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ মাকামে পৌঁছে দিবেন। সেখানে তো আর আপনার এই চাঁদের মত নূরানী ও উজ্জ্বল চেহারা মুবারক দেখতে পাব না। তাই আপনাকে দেখে দেখে সেই বিরহ ব্যাকুল মনের অতৃপ্ত স্বাদ পূরণ করছি।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের প্রেম-ভালোবাসা ও ইশক মুহব্বত

সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম সকলেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেম-ভালোবাসা ও ইশক-মহব্বতে বিভোর ও মাতোয়ারা ছিলেন। স্বয়ং রাসূল (সা.)ই তাঁর প্রতি এই প্রেম ও ভক্তির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যেমন মিশকাত শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

---

[৮২] সূরা নিসা, আয়াত ৬৯

عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من اشد امتی حبا ناسٌ یکونون بعدی یود الخ

"হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি অধিক মহব্বতকারী লোক তারাই হবে, যারা আমার পরে আসবে। তারা নিজের সন্তান-সন্ততির বিনিময়ে হলেও (যদি সম্ভব হত) আমাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে"।[৮৩]

হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) তারা রাসূলে কারীম (সা.)-এর প্রতি মহব্বতের যে প্রমাণ দিয়েছেন, তা বর্ণনাতীত এমনকি কল্পনাতীত। তাদের সকলের ঘটনা উল্লেখ যেমন অসম্ভব তেমনি একজনেরও একাধিক ঘটনা বর্ণনা করাও অসম্ভব। এর জন্য একটি আলাদা গ্রন্থেরই প্রয়োজন।

প্রিয় পাঠক! এ বিষয়ে হুকূকুল মোস্তফা নামক উর্দু কিতাব যা দারুল উলুম দেওবন্দের ছদর মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (রহ.) সংকলন করেছেন এবং তার বাংলা অনুবাদ করেছেন, দারুল কিতাব বাংলা বাজারের সত্তাধিকারী হযরত মাওলানা মুফতী উবাইদুল্লাহ সাহেব (দা. বা.)। উক্ত গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে। তাছাড়া এ বিষয়ের উপর লেখা আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে। বস্তুত সাহাবায়ে কেরাম তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে।

নবী সা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর ভালোবাসা

* হিজরতের রাতে হযরত আবু বকর (রাযি.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একমাত্র সফর সঙ্গী। গারে সওরে অর্থাৎ গিরিগুহায় আশ্রয় নেয়ার সময় তিনি বললেন, এ গর্তটি হিংস্র জন্তুর আবাস। আমি আগে স্থানটি পরিষ্কার করে নেই। তারপর আপনি তাশরীফ আনয়ন করুন। হযরত আবু বকর (রাযি.) যেহেতু প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন তাই এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ছিল সাপ বিচ্ছু দংশন করলে আমাকে করুক, প্রিয় নবী (সা.)-এর কাছেও যেন যেতে না পারে।

* হিজরতের রাতে পথ চলার সময় হযরত আবু বকর (রা.) একবার প্রিয় নবী (সা.) এর সম্মুখে আবার হঠাৎ করে পেছনে, আবার ডানে বা বাঁয়ে ব্যাকুল হয়ে আসা যাওয়া করতে লাগলেন। রাসূল (সা.) তাকে বললেন, আপনি

---

[৮৩] মিশকাত শরীফ পৃ. ৫৮৩

অস্বাভাবিকভাবে কেন চলছেন? তখন হযরত আবু বকর (রাযি.) উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুশমন আমাদের পেছনে ধাওয়া করছে। যখন মনে করি যে, তারা আপনার সম্মুখ দিক থেকে আক্রমণ করবে, তখন আমি সম্মুখে হাযির হই। পুনরায় যখন মনে হয় যে, তারা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে তখন দ্রুতবেগে পেছনে আসি।

* হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আরয করলেন–

والذى بعثك بالحق لاسلام ابى طالب كان اقر لعينى من اسلامه يعنى ابا قحافة وذلك ان اسلام ابى طالب كان اقر لعينك.

"সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। আমার পিতা আবু কুহাফার ইসলাম গ্রহণ করার থেকে আপনার চাচা আবু তালেবের ইসলাম গ্রহণ করার দ্বারা আমি অধিক খুশি ও আনন্দিত হতাম। কেননা আবু তালেবের ইসলাম কবুল করার দ্বারা আপনি অধিক খুশি হতেন।

* বদরের যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর ছেলে কাফেরদের সঙ্গী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। অবশ্য পরে তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর একদিন তার পিতাকে বলেছিলেন : আব্বাজন, বদরের যুদ্ধে কয়েকবারই এমন সময় এসেছিল, যখন আপনি আমার কাছে এসে গিয়েছিলেন। আমি ইচ্ছা করলে আপনার প্রতি তরবারী দ্বারা আঘাত করতে পারতাম; কিন্তু যেহেতু আপনি আমার পিতা, এজন্যে আমি তা করিনি।" তখন হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, আমি তোমাকে বদরের রণাঙ্গণে দেখিনি। যদি আমি তোমাকে দেখতাম, তবে নিজ হাতে তোমাকে কতল করতাম। কেননা তুমি প্রিয় নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলে।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর ভালোবাসা

* হযরত ওমর (রাযি.)-এর ভালোবাসার উক্তি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

তিনি বলেছিলেন–

لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَىَّ من نفسى.

ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিঃসন্দেহে আপনি আমার নিকট আমার নিজ হতেও অধিক প্রিয়।

বস্তুতঃ হযরত ওমর (রাযি.)-এর পুরা জীবনটাই তার এই বলিষ্ঠ প্রত্যয়দীপ্ত উক্তির বাস্তব নমুনা।

* হযরত ওমর (রাযি.) রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকালে একবার এক রাতে ছদ্মবেশে বের হলেন, মানুষের হাল অবস্থা জানার জন্য। তিনি লক্ষ্য করলেন এক ঘর থেকে কোন বৃদ্ধা মহিলার কবিতা পাঠ করার আওয়াজ আসতেছে। তিনি বৃদ্ধা মহিলার ঘরের নিকটবর্তী হলেন। শুনতে পেলেন, ঐ বৃদ্ধা মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরহে তার ভালোবাসায় আরবীতে কবিতা পাঠ করতেছেন। হযরত ওমর (রাযি.) কবিতাগুলো শুনে অশ্রুসিক্ত হলেন। অতঃপর তিনি দরজায় আওয়াজ দিলেন, দরজা খুলে বৃদ্ধা হযরত ওমর (রা.)কে দেখে ঘাবড়িয়ে গেলেন, পেরেশান হয়ে গেলেন; এবং বৃদ্ধা বলতে লাগলেন হে আমিরুল মু'মেনীন আপনি রাতে কেন আমার ঘরের দরজায়? হযরত ওমর বললেন শুধু একটি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনার নিকট এসেছি। ঐ কবিতাগুলো আপনি আমায় পুনরায় শুনান, যে কবিতাগুলো আপনি কিছুক্ষণ আগে পাঠ করতে ছিলেন। তখন বৃদ্ধা মহিলা ঐগুলো পাঠ করলেন–

عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلٰوةُ الْاَبْرَارِ۔ صَلّٰى عَلَيْهِ الطَّيِّبُوْنَ الْاَخْيَارِ۔

قد كُنْتُ قَوَّامًا رَاكِعًا بِالاسحار

يا ليت شعرى والمنايا اطوار

هَلْ تَجْمَعُنِىْ وَ حَبِيْبِىَ الدَّارُ

"হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপর পুণ্যবান এবং ভালো লোকেরাই দরূদ পাঠ করে। তারা রাতেগুলোতে জেগে থাকে এবং শেষ রাতে কান্না করে

মৃত্যু তো আসবেই হায়! আমি যদি সন্দেহাতীত ভাবে জানতে পারতাম যে, মৃত্যুর পর আমার প্রেমাস্পদের সাক্ষাত নসীব হবে।"

হযরত ওমর (রা.) বৃদ্ধার এ কবিতা শোনার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরহ জ্বালায় ঐ স্থানে বসে বসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতে থাকলেন। তার হৃদয়ে এতই চোট লাগলো যে, তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকলেন।[৮৪]

---

[৮৪] ইশকে রাসূল পৃ. ৭২

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত উসমান (রাযি.)-এর ভালোবাসা

৩. হোদায়াবিয়ার সন্ধি উপলক্ষে আলাপ আলোচনা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উসমান (রাযি.)কে মক্কায় কোরাইশদের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। মক্কার কুরাইশগণ মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করার অনুমতি দেয়নি, তবে উসমান (রাযি.)-কে তাওয়াফ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এদিকে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম ভাবলেন যে, হযরত উসমান (রাযি.)-এর ভাগ্য কত ভাল। তিনি এ সুযোগে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে আসতে পারবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন–

আমাকে ছাড়া উসমান তাওয়াফ করবে না। যখন হযরত উসমান (রাযি.) ফিরে আসলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি বাইতুল্লাহর তাওয়াফও করে এসেছেন? হযরত উসমান (রাযি.) উত্তর দিলেন, আল্লাহ কসম কুরাইশরা আমাকে বাইতুল্লাহর তাওয়াফের জন্য বারবার বলেছিল, যদি আমি সেখানে এক বৎসরও অবস্থান করতাম তখনও রাসূলুল্লাহ (সা.) ছাড়া আমি তাওয়াফ করতাম না।

* একবার হযরত উসমান (রাযি.) এর ঘরে যখন রাসূলুল্লাহ (সা.), হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রাযি.)কে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন, তখন হযরত উসমান (রাযি.) সারা রাস্তায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পায়ের দিকেই দেখতে ছিলেন, অন্য কোন দিকে তিনি দৃষ্টি দেননি। সাহাবায়ে কেরাম যখন একথা রাসূলুল্লাহ (সা. কে জানালেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উসমান (রাযি.) কে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি সারা রাস্তায় আমার পায়ের দিকে কেন তাকিয়ে ছিলে? হযরত উসমান (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমার ঘরে এত বড় মহা মানব এসেছেন যে, আজ আমার খুশির কোন সীমাই নেই। আমি নিয়ত করেছিলাম যে, আপনার ঘর থেকে আমার ঘর পর্যন্ত আপনি যত পা ফেলবেন, আমি এতগুলো গোলাম আল্লাহর রাস্তায় আযাদ করে দিব।[৮৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত আলী রা.)-এর ভালোবাসা

হযরত আলী (রাযি.)কে প্রশ্ন করা হয়, রাসূল (সা.)-এর প্রতি আপনাদের কেমন মহব্বত ও ভালোবাসা ছিল। তিনি উত্তরে বললেন–

---

[৮৫] ইশকে রাসূল-৭৩

"আল্লাহর কসম! রাসূলে কারীম (সা.) আমাদের নিকট নিজের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত ব্যক্তির পানি প্রাপ্তির চেয়েও অধিক প্রিয় ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা

* উহুদের যুদ্ধ বহু মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। উহুদের যুদ্ধে যখন হানাদার বাহিনী প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রতি আক্রমণ করে, তখন তিনি ইরশাদ করেন : কে আছ যে, হামলাকারীদেরকে আমার নিকট থেকে হটিয়ে দিতে পারো? সঙ্গে সঙ্গে একজন আনসারী সাহাবী অগ্রসর হলেন এবং কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদত লাভ করলেন। এভাবে কাফেররা তার প্রতি হামলা অব্যাহত রাখে এবং সাহাবায়ে কেরাম ক্ষিপ্রগতিতে সে হামলার মোকাবেলা করেন এবং একে একে সাতজন আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হেফাযতের জন্য লড়াই করে শাহাদত লাভ করেন। হযরত আবু দুজানা (রাযি.) আহত এবং রক্তাপ্লুত হয়ছেন। হযরত তালহা (রা.)-এর হাত অবশ হয়েছে তবুও দুশমনদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছেও আসতে দেননি।

* উহুদের যুদ্ধে শত্রুরা রাসূলুল্লাহ (সা.)কে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু এতটুকুই বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো যে, এ মুহূর্তে আমাকে আড়াল করে আমার সম্মুখে দাঁড়াতে পার? সঙ্গে সঙ্গে এক সাহাবী তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল তার গায়ে ৮৩টি তীর বিদ্ধ হয়েছে; কিন্তু একটি তীরও পিঠে বা পাজরে বিদ্ধ হয়নি। আর ক্ষণিকের জন্য তিনি স্থান পরিবর্তনও করেন নি। এমনি মহব্বতের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হুদায়বিয়ার চুক্তির সময় মক্কায় পৌত্তলিকদের তরফ থেকে দূত হিসেবে এসেছিল ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ ছাকাফী। সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহান দরবারে যে বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছে তার বিবরণ দিয়েছে, মক্কাবাসীর নিকট তার ভাষায় লক্ষ্য করুন–

বেরাদারানে কুরাইশ!

আমি দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহদের দরবারে গমন করেছি। রোমের বাদশাহ, পারস্যের রাজা, আবিসিনিয়ার বাদশাসহ বহু বড় বড় দরবার দেখেছি; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) থুথু ফেললেও তার ভক্তরা তা হাতে নিয়ে গায়ে ও

মুখমণ্ডলে মেখে নেন। তিনি যখন অজু করেন, তখন তার ব্যবহৃত পানির একটি ফোঁটা লাভের জন্য এমন প্রতিযোগিতা করেন যেন লড়াই করছেন। তিনি কোন আদেশ দিলে প্রত্যেকেই সবার আগে সেই আদশে পালনে সচেষ্ট হয়। তার সম্মুখে কোন লোক, উচ্চস্বরে কথা বলে না। তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে কেউ দেখেন না।[৮৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি এক আনসারী মহিলার ভালোবাসা

ইমামুল মাগাযী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে বহু মুসলমান শাহাদতবরণ করেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শহীদ হয়ে যাওয়ার খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। মদীনার মহিলারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরহে চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে আসলেন। এক আনসারী মহিলা সাহাবী বলতে লাগলেন যে, আমি যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ (সা.)কে নিজ চোখে না দেখবো ততক্ষণ তা বিশ্বাস করবো না। সে অত্যন্ত পেরেশান অবস্থায় হতবিহবল হয়ে উটে আরোহণ করে উহুদ রণাঙ্গনের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। যখন তিনি রণাঙ্গনের নিকটবর্তী স্থানে পৌছলেন, তখন একজন সাহাবীকে সামনে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন–

ما بال محمد صلى الله عليه وسلم

"মুহাম্মাদ (সা.)-এর অবস্থা কি বল। ঐ সাহাবী বললেন, আমি এখনো জানিনা। তবে তোমার ভাইয়ের লাশ অমুক স্থানে পড়ে আছে। সে এ খবর শুনে মোটেও ঘাবড়ায়নি। তিনি সামনে বাড়লেন এবং অন্য একজন সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন–

ما بال محمد صلى الله عليه وسلم

তিনি উত্তর দিলেন জানা নেই, তবে তোমার পিতার লাশ অমুক স্থানে দেখেছি এ খবর শুনেও ঘাবড়ান নি বরং সামনে বেড়ে ৩য় সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন–

ما بال محمد صلى الله عليه وسلم

মুহাম্মাদ (সা.)-এর খবর কি? তিনিও একই উত্তর দিলেন এবং বললেন, আমি আপনার স্বামীর লাশ অমুক স্থানে পড়ে থাকতে দেখেছি। এ খবর শুনেও তিনি

---

[৮৬] মুসলিম শরীফ

ঘাবড়াননি অতঃপর তিনি বললেন, আরে তুমি রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবিত আছেন কি না? এ খবর আমাকে দাও। পাশ থেকে কেউ একজন বললেন, রাসূলুল্লাহকে (সা.) "অমুক স্থানে অবস্থান করতে দেখেছি। এ খবর শুনে তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঐ দিকে রওয়ানা হলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তার সম্মুখে জীবিত দেখলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁর চাদরের এক কোনা ধরে বলতে লাগলেন–

كل مصيبة بعد محمد جلل

'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি নিরাপদ ও সুস্থ থাকার পর যে কোন মুসীবত ও দুঃখ কষ্ট, অতি সহজ ও সাধারণ। এ থেকে বুঝা যায়, মহিলা-পুরুষ সকল সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি যে ভালোবাসা তা বাপ-ভাই, স্বামী থেকেও বেশী ছিল। এটাই পরিপূর্ণ ঈমানের লক্ষণ। এটাই প্রকৃত ভালোবাসা। (সিরাতে ইবনে হিশাম)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর ভালোবাসা

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) যখন আবিসিনিয়ায় তার স্বামীসহ হিজরত করেন, তখন কিছুদিন পরই তার স্বামীর ইন্তিকাল হয়। পরবর্তীকালে কুরাইশ সরদার আবু সুফিয়ানের কন্যা হযরত উম্মে হাবীবার বিয়ে হয় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে। সপ্তম হিজরীতে তার পিতা আবু সুফিয়ান মদীনা শরীফে এলো। মদীনা শরীফে তার কন্যা উম্মে হাবীবা রয়েছেন, তাই আবু সুফিয়ান সরাসরি হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-এর ঘরে এলো। হযরত উম্মে হাবীবা পিতাকে দেখে ঘরের বিছানো চাদর তুলে ফেললেন। পিতা আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করলো মা! মেহমান আসলে মানুষ বিছানা তো গুটিয়ে ফেলে না বরং বিছিয়ে দেয়। তুমি কেন বিছানা তুলে ফেলতেছ? মেয়ে উম্মে হাবীবা তার পিতা আবু সুফিয়ানকে উত্তর দেয়, আব্বা জান! এই বিছানা তো আল্লাহর তা'আলার প্রিয় রাসূল (সা.)-এর। তিনি এই বিছানায় বিশ্রাম গ্রহণ করেন। আপনি আমার পিতা ঠিকই কিন্তু কাফের। তাই আপনাকে তার পবিত্র বিছানায় বসতে দিতে পারি না।

আবু সুফিয়ান মন ভরাক্রান্ত করলো। মনে মনে রাগ হলো, দুঃখ পেল; কিন্তু মেয়ে উম্মে হাবীবার হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি যে প্রেম-মহব্বত-

ভালোবাসা ছিল, সেটা জন্মগত বংশীয় সম্পর্কেও হার মানায়। রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসার কাছে পিতা-কন্যার সম্পর্কও তুচ্ছ, এটা হিসেবেই পড়েনা, মর্যাদাই রাখে না।

রাসূল (সা.)-এর প্রতি অন্য একজন মহিলা সাহাবীর অপূর্ব ভালোবাসা

একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন, যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য। মদীনার প্রতটি ঘরে ঘরে জিহাদের তৈরী জোরে শুরে চলতে থাকলো। একটি ঘরে একজন মহিলা সাহাবী নিজের মাসূম বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ঢুকরে ঢুকরে কাঁদতেছিলেন। তার স্বামী কোন এক যুদ্ধে আগেই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। এখন তার ঘর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে যাওয়ার মত কেউ নেই। তাই তিনি এই দুঃখে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ঢুকরে ঢুকরে কাঁদতে লাগলেন। অনেক্ষণ যাবত কান্না করে যখন শান্ত হলেন, তখন তার কোলের শিশুটিকে নিয়ে সোজা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং এতিম শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোলে দিলেন আর বললেন, ওগো আল্লাহর রাসূল! আমার ছেলেটিকে আপনি জিহাদের জন্য কবুল করে নিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হতবাক, চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে বললেন, এ নিষ্পাপ শিশু যুদ্ধে কিভাবে যাবে? শিশুর মা কান্না জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, আমার ঘরে এমন কোন উপযুক্ত পুরুষ নেই যাকে আপনার সাথে যুদ্ধে প্রেরণ করতে পারি। ওগো আল্লাহর নবী আপনি আমার এ কোলের নিস্পাপ শিশুটিকেই গ্রহণ করে নিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এ বাচ্চা কিভাবে যুদ্ধ করবে? ঐ মহিলা সাহাবী বলতে লাগলেন। আমার এই বাচ্চাটি এমন কোন মুজাহিদ বা সৈনিকের নিকট অর্পণ করুন, যার হাতে ঢাল নেই। যখন ঐ মুজাহিদ কাফেরদের সামনে মুকাবিলা করার জন্য যাবে এবং কাফেরেরা ঐ মুজাহিদকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়বে, তখন ঐ মুজাহিদ তীর থেকে বাঁচার জন্য আমার এ সন্তানকে যেন ঢাল হিসেবে সামনে ধরে রাখে। আমার ছেলে যেন তীর প্রতিরোধ করার কাজে আসে। সুবহানাল্লাহ!

প্রিয় পাঠক! রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেমে কতটুকু বিভোর এবং নিমগ্ন হলে একজন মা তার কলিজার টুকরা সন্তানকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। কোন মানব ইতিহাস কি এমন দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবে?

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেম বিরহে এক নারীর ইন্তেকাল

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামের এবং মহিলা সাহাবীগণের অনেকের মনের অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, কেউ কেউ মনে মনে বলতো রাসূল আজ দুনিয়ায় নেই, আমি কেন বেঁচে রইলাম? আমিও যদি রাসূলের সাথে দুনিয়া থেকে চলে যেতাম। আল্লাহ আমাকেও যদি নিয়ে যেত। কোন কোন সাহাবা তো এমন দু'আই করে বসলেন, ওগো আল্লাহ! যে চোখ দিয়ে আমার নবীকে দেখতে পাবো না এমন চোখের কোন দরকার নেই, যে চোখ দিয়ে নবীজিকে দেখেছি এ চোখ দিয়ে আর কিছু দেখতে চাইনা উঠিয়ে নিয়ে যাও আমার চোখের জ্যাতি। এমনি এক নারী মদীনা থেকে বহুদূরে ছিলো তার বসবাস। তার হৃদয়টি ছিল রাসূল (সা.)-এর প্রেমে বিগলিত। যদিও তিনি বার বার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আসার সুযোগ পাননি; কিন্তু তিনি শয়নে-স্বপনে সদাসর্বদা রাসূল প্রেমে ছিলেন মাতোয়ারা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কল্পনা ছিল তার বেঁচে থাকার অবলম্বন। রাসূল (সা.) এর প্রতিটি নিদের্শ তিনি অতি মহব্বতের সাথে পালন করতেন। রাসূল (সা.)-এর উপর অনেক বেশী পরিমাণ দরূদ তিনি পাঠ করতেন অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে। রাসূলের প্রেম বিরহে অগ্নিদাহনে তার অন্তর জ্বলে পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে। চোখের কোনে অশ্রু জমে থাকতো সারাক্ষণ। মদীনা থেকে বহু মাইল দূরে বাড়ি থাকার কারণে রাসূলকে বার বার দেখতে না পেয়ে সে নারী নীরবে-নিবৃতে রাসূলের প্রেমে কাঁদতেছিলেন এবং রাসূলকে নিয়েই ভাবতে ছিলেন।

এক সময় উক্ত নবীপ্রেমিকার কানে সংবাদ এলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়াবাসীকে এতিম করে সমস্ত মাখলুককে কাঁদিয়ে এবং শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন, না ফেরার দেশে।

ঐ নবী প্রেমিকার কর্ণকুহরে এ দুঃসংবাদ পৌঁছার সাথে সাথে তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। রাসূলকে ছাড়া এ দুনিয়াতে অবস্থান করা তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রিয়তম রাসূলের রওজা যিয়ারতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি নিজেকে সামলিয়ে রাখার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। পরিশেষে পাগলের ন্যায়, অনেক কষ্ট করে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পায়ে হেঁটে মদীনায় আগমন করেন। মদীনায় পৌঁছে হযরত আয়েশা (রাযি.)এর খেদমতে হাজির হয়ে চোখের তপ্ত অশ্রু মুছে মুছে আরয করলেন "আম্মাজান! আমি আমার রাসূলের রওজা যিয়ারতের অভিপ্রায়ে বহুদূরে থেকে অনেক কষ্ট করে এসেছি। দয়া করে আমার প্রাণপ্রিয় নবীজির রওজা মোবারক আমাকে দেখিয়ে দিন, আমি পবিত্র রওজা দর্শনে সালাম দিয়ে আমার বিগলিত আত্মা ও চঞ্চল চোখ দু'টিকে শান্তনা দেব। একথা

শুনে আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযি.) হুজরার পর্দা খুলে দিলেন। প্রেমিকা নবীজির রওজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাম দিতে লাগলেন এবং অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলেন। প্রেমাস্পদের বিরহে কাঁদতে কাঁদতে উক্ত সৌভাগ্যশালিনী প্রেমিকা এক সময় রওজায়ে আতহারের পাদদেশে বেহুঁশ হয়ে পরে গেলেন। এটাই ছিল তার রওজা মোবারকের শুরু এবং শেষ যিয়ারত। কিয়ামত পর্যন্ত আর সে যিয়ারত করবেনা। প্রেমিকা প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতে চলে গেলেন।

সুবহানাল্লাহ! একজন অবলা নারীর হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসা কি পরিমাণ লুকিয়ে ছিলো, তা কি কল্পনা করা যায়?

ওহে হতভাগা হারুন! তুইতো একজন নারীরসম রাসূলকে ভালোবাসতে পারলি না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জীবনের চেয়ে রাসূলকে ভালোবাসতে না পারবি ততক্ষণ পর্যন্ত তুই মুমিন হতে পারবি না। এখনো সময় আছে, রাসূলের প্রেমের রশি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দে। আয় আল্লাহ! রাসূলের প্রকৃত আশেক ও প্রেমিক না বানিয়ে আমাকে কবরে নিও না। আমীন।

রাসূল (সা.)-এর প্রতি হযরত আনাস (রাযি.)-এর আম্মার প্রেম ও ভালোবাসা

* হযরত আনাস (রাযি.)-এর মাতা উম্মে সুলাইম (রাযি.) ঘরের বাচ্চাদেরকে ছোট শিশি বোতল দিয়ে পাঠাতেন যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) দুপুরে বিশ্রম করতেন এবং তার শরীর থেকে ঘাম বের হতো তখন ঘামের ফুঁটা এ শিশিতে জমা করতেন। অতঃপর তিনি ঐ ঘামকে নিজের সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং তার কাপড় ও শরীরে খুশবু হিসেবে ব্যবহার করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত জায়েদ বিন দাছানা (রাযি.)-এর প্রেম ও ভালোবাসা

* হযরত জায়েদ বিন দাছানা (রাযি.) কে কাফেররা বন্দি করে ফেলল। সফওয়ান বিন উমাইয়া তাকে ৫০টি উটের বিনিময়ে খরীদ করল। যেহেতু উহুদ যুদ্ধে তার পিতা উমাইয়া নিহত হয়েছিল, এর পরিবর্তে হত্যার জন্য। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে হযরত জায়েদ বিন দাছানা (রাযি.)কে যখন হত্যা করার জন্য হারাম শরীফের বাইরে আনা হল। এ হত্যাকাণ্ডের তামাশা দেখার জন্য হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছিল এর মধ্যে আবু সুফিয়ানও ছিল।

সে হযরত জায়েদ (রাযি.)কে শহীদ করার পূর্বে জিজ্ঞেস করল "হে জায়েদ তোমাকে কসম দিয়ে বলছি তুমি সত্য করে বল, তোমার পরিবর্তে মোহাম্মাদ (সা.)-এর গর্দান কাটা হোক এবং তুমি সুখে শান্তিতে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস কর এটা কি তুমি পছন্দ কর না?

হযরত জায়েদ (রাযি.) হাজার হাজার মানুষের সামনে উত্তর দিলেন আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলতেছি মোহাম্মাদ (সা.) যেখানেই থাকুন না কেন তার পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হোক আর আমি ঘরে বসে আরাম করি এটা কখনো সহ্য করব না। কোরাইশ বংশর লোকেরা এই উত্তর শুনে অবাক হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান বলল মুহাম্মাদের সঙ্গীরা তাকে যত ভালোবাসে, দুনিয়ার কোথাও এর নজির আমি আর দেখিনা। তারা হযরত জায়েদ (রাযি.)কে শহীদ করে দিলো। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। হায়! কেমন ছিল সাহাবায়ে কেরামের প্রেমও ভালোবাসা।[৮৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত সাদ বিন রবীয় (রাযি.)-এর প্রেম ও ভালোবাসা

উহুদের ময়দানে শুরু হলো তুমুল লড়াই। এতে বেশ ক'জন সাহাবা শাহাদতের অমৃত সূধা পান করে জান্নাতবাসী হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও গুরুতর আহত হলেন। দয়ালু নবী এত অসুস্থতার মধ্যেও তার প্রাণপ্রিয় সাথীদের ভুলতে পারেন নি। তিনি একজন সাথীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সা'দ বিন রবীয় কোথায় আছে? তাকে দেখছিনা যে? তুমি তাকে খোঁজ কর।" রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ পেয়ে উক্ত সাহাবী পাগলের মতো ছুটাছুটি করে তালাশ করছিলেন। প্রত্যেকের নাম নিয়ে ডাকতে ছিলেন। এমন সময় কতগুলো শহীদের লাশের সাথে পড়ে থাকা হযরত সা'দ বিন রবীয় (রাযি.) অতি ক্ষীণ আওয়াজে তাকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন প্রাণপ্রিয় রাসূলকে আমার বিদায়ী সালাম জানিয়ে দিও। আর মুসলিম বাহিনীকে বলে দিও, তাদের একজন বাকী থাকতেও যেন কাফেররা আমার প্রাণপ্রিয় নবীজির সামান্যতম ক্ষতি করতে না পারে। যদি তাদের একজনও বেঁচে থাকতে রাসূল (সা.)-এর কিছু হয়ে যায়, তাহলে তাদের কোন উযর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। এতটুকু বলার সাথে সাথে নবীপ্রেমিক হযরত সা'দ বিন রবীয় (রাযি.) শাহাদতের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েন।

---

[৮৭] বোখারী শরীফ

সুবহানাল্লাহ! রাসূল (সা.)-এর প্রতি কতটুকু ভালোবাসা থাকলে এমনটি সম্ভব হয়? তা ভাবতেও আবাক লাগে। যিনি মৃত্যুর দুয়ারে হাজির, যার অর্ধমৃত শরীর রক্তের উপর ছটফট করছে, যার সন্তান-সন্ততী এতিম হতে চলছে, আর জীবন সঙ্গীনি স্ত্রী হতে চলছে বিধবা। সাংসারিক বিষয়ের কত জরুরী পরামর্শ এখনো বাকী রয়ে গেছে। এমন করুণ মুহূর্তে দুনিয়ার সব কিছু ভুলে গিয়ে প্রিয়তম নবীজির চিন্তায় ব্যস্ত। নিজের ভাবনা পশ্চাতে রেখে রাসূল (সা.)-এর হিতচিন্তায় মত্ত। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে রাসূল প্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেলেন। কি ছিল তাদের রাসূল প্রেম? কি ছিল তাদের ভালোবাসা?

হে আল্লাহ! আপনি হযরত সা'দ বিন রবীয় (রাযি.)কে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন আমীন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত খুবাইব (রাযি.)-এর প্রেম ও ভালোবাসা

* হযরত খুবাইব (রাযি.)কে হোজায়ের বিন এহাব নামক কাফের তার পিতার পরিবর্তে হত্যার জন্য একশত উটের বিনিময়ে খরীদ করল।

অতঃপর হারেছ বিন আমেরের সন্তানগণ খুবাইবকে খরীদ করে। যেহেতু খুবাইব বদরের যুদ্ধে হারেছকে হত্যা করেছিলেন।

হযরত খুবাইব (রাযি.)কে যখন হারাম শরীফের বাইরে হত্যা করার জন্য নেয়া হলো। শূলিতে চড়ানোর পূর্বক্ষণে তাকে শেষ আকাঙ্ক্ষা হিসেবে কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি উত্তর দিলেন দুনিয়া থেকে বিদায়ের ও আপন মাওলার সাথে মিলিত হওয়ার সময় অতি নিকট। কাজেই আমাকে দুই রাকাত নামায পড়তে দাও। তিনি খুব শান্তভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করে বললেন, তোমরা হয়ত মনে করবে আমি মৃত্যুর ভয়ে বিলম্ব করছি। নচেৎ আরো দুই রাকাত নামায পড়তাম।

অতঃপর তাকে শূলিতে লটকিয়ে দেয়া হল। তখন কাতর স্বরে এ দু'আ করতেছে– আয় আল্লাহ এমন কেউ আছে কি যে তোমার প্রিয় রাসূলে পাক (সা.)-এর নিকট আমার বিদায় বেলার সালাম খানি পৌঁছিয়ে দেয়? আল্লাহ পাক তখনই অহীর সাহায্যে তার সালাম রাসূলে কারীম (সা.)-এর দরবারে পৌঁছিয়ে দিলেন। মদীনায় বসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলে উঠলেন– ওয়া আলাইকুমুছ সালাম ইয়া খুবাইব! রাসূলুল্লাহ (সা.) তার প্রিয় সাহাবীর শাহাদতের খবর শুনে কাঁদতে

লাগলেন আর তার সাথীদেরকে তিনি খবর দিলেন যে, কোরাইশরা খুবাইবকে শহীদ করে দিয়েছে।

হযরত খুবাইবকে যখন শূলিতে উঠানো হয়েছিল তখন চল্লিশজন কাফের চর্তুদিক থেকে বর্শা দ্বারা তার উপর আক্রমণ চালিয়ে ছিল এবং তার সমস্ত শরীর চালনীর মত করে দিয়েছিল। তখন জনৈক কাফের তাকে কসম দিয়ে বলেছিল, তুমি কি উহাতে রাজি আছে যে, তোমাকে ছেড়ে দেয়া হোক এবং তোমার পরিবর্তে মুহাম্মাদকে কতল করা হোক।

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমার প্রাণের বিনিময়ে রাসূল (সা.)-এর পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হোক এটাও আমি সহ্য করব না। তখন তাকে শহীদ করে দেয়া হলো। কেমন ছিল তাদের নবী প্রেম ও নবীজির প্রতি ভালোবাসা।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি হযরত বেলাল (রাযি.)-এর প্রেম ও ভালোবাসা

হযরত বেলাল (রাযি.) স্বাধীন হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে দিন কাটাতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাকেই রাসূল (সা.) ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন নিযুক্ত করে ছিলেন। তাছাড়া জেহাদের সফরে তিনিই আযান দিতেন। তার হাতেই অর্পণ করেছিলেন রাসূল (সা.)-এর মেহমানদের মেহমানদারীর ভার। একমাত্র রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কারণেই ঈমানী শক্তি এতটুকু বেড়ে গিয়েছিল যে, কোন শক্তিই তাকে ঈমান থেকে সরাতে পারেনি।

প্রিয় নবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামী দুনিয়ায় নেমে এলো শোকের ছায়া। মদীনার ঘরে ঘরে কান্নার রোল। আঁখি যুগলের সুরমা ধুয়ে যাচ্ছে কত ললনার। কারো ঘরে রান্না-বান্না হচ্ছিল না। চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে। গানের পাখিরা গান ভুলে গিয়ে নীরব হয়ে গেল। নারী-শিশু, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই চিন্তিত। দুঃখিত ব্যথিত ও মর্মাহত।

"নবীজি দুনিয়ায় নেই।" একথা মানতেই পারছিল না কেউ।

রাসূল প্রেমিক হযরত বেলাল (রা.) পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। রাসূল (সা.) যে পথ দিয়ে চলছেন, সে পথ রাসূল শূন্য হয়ে গেছে। যে ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন সে স্থানও শূন্য।

মেহরাব খালি, মিম্বর খালি। হুজরা খালি, মদীনা খালি। কোথাও নেই নবীজির পদচারণা। আজ কেউ বেলালকে আযান দিতে বলেন না। কেউ মেহমানদের

মেহমানদারী করার নির্দেশ দেন না। যেসব স্থানে নবীজি চলাফেরা, উঠা-বসা করতেন, বেলাল সে সব স্থানে গিয়ে ক্ষণিকের তরে দাঁড়িয়ে আশ্রুবর্ষণ করতেন। যে রাসূলকে না দেখলে এক মুহূর্তকাল থাকতে পারতেন না, যে রাসূলের পবিত্র ও নূরানী চেহারার দিকে তাকালে ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণ হতো এবং অনাবিল শান্তিতে মন ভরে উঠতো, সে রাসূল আর নেই। প্রেমিক বেলাল (রা.) নবীহারা মদীনা আর দেখতে পারছেন না। তিনি আযান দেয়া বন্ধ করে দিলেন। কেউ আযান দিতে বললে উত্তরে দিতেন," নবীজি নেই, কে আমার আযান শুনবে? পাগলের মত ঘুরে ঘুরে একসময় মদীনা ছেড়ে চলে গেলেন দূরে, বহু দূরে। ইচ্ছা করলেন বাকী জীবন জিহাদের পিচ্ছিল পথে, কাটিয়ে দিবেন। বেশ ক'বছর এভাবেই কেটে গেল। তিনি মদীনায় আসেন নি। একবার বেলাল (রাযি.) স্বপ্নে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলছেন, "হে বেলাল! তুমি মদীনা ছেড়ে চলে গেলে বহু দিন হয়ে গেল, একবারও তো আমার যিয়ারতে এলে না?" উক্ত স্বপ্ন দেখার পর তিনি পাগলের মতো ছুটে এলেন মদীনায়, দূর দেশে আর থাকতে পারলেন না রাসূল (সা.)-এর যিয়ারতে এসে তিনি মদীনায় অযথা ঘুরাফেরা করেন নি। বেশি বেশি সময় রওযা মুবারকের কাছেই থাকেন। এদিকে মদীনার ঘরে ঘরে সংবাদ পৌঁছে গেল যে, আমাদের মুয়াযযিন মদীনায় ফিরে এসেছে। হারানো বেলাল আমাদের মাঝে চলে আসছে। বেলালকে দেখার জন্য মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় উপচে পড়া ভীড়। সবাই বেলালকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি। হযরত হাসান ও হুসাইন (রাযি.) দৌড়িয়ে এসে হযরত বেলাল (রাযি.)কে আযান দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। রাসূল (সা.)-এর কলিজার টুকরার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। কারণ তার নাতিরা কষ্ট পেলে রাসূলও কষ্ট পাবেন। তাই তিনি মধুর সুরে আযান দিতে লাগলেন। নবী জমানার আযানের সুমধুর ঝংকারে মদীনার ঘরে ঘরে এক আনন্দ উল্লাসের নব বন্যা প্রবাহিত হলো। ঘরের বউ-ঝি থেকে নিয়ে সর্বস্তরের মানুষ ছুটে চললো মসজিদে নববীর অভিমুখে। সকলেই মনে করেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বুঝি আল্লাহর কুদরতে জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন মসজিদে নববীতে। আহা! কি আনন্দ আর কি উল্লাস, কি খুশী আর কি আনন্দ, কি কোলাহল! গোটা মদীনা যেন আনন্দের উর্মিমালায় দোল খাচ্ছে।। হযরত বেলাল (রাযি.) আযান দিতে গিয়ে যখন "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" পর্যন্ত আসলেন, তিনি দাঁড়ানো থেকে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। রাসূল (সা.)-এর নাম নিতে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল। অনেক কষ্ট করে তাকে আযান শেষ করতে হলো। তারপর অল্প ক'দিন মদীনায় অবস্থান করে চলে গেলেন অনেক দূরে।

হযরত বেলাল (রাযি.) এর ইন্তেকালের সময়

হযরত বেলাল (রাযি.)-এর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে আসলে, তার স্ত্রী বলতে থাকেন। হায় কি কঠিন মুসীবত! হযরত বেলাল (রাযি.) স্ত্রীর এই উক্তি শুনে বলে উঠলেন আহা কি সুখ! কি আনন্দ! এটাতো দুঃখ-কষ্ট প্রকাশের সময় নয় বরং এটা হলো খুশী ও আনন্দ প্রকাশের সময়। কেননা–

غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ + محمدا و حِزْبَهُ

"কাল প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তার সাথীদের সাথে মিলিত হব। এরচেয়ে অধিক খুশী ও আনন্দের ব্যাপার আর কি হতে পারে?"

মোটকথা সকল সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, আওলিয়ায়ে কেরাম ও মুমিনীন সকলেই রাসূলুল্লাহ (সা.) (সা.)-এর মুহব্বত ও ভালোবাসার রঙে রঙিন ছিলেন। তার প্রেমে ছিলেন বিভোর, নিমগ্ন আর মাতোয়ারা। আর তার ভালোবাসায় এরূপ মত্ত না হয়েও তো কোন গত্যন্তর নেই। কেননা, ঈমানের অমূল্য সম্পদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা রাখা একান্ত অপরিহার্য। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সফলতা লাভের একমাত্র মাধ্যম ও ওসীলা। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তার ও তার প্রিয় হাবীবের পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভালোবাসা নসীব করুন। আমীন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন কি?

প্রতিটি বস্তুরই এমন কিছু আলামত, নিদর্শন ও চিহ্ন থাকে যদ্দ্বারা সেই বস্তুর ভাল-মন্দ ও আসল নকলের পরিচয় জানা ও বুঝা যায়। এমনিভাবে প্রকৃত মহব্বত ও ভালোবাসারও কিছু আলামত ও নিদর্শন রয়েছে। তা হল মানুষ যখন কাউকে মহব্বত করে ও ভালোবাসে। তখন সে তার ভালোবাসার মানুষটিকে নিজের জীবনের উপরেও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যে কোন বিষয়ে সে তার প্রেমাস্পদের আনুগত্য ও অনুসরণ করে। তার সন্তুষ্টির বিপরীত সে কোন কাজ করে না। যদি কারো মধ্যে এই সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহলে বুঝতে হবে সে তার মুহব্বত ও ভালোবাসায় দৃঢ় ও চরম সত্যবাদী। অপর দিকে যদি কারো মধ্যে এ নিদর্শন দেখতে না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সে তার মুহব্বত ও ভালোবাসার দাবীতে নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী। এমনিভাবে যে কোন ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসার দাবী করতে পারে; কিন্তু সত্যিকার প্রেমিক তাকেই মনে করা হবে যার মধ্যে মহব্বতের আলামত ও নিদর্শন পাওয়া

যাবে। উল্লেখ্য যে, প্রিয় নবী (সা.)-এর প্রতি মহব্বতের কয়েকটি আলামত ও নিদর্শন এখানে বর্ণনা করা হল, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের সম্পর্কে আন্দাজ অনুমান করতে পারে যে, আমার মধ্যে এর কয়টি দিনর্শন রয়েছে? এর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি তার মহব্বত ও ভালোবাসাই বা কি পরিমাণ আছে।

ভালোবাসার ১নং নিদর্শন : রাসূলে কারীম (সা.) এর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার নিদর্শন হলো– ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ, অনুকরণ বা আনুগত্য করা। সুতরাং ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ অনুকরণ বা এত্তেবা যার মধ্যে নেই তার মুখে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেম ভালোবাসার দাবী হতে পারে; কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসার জন্য এত্তেবায়ে শরীয়ত তথা ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ অবশ্যই থাকতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি বরকতময় সুন্নতের উপর আমল করতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি অবস্থায় তার হুকুম-আহকাম ও নিদর্শনাবলীর ইত্তেবা ও অনুসরণ করতে হবে। তিনি ওয়াজিব বা মুস্তাহাব যে কোনভাবে, যে সকল বিষয়ের হুকুম করেছেন তা যথাযথ বাস্ত বায়ন করতে হবে। যে সকল বিষয় হতে নিষেধ করেছেন সতর্কতার সাথে সেগুলো হতে বেঁচে থাকতে হবে।

ভালোবাসার ২নং নিদর্শন : জীবনের সর্বাবস্থায় অর্থাৎ অভাব-অনটন, সম্পদ-প্রাচুর্য, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় রাসূল (সা.)-এর আদব ও মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর সু-মহান আদর্শ-চরিত্র অনুশীলন করতে হবে।

ভালোবাসার ৩নং নিদর্শন : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ ও তার তরীকা পালনকে নিজের কামনা বাসনার উপর প্রাধান্য দিতে হবে। নিজের নফসের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিকে তার নির্দেশ ও তরীকার উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

ভালোবাসার ৪নং নিদর্শন : আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হুকুমের সামনে অন্য কারো পরওয়া না করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হুকুম মানতে গিয়ে যদি কোন বান্দাহ অসন্তুষ্টও হয়, তবুও এর কোন পরওয়া করা যাবে না। চাই পিতা-মাতা বা আপন জন সন্তান-সন্ততিই হোক না কেন। আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশের মোকাবেলায় কারো সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টিরই খেয়াল করা যাবে না।

ভালোবাসার ৫নং নিদর্শন : সুন্নত যিন্দা করা ও প্রচার করা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যাবতীয় সুন্নত জীবন্ত ও সজীব রাখা এবং এগুলোর প্রচার প্রসারে সচেষ্ট থাকা। এটাকে রাসূল (সা.) হাদীস শরীফে স্বীয় মহব্বত ও ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ভালোবাসার ৬নং নিদর্শন : বেশি বেশি দরূদ পাঠের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে স্মরণ করা। উঠা-বসা, চলা- ফেরা, নিজর্নে, লোকালয়ে সর্বাবস্থায় রাসূলে কারীম (সা.)কে দরূদের মাধ্যমে স্মরণ করা।

আরবীতে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্য আছে–

مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهٗ

"যে যাকে ভালোবাসে, সে অধিক পরিমাণে তাকে স্মরণ করে থাকে।" কেননা, প্রিয়তমের স্মরণ ব্যতীত কোন প্রকারেই সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। বরং কেউ যদি তিরস্কার করে তাতে সত্যিকার প্রেমিক আরো অধিক স্বাদ অনুভব করে থাকে। প্রেমের কলংক রেখা যার ললাটে অঙ্কিত হয়ে গেছে, তার তিরস্কার আর নিন্দাবাদের ভয় কি? যে নিন্দুক, প্রেমের উত্তাল তরঙ্গমালায় ঝাঁপিয়ে পড়তে নিজেই ব্যর্থ হয়েছে, তার অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি?

ভালোবাসার ৭নং নিদর্শন : রাসূলে পাক (সা.)-এর নাম চর্চার সময় তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা এবং নিজের মধ্যে বিনয় ও নম্রতার ভাব ফুটিয়ে তোলা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর যখন কোন সময় তার আলোচনা হত তখন সাহাবায়েকেরাম তাদের মধ্যে বিনয় ও নম্রতার একটি অবর্ণনীয় ভাবের সৃষ্টি হয়ে যেত। তাদের দেহ কাঁপতে থাকত। মহব্বত ও ভালোবাসার আতিশয্যে তার বিরহ জ্বালায়-অনিচ্ছাকৃত বে-এখতিয়ার কাঁদতে কাঁদতে চৈতন্য হারিয়ে ফেলতেন।

ভালোবাসার ৮নং নিদর্শন : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা শরীফ জিয়ারত করার তীব্র ভাসনা থাকা। কেননা, সত্যিকার আশেকের জন্য প্রিয়তমের স্মৃতি বিজড়িত ঘর-বাড়ী ও অন্যান্য নিদের্শনাদি দর্শন করাও কিছুটা প্রশান্তির কারণ হয়ে থাকে।

ভালোবাসার ৯নং নিদর্শন : রাসূলুল্লাহ (সা.) কে স্বপ্নে দেখার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে সর্বদা থাকা। মৃত্যুর পর তো দেখা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকবেই বরং দুনিয়াতেও যেন স্বপ্নযোগে তার যিয়ারত নসীব হয়।

ভালোবাসার ১০নং নিদর্শন : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবার-পরিজন, বংশধর ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি মহব্বত রাখা। এটাও রাসূল (সা.)-এর প্রতি মহব্বত রাখার আলামত ও নিদর্শন।

ভালোবাসার ১১ নং নিদর্শন : সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা রাখা এটাও রাসূল (সা.)-এর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা রাখার নিদর্শন।

আল্লাহর প্রতি বান্দার প্রেমও ভালোবাসা

আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা বান্দার হৃদয়ের উন্নত অবস্থাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্যতম অবস্থা বরং আত্মার উন্নতি ও পরিশুদ্ধ লাভের নিমিত্ত যত প্রকারের উন্নত অবস্থা অর্জন করতে হয়, তৎসমূদয়ের আসল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ পাকের মহব্বত হৃদয়ে উৎপন্ন করা।

* প্রতিপালনকারী মহান রব স্বীয় খালেক ও মালেক মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিরংকুশ মহব্বত ও ভালোবাসা রাখা একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। যার মধ্যে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা ও মালিকের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা নেই সে তার আদি অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ সৃষ্টিগত স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। তার মত এতবড় নিমকহারাম, না- শোকর ও অকৃতজ্ঞ আর নেই। সে সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বরং চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে বহুগুণ জঘন্য। কেননা একটি কুকুর ও তার অনুগ্রহকারীকে চিনে এবং তার কৃতজ্ঞতায় জীবন বিসর্জন দেয়। সুতরাং আল্লাহর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা রাখা মাখলুকের উপর অপরিহার্য ও একান্ত জরুরী।

* আল্লাহ তা'আলা প্রিয় বান্দাদের সম্পর্কে বলেন–

يحبهم ويحبونه-

"তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে।[৮৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

"তোমাদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) তার নিকট তার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও সমগ্র মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হবেন।"[৮৯]

* পরকালে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলার সাথে অধিক ভালোবাসা পোষণ করবে। কেননা পরকাল বলতে আল্লাহ তা'আলার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে বুঝায়। প্রেমিক যদি তার প্রিয়তমের দিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অগ্রসর হয় তাহলে এরচেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে। যখন কোন বস্তু প্রতিবন্ধকও থাকে না।

---

[৮৮] সূরা মায়িদাহ আয়াত

[৮৯] বোখারী, মুসলিম

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার স্বাদ লাভ করে তার মধ্যে দুনিয়া অন্বেষণ ও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণই থাকে না। সে (দুনিয়াদার) লোকদের কাছে পাগলও ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়।

* প্রত্যেকটি স্বাদময় বস্তুই মানুষের নিকট প্রিয় হয়। প্রিয় হওয়ার অর্থ হচ্ছে– স্বভাব প্রকৃতি সেই বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অন্তরটি হয় তার প্রতি অনুরাগী। স্বভাবের মধ্যে এহেন অনুরাগের প্রবৃদ্ধি ঘটলে তাকে প্রেম নামে অভিহিত করা হয়।

অন্য কথায় প্রত্যেক মনোরঞ্জক বা আনন্দদায়ক জিনিসের প্রতিই মানুষের মন আকৃষ্ট হয়ে থাকে। মনের এই টান বা আকর্ষণকেই বলে "মহব্বত। আর যে বস্তুর প্রতি মহব্বত হয়, তাকে বলে "মাহবুব" বা প্রেমাস্পদ, প্রিয় বস্তু। এর বর্ধিত অবস্থার নাম "ইশক"। আর যে জিনিসের প্রতি ইশক হয় তাকে বলে "মাশুক বা প্রেমাস্পদ।

* মানুষ প্রিয় বস্তুতে আনন্দ এবং অপ্রিয় বস্তুতে নিরানন্দ হয়ে থাকে। আনন্দ কিন্তু অনুভব ব্যতীত হতে পারে না। অনুভব দু'ভাবে হয়ে থাকে (ক) বাহ্যিকভাবে ও (খ) আভ্যন্তরীণভাবে। বাহ্যিক অনুভব– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহবা, তক এ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা হয়ে থাকে। আর পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিকট যে সমস্ত জিনিস আনন্দদায়ক, মানুষের মন স্বভাবতই সেগুলোর দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

পঞ্জেন্দ্রিয় ব্যতীত মানুষের মধ্যে আরোও একটি অনুভব শক্তি আছে, এটাকে আভ্যন্তরীণ অনুভব শক্তি বা বাতেনী অনুভব শক্তি বলে। পঞ্চন্দ্রিয় যেমন– কোন কোন বস্তুতে সুখানুভব করে অন্তরেন্দ্রিয়ও তেমনি কোন কোন বস্তুতে সুখানুভব করে থাকে।

সুন্দর আকৃতি দর্শনে যেমন মানুষের চক্ষু তৃপ্ত হয়, তেমনি সুন্দর স্বভাব দৃষ্টে ও মানুষের অন্তরেন্দ্রিয় সখানুভব করে থাকে; কিন্তু তা দেখতে হলে অন্তরচক্ষের দৃষ্টিশক্তি থাকা প্রয়োজন। নবী-রাসূল সাহাবা অলী-দরবেশ, জ্ঞানী গুণীদের প্রতি এবং ইনসাফগার বাদশার প্রতি যে ভালোবাসা রয়েছে, যদিও তাদেরকে জীবনে কখনো দেখা হয়নি, যার মুখের সুমধুর শব্দও শুনা হয়নি তারপরও তাদের সম্বন্ধে যে আনন্দ তা কেবল অন্তরেন্দ্রিয়ের কারণে।

আল্লাহর সাথে বান্দার প্রেম ও ভালোবাসা স্থাপনের পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ۔

"আর যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনে, তাদের সর্বাধিক পরিমাণে ভালোবাসা থাকবে আল্লাহ তা'আলার জন্য" অর্থাৎ যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহকে অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসে।[৯০]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসা ঈমানের দাবী। একজন ঈমানদারের নিকট আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অন্য সবার উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। আল্লাহ এমন এক সত্ত্বা যাকে আমরা না দেখে বিশ্বাস করি, ভালোবাসি না দেখেই; কিন্তু এটা জেনে যে, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপালন করছেন।

ভালোবাসাকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ক. বিবেকজাত ও খ. স্বভাবজাত। যেমন আল্লাহকে ভালোবাসাটা বিবেক জাত। এছাড়া বেশিভাগ ভালোবাসাই হচ্ছে স্বভাবজাত, প্রাকৃতিক। যেমন কারো রূপ বা গুণে মুগ্ধ হয়ে, কারো কাছাকাছি থাকার ফলে বা অজানা কোন কারণে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। মানুষ সৃষ্টির সেরা। কারণ সে অনেক বেশি ভালোবাসতে পারে। গরু পরম মমতায় তার বাছুরটিকে চেটে দেয়, সে কিন্তু ছাগল ছানাটিকে আদর করে না; কিন্তু মানুষ বাছুরকে ও আদর করে, ছাগল ছানাকে ও। ছোট একটা চারা গাছকে সে পরম মমতায় পানি দেয়। সে তার পারিপার্শ্বিকতাকে যেমন ভালোবাসে, তেমনি ভালোবাসে কাছের দূরের মানুষ গুলোকে। বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী, সন্তান, অন্য মানুষ, জীব ও জড় জগৎ-এর সব কিছুকেই আমরা ভালোবাসবো, কারণ আল্লাহ আদেশ করেছেন তাই। আমরা যদি আমাদের সব ভালোবাসাকে আল্লাহর ভালোবাসার গণ্ডিতে বেঁধে ফেলতে পারি, তাহলে পরকালে যেমন পুরস্কার পাবো তেমনি দুনিয়াতেও সফল হবো। আল্লাহকে ভালোবাসলে সকল অন্যায়-অপরাধ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অন্য সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। সব কাজে সকলে বরণ করে নেয়। পার্থিব জীবন অন্য সকল মানুষের ভালোবাসায় সুন্দর ও সুখী হয়। পাশের বাড়ীর যুবতী মেয়েটি পাশের বাড়ীর যুবক ছেলের সাথে পালাতো না যদি আল্লাহকে চিনতো, আল্লাহর সাথে প্রেম ও ভালোবাসা স্থাপন হতো, তাকে যথার্থ ভালোবাসতো। দু'মাসের একটা ভালোবাসা দিয়ে সে ষোল বছরের অনেকগুলো ভালোবাসাকে মিথ্য করে দিতো না। নিজে কষ্ট পেত না, পরিবারকে অসম্মান করতোনা। একথা ঠিক যে, আল্লাহকে ভালোবাসা একটা নিরবয়ব যে, ভাবমূলক ব্যাপার। আমাদের প্রিয় মানুষটির মত আল্লাহর ক্ষেত্রেও আমরা তার নৈকট্য

---

[৯০] সূরা বাকারা-১৬৫

চাই, তার দেখা পেতে চাই। এমন কিছু করতে চাই, যার দ্বারা তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, খুশী হবেন।

এমনকিছু করতে চাইনা যা তাকে অসন্তুষ্ট করবে। যে ছেলেটা মুখে বলে ভালোবাসি; কিন্তু বিয়ের সময় শ্বশুরের সম্পত্তি দেখে ঘর বাঁধে, সে যেমন মিথ্যাবাদী, তেমনিভাবে যে দাবী করে আমি আল্লাহকে ভালোবাসি; কিন্তু কাজ কর্মে প্রমাণ দেয় না সেও মিথ্যাবাদী।

আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার পদ্ধতি শিখবো আমরা রাসূলূল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে। কুরআনী ঘোষণা "হে রাসুল! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন।[৯১]

তাই সব মানুষের মধ্য রাসূলূল্লাহ (সা.)-ই সর্বাধিক ভালোবাসা পাবার যোগ্য। আর তাকে ভালোবাসার মানে তার আদর্শ নিজের মধ্যে ধারণ করা। সর্বক্ষেত্রে তার অনুসরণ ও অনুকরণ করা। আর আদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করা। তার নিষেধ মেনে চলা। তার প্রচারিত বিধান অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া।

যে ব্যক্তি একবার আল্লাহকে ভালোবাসার অনুভূতিটা পেয়েছে, সে আসলে খুব সৌভাগ্যবান। কষ্টভরা এ ধরাতে আর কোন কিছুরই সামর্থ নেই তাকে দুঃখ দেবার।

শায়খ ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, হৃদয় যদি একমাত্র আল্লাহকে ভালোবাসে, দ্বীনকে একমাত্র তার জন্য একনিষ্ট করে, তাহলে অন্য কারো ভালোবাসার মুসীবত তাকে স্পর্শ করতে পারে না। হৃদয় যখন আল্লাহর মহব্বত ও স্মরণ থেকে শূন্য হয়ে যায়, আল্লাহর কাছে দু'আ-মুনাজাত ও আল্লাহর কালামের স্বাদ গ্রহণ করা থেকে যখন শূন্য হয়ে যায়, তখন নারীর ভালোবাসা, বালকের ভালোবাসা, অশ্লীলতার প্রতি আগ্রহ, গান-বাজনা শোনার প্রতি আগ্রহ তার অন্তরে স্থান দখল করে নেয়।

নারীর প্রতি, বালকের প্রতি প্রেম-ভালোবাসায় লিপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে হৃদয়ে আল্লাহর মহব্বতের অপূর্ণতা। এ কারণেই ইউসুফ (আ.) যিনি একনিষ্টভাবে আল্লাহকে মহব্বত করতেন, তিনি এই মানবীয় ইশক-মহব্বত কিংবা প্রেম ভালোবাসা থেকে বেঁচে গেছেন।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ দাবী করে থাকে যে, 'আমি আল্লাহকে ভালোবাসি অথবা 'আমি সংসার পরিবার অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভালোবাসি।

---

[৯১] সূরা আল-ইমরান-৩১,৩২

এরূপ দাবীর সত্যাসত্য যাচাই করার একটি পরীক্ষা এবং একটি মাপকাঠি আছে। তাতে বুঝা যাবে এ দাবী মৌখিক না আন্তরিক। নফস বা রিপু কোন মন্দ কাজ করতে উদ্যত হলে এবং কাজটি আল্লাহর বিধানেরও বিপরীত হলে তখন সেই পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয় এবং সে মাপকাঠি পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় যার মন আল্লাহর আদেশ পালনে আসক্ত হয়ে সেই মন্দ কাজটি থেকে বিরত থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি আল্লাহকে অধিক ভালোবাসে।

হে গাফেল হৃদয়! শুনে রাখ নবীগণের মধ্যে যে সকল গুণাবলী দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে সবগুলোই মহান আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ছায়া ব্যতীত অন্য আর কিছুই নয়। চাঁদের ধার করা আলো দেখে তুমি মুগ্ধ হচ্ছো! আলোর উৎপত্তি স্থান সূর্যের প্রতি কি তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে না? তারপর যদি তুমি রৌদ্র দেখেও সূর্যের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পার, নবী-রাসূলগণের গুণাবলী দেখে আল্লাহ তা'আলার অনন্ত গুণ, অসীম ক্ষমতা বুঝতে না পার এবং তোমার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি সত্যিকার প্রেমভালোবাসা প্রকৃত ইশক-মহব্বতের উদ্রেক না হয়, তবে অন্ততঃ পক্ষে আল্লাহর যে সকল নেয়ামত ও ভোগ্যবস্তু তুমি উপভোগ করতেছ, সেগুলির প্রতিই দৃষ্টিপাত কর, চোখ খুলে তাকাও। দেখবে দুনিয়ার কোন জিনিসই এমন নেই, যার সৃষ্টিকর্তা রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, আল্লাহ পাক নন। রাসূলূল্লাহ (সা.) বলেছেন 'আল্লাহ তা'আলার সাথে ভালোবাসা স্থাপন কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে রুযী দেন।

আল্লাহর প্রতি বান্দার প্রেম ও ভালোবাসার নিদর্শন

* আল্লাহ পাকের প্রতি প্রেম ভালোবাসা ও ইশক-মহব্বতের অনেক নিদর্শন, আলামত কিংবা চিহ্ন রয়েছে।

এখানে দু'একটি নিদর্শন আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) যে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধকে স্বীয় নফসের কামনার চাহিদার উপর অগ্রগণ্য করে। সে বিধান বাস্তবায়িত করাকে সব কাজের উপর অগ্রগণ্য রাখে।

(খ) যে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত লাভের জন্য সদা-সর্বদা ব্যতিব্যস্ত বা পাগলপারা থাকে। মৃত্যুর ভয়ে সে ভীত হয়না। আর জীবনে এ জন্য বেঁচে থাকতে চায় যে, আল্লাহর মারেফত যত বেশি লাভ হবে ততোই মঙ্গল।

(গ) প্রেমিকগণ আল্লাহর হুকুম ও তার নির্ধারিত তকদীর বা ফয়সালার প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে সুখে-দুঃখে কোন অবস্থায়ই তারা কখনো মুখে বা মনে

আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করে না। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে পছন্দনীয় অপছন্দনীয় যা কিছু ঘটুক না কেন, যবান ও অন্তকরণ থেকে কোনরূপ অভিযোগের সুর বের হয় না। মোটকথা আল্লাহ তা'আলার মহব্বত যখন প্রবল ও শক্তিশালী হয়ে মানুষের হৃদয়ের সম্পূর্ণ স্থানটুকু অধিকার করেও জুড়ে নেয় অর্থাৎ তার হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আসক্তি বিদ্যমান থাকে না; তখনই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে এবং তখন সে প্রেমিক বান্দা পারলৌকিক পূর্ণ সৌভাগ্য লাভের উপযোগী হয়ে যায়। আল্লাহ প্রেমের তেমন চরম উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার সাধারণত; সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তারপরও মানুষ এজগতে যত বস্তুকে ভালোবাসে তৎসমুদয়ের ভালোবাসা অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রগাঢ় ও প্রবল হয়েই তার হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ পাকের প্রেম ভালোবাসা বিদ্যমান আছে বলে বলা যাবে।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা কিরূপ পদার্থ, এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। এ কারণেই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্য থেকে একশ্রেণীর লোক আল্লাহর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেছেন। যেহেতু তারা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার ও মহব্বতের মর্মবুঝে না, এ কারণে তারা আল্লাহর মুহব্বতকে স্বীকার করে না বরং তারা বলে যে, যে আল্লাহকে আমরা দেখিনা আল্লাহর অনুরূপ কোন জিনিসও নেই সুতরাং তার প্রতি অনুরাগ বা ভালোবাসা হতে পারে না। কারণ সমজাতীয় বা এক জাতীয় জিনিসের মধ্যেই সাধারণতঃ ভালোবাসা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মানবের সমজাতীয় নয়, সুতরাং তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা উৎপন্ন হওয়াও অসম্ভব। ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন এরা যেহেতু মূলতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও জাহেল। তাই তারা মনে করে যে, সমশ্রেণীর সাথেই ভালোবাসা স্থাপন হয়। তাদের জ্ঞান বুদ্ধি মূল বিষয়টিকে অনুধাবন করতে পারেনি।

অথচ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেন–

يحبهم ويحبونه۔

"আল্লাহ মুমিনদেরকে ভালোবাসেন এবং তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসেন।[৯২]

---

[৯২] সূরা মায়েদা- রুকু-৮

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ.....,,,

"যদি পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাসস্থান ইত্যাদি যা কিছু তোমাদের আছে, যদি এ সকল বস্তুকে আল্লাহ ও তার রাসূল অপেক্ষা অধিক ভালোবাস, তবে আল্লাহর আদেশ (অর্থাৎ আযাবের ঘোষণা) আগমন পর্যন্ত প্রস্তুত থাক : দেখ তোমাদের পরিণাম কি হয়?[৯৩]

একব্যক্তি রাসূলূল্লাহ (সা.)-এর নিকট আরয করল : ইয়া রাসূলূল্লাহ! আমি আপনাকে ভালোবাসি!" তিনি বললেন : অভাব অনটন ও দরিদ্রতা কর্তৃক নিষ্পেষিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাক। সে ব্যক্তি আবার বলল, ইয়া রাসূলূল্লাহ (সা.)! আমি আল্লাহ তা'আলাকেও ভালোবাসি।' তখন রাসুল (সা.) বললেন : 'তবে বিপদও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত হও।[৯৪]

রাসূলূল্লাহ (সা.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে যত প্রকার দুআ করতেন এর মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আটিও একটি–

اللهم ارزقنى حبك وحب من احبك وحب من يقربنى الى حبك واجعل حبك احب الى من الماء البارد۔

' হে আল্লাহ! আপনাকে ভালোবাসার তাওফীক আমাকে দান করুন এবং আপনার প্রিয়জনের প্রতি মহব্বত এবং যে বস্তু বা ব্যক্তি আমাকে আপনার মহব্বতের নিকটবর্তী করে দেয়, সে বস্তুর মহব্বত আমাকে দান করুন। আর তৃষ্ণায় সুশীতল পানি অপেক্ষা আপানার মহব্বতকে আমার জন্য অধিক প্রিয় করুন।

* আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনের মধ্যে এটিও একটি যে, আল্লাহ তা'আলার খাতিরে নিজের ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করতে প্রকৃত প্রেমিক কৃপণতা করবে না। অন্যদের তুলনায় সে তার তাওফীক অনুযায়ী অকাতরে বিলিয়ে দেবে।

মুকাশাফাতুল কুলূব গ্রন্থে হযরত ইমাম গাজালী (রহ.) উল্লেখ করেন :

প্রেমিকা জুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রেম-ভালোবাসায় উম্মত্ত হয়ে স্বীয় রূপ-গুণ ও ধন-সম্পদ সবকিছু বিলীন করে দিয়েছিলেন। সত্তরটি উটের বোঝা

---

[৯৩] সূরা তাওবা-২৪

[৯৪] কিমিয়ায়ে সাআদত ৩৩৮

পরিমাণ তার স্বর্ণ- রৌপ্যের অলংকার ছিল, এসব কিছুকে তিনি একমাত্র হযরত ইউসফ (আ.)-এর জন্য উৎসর্গ করে দেন। যে কেউ তার কাছে এসে যদি শুধু এতটুকু বলতো যে, আমি তোমার ইউসুফকে দেখেছি, তাহলে বলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটি অমূল্য স্বর্ণের হার উপহার দিয়ে জীবনের তরে ধনবান করে দিতেন। অবশেষে তিনি নিজে সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত দরিদ্রে পরিণত হয়েছিলেন।

ইশকও মহব্বতের আতিশয্যে তিনি সব কিছু থেকে উদাসীন ও বিস্মৃত হয়ে যে দিকে তাকাতেন, সেদিকেই কেবল ইউসুফ আর ইউসুফই দেখতে পেতেন। এমনকি আকাশের তারকারাজিতেও তিনি ইউসুফের নাম লেখা দেখতেন।

বর্ণিত আছে-এই জুলায়খাই যখন ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন ঈমানী নূর লাভে ধন্য হন। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন তিনি তাঁর থেকে পৃথক হয়ে নিরবে একাকীত্বে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যান যে, শুধুমাত্র এই ইবাদতের জন্য তিন সর্বপ্রকার জাগতিক সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়ে থাকেন। হযরত ইউসুফ (আ.) যখন পেয়ার-সোহাগের জন্য দিনের বেলা তাকে আহবান করতেন, তখন তিনি রাতের ওয়াদা করে মুলতবী করতেন। আবার যখন রাতে আমন্ত্রণ জানাতেন, তখন দিনের কথা বলে নিষ্কৃতি চাইতেন। কোন কোন গ্রন্থে একথাও উল্লেখ আছে যে, জুলায়খার এ উদাসীন অবস্থা দেখে ইউসুফ (আ.) নাকি বলেছিলেন, হে জুলায়খা! তোমার কী হলো? যখন তুমি আমাকে পাবার জন্য উম্মাদ হয়ে গিয়েছিলে তখন আমি তোমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিনি। আর এখন আমি তোমাকে চাচ্ছি অথচ তুমি উদাসীন!) হযরত জুলায়খা ইউসুফ (আ.) কে লক্ষ্য করে বললেন : হে ইউসুফ! আল্লাহর পরিচয় লাভ করার পূর্বে আমি তোমাকে ভালোবাসতাম, মনে প্রাণে তোমাকে চাইতাম; কিন্তু এখন আমি আল্লাহর পরিচয় পেয়ে গেছি : তাই একমাত্র তার মহব্বত ও প্রেম ভালোবাসা ছাড়া আমার অন্তর থেকে বাকী সব কিছুর মহব্বত দূর হয়ে গেছে এবং এজন্য আমি কোন বিনিময়ও কামনা করি না।' হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : হে জুলায়খা আল্লাহ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন এবং বলেছেন যে, তোমার গর্ভ থেকে দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম নিবে এবং তাদেরকে নবুওয়াত প্রদান করা হবে। হযরত জুলায়খা বললেন 'যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হুকুম করেছেন এবং এজন্য আমাকে উপায় ও ওসীলা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, তাই এ হুকুম আমার জন্য শিরধার্য।' অতঃপর তিনি মিলনে সম্মত হন।

এ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার নিদর্শন। তা না হলে কি প্রেম বলা যায় তারে?

হে আল্লাহ! তুমি এ অধম হারুনকে তোমার সঠিক প্রেমিক বানাও, তোমার প্রেমিকদের সাথে তাকেও কবুল কর। আমীন।

সত্যিকারের প্রেমিক যারা তারা প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে কোন কষ্ট পেলে তা কারো নিকট অভিযোগ করে না। সত্যিকারের প্রেমিক-প্রেমাস্পদের অনুগত হয়ে থাকে। মোটকথা মহাব্বত বা প্রেম-ভালোবাসার চিহ্ন বা নিদর্শনই হচ্ছে মাহবুব বা প্রেমাস্পদের অনুগত হওয়া। তার অনুকরণ ও অনুসরণ এবং সর্ববিধ অবাধ্যতা ও অমান্যতা থেকে পরহেয করা।

* সত্যিকার আল্লাহ প্রেমিক যারা, তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসে, মহব্বত করে। তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি আদেশ নিষেধ পালন করেন। একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যকে সকল গায়রুল্লাহর উপর প্রাধান্য দেন, তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। অনুরূপভাবে সত্যিকার খোদা প্রেমিকদেরকে আল্লাহ তা'আলা মহব্বত করেন এর অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেন, গুণাবলী বর্ণনা করেন, তাদের উত্তম পুরস্কার দান করেন, গুনাহ মাফ করেন, দয়া ও অনুগ্রহ করেন, পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া থেকে হিফাযত করেন, নেক আমলও ইবাদতের তাওফীক দান করেন।'

চারটি বিষয় এমন রয়েছে যেগুলো দাবী করতে হলে অপর চারটি বিষয়ে অভ্যস্থ হতে হবে। অন্যথায় এ দাবীদার মিথ্যুক বলে বিবেচিত হবে;

এক. যে ব্যক্তি বেহেশতকে ভালোবাসার দাবী করে এবং বেহেশতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করে অথচ নেক আমলও ইবাদতে মগ্ন হয় না, সে মিথ্যুক।

দুই. যে ব্যক্তি রাসূলূল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মহব্বতের দাবী করে; অথচ দ্বীনের খাদেম উলামা ও বুযুর্গানেদ্বীনেক মহব্বত করেনা, সে মিথ্যুক।

তিন. যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনকে ভয় করার দাবী করে; অথচ পাপকার্য পরিত্যাগ করে না, সে মিথ্যুক।

চার. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসার দাবী করে; অথচ বালা-মসীবত ও আপদ-বিপদের পরীক্ষায় অধৈর্য হয়ে শেকায়েত ও অভিযোগ ব্যক্ত করে, সে মিথ্যুক।

আল্লাহর প্রতি প্রেম-ভালোবাসার আরো কতিপয় নিদর্শন বা চিহ্ন

(ক) মৃত্যুকে অপ্রিয় বলে মনে না করা। পৃথিবীতে এমন কোন প্রেমিক নেই, যে প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাত হওয়াকে ঘৃণা করে। সত্যিকারের প্রেমিক যারা তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে অপছন্দ করতে পারেনা।

আর আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার মাধ্যম হচ্ছে মৃত্যু। তবে যদি কোন আল্লাহ প্রেমিক শুধু এ উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি মৃত্যুর আগমন না পছন্দ করেন- যে, এখনো আখেরাতের জন্য যথোপযোগী সম্বল সংগ্রহ করা হয়নি। এক্ষুণি মৃত্যু এসে গেলে খালি হাতে আল্লাহর সামনে কিভাবে দাঁড়াবো? কিছু বিলম্বে আসলে উপযুক্ত সম্বল সংগ্রহ করে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে, এ কারণে মৃত্যুর তাড়াতাড়ি আগমন অপছন্দ করেন, মূলত মৃত্যুকে অপছন্দ মনে করেন না তাহলে তা অসঙ্গত হবে না। এরূপ লোকের চিহ্ন এই যে, তারা সদা-সর্বদা পরকালের সম্বল অর্থাৎ নেক কাজে ও ইবাদতে মগ্ন থাকেন, এক মুহূর্তেও বিনা ইবাদতে অতিবাহিত হতে দেন না।

(খ) আল্লাহর প্রিয় বস্তুর জন্য নিজের প্রিয় বস্তুকে বিসর্জন দেওয়া। যে বস্তুতে বা যে কাজে আল্লাহ রাজিখুশি হবেন কিংবা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হবে বলে ধারণা হয়, সাধ্যক্রমে তা পরিত্যাগ না করা।

যে কারণে আল্লাহ তা'আলা হতে দূরে সরে পড়ার আশঙ্কা আছে, কিংবা আল্লাহ একাজে অসন্তুষ্ট কিংবা নারাজ হবেন বলে আশঙ্কা হয়, সে কাজ থেকে দূরে থাকা। সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন তার অবস্থা এমন হয়ে থাকে। তাই বলে কারো পাপ ও অন্যায় কাজ দেখে এটা বলা যাবে না যে, তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা নেই; বরং তার পাপ কাজ দ্বারা এতটুকু বুঝতে পারা যায় যে, তার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মহব্বত নেই।

(গ) আল্লাহর প্রেম ভালোবাসার আরেকটি নিদের্শন হচ্ছে যে, প্রেমিকের হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার যিকির সর্বদা সজীব থাকা ও জারি থাকা। কেননা যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে ভালোবাসে এবং এটা পেতে ইচ্ছুক থাকে, সে ব্যক্তি অধিকাংশ সময়েই উক্ত বস্তুকে স্মরণ করে থাকে। উক্ত বস্তুর প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসা থাকলে এক মুহূর্তের জন্যও উহাকে ভুলতে পারে না।

(ঘ) আল্লাহর প্রতি প্রেম ভালোবাসার আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে- তার পবিত্র কালাম কুরআন মাজীদকে, তার রাসূলকে এবং তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত

যাবতীয় পদার্থকে হৃদয় থেকে ভালোবাসা। এতটুকু ভালোবাসা হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ় হয়ে গেলে গোটা মানব জাতির প্রতি ভালোবাসা আপনা-আপনি উথলিয়ে উঠবে। কেননা, তখন এ খোদা প্রেমিকের মনে হবে এরা সকলেই আমার প্রেমাস্পদের বান্দা, আমার মাহবুব, আমার মাশুকই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। পরিশেষে আল্লাহরই সৃষ্টি বলে সমগ্র জগৎকে ভালোবাসতে আরম্ভ করবে। যেমন, কোন মানুষ কাউকে ভলোবাসলে তার তৈরী বস্তুকে এবং চিঠি-পত্রকে ভালোবাসে।

(ঙ) আল্লাহর প্রতি প্রেম ভালোসাবার আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে– নিরব নিস্তব্ধ ও নিভৃত স্থানে সময় কাটানোর জন্য অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত বা লালায়িত থাকা। কারণ দিনে কর্মব্যস্ততা, লোকজনের সাথে যোগাযোগ ইত্যাদি বাধা-বিঘ্ন থাকে বলে, মনে অস্থিরতা অশান্তি বিরাজমান থাকে। এজন্য সর্বদা রাত্রী আগমনের আকাঙ্ক্ষী থাকা। যেন সমস্ত বাধা বিঘ্ন ও গোলমাল হৈ চৈয়ের হাত থেকে মুক্ত থেকে নির্জনে প্রশান্ত মনে বন্ধুর সমীপে প্রেম নিবেদন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন– যে ব্যক্তি নির্জনতা পছন্দ না করে দিনরাত কেবল ঘুমিয়ে ও লোকজনের সাথে গল্প গোজব করে কাটাতে ভালোবাসে বুঝতে হবে যে, তার মুহব্বত আল্লাহ তা'আলার প্রতি এখনো ত্রুটিপূর্ণ রয়েছে। পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি।

হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, হে দাউদ! মানুষের সাথে এত সখ্যতা ও ভালোবাসা স্থাপন করো না। আর দু'প্রকারের লোক আমার করুণা হতে বঞ্চিত থাকে ১. যে ব্যক্তি সৎকার্যের পুরস্কার তাড়াতাড়ি পেতে চায় এবং পেতে বিলম্ব হলে ইবাদতে অলস ও শিথিল হয়ে যায়। ২. যে ব্যক্তি আমাকে ভুলে নিজের খেয়ালে ব্যস্ত থাকে। এ প্রকারের লোক যে আমার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত তার চিহ্ন হল– তাদেরকে আমি তাদের নিজ নিজ অবস্থা ও অভ্যাসের উপর ছেড়ে দিয়ে থাকি এবং সংসারে তাদেরকে বড় অস্থির ও পেরেশান করে রাখি।

(চ) আল্লাহর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে– তার নিকট ইবাদত বন্দেগী, জিকির ফিকির সহজ সাধ্য বলে মনে হয়, ভারী ও কঠিন বলে বোধ হয় না।[৯৫]

---

[৯৫] কিমিয়ায়ে সা'আদত ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮০

মোটকথা আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র ভালোবাসার পাত্র। বাস্তবিকপক্ষে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কোন কিছুই ভালোবাসার পাত্র হওয়ার যোগ্য নয়। যদি কেউ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের প্রতি মুহব্বত ও ভালোবাসা রাখে, তবে বুঝতে হবে যে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পারেনি। তবে কেউ যদি এমন কোন ব্যক্তির সাথে ভালোবাসা রাখে, যার সাথে আল্লাহ তা'আলার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে, তাহলে সে যেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসলো। কেননা কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসে, তাহলে সে তার দূত এবং প্রিয়জনকেও ভালোবেসে থাকে। তাই পরহেযগার আলেম-ওলামা, দ্বীনদার ও পরহেযগার ইবাদতকারীকে ভালোবাসা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার অন্তর্গত।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

আল্লাহর মুহব্বত বা প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের উক্তি

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার স্বাদ লাভ করে তার মধ্যে দুনিয়ার অন্বেষণ ও আকর্ষণ থাকে না। সে জাহেল লোকদের নিকট পাগল ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়।

* হযরত সুফিয়ান সওরী (রহ.) বলেন : 'মহব্বত ও ভালোবাসা বস্তুতঃ রাসূলে কারীম (সা.)-এর ইত্তেবা ও অনুসরণের নাম।'
* অন্যএক বুযুর্গ বলেন 'সর্বদা যিকিরে মত্ত থাকার নাম মহব্বত।'
* আরেক বুযুর্গ বলেন : প্রেমাস্পদকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়ার নাম মহব্বত।'
* অন্য এক বুযর্গ বলেন : 'দুনিয়ায় অবস্থান করাকে অপছন্দ করার নাম মহব্বত।
* আরেক বুযুর্গ বলেন– মহব্বত আসলে স্বীয় প্রিয় পাত্রের প্রতি এমন এক আকর্ষণ যা বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর উপলব্ধি করে থাকে; কিন্তু তা ভাষায় ব্যক্ত করতে সে অক্ষম।
* হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) বলেন : পার্থিব মোহে পতিত লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা মহব্বত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। কোন প্রাপ্তি বা

বিনিময়ের লক্ষ্যে উৎসারিত মহব্বতের অবস্থা হচ্ছে– যখনই সেই বিনিময় বা স্বার্থ অনুপস্থিত হয় তখন সেই মহব্বত খতম হয়ে যায়।

* হযরত যন্নুন মিসরী (রহ.) বলেন, আল্লাহর মহব্বতের দাবীদার ব্যক্তিকে বল– আল্লাহ ছাড়া আর কারো সম্মুখে নত না হওয়া থেকে বাঁচতে।

* হযরত শিবলী (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত এবং আল্লাহকে মহব্বতকারী এ দুয়ের পরিচয় কি? তিনি বলেন আরেফ অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় প্রাপ্ত যদি কথা বলে, তবে ধ্বংসে পতিত হয়, আর মহব্বত কারী যদি নিশ্চুপ থাকে, তবে ধ্বংসে পতিত হয়।

* হযরত রাবেয়া আদাভিয়া (রহ.) বলেছেন : আমার প্রিয়তমের খোঁজ আমাকে কে দেবে? তার খাদেম জবাব দিয়েছে– আমাদের প্রিয়তম আমাদের সাথেই রয়েছে; কিন্তু দুনিয়া আমাদেরকে তার থেকে পৃথক করে রেখেছে।

* ইবনে জালা (রহ.) বলেন : আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, আমি যখন আমার বান্দার অভ্যন্তর দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতি মহব্বত ও আকর্ষণশূন্য পাই, তখন তার অন্তরকে আমার ভালোবাসা ও মহব্বত দিয়ে ভরপুর করে দেই এবং তাকে আমার খাস হেফাযতে নিয়ে নেই।

* হযরত ইবরাহীম আদহাম (রহ.) বলেছেন হে মহান আল্লাহ! আপনি জানেন, আপনি আমাকে মহব্বত ভালোবাসা দান করেছেন। আপনার স্মরণ ও যিকিরের দ্বারা আমাকে সৌভাগ্য করেছেন। আপনার কুদরত মহিমা ও মহানত্বের চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এসব নেয়ামতের তুলনায় জান্নাত আমার কাছে মশার ডানা পরিমাণ মূল্যও রাখেনা।

  হযরত সিররী সাকতী (রহ.) বলেন : আল্লাহকে যে ভালোবাসে, তার মহব্বত যার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে, সে-ই প্রকৃত জীবন পেয়েছে। আর যে দুনিয়ার মোহে পতিত হয়েছে, সে বঞ্চিত হয়েছে। নির্বোধ লোক সকাল-সন্ধ্যা কেবল কিছুই নাই; অভাবের আর্তনাদ ও প্রাচুর্যের অন্বেষায় লেগে থাকে। আর বুদ্ধিমান নিজের দোষ-ত্রুটির অন্বেষা ও সংশোধনে মনোযোগী থাকে।

* হযরত শিবলী (রহ.)-এর উক্তি : আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসায় যারা মত্ত, খোদায়ী ইশকের শরাব পান করে নিয়েছে; ফলে তাদের জন্য এ জগত ও মনষ্য আবাস সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর যথার্থ পরিচয়

লাভ করেছে; তাই আল্লাহর মহিমা ও পরাক্রমে তারা উন্মত্ত নিবেদিত। তারা আল্লাহর পেয়ার অন্তরঙ্গ ভাবের অমৃত সুধার নেশায় বিভোর; তাই আল্লাহর প্রেম সাগরে তারা নিমজ্জিত হয়েছে। তার সান্নিধ্যে মুনাজাত ও প্রেম নিবেদনের আস্বাদে আত্মহারা হয়েছে।

* হযরত আলী (রাযি.) বলেন : আল্লাহর প্রতি অনুরাগী ব্যক্তির লক্ষণ হচ্ছে– নেক আমল ও ইবাদতের প্রতি দ্রুত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে ধাবিত হবে। আর যে ব্যক্তির অন্তরে দোযখের ভয় রয়েছে সর্বদা সে নফস ও কু-প্রবৃত্তির বিরোধিতা করবে। অনুরূপ মৃত্যুর প্রতি যে দৃঢ় বিশ্বাসী, সে কখনো পার্থিব মায়া- মোহ ও আস্বাদ আকর্ষণে মত্ত হবে না।

* হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (রহ.)কে মহব্বতের তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন : আল্লাহর মহব্বত যার অন্তরে আছে, তার নিজস্ব এরাদা ইচ্ছা বলতে কিছুই থাকে না। সমূদয় ইচ্ছা ও মনোস্কামনা ইশকের আগুনে দগ্ধিভূত হয়ে যায়। স্বীয় সত্তাকে সে আল্লাহর মহিমা ও পরাক্রমের অতল ও অকূল সাগরে নিমজ্জত করে দেয়।[৯৬]

* মনসুর হাল্লাজ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, লোকেরা তাকে আঠার দিন পর্যন্ত বন্দী করে রেখেছিল। এ সময় শিবলী (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে মনসূর! বলূন, মহব্বতের হাকীকত কি? তিনি বলেছিলেন ; আজকে নয় আগামী কাল্য জিজ্ঞাসা করবেন। পরের দিন লোকেরা তাকে বন্দীশালা থেকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন হযরত শিবলীও সে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। মনসূর তাকে দেখে চিৎকার করে বললেন, হে শিবলী! শুনে নিন মহব্বতের হাকীকত হচ্ছে, সূচনাতে অগ্নিদগ্ধ হওয়া আর পরিণামে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া।'

  মনসূর যখন এ বাস্তব সত্যকে প্রত্যক্ষ করলেন যে, একমাত্র আল্লাহর সত্তা চিরঞ্জীব, শ্বাশতঃ আর সবকিছুই ভঙ্গুর ও ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং তিনি যখন দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিলেন আর অন্তরে তার বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, জগতের সবকিছুতে একমাত্র আল্লাহরই সত্তা, কুদরত ও মহিমা বিরাজমান। তখন তিনি নিজের নামটুকুও বিস্মৃত হয়ে গেলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হতো আপনি কে? তিনি বলতেন: "আনাল হক" আমি হক

* জনৈক বুযুর্গ বলেছেন : খাঁটি মহব্বতের আলামত (লক্ষণ) তিনটি : এক. নিজের বা অপর কোন মাখলুকের নয়; বরং মাহবুব তথা প্রেমাস্পদের

---

[৯৬] মুকাশাফাতুল কুলুব, ১ম খণ্ড পৃ.৭১

যবানে কথা বলা। দুই. সমগ্র মাখলুকের সংসর্গ ত্যাগ করে কেবল মাহবুবের সান্নিধ্য অবলম্বন করা। তিন. অপরাপর সকলের সন্তুষ্টি ও তোষামোদ পরিহার করে কেবল মাহবুবের সন্তুষ্টির জন্য উদগ্রীব হওয়া।

* জনৈক বুযুর্গকে ইশক ও মহব্বতের তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, মাখলুকের সাথে সম্পর্ক কম রাখবে, অধিকতর নির্জনতা ও একাকীত্ব অবলম্বন করবে। সর্বদা চিন্তাশীল থাকবে, নিশ্চুপ থাকবে, চক্ষু উত্তোলন করবে; কিন্তু দৃষ্টিপাত করবে না। সম্বোধন করা হলে শুনবে না, কিছু বলা হলে অনুধাবন করবে না। মুসীবতে ধৈর্যহারা হবে না। ক্ষুধার্থ হলে অনুভব করবে না। গালি বা ভর্ৎসনা দিলে বুঝবেনা, মানুষকে ভয় করবে না, নির্জনে আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থাকবে, সর্বদা তার প্রতি আকৃষ্ট থাকবে।

একাকীত্বে মুনাজাত করবে, পার্থিব ঝঞ্জাটে দুনিয়াদার লোকদের সাথে জড়িত হবেনা।

* হযরত আবু তুরাব বখশী (রহ.) মহব্বত সম্পর্কে বলেন, পার্থিব কোন ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ো না; প্রতারিত হয়োনা। কেননা, এসবই প্রেমিকের জন্য প্রেমাস্পদের উপঢৌকন। দুঃখ কষ্ট ও বালা-মুসীবত যা প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে এসে থাকে, সবই আনন্দ চিত্তে বরণ করে নিবে। অভাব-অনটন ও দারিদ্রকেও প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে নগদ দান, সম্মান ও সন্তুষ্টির প্রতীক জ্ঞান করে নেবে। প্রকৃত প্রেমিকের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে, শত্রুর শত ধিক্কার ও প্রতারণা সত্ত্বেও তার পদস্খলন হয় না বরং উত্তরোত্তর প্রেমাস্পদের প্রতি তার প্রত্যয় ও আসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।'[৯৭]

* শিবলী (রহ.) বলেন, 'ভালোবাসা হলো স্বাদে আত্মহারা থাকা ও সম্মানে চমৎকারিত্ব।' তিনি আরো বলেছেন "আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ তা'আলার আগুন, যা তিনি তার ওলীগণের অন্তরে প্রজ্বলিত করেছেন। যাতে তাদের অন্তরে যে সন্দেহ, ইচ্ছা, প্রয়োজন ও দৌর্বল্য ইত্যাদি রয়েছে, সেগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।[৯৮]

হযরত জুনাঈদ বাগদাদী (রহ.), শায়েখ সররী সাকতি (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, প্রেমকিদেরও কি আপদ-জনিত কষ্ট হয়? সররী সাকতি (রহ.)

---

[৯৭] মুকাশাফাতুল কুলুব-১ম ৭৫

[৯৮] মুরশিদে আমীন পৃ. ৩৪৩

উত্তরে বললেন, কখনো নয়। সত্তরবারও যদি প্রেমিককে তরবারির আঘাতে নিহত করা হয়, তবুও তার কোনই কষ্ট হয় না।"

* জনৈক বুযুর্গ বলেন, 'আল্লাহর মহব্বতের দরুন আমার নিকট তার সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই প্রিয় বলে মনে হয়। এমন কি আমি যদি জানতে পারতাম যে, তিনি দোযখ ভালোবাসেন, তবে দোযখে যেতেও আমার আনন্দ হত। আল্লাহর প্রেমের অতিশয্যের নিকট অগ্নির দাহিকা শক্তিও পরাভব স্বীকার করত।"

হযরত ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন "খোদার প্রেম ও মহব্বতের সাতটি সিঁড়ি বা স্তর রয়েছে। এর সর্বপ্রথম স্তর হল বিপদে ধৈর্যধারণ করা অর্থাৎ বন্ধুর পক্ষ থেকে যে বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট অসুখ-বিসুখ, অভাব-অনটন অবতীর্ণ হয় তা প্রশান্তচিত্তে বরণ করে ধৈর্যধারণ করা। তিনি আরো বলেন, খোদা প্রেমিক একমাত্র খোদা ব্যতীত অন্য কোন কিছুতেই শান্তি পেতে পারে না। খোদা প্রেমিক যতক্ষণ পর্যন্ত লোক সংস্রব পরিত্যাগ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেমাস্পদের নৈকট্যলাভে সমর্থ হয় না। বন্ধুকে অবন্ধু, আপনকে পর, পরিবার-পরিজনকে ইয়াতীম মনে না করা পর্যন্ত বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ হতে বঞ্চিত থাকে। তারপর তিনি বলেন, খোদাপ্রেম ও খোদাভীতি এই দু'টু বিষয় ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ব্যতীত অন্যটি সাধন হয় না।

* একবার হযরত রাবেয়া বসরী আল্লাহর দরবার বারবার সেজদা করতেছিলেন আর বলতেছিলেন, হে মাবুদ ! আমি যদি দোযখের ভয়ে তোমার ইবাদত বন্দেগী করি তবে আমাকে দোযখের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিও। আর যদি বেহেশতের লোভে তোমার ইবাদত-বন্দেগী করি, তবে বেহেশত আমার জন্য হারাম করে আমাকে দোযখের ইন্ধন করিও। আর যদি তোমার মহব্বতে তোমার জন্যই ইবাদত করি, তবে পরকালে তোমার দীদার (দর্শন) লাভ হতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।[৯৯]

* রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মহব্বত, এমনই একটি স্তর, যেখানে শুধু ঐ সকল প্রেমিকই পা স্থাপন করতে পারেন, যারা বন্ধুর মহব্বত ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পান না। সাথে সাথে অন্যান্য যাবতীয় কিছু হতে দূরে সরে থাকেন।[১০০]

---

[৯৯] মাজালিসে গাজালী পৃ. ৯৩

[১০০] মাজালিসে গাজালী-৯৩

আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা সম্পর্কে হযরত আ. কাদির জিলানী (রহ.)-এর উক্তি

* হযরত আ. কাদের জীলানী (রহ.) বলেন : যদি তুমি আল্লাহকে বন্ধু ভাব, শুধু তার জন্যে কাজ কর এবং কেবল তাকেই ভয় কর তাহলে তার কোন কার্যধারার ওপর প্রশ্ন তুলো না। ভালোবাসার ব্যাপারটির সম্পর্ক অন্তরের সাথে। মুখে বকবক করে তা প্রমাণ করার নয়। এ সম্পর্কটি নিঃসঙ্গতায় অর্জিত হয়, দরবার জমিয়ে নয়।

* হে মিথ্যুক! তুমি নেয়ামত প্রাপ্ত অবস্থায় আল্লাহকে বন্ধু ভাব; কিন্তু যখন বিপদ আসে তখনই ঘুরে দাঁড়াও। মহান আল্লাহ যেন কোন দিন তোমার বন্ধু ছিলেন না। বান্দার যথার্থতা তো পরীক্ষা এলেই প্রকাশ পায়। তাই আল্লাহর তরফ থেকে যখন বিপদ আসবে, তখন তুমি যদি স্থির থাকতে পার, তা হলেই তুমি প্রেমিক। পক্ষান্তরে যদি তোমার অবস্থা বদলে যায়, তা হলে তোমার মিথ্যাবাদিতা ধরা পড়ল, তোমার প্রেমের দাবী ব্যর্থ হল।

  আল্লাহ প্রেমিকেরা অন্যান্য মানুষের তুলনায় বোবা ও অন্ধ। কারণ তাদের অন্তর আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। এ কারণেই তারা অপররের কথা শোনে না ও অপরকে দেখেনা। নৈকট্য তাদের মাতোয়ারা করে রাখে। খোদাভীতি তাদের ঘিরে রাখে এবং খোদাপ্রীতি তাদের প্রিয়তমের কাছে বন্দী করে রাখে। আল্লাহ প্রেমিকদের অন্তর স্বচ্ছ হয়, পবিত্র হয়, সৃষ্টিকে ভুলে যায়, স্রষ্টার স্মরণে নিমগ্ন হয়। দুনিয়া ভুলে যায় আল্লাহর কাছে পাওয়া স্থায়ী বস্তুর কামনায়।

* আল্লাহ পাক নিজ বন্ধুকে শাস্তি দেন না। তবে কখনো কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন।" মুমিন তখন দৃঢ়পদ থাকে। তার বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে যে কষ্ট দিচ্ছেন, তা অবশ্যই কোন কল্যাণের জন্য যা পরে পাওয়া যাবে, হোক তা ইহকালে কিংবা পরকালে। ফলে সে বিপদে সন্তুষ্ট থাকে ও ধৈর্যধারণ করে। ভুলে ও সে প্রতিপালকের উপর দোষারোপ করে না।

* অনেকেই আল্লাহর বন্ধুদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভাবে দেখে থাকে তার কারণ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা। তারা তাদের দোষারোপ করে আর অভিযোগ করে যে, তারা আমাদের সাথে হাসি-তামাশায় যোগ দিচ্ছে না কেন? কেন তারা আমাদের সাথে সমভাবে উঠাবসা করছেনা? এটা তারা এজন্য বলে থাকে যে, তারা তাদের নফস সম্পর্কে অজ্ঞ।

* আল্লাহ্ প্রেমের শর্তই হল তার সামনে তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন ব্যাপার থাকবে না এবং তাকে ছাড়া দুনিয়া আখেরাতের কিংবা কোন সৃষ্টবস্তুর সাথে তোমার সম্পর্ক থাকবে না।

* আল্লাহ্ প্রেম কোন সহজ কাজ নয় যে, সে খোদা প্রেমের দাবী করে বেড়াবে। অনেকেই এ দাবী করে বটে; কিন্তু তারা আল্লাহ্ থেকে অনেক ক্রোশ দূরে পড়ে আছে। আবার এমনও অনেক রয়েছেন যারা তা দাবী করেন না বটে, তবে তারা আল্লাহর সামনে উপস্থিত রয়েছেন।

* তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা চাও? তাহলে তিনি তোমাকে ভালোবাসবেন। শুরুতে তো তুমি প্রেমিক হবে আর তিনি হবেন প্রেমাস্পদ। পরিশেষে তিনি প্রেমিকও হবেন, প্রেমাস্পদও হবেন। শিশু শৈশবে মায়ের জন্য পাগল থাকে। যখন বড় হয়, তখন মা তার জন্যে পাগল হয়। তিনি যখন তোমার নিখাদ প্রেম দেখতে পাবেন, তখন নিজেই প্রেমিক হয়ে যাবেন। যখন তিনি বুঝতে পারেন সত্যিই তুমি তাকে ভালোবাসা, তখন তিনি তোমাকে বন্ধু বানাবেন। তোমার আত্মাকে তিনি পথ দেখাবেন এবং তোমাকে তার কাছে টেনে নেবেন।

* হে গাফেল! তুমি তাকেই চাও, যে তোমাকে চায়। তাকেই ডাক, যে তোমাকে ডাকে। তাকেই ভালোবাস, যে তোমাকে ভালোবাসে, তার প্রতি আকৃষ্টি হও যে তোমার প্রতিই আকৃষ্ট। তুমি এ বাণী শুননি যে, "আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসে।

* মানুষ তো তোমাকে চায় তাদের স্বার্থে, তোমার স্বার্থে নয়। অথচ আল্লাহ্ পাক তোমাকে চান তোমারই স্বার্থে, তার স্বার্থে নয়। তাই তাকেই চাও যিনি তোমাকে চান নিছক তোমারই স্বার্থে। তুমি তাকে নিয়েই মশগুল থাক। কারণ যারা তাদের স্বার্থে তোমাকে চায়, তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেয়ে যিনি তোমার স্বার্থেই তোমাকে চান তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা বহুগুণে শ্রেয়।

* এক বুযুর্গের নিকট এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল। আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখেছেন? তিনি জবাব দিলেন "যদি তাকে না দেখতাম, তো দুঃখের চোটে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতাম। যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহকে তুমি দেখ কিভাবে? জবাবে আমি বলবো, যখন কোন বান্দার অন্তর সৃষ্টিজগতশূন্য হয়ে যায় ও সেখানে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই নিজকে দেখিয়ে থাকেন। তিনি তার কাছে

থেকে যেভাবে অন্য সব বস্তু দেখান, তেমনি নিজকেও তার অর্ন্তদৃষ্টির সামনে তুলে ধরেন। শবে মে'রাজে যেভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তার যিয়ারত করিয়ে ছিলেন। তেমনি সেই বান্দাকে তিনি এক ধরনের যিয়ারত নসীব করেন। এ বান্দা যেভাবে স্বপ্নে আল্লাহ পাককে দেখে, তার নিকটবর্তী হয় ও তার সাথে কথা বলে, ঠিক জাগ্রত অবস্থায়ও তার অন্তর তাকে দেখে, কাছে যায় ও কথা বলে। সে তার বাহ্যিক দু'চোখ বন্ধ করে তারপর তার অন্তদৃষ্টিতে তাকে যথাযথ অবস্থায় ঠিক বাইরের চোখের মতই দেখতে পায়। তাকে অবশ্য দ্বিতীয় একটি নূর দান করা হয় তাঁকে দেখার জন্য। সে তখন তার নৈকট্য দেখে, তার গুণাগুণ দেখে তার মহান মর্যাদা,ক্ষমতা, বদান্যতা, মেহেরবানী দেখে এবং তার উপর তার মায়া-মমতা, অনুপম ব্যবহার ও সাহায্য সহায়তা দেখতে পায়। সে না এ কথা বলে যে, আমাকে আপনার যিয়ারত নসীব করুন, না সে কিছু নিতে বলে। সে তো বিলীন ও নিমজ্জিত হালাতে থাকে। এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এমন এক বুযুর্গ খোদা প্রেমকি বলেন, আমার ওপর আমার তরফ থেকে আর কী-ইবা করার আছে? কত চমৎকার কথা তিনি বলেছেন যে, আমি তো তাঁর গোলাম এবং প্রভুর সামনে গোলামের নিজের তরফ থেকে কি করার থাকে? তার না আছে অধিকার আর না থাকে ইচ্ছা। এক ব্যক্তি একটি গোলাম কিনেছিলা। গোলামটি ছিল ধার্মিক, বড় নেককার। মালিক তাকে প্রশ্ন করল, হে গোলাম! তুমি কি খেতে চাও? সে আরয করল, আপনি যা খাওয়ান। মালিক আবার প্রশ্ন করেন, কী পোশাক পরতে চাও? সে জবাব দিল, আপনি যা পরান। মালিক আবার জিজ্ঞেস করল, আমার এ ঘরের কোন জায়গায় থাকতে চাও? সে জবাব দিল, আপনি যেখানে জায়গা দেন। অবশেষে মালিক প্রশ্ন করল, কোন কোন, কাজে তুমি লাগতে চাও? সে জবাব দিল, আপনি যে যে কাজে লাগান। গোলামের এসব জবাব শুনে মালিক কেঁদে ফেলল এবং বলল, তোমার ও আমার ভেতরে আজ যে অবস্থা সৃষ্টি হল এ অবস্থা যদি আমার প্রভুর ও আমার মাঝে হত, তাহলে তো কতই না সৌভাগ্যের হত!

তখন গোলাম বলল, হে আমার মালিক! ভাল মালিকের সাথে গোলামের কি কোন ইচ্ছা বা অধিকারের প্রশ্ন থাকে?

এ কথাশুনে মালিক বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। আমি আশা করি, তুমি আমার কাছেই থাকবে এবং আমি জান-মাল দিয়ে তোমার সেবা করব।

মূলত যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জানতে পেরেছে, তার জন্যে না কোন ইচ্ছা বাকী থাকে, আর না কোন অধিকার। সে বলে আমার ওপর আমার তরফ থেকে কী-ইবা করার আছে?[১০১]

হে অধম হারুন! তুমি আজ প্রকৃত প্রেমাস্পদ আল্লাহকে ভুলে দুনিয়ার মোহে পড়ে রয়েছো। তুমি আল্লাহ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ এবং দুনিয়াকে আপন ভাবছ। অতিশীঘ্রই তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ জগত ও তোমার মধ্যে আড়াল সৃষ্টি হয়ে যাবে। যা নিয়ে তুমি আনন্দে রয়েছ, তা তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু তোমার সামনে হাজির হয়ে যাবে এবং আনন্দের বদলে বিষাদ তোমাকে গ্রাস করবে। হে হতভাগা হারুন! সাবধান হও, তোমাকে দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের জন্য।

হে উদাসীন হারুন! তুমি তোমার চিন্তা চেতনাকে, কামনা- বাসনা, সাধ-আহলাদ আর টাকার ওপর টাকা জমানোর ব্যাপারেই নিয়োজিত রেখেছ এবং নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খেল তামাশায় মশগুল রেখেছ। যদি কেউ তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, মৃত্যু ও পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তখন তুমি বল– তুমি তো আমার আনন্দই মাটি করে দিলে। তারপর এদিক ওদিক মাথা ঘুরাতে থাক। যখন তোমার ডাক এসে যাবে তখন কি করবে? যখন তোমার নিকট মালাকুল মউত তার সঙ্গী-সাথী নিয়ে হাজির হবেন, তখন তাদের কি বলে ফেরাবে? যখন তোমার রুজী ও আয়ূ ফুরিয়ে যাবে, তখন কোন্ কৌশল অবলম্বন করবে?

হে হারুন! যতসব কল্পনা-বিলাস ছাড়! দুনিয়া তো শুধু কর্মক্ষেত্র। এখানে যদি কাজ কর তবে তো ওখানে বিনিময় পাবে। যদি কাজ না কর, তো কিছুই পাবে না। এটা তো শুধু কাজ আর বিপদাপদের ঘর। এটা হল কাজ করার ঘর, আর আখেরাত হল আরাম করার ঘর। মুমিন যেহেতু এখানে নিজেদের দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে, তাই অপরিহার্য হয় ওখানে আরামে থাকা; কিন্তু তুমি তো এখানেই আগাম আরাম করছ এবং তওবা করার ব্যাপারেও টাল-বাহানা চালাচ্ছ। আজ নয় কাল; বলে বলে দিন, মাস, বছর একের পর এক পার করে চলছ। তোমার জীবন শেষ হচ্ছে এবং শীঘ্রই তুমি অনুতপ্ত হবে যে, নসীহত কেন মেন নাওনি? কেন সতর্ক হওনি? আর কেনইবা উপদেশকে সত্য ভাবনি? হে দাম্ভিক! তোমার জিন্দেগানীর ছাদে ফাটল ধরে গেছে। তোমার জিন্দেগীর দেয়াল ধ্বসে পরেছে। যে ঘরে তুমি বাস করছ তা বিরান হতে যাচ্ছে। তোমার

---

[১০১] আল-ফাতহুর রাব্বানী পৃ. ৩৪৭ আ.কাদের জীলানী রহ.

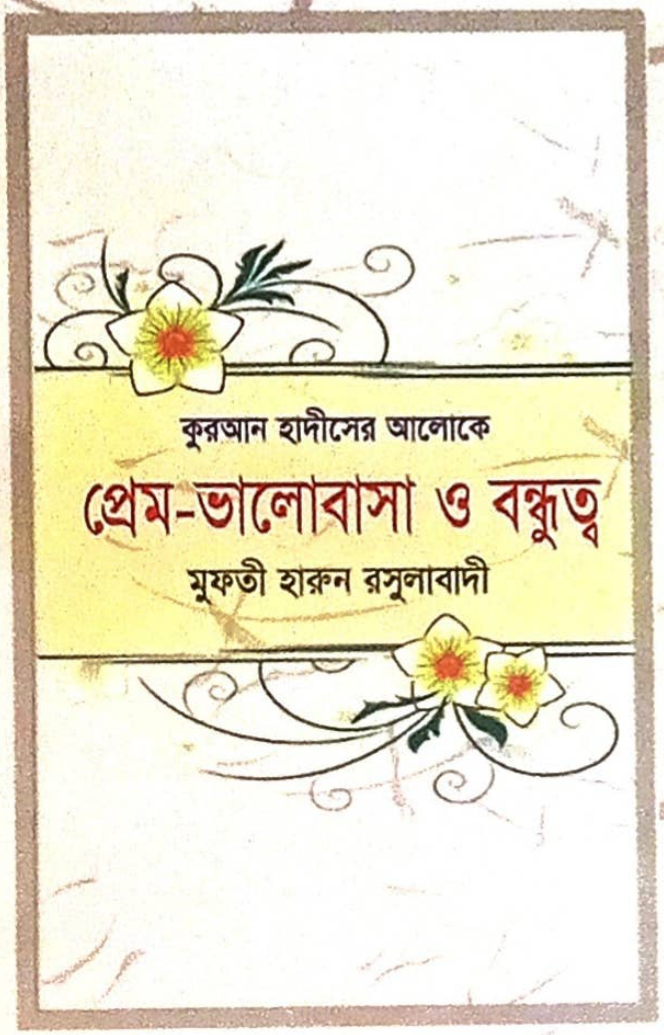
প্রাণ এ ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যেতে উন্মুখ হয়ে আছে। তাই এখনই পরকালবাসী হও এবং সে পথে পা বাড়াও। তোমার ধন-সম্পদকে তোমার আগেই আখেরাতের পথে রওয়ানা করে দাও। সেখানে পৌঁছে যেন তুমি তা পেতে পার।

আয় আল্লাহ! আপনি আমাদের পরীক্ষায় ফেলবেন না। আয় আল্লাহ! পরীক্ষা ছাড়াই আমাদেরকে নৈকট্য দান করুন। আয় আল্লাহ! আমাদেরকে নৈকট্য ও করুণায় ধন্য করুন। আয় আল্লাহ! আমাদেরকে দূরত্বমুক্ত নৈকট্য দান করুন। যেন আপনার থেকে দূরে যাবার শক্তি না পাই। কারণ আপনার পরীক্ষা সহ্য করার শক্তি আমাদের নেই। তাই আমাদের পরীক্ষার আগুন ছাড়াই আপনার নৈকট্য দান আর হৃদয়ে থেকে আপনার ও আপনার রাসূলের প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া বাকী সব উঠিয়ে নিন। আমীন, ছুম্মা আমিন।

সমাপ্ত

লেখকের রচিত ও প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাবলীর তালিকা

১। লেখা পড়ার নিয়ম পদ্ধতি ও আদব কায়দা শিক্ষা
২। আজব প্রশ্নের আজব উত্তর
৩। কাফন দাফন ও গোসল জানাযার পদ্ধতি
৪। পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ও বিবাহ শাদী
৫। ভুল আকীদা ও শুদ্ধ আকীদা জানার উপায়
৬। ওয়াজ বক্তৃতা ও ভাষণের নিয়ম পদ্ধতি
৭। ইসলামী যৌন জীবন ও যৌন বিজ্ঞান
৮। প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব
৯। নারীর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা
১০। মা-বাবার অবদান
১১। মিফতাহুল মিযান ওয়াল মুনশায়িব
১২। তোহফায়ে নাহবেমীর
১৩। আহসানুত তাহরীর
১৪। এসো লেখা শিখি
১৫। মুঈনুল আদব
১৬ সিরাজুছ ছালেহীন
১৭। মাহে রমজানের আমল ও মাসায়েল
১৮। কাব্য সমাহার
১৯। বিদায় বেলার পথে
২০। হামদ-নাত ও ইসলামী সঙ্গীত
২১। আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের করণীয় ও বর্জনীয়
২২। শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠগুণ
২৩। বড়দের উপদেশ
২৪। নবীন লেখকদের হাতিয়ার
২৫। যে গল্পে বুদ্ধি বাড়ে
২৬। মিসবাহুল কুরআন
২৭। তাজবীদুল কুরআন বা কুরআন পাঠের নিয়ম কানুন
২৮। পথভ্রষ্ট আহলে হাদীসের গুমর ফাঁক
২৯। নম্রতা ও ভদ্রতা শিক্ষা



ISBN 978-984-91035-3-0
9 789829 044830

The Bright
Design:Zakir
Ph:01715767988

আনোয়ার লাইব্রেরী
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯১৩৬৮০০১০, ০১৮৩০৭৩৪১৯৫